বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২।০ টাকা মাত্র।

Registered No. C. 481.

১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। New Series. January 1918. নূতন সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯১৮। Vol. XII. No 1.

কাজের লোক আফিস, ১১ নং [illegible] লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্লাক প্রত্যেক ৵০ ডজন ২৲

দোয়াত „ ১০ „ ।৶০

ব্লু ব্ল্যাক পাইন্ট প্রত্যেক ।০, ডজন ২৸০, কোয়ার্ট প্রত্যেক ৷০, ডজন ৫৷০, আল পাইন্ট প্রত্যেক ।৵০, ডজন ৪৲, কোয়ার্ট ।৶০, ডজন ৯৲ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না। চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়া সম্ভূত কুইনাইন আটকান জ্বর, যকৃত, প্লীহা, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৲, মাঝারি ৸০, ছোট ৷০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাজেও কল্যাণী। এই তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দ্দন করিলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা খাঁটি তিল তৈলে প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেশ ও মস্তিষ্ক পীড়ায় উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিশির মূল্য ৷৵ আনা, ডজন ৮৷০ টাকা।

ভিঃ পি খরচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মফঃস্বল খরিদ্দারদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

পি, এম, মিত্র এণ্ড কোং, সোল প্রোপ্রাইটার বি, সি, চ্যাটার্জ্জী, ৩৬ নং সাঁকারীটোলা লেন, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদ।

বড় শিশি	।।৵০
মাঝারী	।৵০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৶৵০।

কিটিংসের বন্‌বন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৶০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোন্‌ফিল্‌স্ লেন, কলিকাতা।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২।৹ এবং মাত্র ।।৹ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ। ১ম সংখ্যা। | New Series নব পর্য্যায়। January 1918. জানুয়ারী ১৯১৮। | Vol. XII No. 1

ভগবানের কৃপায় এবং আমাদের প্রিয় গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণের পৃষ্ঠ পোষাকতায় "কাজের লোক" ১৯১৮ সালে দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে আমরা ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া সকলকে আমাদের যথাযোগ্য সম্মান, সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

এই দ্বাদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া "কাজের লোক" সমাজের কতটুকু কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে চাহি না। তবে আমরা যে আশায় "কাজের লোক" প্রকাশ করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সে আশা অনেকটা সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। বহু উপার্জ্জনের অভিনব পন্থা এবং গার্হস্থ্য শিল্প প্রস্তুত প্রণালী, চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করায় এবং শিক্ষা দেওয়ায় বহু বেকার, বিলাসী, অলস যুবককে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইতে পারিয়াছি, বহু ব্যক্তি স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইহাই "কাজের লোকের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হইয়াছে। "কাজের লোক" এখন বাঙ্গালীর ঘরে আবশ্যকীয় পত্র বলিয়া আদৃত হইতেছে, এবং সাধারণের অনুগ্রহেই যে দ্বাদশ বর্ষকাল জীবিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

গত একাদশ বর্ষের "কাজের লোক" শিল্প কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য চিকিৎসা, পাক প্রণালী প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া যেন বিশ্বকোষ সদৃশ হইয়াছে। "কাজের লোক" প্রত্যেক সংসার প্রবেশার্থী যুবকের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের লোকের শিল্প শিক্ষার দিকে তেমন আকুল দৃষ্টি নাই, উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রতি তেমন অনুরাগ নাই, যদি অন্য ভাষায় অন্য দেশে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে "কাজের লোকের" জন্ম সার্থক হইত। বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালা আচার ব্যবহারে শ্রদ্ধাবান নহেন, যাহা কিছু ইংরাজী, যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালীর আদরের। এই স্থানেই গলদ হইয়াছে, অথচ বাঙ্গালী জাতির দোহাই দিতে কুণ্ঠিত নহে। জাতীয় ভাষায় বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা কম বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর নাই। ৫০ বৎসরেও একটা পুস্তকের এক সংস্করণ শেষ হয় না, অতি অনাস্থায় হতাদরে উচ্চ শ্রেণীর লেখকগণের গ্রন্থাবলী রাস্তার ধারে ভাগা দিয়া দুইচারি পয়সায়বিক্রয় হয়। এইত বাঙ্গালা সাহিত্যের

অবস্থা। তবু এই অবস্থাতেও "কাজের লোক" জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই কিছু কিছু সাধারণ জ্ঞানলাভ না করিতে পারা একটা মস্ত ত্রুটী। সংসারে থাকিতে হইলে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং বহুতত্ত্ব জানার আবশ্যক হয়। তেমন কিছু বাঙ্গালা ভাষার কোন পুস্তকে একাধারে পাওয়া যাইত না, সেইজন্য যখন স্বদেশীর হুজুক উঠে, তখন স্বাধীন জীবিকার বহু পন্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই "কাজের লোকের" জন্ম এবং সেই মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া প্রত্যেক সংখ্যা "কাজের লোককে" লোকপ্রিয় করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরেই নূতন নূতন বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরের "কাজের লোক" এক এক খানি প্রকাণ্ড পুস্তক, মূল্য ৩৲ টাকা। ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৯ ভলিউম "কাজের লোকের" মূল্য ২৭৲ টাকা কিন্তু এই বহুতথ্য পরিপূর্ণ গ্রন্থরাজী আমরা বহুল প্রচার কামনায় সাধারণকে মাত্র ১২৷৷৹ মূল্যে দিতেছি। যদি কেহ "কাজের লোকের" বিষয় সমূহের সূচীপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তিনি না লইয়াই থাকিতে পারিবেন না; ৶৹ আনার টিকিট পাঠাইলেই সূচীপত্র পাঠান হয়। আপনি যদি গ্রাহক না হইয়া থাকেন, তবে গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন, ইহাই প্রার্থনা।

প্রকাশক।

NOTES OF INTEREST.

অত্যাবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

জার্ম্মাণদের রং প্রস্তুত প্রণালীর গুপ্ত তত্ত্ব বাহির।—সুইজর্লাণ্ডের এক কেমিষ্ট বা রাসায়নিক শিল্পী জার্ম্মণদের রং প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিতেন, ইহার সন্ধান পাইয়া ইংলণ্ডের কতকগুলি কাপড়ের কলওয়ালা দুই বৎসরের চেষ্টার পর ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে তাহা বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের ২৫৭ প্রকার প্রণালী তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। অতঃপর রংএর মূল্য কম হইবে, এরূপ আশা করা যায়, এবং জর্ম্মাণীর এক একচেটিয়া কার্য্য ধ্বংস হইবে।

চর্ম্ম বিক্রয় নিষেধ।

ভারত গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে কানপুর, কলিকাতা, মাণিকতলা, হাওড়া ও মান্দ্রাজের মিউনিসিপাল এলাকার মধ্যে কেহ কাঁচা গোচর্ম্ম বিক্রয় করিতে পারিবে না। কেবল যাহারা ইণ্ডিয়ান মিউনিশন বোর্ডের কণ্ট্রোলারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিবে, তাহারাই চর্ম্মবিক্রয়ের অধিকার পাইবে। সমর বিভাগে রণ সম্ভার নির্ম্মাণের সৌকর্য্যার্থ এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

লবণের মূল্য।

লবণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে গরীবের অবর্ণনীয় ক্লেশ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সেই ক্লেশ শীঘ্রই দূর করিবেন, এইরূপ কথা শুনা যাইতেছে কিন্তু অদ্যাপি ক্লেশ লাঘবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। গবর্ণমেণ্ট গত মঙ্গলবারের ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন, লবণের মূল্য কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। গত কল্যকার কলিকাতা গেজেট পড়িলাম, ডিসেম্বরের শেষ পক্ষে কলিকাতায় লবণের মণ ছিল ৪৷৹ টাকা জানুয়ারীর প্রথম পক্ষেও সেই মূল্যই আছে। পাবনায় মূল্য বাড়িয়াছে ৪৲ টাকার স্থলে ৫৷৹ টাকা হইয়াছে, মেদিনীপুরে ৪৷৶৹ আনার স্থলে ৪৷৷৹ টাকা হইয়াছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় মূল্য কমিয়াছে, রঙ্গপুরে কিছুই কমে নাই।

গত বৎসর জানুয়ারীর প্রথম পক্ষে লবণের মণ কলিকাতায় ৩৶৹, মেদিনীপুরে ৩৷৹, চট্টগ্রামে ৩৶৹, ঢাকায় ৩৷৹, পাবনায় ৩৸৹, ও রঙ্গপুরে ৫৲ টাকা ছিল।

গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় বলি, লবণের মূল্য হ্রাস করিবার উপায় অতি শীঘ্র অবলম্বন করুন। গরীবের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে।

রেলপথে বস্ত্র।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল পথের যাত্রী গাড়ীতে, বস্ত্র, আলু, ঘৃত প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের লগেজ বা পার্শেল প্রেরণ আপাততঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধুনা যাত্রীর সংখ্যা অধিক হইতেছে, ইহার উপরে ঐ সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া গাড়ীর কামরা বোঝাই করিলে গাড়ীতে স্থানাভাব হইবার সম্ভাবনা, বোধ হয় সেই জন্যই রেল কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রী গাড়ীতে ঐ সকল দ্রব্যের লগেজ বা পার্শেল প্রেরণ বন্ধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু রেল কর্ত্তৃপক্ষের এই নিষেধে, অধস্তন রেল কর্ম্মচারীরা যাত্রীদিগকে বড়ই বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, কোন যাত্রী হয় ত নিজে ব্যবহারের জন্য দুই এক জোড়া বস্ত্র কলিকাতায় ক্রয় করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিতে যাইলে ষ্টেশনের প্লাটফরমের প্রবেশপথে রেলকর্ম্মচারীরা সেই যাত্রীকে বাধা দিয়া থাকে। মফঃস্বল অপেক্ষা কলিকাতায় বস্ত্রাদির মূল্য অল্প বলিয়া মফঃস্বল বাসিরা কলিকাতা হইতে বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যান। হাতে

করিয়া দুই চারি জোড়া কাপড় লইয়া যাইলে যে কাহার কি অসুবিধা হয়, তাহাত আমরা বুঝিতে পারি না, অথচ প্লাটফরমের দ্বারদেশে কর্ম্মচারী এ জন্য যাত্রীদিগকে বিশেষ বিরক্ত করিয়া থাকে। আমরা আশা করি, রেল কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতি বিধানে কালবিলম্ব করিবেন না। একজন যাত্রী হাতে করিয়া কত কাপড় লইয়া যাইতে পারে, অন্ততঃ তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। কোন যাত্রীর হাতে দুই চারি জোড়া নূতন কাপড় দেখিলেই যে রেল কর্ম্মচারীরা সেই কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিবে ইহা কখনই রেল কর্ত্তৃক পক্ষের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

নিকেলের দুয়ানি।

পাইওনিয়র বলেন, "ভারতবর্ষের সকল স্থলেই আনির খুব আদর হইয়াছে বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট নিকেলের দুয়ানি চালাইবার কথা ভাবিতেছেন।"

লাটসভায় লবণ কথা।

গত ২২শে জানুয়ারি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ রায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন,—"এই সভা সকৌন্সিল গভর্ণরকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত দুইটী প্রস্তাব উত্থাপন করুন,—(১) বাঙ্গালা দেশে লবণ তৈয়ারির নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট সহায় হউন; (২) জনসাধারণ স্ব স্ব ব্যবহারের নিমিত্ত লবণ প্রস্তুত করিলে কর আদায় করা হইবে না; এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হউক।"

এই প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে রায় মহাশয় বলেন,—"অধুনা লবণের মূল্য অত্যন্ত চড়িয়াছে, অথচ লবণ না হইলে মানুষের আহার চলে না। ফলে গত দুই মাসের মধ্যে মফস্বলে অনেক হাট বাজার লুঠ হইয়াছে। এখনও লুঠের স্রোত বন্ধ হয় নাই। গত ২৭শে নবেম্বর হইতে ৮ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত এই প্রদেশে ৪৭টী লুঠের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এখন লোকের লবণ প্রস্তুতের অধিকার নাই। তাহারা বিদেশ হইতে আমদানি লবণ খাইতে বাধ্য হয়। এদেশ হইতে দশ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী লিভারপুল, চেসায়ার ও জর্ম্মণী হইতে আনীত লবণের দিকে চাহিয়া জনসাধারণ বসিয়া থাকে, অথচ তাহারা জানে যে, তাহাদের দ্বারদেশে লবণ সমুদ্র রহিয়াছে। এদেশে বহুবৎসর যাবৎ লবণ তৈয়ারী হইত। এই ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে তাহাদিগেকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। আমরা এজন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিতেছি না, গভর্ণমেণ্ট কেবল লবণ তৈয়ারীর প্রতিবন্ধক গুলি প্রত্যাহার করুন এবং যেখানে লবণশুল্ক উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব, তথায় উহা উঠাইয়া দিন।"

"আলোচ্য প্রস্তাবের শেষাংশ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বুঝা উচিত যে, বর্ত্তমান সময়ে লবণ শুল্ক প্রত্যাহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমার মতে, লবণশুল্ক উঠিয়া গেলে হাট লুঠ বন্ধ হইবে। লোকে যদি জানিতে পারে যে, পারিবারিক প্রয়োজনে তাহারা ঘরে ঘরে লবণ তৈয়ারি করিতে পারিবে, তাহা হইলে আর লুঠ-তরাজ করিতে ছুটিবে না।"

অতঃপর অনারেবল দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ উল্লিখিত প্রস্তাবের নিম্নলিখিত সংশোধন উত্থাপন করিলেন,—

"এই সভা সকৌন্সিল গভর্ণরকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন ও তাহার পর আর দুই বৎসরকাল বাঙ্গালা দেশে যথেচ্ছ লবণ তৈয়ারীর হুকুম দিবার জন্য তাঁহারা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করুন।" এই প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর বলিলেন,—"আমি জানি যে, বাঙ্গালা দেশে লবণশুল্ক বাবদ গভর্ণমেণ্টের আয় প্রায় এক কোটী টাকার উপর, আমার মতে, প্রস্তাবটি সংশোধনানুরূপে গৃহীত হইলে সরকারী আয়ে বিশেষ আঘাত লাগিবে না। হয়ত দু'এক লক্ষ টাকা আয় হ্রাস হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান লুঠ-তরাজের অপেক্ষা তাহা ভাল। ইহার ফলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বাড়িবে।"

অনারেবল মিঃ হক, অনারেবল অখিলচন্দ্র দত্ত ও অনারেবল মিঃ আবুল কাশেম প্রস্তাবটী সমর্থন করিলেন।

অনারেবল মিঃ কার্টার উহার প্রতিপক্ষে বলিলেন,—"উড়িষ্যা প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় রাজাদের হাত হইতে লবণ প্রস্তুতের ক্ষমতা লইয়াছিলেন; কিন্তু ১৯০২ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে, সেখানকার জলহাওয়া লবণ প্রস্তুতের অনুকূল নহে; কাজেই গভর্ণমেণ্ট সে চেষ্টা ত্যাগ করেন। সে সময়ে লবণের দর সের-করা আধ আনা মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াও ক্রেতা পাওয়া যায় নাই, কারণ সেরূপ অপকৃষ্ট লবণ কেহই লইতে চাহিত না। একবার যে চেষ্টা বিফল প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেজন্য এখন আবার অনর্থক টাকা খরচ করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, প্রজার সাধারণ পারিবারিক প্রয়োজনের নিমিত্ত বিনা শুল্কে লবণ প্রস্তুত করিতে দেওয়া উচিত; কিন্তু ইহা পুনঃ পুনঃ দেখান হইয়াছে যে, এদেশে লবণশুল্ক সাধারণের গায়ে বড় লাগে না। উহার দরুণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৎসরে মাত্র তিন আনা দিতে হয়। ইহা অবশ্য খুব বেশি নহে।"

অনারেবল প্রভাসচন্দ্র মিত্র মূল প্রস্তাবের প্রথমাংশের পুরাপুরি সমর্থন করিলেন; কিন্তু

দ্বিতীয়াংশের ও সংশোধনের প্রতিবাদ জানাইলেন।

সর্ব্বশেষে অনারেবল মিঃ ডোণাল্ড লবণের মূল্য বৃদ্ধির হেতু বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাজারে লবণ ব্যবসায়ের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় ও চট্টগ্রামে প্রচুর লবণ মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতায় মহাজনেরা মাল আটক রাখার দরুণ মফঃস্বলে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। এজন্য বড় বড় মহাজনেরাই দায়ী। এ প্রদেশে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে কিনা, এ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে সরকারী বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। দেশীয় লবণ প্রস্তুতের নিমিত্ত অনেকটা লোণা জমির দরকার। তা'ছাড়া লিভারপুল লবণ দেশীয় লবণ অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। গত ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামের তিন চারিজন লবণব্যবসায়ী ঐ অঞ্চলে লবণ প্রস্তুতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করেন। গভর্ণমেণ্ট বিশেষজ্ঞগণকে ব্যাপার কি জানিবার জন্য চট্টগ্রাম পাঠাইয়া দেন। বিশেষজ্ঞগণ চট্টগ্রাম গিয়া দেখেন যে, লবণ প্রস্তুত বিষয়ে দরখাস্তকারিগণের কোন অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহারা কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কোন্ জমীতে লবণ প্রস্তুত হইবে তাহাও দেখেন নাই। এখন গভর্ণমেণ্ট বিশেষজ্ঞগণের মতামত জানিবার জন্য উদগ্রীব আছেন। তাঁহারা যদি কোন কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

"গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে বিনা শুল্কে লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিতে পারেন না। কেবল এক শ্রেণীর লোক এরূপ অনুমতি পাইবে কেন? যদি চট্টগ্রামের অধিবাসিগণ ঐরূপ সুবিধা পায়, তাহা হইলে অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণকেও ঐ সুবিধা দিতে হইবে। তাহা হইলে মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর অধিবাসিগণকে বিনাশুল্কে লবণ প্রস্তুতের অধিকার দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন না। তবে তাঁহারা একটু সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা লবণ বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, কেহ পারিবারিক প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিলে যেন তাহাকে অভিযুক্ত করা না হয়। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু বিনা শুল্কে লবণ তৈয়ারির সাধারণ হুকুম দিতে পারেন না। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের প্রখর দৃষ্টি রহিয়াছে। দুইমাস পূর্ব্বে লবণের বাজার যেরূপ ছিল, এখন তাহাপেক্ষা অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। লবণের মূল্য এখন হ্রাস হইয়াছে এবং যোগান নিয়মমত পাওয়া যাইবে। ফলে মহাজনেরা আর অধিক লাভের আশায় মাল বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না।"

সংশোধন প্রস্তাবটী ভোটে পরিত্যক্ত হইল। পরে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর প্রস্তাবমতে রায় মহাশয় মূল প্রস্তাবটী গভর্ণমেণ্টে পৃথক্ পৃথকভাবে উত্থাপন করিলেন। প্রথমাংশটী গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহা পাশ হইয়া গেল; কিন্তু দ্বিতীয়াংশ পরিত্যক্ত হইল। উহার পক্ষে চৌদ্দজন ও বিপক্ষে কুড়িজন সভ্য ভোট দিয়াছিলেন। (বঙ্গবাসী)

নেশানাল ইউনিভার্সিটি।

মিসেস বেশান্ত অন্তরীণ হইবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য এক নেশানাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব হওয়ার প্রারম্ভেই তিনি অন্তরীণ হওয়ায় তখন এ সম্বন্ধে আর বড় কিছু হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তিনি মুক্তি লাভ করিয়াই ঐ প্রস্তাবের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম হইয়াছে,—Society for the promotion of National Education. অর্থাৎ—জাতীয় শিক্ষোন্নতি সমিতি। স্যার রাসবিহারী ঘোষ এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। মাদ্রাজের মিঃ মাধব রাও এবং বিহারের মিঃ হাসান ইমাম উভয়ে ভাইস প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। বোম্বাইএর সওদাগররাজ বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব সেরীফ মিঃ নরোত্তম সোরাবজী কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন। মিঃ জি, এস্ এরুণ্ডেল রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। এই সমিতির এক একজিকিউটিভ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিসেস বেশান্ত এই কমিটীর চেয়ারম্যান। দিল্লীর হাকীম আজমাল খাঁ হাজীফউল মুলুক ইহার ভাইস-চেয়ারম্যান। মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ, দেওয়ান বাহাদুর সদাশিব আয়ার, শ্রীযুক্ত কাস্তুরিয়াবন্দ আয়েঙ্গার, শ্রীযুক্ত সি, সি, রামস্বামী আয়ার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সি, জি, নারাজ দাস, শ্রীযুক্ত কে, হনুমন্তরাও, মিসেস নায়েক এবং ট্রেজারার ও রেজিষ্ট্রার এই কমিটির সদস্য। মাদ্রাজের মাদানাপালে নামক স্থানে এই সমিতি কর্ত্তৃক প্রথম নেশানাল ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হইয়াছে এবং স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই ইউনিভার্সিটির প্রথম চেন্সেলর পদে বরণ করা হইয়াছে। চেন্সেলর রবীন্দ্রনাথ, স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে প্রো-চেন্সেলর নিযুক্ত করিয়াছেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ দেওয়ান বাহাদুর সদাশিব আয়ার একটিং ভাইস-চেন্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মিঃ জি, এস্, এরুণ্ডেল রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। বহু বিখ্যাত ব্যক্তিকে এই ইউনিভার্সিটির প্রথম কাউন্সিল এবং

প্রথম সিনেট সভার সদস্য পদ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণের সম্মতিসূচক উত্তর পাইলেই এই ইউনিভার্সিটির সকল পদের পুরা তালিকা বাহির হইবে। থিয়জফিকেল এডুকেশনাল ট্রষ্ট তাঁহার আপন সত্তা এই ইউনির্ভাসিটিতে মিশাইয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে এই ট্রষ্টের যত কলেজ ও স্কুল এই ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্ত্তী হইল। প্রস্তাব হইয়াছে, এই ইউনিভার্সিটির আর্ট এবং কৃষি কলেজ মাদ্রাজের মাদানাপালে স্থাপিত হইবে, টেক্‌নলজিকেল অর্থাৎ কারীগরী কলেজ বঙ্গদেশে হইবে, কমার্শিয়াল অর্থাৎ বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ বোম্বাইএ হইবে এবং স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী ট্রেণিং কলেজ বর্ত্তমান বেনারস-স্ত্রী কলেজ লইয়া বেনারসে হইবে। এইভাবে এই ইউনিভার্সিটির কার্য্য এক প্রদেশে বদ্ধ না থাকিয়া সারা ভারতময় হইবে। কালে এই সকল কলেজগুলিই এক একটা স্বতন্ত্র ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হইবে। ভারতবাসীকে 'হোমরুলে'র যোগ্য করিতে যে প্রণালীতে সুশিক্ষিত করা কর্ত্তব্য, এই ইউনিভার্সিটি সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। মিসেস বেশান্ত এই প্রস্তাবে কৃতকার্য্য হইবার জন্য সমগ্র দেশবাসীর নিকট যথাসাধ্য যে কোন উপায়ে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। দেখা যাউক, ফলে কি হয়।

বস্ত্র ও লবণের মহার্ঘতা।

ভারত সভার প্রস্তাব।

গত ১৬ই জানুয়ারী ভারত সভার সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হাট ও বাজার লুঠ সম্বন্ধে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারত সভার অনুরোধ মতে আপনাকে জানাইতেছি যে, গত ১৯১৭ সালের ১৯এ নভেম্বর হইতে ১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বঙ্গের নানা অঞ্চলে ৪৯টা হাটবাজারে কাপড় ও লবণ লুঠ হইয়াছে, সংবাদপত্র পাঠে আমরা তাহা অবগত হইয়াছি।

লবণ ও কাপড়ই বিশেষভাবে লুঠ হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে উক্ত দুই দ্রব্যের মহার্ঘতাই লুণ্ঠনের কারণ।

রংপুর বিশেষ আদালতে হাট লুঠ মামলা রুজু করিবার সময়ে সরকারী উকীল ইহাই বলিয়াছেন যে, কাপড় ও লবণই লুণ্ঠনের দ্রব্য এবং উহার উচ্চমূল্যই লুণ্ঠনের কারণ।

সকলেই যখন এই সম্বন্ধে একমত, তখন কমিটি গভর্ণমেণ্টকে উক্ত দুই দ্রব্যের মূল্য নিয়মিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কমিটি ইহা জানেন যে, অর্থনৈতিক কারণে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন কার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা একান্ত অস্বাভাবিক এবং লাভলোলুপ ব্যবসায়ীরা এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। কাপড় লবণ প্রভৃতির দর যতদুর চড়িয়াছে, মূল্য তত বেশী হইতেই পারে না ইহাই সকলের বিশ্বাস।

অতি অল্পদিন হইল বোম্বাই কর্পোরেসনে এইরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, কয়লা, লবণ, কাপড় এবং নিত্যব্যবহার্য্য অপর কতকগুলি একান্ত আবশ্যক দ্রব্যের মূল্য নিয়মিত করিয়া দিবার জন্য কমিশনারগণ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করুন। গত অল্প কয়মাস মধ্যেই জিনিষের মূল্য বিশেষভাবে বর্দ্ধিতহইয়াছে। এক কমিটি এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করিয়া রিপোর্ট দিবেন স্থির হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে হাট বাজার লুঠ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী জয়নগর থানার এলেকায় দাসের হাটে ৫০।৬০ হাজার টাকার কাপড় লুঠ হইয়াছে। কেনিং টাউন থানার বাসন্তী হাট, সাতখোনা হাট, দরিয়া হাট প্রভৃতি স্থলেও ঐরূপ বৃহৎ লুঠ হইয়া গিয়াছে। অল্প কয়দিন হইল, কাঁথি মহকুমার সদর হইতে অল্প কয়মাইল, দূরবর্ত্তী সাত মাইল হাট লুঠ হইয়াছে। গত ১০ই জানুয়ারী কাঁথির হাট লুঠ হইবারও উপক্রম হইয়াছিল।

যে সকল ঘটনা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা সামান্য ভয়াবহ নহে। কমিটি মনে করেন যে, অগৌণে কাপড় ও লবণের দর নিয়মিত করিয়া দেওয়া গভর্ণমেণ্টের উচিত।

কমিটি বিনীতভাবে গভর্ণমেণ্টের নিকটে নিম্নলিখিত অনুরোধ করিতেছেন :—

(১) কক্সবাজার, সুজামুঠি, জলামুঠি এবং অপর যে সকল স্থান লবণ তৈয়ারের পক্ষে অনুকুল বিবেচিত হইবে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থলে লোককে লবণ তৈয়ারে অনুমতি প্রদান করুন।

(২) মান্দ্রাজের লবণ যাহাতে বঙ্গদেশে অনায়াসে আমদানী করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

(৩) লবণের বিক্রয় গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে হউক।

ধুতি ও সাড়ি।

লবণের মত ধুতি ও সাড়ির বিক্রয়টা গভর্ণণ্টের তত্ত্বাবধানে আনয়ন করা দরকার গভর্ণমেণ্ট যদি উহাতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে এই মর্ম্মে সরকার হইতে সংবাদ প্রকাশ করা হউক যে, যাহাতে ধুতি ও সাড়ির দাম নিয়মিত হয়, গভর্ণমেণ্ট সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইলে অবিলম্বে নিঃসন্দেহ দাম নামিয়া পড়িবে।

কমিটি গভর্ণমেণ্টকে কার্পাস তুলার উপর রপ্তানির মাশুল বসাইবার উপদেশ দিতেছেন, যাহার ফলে স্বদেশী কাপড় সস্তা হইবে। সত্যবটে ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত আর কেহ মাশুল বসাইতে পারেন না। কিন্তু বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।

এই দেশে কত তুলা ও কাপড় মজুত আছে, উহার একটা হিসাব প্রচার করাও কল্যাণকর হইবে।

লুণ্ঠনের কারণ।

অসন্তুষ্ট কৃষকগণই হাঠ বাজার লুঠ করিতেছে। জীবন রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় কৃষকগণ বিশেষ পীড়িত হইয়াছে। পাটের দাম নামিয়া যাওয়ায় তাহাদের দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়াছে।

এক পক্ষে দেখি যে, জীবন বাঁচাইবার জন্য যে কয়টা জিনিস না কিনিলেই নয়, উহার দাম বাড়িয়াছে, অন্যদিকে যাহা বিক্রয় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের লোক উহা কিনিবে, সেই পাটের দর কমিয়াছে।

এই অবস্থায় বঙ্গের কৃষকগণের মধ্যে স্বভাবতঃই অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। কৃষকের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পুর্ব্বে যাহা লাগিত, এখন তাহা হইতে বেশী টাকা লাগে। কিন্তু সে আগে যাহা উপার্জ্জন করিত, এখন সেই উপার্জ্জন কমিয়া গিয়াছে। এই আর্থিক অসন্তোষের হেতু দূর করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন।

কমিটি এই অনুরোধ করিতেছেন যে, পাটের কলগুলির কার্য্য সপ্তাহে ৫ দিনের স্থলে ৬ দিন করান হউক। ইহাতে পাটের কাট্‌তি বাড়িবে, তাহা হইলেই উহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

সময় বাড়াইবার বিরুদ্ধে ইহাই আপত্তি উঠিতে পারে যে, ইহাতে কয়লার খরচ বাড়িবে। এখন যাহা খরচ হয়, এই বৃদ্ধি তাহা হইতে শতকরা ১৲ টাকা বেশী হইবে। আমরা অবগত হইয়াছি যে, কার্য্যকাল বাড়াইতে কলের কর্ত্তৃপক্ষ সম্মত আছেন।

কমিটি গভর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, দেশের সকল হাট বাজারে সরকার হইতে পাটের দর বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হউক।

কমিটি গভর্ণমেণ্টকে জানাইতেছেন, কৃষিজীবী বহুল বঙ্গদেশের লোকেদের এই ক্লেশ দূর করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আশু ব্যবস্থা করুন। কমিটি নির্ব্বন্ধ সহকারে আবার বলিতেছেন যে, এই অবস্থা অতি ভীষণ এবং প্রতিকার অগৌণে হওয়া অতীব আবশ্যক।

পাশ্চাত্য দোকানদারী রহস্য।

কোন আমেরিকান পত্র বলিয়াছিলেন যে, "Shop keeping success or failure is usually of shop keeper's making. The unsuccessful often give the credit of other people's success to good fortune or luck where result have been only through sheer hard work and persistency."

অর্থাৎ দোকানদারী করিয়া কৃত কার্য্যতা বা অকৃতকার্য্যতা সমস্তই দোকানদারের নিজের কৃতকর্ম্ম। অকৃতকার্য্য দোকানদার অপরের উন্নতি দেখিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকে যে, ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ কেবল তাহার সু অদৃষ্টেরই ফল অথচ সেই সৌভাগ্য লাভ তাহার কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় সংকল্পেরই ফল। আমাদের দেশের দোকানদারগণের এই গুণের অভাব এবং সেই জন্যই এখানকার দোকানদারগণও বলিয়া থাকেন যে, অপরের অদৃষ্টের গুণেই সৌভাগ্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং অধ্যবসায় গুণেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। আমেরিকানগণ বলেন যে "Go ahead thinking and acting men win in business."

যে সকল লোক উন্নত চিন্তাশীল এবং উন্নত কর্ম্মী তাহারাই জয়ী হইয়া থাকেন।

লিপটন, হোয়াইটলি, লায়ন, গামেজেস্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীগণের এই গুণগুলি ছিল বলিয়াই ইহারা ব্যবসায়ে জগত বিখ্যাত হইয়াছেন। বহুলোক ব্যবসায়ে নামিয়া থাকে, কিন্তু অধ্যবসায়শীল সদ্বিবেচক ব্যবসায়ীগণই সফলকাম হইয়া থাকেন।

এই ব্যবসায়ে, প্রধানতঃ কঠোর পরিশ্রম আমোদ প্রমোদে আত্মত্যাগ, অহরহ স্বীয় কার্য্যে আত্মনিবেস, প্রিয়ভাষিতা এবং সময়োপযোগী অভিনব পন্থা আবিষ্কারের শক্তি থাকা আবশ্যক।

"Two simple qualifications, must be behind every success—energy and intelligence. 'Men who work and think are the kind who make progress. Laziness won't trouble to think—stupidity can't."

প্রত্যেক সফলতার পশ্চাতে দুইটী সহজ গুণ থাকা চাই। সদ্বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবার শক্তি এবং প্রখর বুদ্ধি। যে মানুষের বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবার শক্তি থাকে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। যে কার্য্যের মূলে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব, তাহারাই মামুলী পন্থার অনুসরণ করিয়া যায় মাত্র, কিন্তু সেই অনুকরণকারী ব্যবসায়ীগণ কৃতকার্য্য ব্যবসায়ীর গূঢ় মূল মন্ত্রের সন্ধান পায় না, এই খানেই গলদ হইয়া থাকে। তাহারপর কঠোর পরিশ্রমী, সূক্ষ্ম এবং গভীর ভাবিবার শক্তি যাহার নাই, সে কখনও চিন্তা করিতে অগ্রসরও হয় না। যে নির্ব্বোধ তাহার ত কথাই নাই।

এই হইতে আমরা দেখিতেছি যে বড়, সাধনায় সিদ্ধ ব্যবসায়ীর অনুকরণে শুদ্ধ ব্যবসায় করিয়া যাইলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। নিজের দূরদর্শিতা এবং সময়োপযোগী ও স্থানীয় লোকের সমাজোপযোগী রুচি, আচার পদ্ধতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া নিত্য অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। নিজের কিছু মৌলিকত্ব থাকা চাই। যে ব্যবসায়ীর সেই দূরদর্শিতা প্রসূত মৌলিকত্ব আছে, তাঁহারাই সর্ব্ব দেশেই সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন। ব্যবসায়ীর ইতিহাসে ইহার ভুরোসী প্রমাণ দেখিতে

পাওয়া যায়। "To do big things is to reap big reward." এদেশের ব্যবসায়ী বা দোকান্দার, সেই মামুলী চালে পশরা সাজাইয়া ধুনা গঙ্গাজল দিয়া অদৃষ্টের মুখ পানে তাকাইয়া বসিয়া থাকে। দিনগত ২।১ টাকা লাভেই সে সন্তুষ্ট, উচ্চ আশাও নাই, উচ্চ বিষয় সে ভাবেও না। কোন বড় বিষয়ে হাত দিতে তাহার সাহসও নাই, সুতরাং যেমন তাহার ক্ষুদ্র আশা, তেমনি তাহার ক্ষুদ্র দশা। বহুবার আমরা "কাজের লোকে" তাহার দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছি।

এদেশের দোকানদারগণকে এখনও বহু অভিনব পাশ্চাত্য ব্যবসায় নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। আধুনিক ব্যবসায় পদ্ধতি শিক্ষা করিতে হইবে, তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের উন্নতি হইলে বড়ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। কিন্তু এদেশের সাধারণ দোকানদারগণ অশিক্ষিত,—তাহারা এই সকল বিষয়ক পুস্তকাদিও পড়িতে অক্ষম, অধ্যয়নে তাহাদের স্পৃহা নাই। এই শ্রেণীর উন্নতি না হইলে সাধারণ ব্যবসায়ের উন্নতি সম্ভব নহে। শিক্ষায় পশ্চাৎপদ বলিয়াই এদেশে অসংখ্য অনিষ্টের সুত্রপাত হইয়াছে। বাধ্যতা মুলক নিম্ন শিক্ষার একান্ত আবশ্যক। "The most successful men of to day are self-made." আধুনিক জগতের আধুনিক বিখ্যাত ব্যবসায়ীগণ সকলেই স্বকৃত—অতি হীন অবস্থা হইতেই স্বীয় কঠোর পরিশ্রম এবং বুদ্ধি বলে বড় হইয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

এদেশেও তেমন অনেক স্বকৃত ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্ত ছিল, সে সকল উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইব না। তবে তাহাদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করিয়াও আমরা ঐ কার্য্যদক্ষতা, সাহস এবং চিন্তাশীলতারই পরিচয় পাইয়া থাকি।

৺ কৃষ্ণ পান্তী, ৺ তারক প্রামানিক, ৺বট-কৃষ্ণ পাল প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যবসায়ীগণের এই সকল গুণ ছিল, তাঁহারা এ দেশের মামুলী ব্যবসায় পদ্ধতিরই অনুসরণ করেন নাই, নিজেদের যথেষ্ট স্বাধীন মৌলিক পন্থা দ্বারাই বড় হইয়াছিলেন।

সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আধুনিক সময়ের উপযোগী মৌলিক পন্থারই আবশ্যক। এদেশের ব্যসায়ীর অনেকেই তাহা শিক্ষায় উদাসীন। আমরা আগামী বারে পুনরায় এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

(Special for "BUSINESS MAN".)

Industries of
SMALL CAPTIAL.

অল্প মুলধনের কাজ।

SHOE BLACKING—(জুতার কালী।)

Automatic Blacking (Self shining)

Gum Arabic	4 oz.
Molasses or coarse moist sugar	$1\frac{1}{2}$ oz.
Black Ink	$\frac{1}{2}$ pint.
Strong Vineger	2 oz
Rectified Spirit of Wine	1 oz.
Sweet Oil	1 oz.

Desolve gum in the ink, add the oil in a mortar or shake them together for some time untill they are thoroughly united, then add vineger and lastly the spirit. Bottle in 2 oz. phial and label it with direction. You may sell each phial at annas 3 to 4. The liquid to be applied to Black leather with sponge, first cleaning the article.

আজ কাল জুতার কালীর আমদানী কম, আমাদের দেশে সামান্য পুঁজীতে এইরূপ কালী প্রস্তুত করিলে অনেক পয়সাও বাঁচিয়া যাইবে এবং উপার্জ্জনও হইবে।

নিউবিয়ানজুতার কালী (Nubian.)

রেকটী ফায়েড বা মেথিলেটেডস্পিরিট ১ গালন।

Mother Liquid অর্দ্ধ গালন।

প্রথমে এই দুইটীকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার সহিত কর্পূর ১১ আউন্স, ভিনিস টার্পিন্ ১৬ আউন্স, এবং Shellack (চাঁচগালা) ৩১ আউন্স, এই গুলি যোগ করিয়া তাহার পর ৪০ আউন্স বেনজিনে, ৩।০ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল, এবং ১৫০ আউন্স পাকা মসিনার তৈল গলাইয়া ফেলিতে হইবে। এই জুতার কালী খুবই উৎকৃষ্ট হইবে।

Mother Liquid :—This is a colouring agent and it is a solution of aniline colours in spirit. Viz :—Blue—Blue aniline 20.8 dram, spirit one gallon. S. A. P. 4c.

STOVE-BLACKING.

Plumbage	2 pounds.
Water	4 oz.
Turpentine	8 oz.
Sugar	2 oz.

Knead thoroughly and keep in Tin boxes, apply with brush. This is a simple and nice preparation.

---

২৯৬ আর অর্দ্ধেক মুল্য লইব না, পূর্ণ মুল্য দিতে হইবে।

PASTE STOVE-POLISH.

Pulverized Black lead	2 pounds.
Spirit of Turpentine	2 gallons.
Water	2 oz.
Sugar	2 oz.

Mix well together and keep in Tin boxes. Apply to stoves with a piece of rag and when dried, rub with dry soft cloth.

CURIOUS FACTS.

বিস্ময়করকর তথ্যাবলী।

কলোম্বোতে দৈনিক ৪ বার জোয়ার আসে কিন্তু মাল্টা দ্বীপে আদৌ জোয়ার হয় না।

রুমানিয়ায় স্ত্রীলোকের কারাগারে কেবল স্ত্রীলোকগণই কর্ম্মচারিণী, পুরুষের সম্পর্কও নাই। অতি সুন্দর নিয়ম।

হলাণ্ডের প্রত্যেক প্রাচীন বাড়ীতে এক একটী বিশেষ দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল দুইটী ঘটনায় মাত্র এক একবার খোলা হয়। কেহ মরিলে, অথবা কাহারও বিবাহ হইলে। নচেৎ অন্য সকল সময়েই বন্ধ থাকে।

জর্ম্মানীর বার্লিন নগরের প্রায় ৩০০ রাস্তায় ৪৪০০০ বৃক্ষ রোপিত আছে, তাহার মূল্য ৩৪০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রতি পাউণ্ডে ১৫৲ টাকা ধরিলে ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। মিউনিসিপালিটির উদ্যান সমূহে ২৫০ জন উদ্যানতত্ত্ববীদ্ কাজ করেন, তাহাদিগের সহকারী ১০০ নরনারী আছে, তাহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক।

ল্যাঙ্কসায়ারের সুতার কলে ৬ সেকেণ্ডে যে সুতা প্রস্তুত হয়, সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে তাহাই যথেষ্ট।

পারস্যে মদের ভাটী, মদের দোকান, মদ প্রস্তুতের কোন কারখানা নাই। বিদেশীয় মদ সেখানে কেহ খায় না, মাদক দ্রব্য যাহারা খায়, তাহারা ঘরেই মাদক পানীয় প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকে। তাহা কোন দেশে রপ্তানিও করা হয় না। মন্দের ভাল।

আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে একটী সমিতি আছে, তাহার সভ্যগণ কৃষকগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বিদ্যালয়ের বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বালিকাগণকে অবকাশ সময়ে কৃষকগণকে কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য পাঠাইয়া থাকেন। ইহাদ্বারা নিউইয়র্কের প্রত্যেক বালক বালিকা বৈজ্ঞানিক কৃষি কার্য্যে দক্ষতা লাভ করে। ১৯০৮ সালে প্রায় ২৫০০ বালক এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। কৃষির উন্নতিতে আমেরিকার ধনরাশি বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমেরিকানগণ কৃষির আদর জানেন। ভারতেও এক সময় কৃষিকার্য্যের আদর ছিল বলিয়া এত লক্ষ্মীশ্রী ছিল যে ক্রমাগত বিজেতাগণ লুণ্ঠন করিয়াও ভারতকে নিঃস্ব করিতে পারে নাই। আজ চাকুরী গত প্রাণ বাবুর দল যে চাষ করে, তাহাকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করে। লক্ষ্মী ছাড়িলে এই দশাই হইয়া থাকে।

বালিকাদের চুল বালকগণ অপেক্ষা অধিক শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়। গড়ে প্রত্যেক বালকের চুল ৬ বৎসরে ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি বড় হয় তাহা হইলে দৈনিক গড়ে .০১৮ইঞ্চি বাড়ে। পুরুষের চুল ২১ বৎসর এবং ২৪ বৎসরে জীবনের অন্যান্য সময় অপেক্ষা শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে থাকে ইহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে।

ব্রিটনের প্রায় ১০০ প্রজা প্রতিবৎসর সমুদ্রেই জন্মিয়া থাকে।

আমেরিকার জনৈক বিখ্যাত মেছোল মিঃ বি, এসলাক্ একপ্রকার বৈদ্যুতিক মাছ ধরিবার কাঁটা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বঁড়শীর সহিত একটা বৈদ্যুতিক আলো। সংযুক্ত আছে, সেই বঁড়শী জলের মধ্যে ফেলিলে জলের মধ্যে আলো জলিয়া উঠে এবং সেই আলোতে তাহার চতুস্পার্শের প্রায় ৫০ গজের সমস্ত মাছ আকৃষ্ট হয়। তিনি প্রথম পরীক্ষার সময় ২ ঘণ্টার মধ্যে ৮২টা বড় মৎস্য ধরিয়াছিলেন। এই বঁড়শী তিনি পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছেন।

টমেটো অর্থাৎ বিলাতি বেগুনের গাছের সহিত গোল আলুর গাছের কলম করিয়া দেওয়ার উপরে বিলাতি বেগুণ এবং নীচে আলু জন্মিয়াছিল। ইহা আশ্চর্য্য জনক সন্দেহ নাই। 'প্রোগ্রেস' নামক পত্রিকা হইতে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Tomato plants have been grafted on potato plants giving a crop of tomatoes above the ground and of potatoes below. Potatoes grafted on tomatoes have produced flowers and tomatoes and a few tubers."

অদ্ভুত খনি—চীনের টন্‌কিং প্রদেশে ১টা খনি আছে, তাহার ১৪ হইতে ২০ ফিট পর্য্যন্ত বালুকা স্তর খননের পর কাষ্ঠ বহির্গত হয়। চীনেরা কেবল কাষ্ঠ উত্তোলনের জন্যই এই খনি খনন করে। এই কাষ্ঠে ঐ প্রদেশের চিনেরা কাফিন্ (মড়া ফেলা বাক্স) ট্রাঙ্ক এবং যাবতীয় খোদাইয়ের কার্য্য করিয়া থাকে, কাষ্ঠ কোমল, সেই জন্য এ সকল কাষ্ঠে খোদাই কাজ ভাল হয়। স্বভাবের আশ্চর্য্য মহিমা।

HEALTH AND HYGINE.

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনীতি।

চিঠি দ্বারাও এক স্থানের রোগ বীজাণু অন্যস্থানে নীত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। সেইজন্য পাশ্চাত্যদেশে যাঁহারা স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা চিঠিগুলিকে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া তবে হস্তক্ষেপ করেন।

অহরহ রোগের চিন্তাতেও অনেক সময় কেমন করিয়া সুস্থদেহী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখুন। বিলাতের 'হেল্থ' নামক কাগজে পাঠ করিয়াছিলাম, পারিসের নেকার হাঁসপাতালে একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া ছিল। একজন সার্জ্জন একটা কুকুরকে ধরিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কুকুর তাহার হাতে কামড়াইয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানে যথাযোগ্য চিকিৎসাও করা হয়, কিন্তু দংশিত ভদ্রলোকের মনে পাছে জলাতঙ্ক রোগ হয়, এই চিন্তা অহরহ লাগিয়া থাকে। অবশেষে ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত হাঁসপাতালে একেবারে রোগ হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসার জন্য আইসে। কুকুরটাকেও সন্ধান করিয়া পরীক্ষায় জলাতঙ্ক বিষ আছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, রোগী কিন্তু অহরহ দুশ্চিন্তায় ক্রমে জলাতঙ্কের ন্যায় পাগল হইয়া উঠিল, অবশেষে প্রকৃতই মরিয়া গেল। রোগীর দেহচ্ছেদ করিয়াও হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্কবিষ পাওয়া গেল না। শুদ্ধ রোগী ভয়ে স্নায়বীয় উত্তেজনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অহরহ যে ব্যক্তি রোগের চিন্তা করে, তাহার সেই পীড়া অবশ্যম্ভাবী, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" ঋষিগণও এই কথাই বলিয়াছিলেন। যে সময় কোন পল্লীতে মারিভয় উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃত রোগ না হইলেও অনেকেই ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জর্ম্মাণীর Aniline বা ম্যাজেণ্টা রং বস্ত্র রঞ্জনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া জগতের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এই রংএর ভিতরে আসেনিকের ন্যায় সাংঘাতিক বিষ বিদ্যমান। রঙ্গীন বস্ত্র দ্বারা সাংঘাতিক কাণ্ড যে কত ঘটিয়াছে। তাহা কে বলিতে পারে। বিখ্যাত "লান্‌সেট" পত্রে জনৈক জর্ম্মাণ বলিয়াছেন, ইহা অনিষ্টকর। নিম্নে উদ্ধৃত ইংরাজী অংশটুকু হইতে ফ্যাসনের জন্য মানব কেমন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

ANILINE DYES AND HEALTH

The following letter, culled from the *Lancet*, deals with a topic of high social importance. "Subscriber" says :—"Speaking to a German gentleman to-day, I was informed that an agitation was on foot in Germany, having for its obejct the suppression or limitation of the use of aniline dyes in the manufacture of articles of clothing. These dyes have been found to be highly prejudicial, and even dangerous, in some recent remarkable instances, and a strong feeling in opposition to their use has been set up in certain quarters, which is likely to take the form of what we should call Parliamentary action. I should like to invite your powerful influence to raise a discussion on the subject in this country, where the use of these dyes is becoming so universal. My impression is, although I advance it with all humility, that a great deal of impaired health and unaccountable ailment may be traced to the use of clothing, especially underclothing, into the manufacture of which aniline dyes and their ingredients largely enter. Much was said some time ago about arsenical wall-papers and their prejudicial consequences, and seeing that aniline dyes are "fixed" with the same fatal poison, how much more serious must be the effect of a garment upon the wearer whose body is all day long in contact with its subtle and deleterious influence ?

এ দেশে যখন গাছগাছড়া হইতে রং প্রস্তুত হইয়া বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইত, তখন এত আপদ ছিল না। জর্ম্মাণীর সস্তা রং আসিয়া ভারতের বস্ত্র রঞ্জনশিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সমগ্র জগত এই বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া অজ্ঞাতসারে জীবন হারাইতেছে।

রঙ্গীন বস্ত্রের মধ্যে অতি সাংঘাতিক বিষ লুকাইত থাকে তাহার অন্য একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার উড্‌ল্যাণ্ড (Dr. Woodland) বহু রোগীর পায়ে এক শ্রেণীর চর্ম্মরোগ চিকিৎসা করিতে ছিলেন। তিনি এইরূপ রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে, যাঁহারা লোহিত বর্ণের Stocking বা মোজা ব্যবহার করে, তাহাদের পায়েই এই শ্রেণীর চর্ম্মরোগ দেখা যায়। তাহারপর তিনি ঐ মোজার রং পরীক্ষা করিয়া তাহাতে Oxide of Tin দেখিতে পাইলেন, স্থায়ী লাল রং করিতে ইহা

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার বলিয়াছেন যে, "He suspected these attires and having analysis of them, discovered a compound of tin which is used as a mordant in fixing the dye. It seems that after each washing the tin salt is rendered more and more soluble, and that the skin secretions attack the oxide of tin and thus forms a poisonous compound.

হায়! হায়! কোথায় ভারতের সেই আড়ম্বর শূন্য সে কালের জীবন। আড়ম্বর ছিল না। মোজা জুতা এত রাশি রাশি বস্ত্র না পরিয়াও সে কালের লোক শতায়ু হইয়া জীবিত থাকিতে সক্ষম হইতেন।

পাশ্চাত্য বিলাসে গা ভাসাইয়া দিয়া আমরা ধনে প্রাণে মারা যাইতেছি, অথচ চৈতন্য হইতেছে না। আমরা এখন দেশের জল বায়ুর দোষ দিতেছি, কিন্তু নানা ফ্যাসানের নানা জিনিষে তাহার কুল পরিচয় না জানিয়া যে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করাইয়া Slow poison করিয়া আত্মহত্যা করিতেছি, ইহাও কি দেশের জলবায়ুর দোষ? জনৈক ডাক্তার বলিয়াছেন:—

"This is by no means first occasion on which the public have been warned against the danger of wearing coloured article of clothing likely to contain injurious dyes".

এদেশে ঐরূপ ভয়ঙ্কর বস্ত্র রঞ্জনের উপকরণ কখনই ব্যবহৃত হইত না। শুভ্র অথবা উদ্ভিজ্জাত দ্রব্যই রং করিতে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে কখনই অনিষ্ট হয় নাই। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতকেই রঙ্গীন বস্ত্রাদি বিক্রেয়ের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান মনে করেন। ভারতের শিল্পও গিয়াছে, এখন মন্দিরেও বিদেশীয় আমদানী রঙ্গিন বস্ত্র না ব্যবহার করিলে উপায়ান্তর কি? ফ্যাসানেই মারিয়াছে।

বিদেশী ফুল।

(১)

যখন লণ্ডনের কোয়াশাচ্ছন্ন প্রাতঃকালে শিশিরসিক্ত গোলাপফুলের উপর প্রাতঃসমীরণ পড়িয়া কাঁপাইতেছিল, পীচ, পেয়ারা আপেল প্রভৃতি গাছের উপর ছোট ছোট পাখীগুলি মিষ্টস্বরে গান করিতেছিল, খবরের কাগজ ফুল ও ফল বিক্রেতারা দ্রুতপদে রাস্তা চলিতেছিল, তখন কোন নবদম্পতি একখানি পরিচ্ছন্ন গৃহে বসিয়া চা পান করিতে করিতে কোন প্রসঙ্গ লইয়া কথা বলিতেছিলেন, নব দম্পতিরমুখে চোখে হাসির পরিবর্ত্তে একটু যেন বিষাদের কালছায়া জড়াইয়া ছিল, মেবেল স্বামীকে বলিতেছিলেন, "চার্লস! দেশের মুখোজ্জ্বল করতে তুমি যুদ্ধে যেতে চাও, আমি কি তাতে মানা করতে পারি? আমার দেহে কি বীরবংশের শোণিত নাই? তবে বড় অল্প দিন বিয়ে হয়েছে, তাই মনটা একটু কাতর হয়।"

চার্লস আপন সুপুষ্ট অঙ্গুলি দ্বয়ের মধ্যে চুরুটটী রাখিয়া বলিল, "মেবেল! তোমাকে কি আমি জানি না? যতবার যুদ্ধে যা'বার কথা হয়েছে, তুমি আমায় উৎসাহই দিয়েছ, তবে কোমলপ্রাণা নারী তো, তাই মনটা একটু কাতর হচ্ছে। দেশের এখন বিপদ, বীরেদের এখন বীরত্ব পরীক্ষার সময়, এখন আমার গরীয়সী জননী আহ্বান কচ্ছেন, কে বীর আছ, হৃদয়ের শোণিত দিয়ে আমার মুখোজ্জ্বল কর, এ আহ্বানে কোন্ কাপুরুষ ঘুমিয়ে থাকবে? এ আহ্বানে লক্ষ লক্ষ বীর বক্ষ-শোণিত দিতে তরবারি হস্তে ছুটে যাচ্ছে, পেছনে ফিরে চাচ্ছে না; আমিও ঐ সঙ্গে যেতে চাই, তাই বিবাহের পর মধুবাসরটা পর্য্যন্ত সংক্ষেপে যাপন করে গ্রাম্যজীবন পরিত্যাগ করে চলে এসেছি। আজ আমি মিলিটারী আফিসে দেখা করতে যাব, মেবেল! বীরপত্নীর মত বীরদুহিতার মত, প্রসন্ন হাস্যমুখে তোমার স্বামীকে অনুমতি দাও।"

উৎসাহে যুবতীর সুনীল নয়ন ধক্‌ধক্ জ্বলিতেছিল, বলিল, "চার্লস, চার্লস যাও, ভগবানের মনে যা' আছে, তাই হ'বে কে অমর আছে, কার মৃত্যু হয় নাই? কিন্তু পশু পক্ষীর মত মরার চেয়ে বীরের মত তরবারি হস্তে স্বর্গারোহণ শতগুণে শ্রেয়ঃ।"

তা'রপরে যে দিন চার্লস যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, সেদিন পত্নীর অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি আপনবক্ষে ধরিয়া তাঁহাকে কি সান্ত্বনা দিয়াছিলেন তিনিই জানেন না, "শুধু ভগবানে নির্ভর কর" এই বুঝি তাহার মুখ্য কথা ছিল। মেবেল কয়েক মুহূর্ত্ত ধৈর্য্য হারাইলেন, বীর স্বামীকে বীরপত্নীর উপযুক্ত বিদায় দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু হৃদয়খানি সহস্রবার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

(২)

চার্লস আপন কার্য্যস্থল হইতে মধ্যে মধ্যে পত্র দেন, ক্ষুদ্র পত্রে প্রবাসীপতির স্নেহময়বাণী সান্ত্বনা ও কুশল সমাচার বহন করিয়া হীরক খণ্ডের মত পত্নীর হস্তগত হয়, পত্রের স্পর্শে কোন্ শক্তি আছে জানি না, যাহা দর্শনমাত্রে চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্র, আহতের করুণস্বর, বীরের ঝঞ্ঝাধ্বনি, অশ্বের পদশব্দ ও বীরবেশী পতির তরবারি হস্তের চিত্র স্মরণ পটে পরিস্ফুট হয়। গভীর নিশীথে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া মেবেল ভাবে, এখন সেখানে প্রান্তরখানি সুপ্ত, বুঝি যুদ্ধের কোলাহল নিস্তব্ধ, মৃদু মৃদু বায়ু বহিয়া যাইতেছে এবং বীরপুরুষ বিনিদ্র নয়নে শিবির পার্শ্বে বসিয়া চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহার শোণিত পিপাসু তরবারি পদতলে বুঝি শ্রান্ত

শিশুর মতই ঘুমাইয়া আছে। তিনি কি ভাবিতেছেন, না মেবেল! হা—কবে বিজয়ী বীর দেশে ফিরিয়া আসিয়া মেবেলের ভুজবন্ধনে ধরা দিবেন?

আর চার্লস? আরবদেশের জলবায়ু নিতান্ত অপ্রীতিকর নহে, যখন যুদ্ধের কোলাহলে ব্যস্ত থাকেন, তখন জননীর মানরক্ষার চিন্তাই মনে জাগিয়া থাকে, নচেৎ সেই উষ্ট্র মেষপূর্ণ, নানা শিল্প সম্ভার সৌন্দর্য্য ভূষিত, মরুভূমি ও পর্ব্বতমালা সমন্বিত, টার্কিস রমণী ও পুরুষ বহুল দেশে সতত প্রিয়ার স্বর্ণবর্ণ কেশজাল সমন্বিত সুনীল নয়ন শোভিত শ্বেত মুখখানিরই চিন্তা করেন।

এই ভাবে কয়েক মাস গেল, একদিন প্রাতঃকালে মেসপটেমিয়ার কুটেলে এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে চার্লস বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন, হঠাৎ শত্রুপক্ষের এক মৃত্যুগর্ভ গোলা আসিয়া চার্লসকে ভূমিতে পাতিত করিল, বীর ভূমিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, শুধু হৃদয়ে একবার ভগবান ও মেবেলের চিন্তা পলকের মত আসিয়া গেল; চারিদিকে ঘোরতর কামানগর্জ্জন, ঘোর চীৎকার, আহতের রোদন, হতের ছিন্ন হস্তপদ বা ছিন্নমস্তক দেহ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার মধ্যে বীরের আহত দেহ রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল।

একি জননীর মত স্নেহভরে কে বীরদেহ বক্ষে তুলিয়া লইলেন, চার্লস দেখিলেন, স্বেচ্ছাসেবক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ শরীর পান্নালাল আপন বিশাল বক্ষস্থলে বীরের দেহ সযত্নে তুলিয়া লইয়া ডুলির অভিমুখে যাইতেছেন, চার্লস শুধু বলিলেন, "বাবু জল দাও, বড় তৃষা!" স্বেচ্ছা-সেবক মিষ্টস্বরে উত্তর দিলেন, "এখনি দিতেছি।" তাহার পরে মরণপথযাত্রীর দেহ সযত্নে ডুলিতে শোয়াইয়া আপন পৃষ্ঠস্থ বারি লইয়া সযত্নে তাহাকে পান করাইয়া বিশাল ললাটের শ্রমজনিত ঘর্ম্ম মুছিলেন; তাহার পর চার্লস অচেতন হইলেন।

(৩)

সে দিন মেবেল প্রাতঃকালে উঠিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন, মৎস্য ও ফল বিক্রেতারা ব্যায়ো ঠেলিয়া বিক্রয়ার্থে চলিয়াছে, বারো এক প্রকার চক্রবিশিষ্ট গাড়ী বিশেষ, ইংলণ্ডে বিক্রেতারা তাহাই ব্যবহার করে) দুগ্ধ ওয়ালারা মিল্ক উ-উ, শব্দে শেষোক্ত অক্ষরে এক প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দ উচ্চারণ করিতেছে (ইহা তাহারা সুইজর্লণ্ডের অনুকরণ করে) "ষ্টার" "ডেলিনিউস্" প্রভৃতি সংবাদপত্র ওয়ালারা হাঁকিতে হাঁকিতে দ্রুতপদে চলিয়াছে। তাহারা চলিয়া গেলে, মেবেলের কাগজ ওয়ালা তাহার হাতে একখানি দৈনিক দিয়া গেল।

মেবেল গৃহে আসিয়া সংবাদপত্র খানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতেছিলেন, মেসপটেমিয়ার স্তম্ভে কি লেখা আছে, কতগুলি পশু, কতগুলি বন্দী ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে, প্রীতিভরে তাহাই পড়িতেছিলেন, দ্রাক্ষা, খেজুর, আনার, আঞ্জীর, কমলালেবু প্রভৃতি বিদেশীয় জিনিস খাইয়া চার্লস তৃপ্তি পাইতেছেন কি? কিছু পাঠাইলে হয় না?

এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে হতাহতের তালিকায় দৃষ্টি পড়িল, যুদ্ধে হত ব্যক্তিগণের কয়েকটী নাম ছিল, "ফিলিপ" "রবার্ট", একি একি এ স্বপ্ন না সত্য? চার্লস ম্যাকেয়ার? অভাগিনী চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

যখন জ্ঞান হইল, মেবেল ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিলেন, এ ঘরে আর না বিবাহের পরে প্রথম যে গৃহে জীবনের চিরসঙ্গীসহ আদরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে গৃহে কত উল্লাস, বিষাদ মিশাইয়া ছিল, কত ভালবাসাবাসি, কত মান অভিমান, কত মিলনের হাসি, কত বিদায়ের অশ্রু যাহার ধূলিকণায় মিশাইয়া ছিল, যে গৃহে অতর্কিতে পথিকের শিরে বজ্রপাত সম সর্ব্বনাশবার্ত্তা পাঠ করিয়াছিলেন, সে গৃহে আর না। কত ভদ্রমহিলা নার্স হইয়া মেসপটেমিয়ায় গমন করিতেছেন, পতিহারা ভাবিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য আবেদন করি। আর এ জীবনে কোন সুখের লক্ষ্য নাই, ব্যথিতের অশ্রু মুছাইতে, পীড়িতের সেবা করিতে যাই। আরবের ধূলিকণায় স্বামীর পদরেণু মিশাইয়া আছে, আরবের বালুকণায় পতির বক্ষশোণিত মিশাইয়া আছে, আরবের বায়ুমণ্ডলে পতির শেষ নিশ্বাস অন্তিম প্রেমসম্ভাষণ আজিও গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে, বুঝি অবসন্ন বীরের হাতের তরবারিখানি ঠিকরাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আজিও দূরে পড়িয়া আছে; স্বামীর আর চিহ্নমাত্রও নাই, কিন্তু যদি সে অস্ত্র খানিও পায়, তবে আজীবন তাহাই পূজা করিয়া কাটায়।

তাহার পরে একদিন বিধবা, অকূল জল রাশিতে, আপন নয়নবারি মিশাইতে মিশাইতে আরব যাত্রা করিলেন।

(৪)

শিক্ষা সমাপ্তে যেদিন মেবেল রেডক্রস্ ধারণ করিয়া প্রথম সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন সেদিন খুব সকালে সকালে উঠিয়া স্নান সমাপ্ত করিলেন। পূর্ব্বরাত্রে একেবারে ঘুম হয় নাই, ঐযে দূরে খেজুর গাছের মাথায় একটা বড় নক্ষত্র উঠিয়াছিল, ওটা বড় উজ্জ্বল, বড় সুন্দর সে সারারাত্রি মেবেলের জানালা দিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিল, ওটা তো মেবেল পূর্ব্বে দেখেন নাই, আরবদেশের মরুভূমিতে যে বীরবর দেহ রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই কি তারা রূপে প্রেমজ্যোতিপূর্ণ নয়নে পত্নীকে দেখিতেছেন, মেবেল সারা রজনী ঘুমায় নাই, সকালে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল। গৃহ হইতে বাহির হইতেই এক সুন্দরী আরব বালিকাকে দেখিতে পাইলেন, বালিকা মধু সহযোগে কবি ফিসেীদির এক গীত গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছিল, যদিও মেবেল তাহার একবর্ণ বুঝিলেন না, তথাপি গানের সুরে তাঁহার হৃদয় দ্রব হইতেছিল; পর্ব্বত

পার্শ্ব হইতে রক্তবর্ণ সূর্য্য উদিত হইতেছেন, রবি কিরণে প্রান্তরবক্ষে বালুকারাশি হীরক কনিকাবৎ জলিতেছে, দূরে উষ্ট্রশ্রেনী বোঝা লইয়া ধীরে ধীরে পথ বাহিয়া চলিয়াছে, আরব বালার দেহ পূর্ণায়ত ও সুপুষ্ট; কুঞ্চিত কেশ-জাল পৃষ্ঠে লম্বিত আছে, গণ্ডদুটী আরক্তিম!

মেবেলের চক্ষে জল আসিল, কোন বিরহিনী আপনার হৃদয়ের বেদনারাশি গীত মুখে উৎসারিত করিয়া দিয়া আপন বক্ষভার লঘু করিয়াছেন, বাঞ্ছিতের জন্য অব্যক্ত কাতরতা, গীতের সুরে সুরে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে, মেবেল আপন বস্ত্র হইতে অর্থ লইয়া বালিকাকে দান করিয়া অশ্রু মুছিয়া আপন কার্য্যে গেলেন।

পথে যাইতে রাস্তায় একটা ছোট গাছে খুব বড় একটা বসরাই গোলাপ ফুটিয়াছিল, যেন রক্তবর্ণ মখমলে কাটিয়া প্রস্তুত করা, সৌরভে দিক আমোদিত; মেবেল ভাবিলেন, এইখানে হয়তো চার্লস শুইয়া আছেন, তাঁর দেবদেহ রূপান্তরিত হইয়া কবরের উপর পুষ্প রূপে এই নিদর্শন দেখাইতেছে।

মেবেল এক রোগীর পার্শ্বে আসিতেই মহাবিস্ময়ে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, "একে? একে? চার্লস! চার্লস! তুমি যে আরবের মরুভূমিতে মিশাইয়া আছ, আজ কি মেবেলকে দেখা দিতে অশরীরি হইয়াও শরীর পরিগ্রহণ করিয়াছ? তুমি চার্লস হও, আর তা'র ছায়া হও, বা তা'র প্রেতাত্মা হও, তুমি বড় প্রেমিক, তাই মেবেলকে দেখা দিতে আসিয়াছ।" মেবেল মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

যখন জ্ঞান হইল, তখন ধীরে ধীরে শুশ্রূষা কারিনীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে চার্লস মরেন নাই। আহত দেহের চিকিৎসা হইতেছে।

যখন চার্লসের সহিত দেখা হইল, তখন অনেক কথা হইল। সংবাদ পত্রে চার্লস ম্যাকেন্সার লেখা ছিল, তাহাও মেবেল বাহির করিয়া দেখিলেন। চার্লসের ক্ষত প্রায় সারিয়াছে, শীঘ্রই আবার কার্য্যক্ষম হইয়া রণক্ষেত্রে গমন করিবেন। অনেক দিনের অনেক হাসি কান্না, সেদিন উভয়ের কথায় কথায় প্রস্ফুট হইয়া গেল। বিচ্ছেদের পর মিলন, দুঃখের পর সুখ, আঁধারের পর জ্যোৎস্না, বড় মধুর, বড় উপভোগ্য, তাই বড় সুখে চার্লসের নয়নাশ্রুর সহিত মেবেলের অশ্রু মিলিত হইয়া স্বর্গের সুষমা প্রকাশ করিল।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

প্রাচীনভারতে কৃষিবিদ্যা।

(শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্য-সাখ্যতীর্থ মহাশয়ের লিখিত)

বৃক্ষ পোষণ।

দাড়িম্ব-চাষ।

(১)

ঘৃত-কুণপ-বচা বরাহবিষ্ঠা
সলিলমতীব সুখায় দাড়িমানাম্।
কথিতমথ কুলত্থচূর্ণকং বা,
জলমপি বৃদ্ধিকরং সদা শফর্য্যাঃ॥

ঘৃত, কুণপজল, বচ ও শূকরের বিষ্ঠা-মিশ্রিত জল দাড়িম্ব বৃক্ষের অত্যন্ত হিতকর। কুলত্থচূর্ণ, পুঁটিমাছের জলে সিদ্ধ করিয়া, মূলে সেচন করিলেও দাড়িম্ব বর্দ্ধিত হয়।

(২)

বস্ত্রিকলা শফরী ঘৃতলিপ্তো
ধূপিত আশুফলধূপৈঃ।
আমফলৈরিহ দাড়িমশাখী
তালফলানি বিড়ম্বয়তীব॥

ত্রিফলা, পুঁটিমাছ ও ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত দাড়িম্ববৃক্ষে কচি দাড়িমের ধূপ দিলে, ঐ বৃক্ষের অপক্ব দাড়িম্ব সমূহ তালফলের অনুকরণ করিয়া থাকে।

(৩)

মেষামিষাসৃসংসেকস্তৎ কেশাদিবিধূপনম্।
শ্রেয়ানয়ং প্রয়োগঃস্যাদ্দাড়িমীফলবৃদ্ধয়ে॥

মেষের রুধিরে সিক্ত করা ও মেষের লোম পোড়াইয়া ধূপ দেওয়া, দাড়িম্বফল-বৃদ্ধির উত্তম উপায়।

(৪)

মৎস্যাজ্যত্রিফলালেপৈ র্মাংসৈরাজাবিকৈরপি।
লেপিতা ধূপিতা সূতে ফলং তালীব দাড়িমী॥

মৎস্যের তৈল ও ত্রিফলার কাথ দ্বারা প্রলেপ এবং মেষ ও ছাগলের মাংস পোড়াইয়া ধূপ দিলে, দাড়িম্ব তালফলের ন্যায় সুবৃহৎ ফল সমূহ প্রসব করিয়া থাকে।

(৫)

আবিকাথেন সংসিক্তা ধূপিতা তৎপুরোমভিঃ।
ফলানি দাড়িমী সূতে সুবহূনি পৃথূনি চ॥

মেষ মাংসের কাথ দ্বারা সিক্ত এবং মেষের তণ্ডুলোমে ধূপিত দাড়িমী, বৃহৎ পরিমিত বহুতর ফল প্রসব করে।

লেবুর চাষ।

অজৈড়কা শূকর বিড় বিড়ঙ্গ,
কিম্বোপচারেণ চ বীজপুরঃ।
ভূয়োহশ্বমূত্রাবিল বারিসিক্তঃ
ফলানি ধত্তে সুবহূনি শশ্বৎ॥

ছাগল, মেষ ও শূকরের বিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ এবং চাউল প্রভৃতির ক্ষুদ মূলে দিয়া, অশ্বের মূত্র-মিশ্রিত জলসেচন করিলে, বাতাপি লেবু-গাছে বারমাস বহু পরিমাণে ফল ধরিয়া থাকে।

আম্র ফলে সদ্‌গন্ধ করিবার প্রণালী।

কুরঙ্গ কিটি মাতঙ্গ শৃগালাশ্বাদি মেদসা।
কথিতেন সদুগ্ধেন পঞ্চ পল্লব বারিণা।
কৃতসেকো ভবেদাশু সহকারোঽতি সৌরভঃ॥

হরিণ, শূকর, হস্তী, শৃগাল ও অশ্বের বসা, দুগ্ধ মিশ্রিত বসা, দুগ্ধমিশ্রিত পঞ্চপল্লবের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া, সেই জল মূলে সেচন করিলে, আম্র অতি সদ্‌গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

কদম্ব, প্রিয়ঙ্গু ও নাগকেশের সদ্‌গন্ধ করিবার প্রক্রিয়া।

দধিমস্ত কাঞ্জিকসুরা বদরী
তিল মেথিকা কুণপ সীধুপয়ঃ।
ফলিনী কদম্ব করিকেসরকান্,
কুরুতে সুগন্ধি বহু পুষ্প যুতান্॥

দধির মাৎ, কাঞ্জির জল, সুরা, বদরীফল, তিল, মেথি ও কুণ জল একত্র আলোড়িত করিয়া, মূলদেশে সেচন করিলে, কদম্ব, প্রিয়ঙ্গু ও নাগকেশর অতি সৌরভযুক্ত বহুতর কুসুমে সুশোভিত হয়।

কেতকীপুষ্পের সুগন্ধাকরণ প্রণালী।

সুরভী জল নিষেকতো নিদাঘে,
কুণপজলেনচ কেতকী নিষিক্তা।
জলধরসময়ে সুগন্ধ সূচী
চয়নিচিতানিবিভর্ত্তি পল্লবানি।

কেতকীমূলে গ্রীষ্মকালে যে কোন সুগন্ধযুক্ত জল ও কুণপজল সেচন করিলে, ঐ কেতকী সুগন্ধ সূচীসমূহ পরিশোভিত পল্লবরাশি ধারণ করে। (সুরমা)।

প্রাপ্ত।

সহজ দাঁতের মাজন।

যাঁহাদের দাঁত পানসে, যাঁহাদের দাঁত হইতে রক্ত পড়ে, দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাঁহারা নিম্নলিখিত মাজন ব্যবহার করিলে উপকার লাভ করিবেন। মাজন প্রস্তুত প্রণালী এই:—

খড়ি	আধ পোয়া।
ফট্‌কিরি	৴২॥ আধ পয়সা।
তাম্বুল	৴২॥ ,,
দেশী সুপারি	আধ পোয়া।
কর্পূর	৴১২॥ আড়াই পয়সা।

সুপারিকে উনানে ফেলিয়া পোড়াইয়া লইতে হয়।

উপরোক্ত দ্রব্যগুলিকে চূর্ণ করিয়া লইয়া দাঁত মাজিলে দাঁত বেশ শক্ত হয়। দাঁতের অনেক রোগ সারিয়া যায়। আমি স্বয়ং ইহা ব্যবহার করিয়া ইহার ফললাভ করিয়াছি। "কাজের লোকের" পাঠকবর্গ ইহা ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা করিবেন।

অরুচির ঔষধ।

যাঁহারা বহুদিবস হইতে অরুচি রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহারা এই "জল আচার" ব্যবহার করিলে আশু উপকার লাভ করিবেন। সে কালের গিন্নিরা এই আচার প্রস্তুত প্রণালী ভালরূপে জানিতেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, একালের গিন্নিরা ইহা জানেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নে এই "জল আচারের" প্রস্তুত প্রণালী— প্রদত্ত হইল।

	কাঁচা আম	৴১
*	লবণ	৴।॰ এক পোয়া।
*	কাল জিরা	৴৹ ছটাক।
*	সাদা জিরা	৴৹ ,,
*	লবঙ্গ	৴১॰ আধ পয়সা।
*	হিং	৴৫ এক পয়সা।
*	দারুচিনি	৴৫ ,,
*	তেজপাতা	৴২॥ আধ পয়সা।

প্রথমে আমগুলিকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া খোসা ও বীচি ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে তারকা চিহ্নিত দ্রব্যগুলিকে গুঁড়াইয়া আমে মাখাইয়া একটি বড় পরিষ্কার কাচের বোতলে পুরিতে হইবে। দুই চারি দিবস পরে যখন উহা হইতে একপ্রকার রস নির্গত হইবে, তখন উত্তমরূপে নাড়িয়া লইতে হইবে। পরে মাসখানেক পরে উহা একটু মজিলে উত্তম আচার প্রস্তুত হয়।

বিছা কামড়ানর টোটকা।

১। তারপিন তেলের মালিস।

২। ছোট প্যাঁজের রস লাগাইলে বিছের ও বিচ্ছুর জ্বালা যায়।

৩। হলুদ বাটা মাখিলে।

৪। ধুনা ও সরিষার তৈলে ফেনাইয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ।

শ্রীউমাকান্ত পাল।
১১০নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

নেটালে আনারসের চাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতর পর)।

জাহাজে রপ্তানির জন্য এক সাইজের ফলগুলি বাছাই করিয়া লইতে হয়; ডগার দিক বা যে আনারসের মাথাগুলি বড় সেগুলি রপ্তানির জন্য বাছাই করা উচিত নহে। নেটাল হইতে যে আনারসগুলি পাঠান হইয়াছিল, তাহার ওজন দুই পাউণ্ড আট আউন্স। সবুজ আনারস গুলি জাহাজে থাকার ফলে প্রায় ৬ আউন্স হিসাবে কমিয়া গিয়াছিল? কিন্তু যে সকল সুপক্ব ফল জাহাজের ঠাণ্ডা ঘরে পাঠান হইয়াছিল, সেগুলি ওজনে খুব সামান্যই কমিয়াছিল। মোটে প্রত্যেক ফলটা ১॥ আউন্স মাত্র।

ফলগুলি তুলিবার সময় সতর্ক হইয়া তোলা কর্ত্তব্য। কারণ ফলগুলি দাগী বা থেঁতো হইলে তাহার স্বাদ গন্ধ কমিয়া যায় এবং সেগুলি পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

নেটাল হইতে আনারস চালান দিয়া ইংলণ্ডে প্রতি ডজন ১০ শিলিঙ দাম উঠিয়াছে তাহাতে আমাদের বাঙলা হিসাবে লাভ দুই টাকা বা নয় সিকা। কিন্তু আনারসের কাটতি স্বস্থানেও কম নহে এবং স্থানীয় বাজারে আনারস বেচিলে কম লাভ থাকে না। এই কথা ভারতের পক্ষেও সত্য। এখানে চেষ্টা করিলে ভাল আনারস জন্মান কঠিন নহে এবং জাহাজে চালান দিয়া বিদেশে না পাঠাইতে পারিলেও যত পরিমাণ আনারস উৎপন্ন হউক না কেন, এখানকার বাজারে বিক্রয় হইবার ভাবনা নাই।

ভাল আনারস উৎপন্ন করিবার জন্য নেটালে দোয়াঁস মাটিতে যেখানে সকালে রৌদ্র পাইবে, এরূপ জায়গায় ইহার চাষ করা হয়। আনারসের ক্ষেত তাহারা ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া চষে এবং মাটি যতদূর সম্ভব ঢেলা বিহীন করা হয়। আনারসের তৈয়ারি ক্ষেত চষিবার সময় সাবধানে চষিবে, কারণ আনারসের গাছের অধিক শিকড় ছিঁড়িয়া গেলে ফল ছোট হয়। ক্ষেতে জলনিকাশের সুব্যবস্থা চাই এবং তলার মাটি কর্দ্দমাক্ত এমন ক্ষেত নির্ব্বাচন করা উচিত নহে।

অগ্রে নেটালে ৬ ফিট অন্তর সারি এবং সারিতে ৬ ফিট ব্যবধানে আনারস গাছ বসান হইত কিন্তু নেটালবাসীগণ বুঝিয়াছেন যে, তাহাতে বৃথা জমি পড়িয়া থাকে। তাহারা এখন ২ ফিট অন্তর সারি এবং ২ ফিট ব্যবধানে গাছ বসাইতেছে।

নেটালবাসীগণ আনারস একটু বড় হইলেই তাহার গায়ের তেউড়গুলি ভাঙ্গিয়া দিত, কিন্তু এখন তাহারা বুঝিয়াছে এরূপ তেউড় ভাঙ্গিলে ফল ছোট হয়। তাহারা এক ক্ষেতে তিন বৎসরের অধিককাল আনারাসের চাষ করে না। কারণ তাহারা হিসাব করিয়াছে যে, প্রত্যেক বৎসর ফল প্রায় ৬ আউন্স মাত্রায় কমিয়া যায়। সেইজন্য তাহারা দুই বৎসর পর সমুদয় গাছ তুলিয়া ফেলিয়া আবার জমিতে চাষ, মই, সার দিয়া নূতন চারা বসাইয়া থাকিত।

নেটালে সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে আনারসের তেউড় বসান হয়। তেউড় বসাইবার সময় তেউড়গুলির পাতার আঁসের মধ্যে মাটি ঢুকিলে গাছগুলি সতেজে বাড়িতে পায় না। গাছগুলি খুব তেজে বাড়িতে পাইলে বসাইবার সময় হইতে ১২ মাসের মধ্যে ফল প্রসব করে। যদি কোন গাছে অতি শিশু অবস্থায় ফল ধরিতে দেখা যায়, তবে সে ফলটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সে গাছ হইতে অচিরে ভাল তেজস্কর তেউড় গজাইবে এবং তাহাতে সময়ে ভাল ফল ধরিবে।

নেটালের জল হাওয়া আনারসের চাষের উপযোগী এবং সেখানে জমির খাজনাদি এত অধিক নহে যে, তথায় ইহার চাষের কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে। ভারতের মধ্যে বাঙলার জল হাওয়ায় আনারস বেশ সহজে জন্মায়।

Agricultural Notes.

কৃষিতথ্য।

আকন্দ।

সংস্কৃত অর্কশব্দই বাঙ্গালায় আকন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। আকন্দ গাছ ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই অল্পাধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। শ্বেত ও রক্তপুষ্পভেদে, ইহা দুই প্রকার। প্রায় সর্ব্বপ্রকার ভূমিতেই আকন্দ গাছ জন্মে এবং বিনা যত্নেই বর্দ্ধিত হয়। আকন্দ হইতে, ক্ষৌম (শণ) সূত্রের (Flax) ন্যায়, উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম বস্ত্র-বয়োনোপযোগী সূত্র পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীমহলে, এই সূত্র য়্যার্কম (yereum) নামেই পরিচিত। অর্কসূত্র অত্যন্ত দৃঢ়, শুভ্র, সূক্ষ্ম ও চিক্কণ বলিয়াই, ইহা বস্ত্র বয়নের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহা অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া রজ্জু প্রস্তুতের পক্ষেও প্রশস্ত। অর্কসূত্রের প্রতি মণ ১৬৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। পাট অথবা শণসূত্র অপেক্ষাও, ইহার মূল্য অধিক। বৈদেশীক ব্যবসায়ীরা, ইহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকেন।

আকন্দের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে, ইহা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, অন্যত্র কুত্রাপিও তাহা দৃষ্ট হয় না। এই অযত্ন-সুলভ বনজ গাছ হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া, বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিলে, দেশে ধনাগমের একটা নূতন পন্থা হয়। আকন্দের সূত্র বহিষ্করণ প্রণালী অধিক ব্যয়-সাধ্য অথবা কষ্টসাপেক্ষ নহে। যে সকল শাখা বেশ সরল, দীর্ঘ, অপরিপক ও সবুজবর্ণ বিশিষ্ট, তাহা কোন অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া, এক দিবস কাল বাহিরে শুকাইতে হইবে। তৎপর, শাখাগুলি আস্তে আস্তে পিটাইয়া, কাষ্ঠ ও ত্বকের মধ্যস্থ সূত্র শিথিল করিয়া লইতে হইবে। এই শিথিল কৃত সূতা ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা 'চাঁচিয়া' বাহির করিতে ও তাহা শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। সূতা শুষ্ক হইলেই, তাহা বিক্রয়োপ-যোগী হইয়া থাকে। শাখা হইতে ছালগুলি পৃথক করিয়া, তাহা জলে পচাইয়াও, সূতা বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু এ উপায়ে প্রস্তুত সূত্রের বর্ণ একটু মলিন হইয়া থাকে। সুতরাং, তদ্দ্বারা বস্ত্রবয়ণকার্য্য সম্পন্ন হয় না; কিন্তু রজ্জু প্রস্তুতের কার্য্য চলিতে পারে।

জঙ্গলে বা পতিত ভূমিতে, যে সকল আকন্দ গাছ জন্মে, (বিহার অঞ্চলেই এইরূপ আকন্দ গাছের সংখ্যা অত্যধিক। পূর্ণিয়া জেলার প্রান্তভাগে অর্থাৎ হিমালয়ের সন্নিকটে, প্রায় এক মাইল বা ততোধিক স্থানব্যাপিও আকন্দ-বন দেখিয়াছি) তাহার সরল অপক্ক শাখা-গুলি কাঁটিয়া লইলে, পুনরায় তাহা হইতে যে নূতন সরল শাখা বহির্গত হয়, তজ্জাত সূত্রই অত্যুৎকৃষ্ট। প্রত্যেক গাছ হইতে বৎসরে ২।৩ বার ডাল কাটিয়া সূতা বাহির করা যাইতে পারে। যত্ন করিয়া আকন্দের চাষ করিতে পারিলে, তাহার শাখায়, বনজাত ও অযত্নে

বর্দ্ধিত শাখার সূত্র হইতেও, উৎকৃষ্ট সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। এই সূত্রের মূল্যও অধিক হইবে। আকন্দের চাষ বিশেষ লাভজনক।

অতি প্রাচীন সময় হইতেই, ভারতবর্ষে অর্কসূত্রের ব্যবহার প্রথা প্রচলিত আছে। পুরাকালে, ধনুকের ছিলা ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রাদি বন্ধন-কার্য্যে অর্কসূত্রই ব্যবহৃত হইত। এইজন্য, ভাদ্রমাসেই আকন্দের শাখা হইতে সূত্র বাহির করা হইত। ইহাই সূত্র প্রস্তুতের প্রশস্ত সময়। কারণ, এ সময়ে যে সূত্র পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় হয়; বিশেষতঃ, এই সময়ে সূত্র বাহির করাও, অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্যই হইয়া থাকে। কার্পাশ, শণ, নারিকেলের দড়ি এবং পাট প্রভৃতি অপেক্ষাও ইহা অধিক ভারসহ। এইজন্যই, এই সূত্রের অত্যধিক আদর।

আকন্দ বৃক্ষ হইতে যে গাঢ় শ্বেতবর্ণ নির্য্যাস পাওয়া যায়, তাহাতে এক প্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় রবার করা যায়। বারুদ প্রস্তুতের জন্য আকন্দের কয়লা একটী অত্যুৎকৃষ্ট উপাদান। আকন্দের তুলা হইতেও কোমল সূতা প্রস্তুত করা যায়। এই সূতায় রুমাল ও কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। শ্লেষ্ম-প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশুদিগের পক্ষে আকন্দ তুলার বিছানা ও বালিশ অতিশয় উপকারী। আয়ুর্ব্বেদ মতে লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ রৌপ ও তাম্রাদি ধাতুজারণ জন্য আকন্দের ক্ষীর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আকন্দের ক্ষীর হরিতালসহযোগে পুটপাক করিলে, রৌপ্য অতি সহজেই জাগরিত হয়। বহু প্রকার চর্ম্মরোগে অর্কক্ষীর বিশেষ উপকারী।

কৃঃসিঃ।

জলপাই—

সমগ্র বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে জলপাই জন্মে এবং একমাত্র খাদ্যরূপেই, তাহা ব্যবহৃত হয়। এদেশে জলপাইর অন্য কোন প্রকার ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত নাই। ইহার ফুলের এসেন্সে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল এবং উত্তম সাবান প্রস্তুত হয়। জলপাই-বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, তাহা অনেকাংশেই ঘৃতের অনুরূপ। এই তৈল নানা প্রকার তৈল ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ব্যবসায়ীগণ যথেষ্ট লাভবান হইতেছে। ফলজাত তৈল প্রদীপে জ্বালান হয়। গাত্রে মর্দ্দন এবং নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্যাদি ভাজিবার নিমিত্তও এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে, জলপাইর খৈল ধান্যক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা অত্যন্ত তেজস্কর সার। জলপাইর খৈলে ময়লা পরিষ্কার করিবারও শক্তি আছে। এই নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যবাসীরা রিঠার পরিবর্ত্তে, জলপাইর খৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। জলপাইর কাষ্ঠ অত্যুৎকৃষ্ট ও বহুদিবস স্থায়ী হয়। জলপাইর আচার রসনার বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ।

আলুর চাষে সরিসার খৈল।

উপর শিলং-কৃষি-ক্ষেত্রে নানা প্রকার আলুর চাষ-পরীক্ষা করা হয়। এইক্ষেত্রস্থ আলুর জমিতে একর (প্রায় তিন বিঘা) প্রতি ১০ মণ সরিষার-খৈল প্রয়োগ করাতে, গড়ে একর প্রতি ৫৩ মণ বেশী আলু ফলিয়াছিল।

কাজের লোক কিসে হওয়া যায়?

কাজের লোক কেবল মানুষ হওয়ার উপাদানেই হওয়া যায়, শুদ্ধ উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ আশা, বড় বড় কথায় কাজের লোক হওয়া যায় না।

মনুষ্যত্বের উপাদানে কাজের লোক গঠিত হয়—আর কাজের লোককেই মানুষ বলে।

মনুষ্যত্বের উপাদান গুলি কি?

শিক্ষা, কার্য্যতৎপরতা, সাহস, ধর্ম্মজ্ঞান কথায় ও কার্য্যে ঠিক রাখা, আর কর্ত্তব্য জ্ঞান। আরও অনেকগুলি উপাদান একটী মানুষের মত মানুষ গড়িয়া তুলিতে আবশ্যক হয়, কিন্তু উপরোক্ত গুণ গুলি অতি অবশ্যই থাকা চাই।

শিক্ষিত হওয়া কাজের লোকের নিতান্তই আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর শিক্ষা না হইলেও চলিতে পারে। উচ্চশিক্ষা কাহাকে বলা যায়? যাহাতে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার শক্তি জন্মে, যাহাতে কেবল নিজের স্বার্থ ব্যতিত বিশ্বস্বার্থের দিকে হৃদয় ধাবিত হয়, সেই শিক্ষাই উচ্চ শিক্ষা। যে শিক্ষার মনুষ্যত্ব লোপ পায়, হৃদয়কে স্বার্থান্ধ করিয়া যাহা তাহা করাইয়া বসে, সে শিক্ষায় জগতের উপকার হয় না, তাহা নীচ শিক্ষা। এমন উচ্চ শিক্ষা আমাদের জাতীয় কয়জন পাইয়াছেন, পাশ্চাত্য ভূমির কাজের লোকের সে শিক্ষা আছে, এমন বহুপ্রমাণ পাওয়া যায় ও দেখান যায়। আমাদেরও প্রাচীনকালে এইরূপ শিক্ষাই ছিল।

একটা নিদর্শন দেখাই, তোমার অর্থ আছে—অপরের কেবল মস্তিষ্ক আছে, তোমার অর্থ আর তাহার মাথা একত্র হইলে একটী বিশাল কারবার বা কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু তুমি মোলায়েম বক্তৃতাদি দ্বারা কার্য্যের প্রশংসা করিয়া নিশ্চিত থাকিলে। তোমার নৈতিক সাহসে কুলাইল না যে, তুমি অগ্রণী কার্য্যটীকে সুসম্পন্ন কর। সুতরাং তোমার উচ্চ শিক্ষা, তোমার অর্থ কোন্ কাজের? সুতরাং শিক্ষায় তোমার হৃদয়ের কোন উন্নতিই হয় নাই। তুমি মনে মনে জান, তুমি শিক্ষিত এবং কাজের লোক, কিন্তু বাস্তবিক তুমি কখনই কাজের লোক নহ।

দ্বিতীয় উপাদান সাহস। প্রকৃত শিক্ষা-দ্বারা সৎসাহস জন্মে—যাহাকে "Moral courage" বলে সুশিক্ষায় হৃদয় উচ্চ হইয়া তাহা জন্মে। এই সৎসাহস যাহার আছে,

সে প্রাণপণে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে ও সকল কার্য্যেই জয়লাভ করে। ইহারা কাজের লোক হইতে পারে ও হয়। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, চন্দ্রহাস ইঁহারা বিশ্ব বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, ইঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইয়াছিল, ইঁহারা দুর্দ্ধর্ষ সাহসে তাহাই করিয়াছিলেন, পরিশেষে অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমন সৎসাহস যাহার আছে, সে মানুষ—সেই মহাপুরুষ কাজের লোক। ৩০ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে ১০০ জনও এমন কাজের লোক দেখাইতে পার কি?

কার্য্য তৎপরতা যে লোকের বা যে জাতির নাই, তাহারা কাজের লোক হইতে পারে না। এইরূপ লোক জন্মাবধি রসো—দেখি—বুঝি—করিয়া শেষে ধ্বংস হইয়া যায়, কেন বল দেখি? সাহসে কুলায় না। কাজেই কার্য্য তৎপরতার আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না। যাহা করিতে হইবে করিয়া ফেল, বাধাবিপত্তি তবে বুঝিতে পারিবে, তবে সতর্কতা কোথায় আবশ্যক, শিখিবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সমস্ত ভারত ঘুরিয়াও ঐ রসোবসোর দল—কেবল প্রস্তাবনা আর সমর্থন, কিন্তু কার্য্যকরণ খুবই কম। এমন জাতি কি কাজের লোক হইতে পারে?

কাজের লোক হইতে হইলে ধর্ম্মজ্ঞান আবশ্যক। বিশ্বাস রক্ষা একটা বড় মহৎ ধর্ম্ম—ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মটার খুব প্রাধান্য ছিল স্বাধীনতার লুপ্তের সঙ্গে ইহাও লুপ্ত হইয়াছে। এখন সকল সমাজেই বিভীষণ—বিশ্বাসঘাতকতা পদে পদে। এ জাতীর কাজের লোক হওয়া বড় সহজ কি?

কথায় কার্য্যে মিল রাখা মনুষ্যত্ব ও কাজের লোকের লক্ষণ। কথায় বলে—মরদ কা বাৎ হাতি-কা দাঁত, এখন মরদও নাই, মেয়েও নাই। কেহ কথার ঠিক রাখার আবশ্যক বুঝে কি?

তারপর কর্ত্তব্যজ্ঞান—কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহার নাই, সে মানুষই নহে। সে লোক কাজের লোক হইতে পারে না। পিতৃ মাতৃ সেবা, জন্মভূমির পরিচর্য্যা, দেনা পাওনা পরিশোধ, যথাসময়ে করণীয় কাজ এই গুলি কর্ত্তব্যজ্ঞানের লোপ না হইলে মানুষ ভুলে না। তাহা সকলে করিতেছে কি? তবে আদালত পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বিষয়ের মিমাংসা করিতে আসে কেন?

তবেই বিশেষসমালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, আমাদের মনুষ্যত্ব লোপ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইলেই এখন কথা, আগে আমাদের লুপ্ত মনুষ্যত্ব উদ্ধার করিতে হইবে। আমরা যেই মনুষ্যত্ব লাভ করিব, অমনি তৎদণ্ডেই কাজের লোক হইব। প্রকৃত মনুষ্যত্বেই নামান্তর হইল "কাজের লোক।

বর্দ্ধমান জেলা-বোর্ডে

বেসরকারী চেয়ারম্যান।

"সহযোগী বসুমতি বলিয়াছেন" একটা কথা আছে—"শুনে সুখী হলেম, কিন্তু ভেবে বাঁচিনে।" দেখিতেছি, জিলা বোর্ডের বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন লইয়া আমাদের তাহাই হইল। বহরমপুরে মনোনীত বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের ফল ভাল হইল দেখিয়া সরকার ৫টি জিলার সদস্যদিগকে বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের অধিকার দিয়াছেন। ফলে ২৪ পরগণায় রাজা শ্রীযুত হৃষীকেশ লাহা ও যশোহরে রায় শ্রীযুত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর চেয়ারম্যান হইয়াছেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, যশোহরে যদু বাবু এই কাজের জন্য আপন স্বার্থত্যাগ করিতেছেন—তিনি প্রতিদিন রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আফিস করিতেছেন—মফঃস্বলে সফরে যাইতেছেন। এ বিষয়ে তিনি বৈকুণ্ঠনাথের মতই কাজ করিয়া যশ অর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু ২৪ পরগণায় কল কেমন হইতেছে? তাহারপর অবশিষ্ট—বাকরগঞ্জ ও বর্দ্ধমান। বাকরগঞ্জের কথা পরে বলিব—সেও অনেক কথা। বর্দ্ধমান 'মালিনী-মাসীর' দেশ—তথায় সবই নূতন। প্রথমে রায় শ্রীযুত নালিনাক্ষ বসু বাহাদুরকে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব হয়। রায় বাহাদুরের সমর্থক অধিক হয় নাই। শেষে তিনিই নাকি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আর্জ্জি করিয়াছেন, বর্দ্ধমান বে-সরকারী চেয়ারম্যান চাহে না—ম্যাজিষ্ট্রেটের গোলামীই বিস্তার বাপের বাড়ীর লোকের কাম্য! কথাটা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু রায় বাহাদুর যখন সে কথা জিলা বোর্ডেও বলিয়াছেন, তখন আর অবিশ্বাস করিতেও পারি না। কিন্তু সারা বর্দ্ধমানে কি সত্য সত্যই জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানী করিবার উপযুক্ত লোকের অভাব? এতদিন জিলা বোর্ডের সদস্যগিরি করিয়া—ভাইস-চেয়ারম্যানী করিয়া আজ কি আমরা সেটুকু যোগ্যতাও করিতে পারি নাই? না রায় বাহাদুর শেষকালে সেই মত—স্বমত—ব্যক্ত করিয়া বর্দ্ধমানবাসীর মুখে চুনকালি দিলেন? জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানী কাজটা কিছু অধিক নহে—কেহ যথারীতি সময় ব্যয় করিলেও আবশ্যক স্বার্থত্যাগ করিতে পারিলে সে কাজ সুসাধ্যই হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটেরা এত দিন জিলার শাসন-কাজের বিরলপ্রাপ্ত অবসরে যে কাজ করিতেন, আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা কি তাহা করিতে পারেন না?"

কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, যে, চকদিঘীর মাননীয় রাজা শ্রীমণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের বেসরকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকট হইতে বহু উন্নতি কর কার্য্যের আশা করিতে পারি।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লণ্ঠন।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক
১৭নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা সত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুপ্ত রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। সামান্য যে কয়খানা আছে, কেবল ॥০ আনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে। ডাঃ মাসুল ভি, পি, স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াস সাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ১।০ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। সামান্যই আনাইয়াছি, সুতরাং সত্বর অর্ডার করুন।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ১।০।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন সেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজার পুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১১ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুদ্বয়কে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুদ্বয় রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে; মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, [illegible],
কার্য্যাধ্যক্ষ,
[illegible]বেড়িয়া পোঃ, জেলা নদীয়া।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে।	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩৷০ "
¼ "	৪৲ "	৩৷০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২৷০ "	১৲ "
½ "	১৸০ "	১৷০ "	১৷০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কেশরঞ্জন

গুণের তুলনায় অদ্বিতীয়।

কেশকোমল ও মসৃণ করিতে—কেশরঞ্জনের ন্যায় দ্বিতীয় উপাদান আর নাই। কেশের উন্নতি, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও মসৃণতা সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আবির্ভাব ও নামের সার্থকতা। টাক নিবারণে ও অকালে কেশপক্কতা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৴০ আনা।

বহুমূল্য হীরামতির অপেক্ষাও একবিন্দু

বিশুদ্ধ শোণিতের মূল্য বেশী।

খুব সোজা কথায় বুঝাইয়া দিই। আপনি হয় ত খুব ধনী ও ঐশ্বর্য্যবান। কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে, কর্ম্ম-ফলে আপনার শোণিত-বিকৃতি ঘটিয়াছে। কবে কোন ঔষধের সঙ্গে পারদ সেবন করিয়াছিলেন—তাহার ফল দেখা দিয়াছে। গাত্রের সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, স্ফোটক, ক্ষত, কষ্টপ্রদ-স্ফীতি অনিদ্রা, অক্ষুধা প্রভৃতি লইয়া আপনি বড়ই ভুগিতেছেন। হয়তঃ—বাহিরের কোন কাজে আপনাকে যাইতে হইল। আপনি বড় জুড়ী চড়িয়া হীরা-মতিতে ভূষিত হইয়া বহুমূল্য পোষাকে দেহাবৃত করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে হয়তঃ রোগের যাতনা খুব বৃদ্ধি হইল। তখনই কি আক্ষেপের সহিত আপনি বলিবেন না—"হায়! এ হীরামতি অপেক্ষা লক্ষবিন্দু বিশুদ্ধ-শোণিত আমার শরীরে কেহ আনিয়া দিতে পারে না।" সত্যই আপনি তখন এত অনুতপ্ত। যাহারা আপনার মত কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদেরও বলিতেছি, সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মহা-দ্রাক্ষা অমৃতবল্লী কষায় সেবন করুন। দুই সপ্তাহে শরীরে অমৃত ভক্ষণের ফল দেখিবেন।

এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; মাশুলাদি ৷৶০ আনা। তিন শিশি মূল্য ৩৸০ আনা।

মেডিক্যাল এণ্ড সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অফ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটীর প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপর্য্যুক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০৲
২য় পুরস্কার ৫০০৲
৩য় পুরস্কার ২৫০৲

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০৲
২য় পুরস্কার ৩০০৲
৩য় পুরস্কার ১৩০৲
৪র্থ পুরস্কার (২টী) প্রত্যেকটী ৬০ হিসাবে
৫ম পুরস্কার (১০টী) প্রত্যেকটী ১০৲ হিসাবে

নিয়ম:—যাহাদের কৃষি কার্য্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক কমিটী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।

THE
BUSINESSMAN
কাজের লোক

১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। New Series. February 1918. নূতন সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী ১৯১৮। Vol. XII. No 2.

কাজের লোক আফিস, [illegible], [illegible], কলিকাতা

সীলেট চুণ
সীলেট চুণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক
করিয়া দিই।
কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ৷৹ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকরী থাকা সত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। সামান্য যে কয়খানা আছে, কেবল ৷৹ আনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে। ডাঃ মাশুল ভি, পি, স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াস সাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ১৷০ আনা ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র। কাগজে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। সামান্যই আনাইয়াছি, সুতরাং সত্বর অর্ডার করুন।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৷৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ১৷০।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, কোন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজার,পুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রণিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুদ্বয়কে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুদ্বয় রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ জি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
আড়ংঘাটা পোঃ, জেলা নদীয়া।

কাজের লোক, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপার্টরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল্য ১ মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

৺পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত
সন ১৩২৮ সালের
পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।
মূল্য প্রতি খণ্ড ৪৶০, প্রত্যেকখানি ॥৵০।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এট্‌লাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। **নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।**

মেসার্স ইজ্‌হার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট্‌ মেকার্স এণ্ড কন্‌ট্রাক্টর্স।

বেগু সরাই।

শিশু, শাল, কাঁঠাল, প্রভৃতির গৃহশয্যার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানালা ইত্যাদি অতি সুলভে কিঞ্চিৎ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এষ্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রকৃত অর্ডারের সহিত জিনিষের মূল্যের অনুমান অর্দ্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। ঘরে ও এখানে সুবিধা হইবে।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২৷০ এবং মাত্র ৷০ অধিক দিলেই ১৯১৫ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

THE

LONDON DIRECTORY

(Published Annually)

Enables traders throughout the World communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings;

PORVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freinht paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd., 25, Abchurch Lane, London. E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৵০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উচিত দরদাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল্স

টেরিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট-একস্প্যাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়. ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।

যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০, টাকা মাত্র। যাহাদের গ্রামোফন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।	New Series	নবপর্য্যায়।	Vol. XI
২য় সংখ্যা।	**February 1918.**	ফেব্রুয়ারী ১৯১৮।	No. 2

বিবেক-বাণী।

লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন যে, "যে কাজ করিবার যোগ্য, তাহা খুব ভাল করিয়া করাই ভাল।

সমস্ত কাজই করিবার চেষ্টা করিলে একটা কাজও সুসম্পন্ন করা যায় না। কামার যেমন হাপরে দশটা লৌহ পোড়াইতে দিয়া একটারও ধাত্ ঠিক রাখিতে পারে না, মানুষ তেমনি একবারে দশটা কাজ আরম্ভ করিয়া একটাও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না।

প্রকৃত জ্ঞান অপর বিবিধ মূল্যবান জিনিসের ন্যায় সহজেই লাভ করা যায় না, ইহার জন্য অহরহ খাটিতে হয়, ভাবিতে হয়, তবে পাওয়া যায়।

যতই ভাল হউক, অসৎকাজ করিও না। অসৎকাজ করিলেই তদ্দ্বারা সয়তানের দাসত্ব করিতে যাইতেছ, সৎপথে থাকিলে সে কাজ পরমেশ্বরই হয় ত সম্পন্ন করিয়া দিবেন।

পাপের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে, একবার একটা দোষ ক্ষমা করিলে সেই দোষ হইবার করার পাপ অর্শিয়া থাকে।

"Every thing is dangerous to him that is afraid of it" কাজ দেখিয়া ভয় পাইলে কাজ বাস্তবিকই তাহার পক্ষে ভয়ানক।

It is equally criminal in the the governor and the governed to violate the laws; *Chinese Maxims* চীনের মহাজন বাক্য বলে—আইন [illegible] করিলে শাসক এবং শাসিত উভয়েই দণ্ডার্হ।

আলস্য, তাচ্ছল্য এবং অতিরিক্ত [illegible] নির্ভরতায় শুদ্ধ যে মানুষ মাটী হয় তাহা [illegible] কত রাজা, দেশ, চিরকালের জন্য মাটী [illegible] যায় ও গিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার পূর্ণ [illegible]

আত্মসম্মান এবং সম্পত্তি উভয়ই [illegible] মানবের পক্ষে মূল্যবান, যে পর্য্যন্ত তাহা [illegible] তাহা জ্ঞান থাকে এবং রক্ষার্থে যথেষ্ট [illegible] সাহস ও বল থাকে। আত্মসম্মান [illegible] সম্পত্তির মূল্যবোধ এবং রক্ষার ক্ষমতা [illegible] দের নাই, তাহাদের হাতে ইহা থাকা [illegible] কৌতুক।

অট্টালিকার উচ্চ ছাদ তুলিয়া তুমি [illegible] তের বিশেষ উপকার কর, এমন [illegible]

না, বরং তোমার সমাজের ব্যক্তিগণের আত্মা উচ্চ করিয়া তুলিতে পারিলে ইহাপেক্ষা সুখী হইতে পারিতে। ক্ষুদ্র কুটীরে উচ্চ আত্মার বসবাস বরং ভাল, তথাপি প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে অসৎ আত্মাবিশিষ্ট সয়তানের বসবাসও কিছু নয়।

কোন প্রাচীন চৈন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "ক্ষুদ্র বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াই মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়; কারণ মানুষ অভ্যাসেরই দাস। কাজের লোক হইতে চাহিলে ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবে, নচেৎ উদ্দেশ্য বিফল হইবে।"

জগতের সকলকে সন্তুষ্ট করা যায় না, সুতরাং সে চেষ্টায় জীবন কাটাইও না। কেবল নিজের বিবেককে সন্তুষ্ট রাখিয়া কাজ করাই যুক্তি সঙ্গত। *Chinese Maxims.*

ডাক্তার হুইটকোট বলেন—"যাহারা অসৎ, তাহারা অপরের সৎগুণের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না বরং তাহার সৎগুণ দেখিয়া তাহার পাপ প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হয়। কারণ তাহার হৃদয়ে সৎবিবেকেরই অভাব।"

আমরা যদি পরমেশ্বরের ন্যায় গুণবিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে পরমেশ্বরের সৎগুণের ধারণা করিতে পারি না। সুতরাং নিজের মত পরমেশ্বরকে আমাদের হৃদয়ে ধারণা করিয়া লই। কিন্তু সে চিত্র ভগবানের নহে,—তাহা আমাদেরই পাপাসক্ত হৃদয়েরই পাপচিত্র।

যেমন দারুণ তমসাচ্ছন্ন মেঘজাল ভয়াবহ হইলেও মানুষের পরম হিতকারী বারিধারা সেই মেঘমালা হইতেই আসিয়া জগতের উপকার করে, তেমনি উপর্য্যুপরি সাংসারিক বিপদরূপ মেঘমালা হইতেও মানুষের শুভরূপ অমৃতধারা বর্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে। আরও বিপদ এবং সম্পদ এতই একত্রে জড়িত যে, বিপদ বাদ দিয়া কেবল সম্পদ ভোগ করা যায় না।

দিবাকর উদিত হইবামাত্র জগত তাঁহার উদ্দেশে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু দিবাকর, কাহারও প্রশংসা বা নিন্দায় কর্ণপাত করেন না, তাঁহার যাহা কাজ, তিনি তাহাই করিয়া যান, তুমি যদি প্রকৃতই লোক হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে নিন্দা বা প্রশংসাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। কার্য্য যদি নিঃস্বার্থ এবং লোক হিতকর হয়, জগত নিশ্চয়ই তাহা বুঝিবে এবং ধন্যবাদ প্রদান করিবে।

কখন কোন বিষয়ের বিচারের জন্য যদি আহূত হও, তবে তোমার নিম্নলিখিত চারিটী গুণ থাকা উচিত। কি কি?

১। স্থির হইয়া সমস্ত বিষয় শুনিবার ক্ষমতা।

২। জ্ঞানীর ন্যায় উত্তর দিবার ক্ষমতা।

৩। বিষয়টী খুব স্থির, মস্তিষ্কে বিচার করিবার ক্ষমতা।

৪। আর অপক্ষপাতে মন্তব্য প্রকাশ ও বিচার করিবার ক্ষমতা।

এইগুলি গুণ না থাকিলে কাহারও শালিসী করিতে না যাওয়াই ভাল।

সত্য কাহারও বিনা সাহায্যেই জয়লাভ করে, কিন্তু মিথ্যা বিবিধ সাহায্য লইয়াও দাঁড়াইতে পারে না।

"You may break, you may shatter.
The vace if you will.
But the scent of the Roses.
Hang round it still.

এই জগতে এমন অসৎ লোক আছে, যাহারা প্রকৃত সৎলোকের কুৎসা রটাইয়া জন সমাজে তাহাকে ঘৃনিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু গোলাপ যে ফুলদানীতে থাকে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেও গোলাপের গন্ধ তাহা হইতে যায় না। তেমনি সৎ ব্যক্তিকে যদি নষ্ট করিয়াও ফেল, তাহার সুখ্যাতি কিছুতেই ঘুচাইতে পার না। সুতরাং ভাল লোকের অপযশ ঘোষণা করিয়া তুমি কিছুই করিতে পারিবে না বরং লোকসমাজে নিন্দনীয় হইবে।

নেশানল ইউনিভার্সিটি।

মিসেস্ বেশান্ত সংকল্পিত নেশানল ইউনিভার্সিটির ভিত্তিস্বরূপ "Society for Promoting National Education" বা জাতীয় শিক্ষোন্নতি সভা প্রতিষ্ঠার বিবরণ গত সপ্তাহে "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সেই নব প্রতিষ্ঠিত সভার একজিকিউটিব কাউন্সিলের প্রথমাধিবেশন গত ২৩শে জানুয়ারী মাদ্রাজে হইয়া গিয়াছে। একজিকিউটিব কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মিসেস বেশান্ত এই সভার সভানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন। এই সভায় এই নেশানল ইউনিভসিটি সংক্রান্ত অনেক প্রস্তাব আলোচিত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই সভায় একজিকিউটিব কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত রামস্বামী আয়ার প্রচার করেন যে, তিনি এবং মিসেস বেশান্ত উভয়ে এক লক্ষ টাকা এই সোসাইটিতে দান করিবেন।

সভানেত্রী মিসেস বেশান্ত ঘোষণা করেন, বঙ্গের নেশানাল কাউন্সিল-অব-এডুকেশন এই সোসাইটিতে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন। তাহার ফলে বঙ্গের এই কাউন্সিলের অন্তর্বর্ত্তী কলিকাতার টেক্‌নলজিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট বা

কারীগরী কলেজ এই সোসাইটীর সেণ্ট্রাল টেক্‌নলজিকাল ইনষ্টিউটরূপে পরিগণিত হইবে। ভারতের অন্যান্য স্থানে এই সোসাইটির দ্বারা যত টেক্‌নলজিকাল শিক্ষালয় হইবে, সে সমস্ত এই সেণ্ট্রাল টেক্‌নলজিকাল ইনষ্টিটিউটের অধীন হইবে।

এই সোসাইটির অন্তবর্ত্তী বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য নির্দ্দেশের জন্য এক সভা আহ্বান করা স্থির হইয়াছে। এই সোসাইটির অন্তবর্ত্তী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগের জন্য নেশানাল এডুকেশনল সার্ব্বিস নামে এক চাকুরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গবরমেণ্টের এডুকেশনল সার্ব্বিসের অনুকরণেই ইহার ভিত্তিপত্তন বটে, কিন্তু গবরমেণ্ট সার্ব্বিসের শিক্ষকগণ নানা কারণে যেমন শিক্ষকোচিত উন্নত স্বাধীনমনার পরিবর্ত্তে অনেক দারগা ডেপুটী প্রভৃতি বহু সরকারী চাকুরের ন্যায় সঙ্কীর্ণমনা হইয়া পড়েন, এই নেশানাল এডুকেশনল সার্ব্বিসের ব্যবস্থার গুণে তাহা হইবে না।

এই নেশানাল এডুকেশনল সার্ব্বিসের নিয়োগ উন্নতি প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা কেবল গুণানুসারে ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণ, ধর্ম্ম, উচ্চতর বেতন প্রভৃতি কিছুরই প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই গুণানুসারেই উচ্চপদ লভ্য, অন্য কিছু অনুসারেই নহে। টাকায় কুলাইলে শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ডেরও ব্যবস্থা হইবে। দুই জন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। একজনের নাম মিসেস ডিলিউ, ইনি পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ওহিও প্রদেশের ক্লিভল্যাণ্ড সহরের নর্ম্মাল স্কুলের ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্রী ছিলেন, পরে বিলাতের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এডুকেশনের লেকচারার ছিলেন। অপর জনের নাম মিঃ জেমস্ কজিন্স, ইনি পূর্ব্বে আয়ারলণ্ডের টেক্‌নিকাল ইনষ্ট্রকশন ডিপার্টমেণ্টের জিওগ্রাফীর লেকচারার ছিলেন এবং তাহার পর মাদ্রাজ মাদানাপালের উড্ কলেজের ভাইস্‌প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এই সমিতি অন্তবর্ত্তী স্কুলসমূহের শিক্ষা দেশীয় ভাষায় দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইংরেজী কেবল সাহিত্যরূপে পাঠনা হইবে।

আগামী বসন্তকালে নেশানাল এডুকেশনল উইক বা শিক্ষা-সপ্তাহ নামে কোন এক সপ্তাহ স্থির করিয়া সেই সপ্তাহে এই বিরাট সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অর্থ এবং অন্যান্য উপায় সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা স্থির হইবে।

এই কাউন্সিলের চারি শ্রেণীর সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যথা, "এ" শ্রেণীর সদস্যের যাবজ্জীবন সদস্য পদ। এই শ্রেণীর সদস্য হইতে হইলে এক হাজার বা তাহার অধিক টাকা এককালীন বা মাসিক এক শত টাকার ক্ষেপে দিতে হইবে। "বি" শ্রেণীর সদস্যের প্রবেশ-ফি এক শত টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা ২৫৲ পচিশ টাকা বা তদূর্দ্ধ। "সি" শ্রেণীর সদস্যদের প্রবেশ-ফি ১৫৲ পনের টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা ৫৲ পাঁচ টাকা বা তদূর্দ্ধ। এই তিন শ্রেণীর সদস্যগণের কাউন্সিলে ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। "ডি" শ্রেণীর সদস্যের চাঁদা সপ্তাহে এক আনা এবং তদূর্দ্ধ। কাউন্সিলের অর্থের অনাটন হইলে ইঁহারা এই চাঁদা এক-কালীন অগ্রিম দিতে পারেন। যিনি যে শ্রেণীর সদস্য পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তদুপযুক্ত টাকা এই কাউন্সিলের এসিষ্ট্যাণ্ট ট্রেজারের নামে আডিয়ার, মান্দ্রাজে পাঠাইতে পারেন। তবে মাত্র "এ", "বি", "সি", এই তিন শ্রেণীর সদস্যের টাকা এইরূপে পাঠান চলিবে। যাঁহারা "ডি" শ্রেণীর সদস্য পদ গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা টাকা না পাঠাইয়া তাঁহাদের এই অভিমত এই কাউন্সিলের সেক্রেটারী মিঃ অরুণ্ডেলের নিকট মাদ্রাজে লিখিয়া পাঠাইবেন। তিনি যত শীঘ্র সম্ভব, এই "ডি" শ্রেণীর চাঁদা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। মিঃ অরুণ্ডেলের পত্র না পাইলে "ডি" শ্রেণীর সদস্যরা চাঁদা পাঠাইবেন না। (বঙ্গবাসী)

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

বিজ্ঞাপন কখন প্রচলিত হয়।

সাব্যস্ত হইয়াছে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দে গ্রেট-বৃটেনে যখন সিবিলওয়ার বা আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তখন সংবাদ-পত্রে সর্ব্ব প্রথম বিজ্ঞাপন প্রচারের পন্থাও চলিত হইয়াছিল।

গ্রীস দেশে থিয়েটার, নীলাম রাজ্ঞ আজ্ঞা মানুষে ডাক ছাড়িয়া বলিয়া বেড়াইত।

ইংলণ্ডে সাক্‌শনগণ ধর্ম্ম পুরোহিতগণের জন্য সর্ব্ব প্রথম অক্ষরে মুদ্রিত নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনের প্লাকার্ড যদিও সম্পূর্ণ আধুনিক, কিন্তু প্রাচীন ইজিপ্‌সিয়ান্, গ্রীক্, এবং রোমীয়গণ এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিত, কেন না পম্পিয়াই নগরের ভগ্নাবশিষ্ট দেওয়ালের গায়ে বর্ত্তমান সময়ের প্লাকার্ডের মত লাল এবং কাল অক্ষরে বড় বড় প্লাকার্ড পাওয়া গিয়াছিল। ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথম ইংলণ্ডের সার-কিউরিয়স পলিটীকস্ নামক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। তারপর ১৬৫৭ খৃঃ-অব্দে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার আবশ্যকতা সমগ্র সভাসমাজের ব্যবসায়ী এবং শিল্পী এবং ক্রেতাগণ সম্যক উপলব্ধি করিতে থাকে। এক্ষণে বিজ্ঞাপন দেওয়া ব্যবসায়ের অতি আবশ্যকীয় বিষয় হইয়াছে। কিন্তু ভারতে প্রাচীন কাল হইতে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কেহ মাথা ঘামাইতেন না। আজও সকলে যে ইহার আবশ্যকতা বুঝেন, এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সৌভাগ্য সোপানে উঠিতেছেন। কাঃ লোঃ

চসমার আদি আবিষ্কারক।

ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে ফ্লোসাল্ভিনি আরমাটী আদি চসমার আবিষ্কারক। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরমাটী চসমার আবিষ্কার করেন। ১৮৮৫ খৃঃ ৫ই মে এই স্থানে স্মৃতি ও চিহ্ন স্বরূপ একখানি ফলক প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলাবোর্ডে বে-সরকারী চেয়ারম্যান।

গত বারে আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিয়াছি যে, বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডে বর্দ্ধমান চকদিঘীর রাজা শ্রীযুক্ত মনিলাল সিংহ রায় মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার বে সরকারী চেয়ারম্যান্ নিযুক্ত হইয়াছেন, এই পদের জন্য তিন জন প্রার্থী ছিলেন। রাজা শ্রীযুক্ত মনিলাল সিংহ রায় বাহাদুর, উকিল শ্রীবনওয়ারী লাল হাটী, রায় শ্রীনলীনাক্ষ বসু বাহাদুর। রাজা মনিলাল রায় ১০টী এবং বনোওয়ারী বাবু ৫টী ভোট পাইয়া ছিলেন, অগত্যা শ্রীযুক্ত রাজা মনিলাল সিংহ রায় বাহাদুরই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সংবাদে বর্দ্ধমান জেলার সমস্ত গ্রামবাসীই আনন্দিত হইয়াছেন। বাস্তবিকই অতি যোগ্য ব্যক্তিই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। জেলা বোর্ডে ইনি বহুকাল হইতেই প্রকৃত কর্ম্মী, এবং ঘুন লোক ছিলেন, জেলা বোর্ডের সমস্ত কার্য্যেই ইনি সুদক্ষ। ইহাঁ দ্বারা জেলাবাসী যে অপক্ষপাত আনুকূল্য পাইবেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার নির্ব্বাচনে বহুস্থানে সভা সমিতি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া এই দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে বর্দ্ধমান জেলার শত সহস্র ব্যক্তির অশেষ কল্যান সাধন করুন। বে-সরকারী চেয়ারম্যান্‌গণের উপর দেশের লোকে বড় আশায় তাকাইয়া আছে। তাঁহাদের কর্ত্তব্য পরায়ণতায় দেশের লোক পরিতৃপ্ত হউক।

সতীতেজে সতীত্ব রক্ষা।—খুলনা-সাতক্ষীরার ডেপুটী ম্যাজিষ্টরের এজলাসে কয়েক-ব্যক্তি পিনাল-কোডের ৪৪৮।৩৪৫।৩৬৪।১১৪ ধারায় অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগ,- চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া এক বালিকার সতীত্ব অপহরণ চেষ্টা প্রভৃতি। অভিযোগে প্রকাশ,—একজন আসামী বালিকার বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিয়াছিল; বালিকা সতীত্ব রক্ষার জন্য এক তীক্ষ্ণধার দা লইয়া অসীম সাহসে তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। ফলে, তাহার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছে। মামলা চলিতেছে। সতীত্ব রক্ষার জন্য উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ এখনও সতীঅংশভূতা হিন্দু সতীর মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ দুর্দ্দিনে হিন্দুসমাজের পক্ষে ইহাও আশ্বাসের কথা।

পরলোক।—গত পূর্ব্ব শুক্রবার হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরলোক হইয়াছে। ইনি পরলোক গত ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরল রায় বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংবাদপত্র লেখায় অনুরাগী ছিলেন, ইহার পিতার মৃত্যুর পর ইনি পোষ্ট বিভাগে চাকুরী লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অধিক দিনের জন্য নহে; ইনি সংবাদপত্রের সেবাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত ইংরেজী সংবাদপত্র "টেলিগ্রাফে" ইনি বহু দিন প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন,—অমৃত-বাজার পত্রিকা, বেঙ্গলি, ইণ্ডিয়ান মিরর এবং হিন্দু পেটরিয়টেও ইনি লিখিয়াছেন। বিপন্নের বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত ইনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্রাদি প্রেরণে অত্যন্ত উৎসাহশীলতা দেখাইতেন। ইনি অনেক পুস্তকও লিখিয়াছেন। ইনি স্বয়ং ইংরেজী সংবাদপত্রও পরিচালন ও সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাঁর বিধবা পত্নী,—এক পুত্র এবং দুই জন ভ্রাতা বর্ত্তমান। দুই ভ্রাতাই পোষ্টাফিসসমূহের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। জগদম্বা হেমচন্দ্রের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিউন,—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

নবাব আবদুল জব্বর।—বর্দ্ধমান-গুরুরার নবাব আবদুল জব্বরের গত ৩০শে জানুয়ারি দেহত্যাগ হইয়াছে। ইহাঁর বয়স হইয়াছিল ৮২ বৎসর। ইনি বহু বৎসর ধরিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্টর ছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্টর এবং প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্টররূপে ইনি গবরমেণ্টের নিকট যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গবরমেণ্টের নিকট হইতে ইনি খাঁ বাহাদুর, সি, আই, ই এবং নবাব উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল ভূপাল রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যও করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গত ৩১শে জানুয়ারি বর্দ্ধমানের জেলা আদালত ও স্কুল বন্ধ হইয়াছিল। ২৪পরগণা-আলিপুরের উকীল মোক্তারগণও সভা করিয়া ইহাঁর জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে আবদুল জব্বর আলিপুরে পুলীশ ম্যাজিষ্টর ছিলেন। ইনি নানা গুণে হিন্দু মুসলমান সকলেরই অত্যন্ত সম্মানভাজন ছিলেন।

নাইডু পরিবারে বিপত্তি।

মান্দ্রাজ প্রদেশের কুনুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সুবিখ্যাতা বিদুষী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহার স্বামী মেজর এম, জি, নাইডু এবং তাঁহার কন্যা কুমারী পাতিনাজা নাইডুকে একটি ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিয়াছে বলিয়া তিনজনেই পাস্তুর চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হইবার জন্য কুনুরে গমন করিয়াছেন। কুকুরটা তাঁহাদের গৃহপালিত

হইলেও উহার নাকি জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। নাইডু পরিবারের এই বিপত্তির সংবাদ শ্রবণে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে নিরাময় করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিলাষ।

হিঃবাঃ

বারাঙ্গনা সভা।

কোন বারবনিতা নাবালিকা দিগকে অসদুপায়ে জীবিকার্জ্জনের জন্য রাখিলে আইন অনুসারে সে দণ্ডণীয়া। ১৬ বৎসর বয়সের কম হইলেই তাহাকে নাবালিকা বলিয়া ধরা হইবে। সংপ্রতি কলিকাতার দুইটি বারাঙ্গনা উক্ত অপরাধে পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছে। রমণী দুইটী জামিনে খালাসের জন্য আবেদন করিয়াছিল, কিন্তু উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইহাতে বারাঙ্গনাগণ একত্র হইয়া ইনামবক্স থানাদার লেনে এক বিরাট সভার আয়োজন করিতেছে। এই সভায় পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা চালাইবার জন্য চাঁদা তোলা হইবে।

সুরাপানের দোষ।

দেশে অন্নাভাবে হাহাকার, তাহার উপর সুরাপায়ীর সংখ্যা কম নহে, বড় বড় লোকে বলেন, গবর্ণমেণ্ট এই সুরা ব্যবসায়ের প্রশ্রয় প্রদান করিতেছেন, বলিলে অন্যায় বলা হয় না। এদেশেও প্রত্যেক গণ্ডগ্রামে, উপগণ্ডগ্রামে পর্য্যন্ত সুরাপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সমাজ শাসন শিথিল হওয়ায় এক্ষণে প্রকাশ্য রাজ-পথে দাঁড়াইয়া মদ্য পান করিতে লোকে লজ্জিত হয় না। চৌর্য্য লাম্পট্যও সেইজন্য বর্ত্তমান সময়ে বৃদ্ধি পাইতেছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রাজা এই ঘোর অনিষ্টকর ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধক না হইলেও আমাদের বিশ্বাস, সমাজ একটু মনোযোগী হইলে ইহার প্রতিবিধান করিতে পারেন।

শাস্ত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ। কোন জাতীর কোন শাস্ত্রই মদ্যপানের পোষকতা করেনা।

বেদে উক্ত আছে,—

"মদ্যমপেয় মদেয় মনিগ্রাহ্যম্" সুরাপান অকর্ত্তব্য, সুরা পান করা উচিত নয়, সুরাদান গ্রহণ করাও পাপ।

মনু বলেন ;—

ব্রহ্ম হত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম হত্যাকারী, সুরাপায়ী, স্বর্ণচোর গুরুপত্নীগমনকারী ইহাদের সহিত এক বৎসর সংসর্গ করিলেও মহাপাতক হয়।

মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেবহীয়তে

কালিকা পুরাণ।

যে ব্রাহ্মণ মদ্য পান করে, সে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম হইতেই বিচ্যুত হয়।

দেবগুরু বৃহস্পতি বলিয়াছেন —

সুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং
বিনিক্ষিপেৎ। মুখে তয়া বিনির্দগ্ধে
মৃতং শুদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে তাহার মুখে জ্বলন্ত সুরা ঢালিয়া দিলে তাহার মৃত্যু হইলে তবে সে ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পঞ্চম আজ্ঞায় আদেশ আছে "তুমি মদ্যপান বা স্পর্শ করিও না।"

বাইবেলে মদ্যপান নিষিদ্ধ আছে।

মহাত্মাগণ বলিয়াছেন —

"সুরাপান ভাল নয়।

মুসলমানগণের আদি গুরু মহম্মদ বলিয়াছেন, "সরাপ" (মদ) সমস্ত পাপের জননী",

বৃটিস প্রজাদিগের নেতা জনব্রাইট্ বলিয়াছেন "যদি সুরা আমাদের মধ্যে বিক্রয় না হইত, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে দারিদ্রতা, দুষ্কর্ম্ম প্রভৃতি অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত।"

মহাত্মা মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোন বলিয়াছেন, "মড়ক, যুদ্ধ, বিগ্রহ দ্বারা যে সমস্ত অনিষ্ট হইয়াছে, মদ্য দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক অনিষ্ট হইতেছে, কারণ শেষোক্ত কারণটী স্থায়ী।"

লর্ড বেকন বলিয়াছেন, "সুরা বলবানকে দুর্ব্বল করে এবং জ্ঞানীকে নির্ব্বোধ করিয়া তুলে।"

পণ্ডিতবর টমাস কার্লাইল বলিয়াছিলেন, হে স্বাধীন প্রজা! তুমি কোন মনুষ্যের অধীন নহ বলিয়া গর্ব্ব কর, কিন্তু তুমি ঘৃণিত মদের বোতলের ক্রীতদাস!"

বিজ্ঞানবিদ চার্লস ডারউইনের মতঃ— সুরাপান করিয়া সকল পীড়ার উৎপত্তি হয় এবং মদ্য পান প্রবৃত্তি বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয়।"

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সুরার উপকারিতাপকারিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সুরাপানে নিশ্চয়ই পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত জন্মিয়া বিবিধ দুরারোগ্য পীড়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে।"

পণ্ডিত চেম্বার্স সাহেব বলেন, কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পান করিবার জন্য সুরাপাত্র হস্তে ব্যগ্রতার সহিত যেরূপ দণ্ডায়মান হয়েন, তাহা শিক্ষিত গণ্যমান্য লোকদের পক্ষে ঘৃণিত হীনকার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই।"

এরূপ অসংখ্য মত দেখান যাইতে পারে। কিন্তু হায় ভারতের দুরদৃষ্ট, এই চিরপরাধীন, অন্নক্লিষ্ট ভারত সন্তান! পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া এই বিষতুল্য সুরা পান অভ্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। নিজ হস্তে গরল কিনিয়া নিজে খাইয়া সমাজ কলুষিত করিয়া দারিদ্রকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেশকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে। সমাজ জাগরিত হও, আর নিদ্রিত থাকিও না, সমাজ শাসন দ্বারা অবিলম্বে ইহার প্রতিকার কর, স্বধর্ম্ম রক্ষা কর, দেশকে রক্ষা কর, বংশ রক্ষা কর।

ধর্ম্মের কল।

আসামের জঙ্গলের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর স্থানে মধ্যে মধ্যে বাস ও দুষিত জলে স্নানাদি করিয়া অন্নদা দত্ত জ্বরে পড়িলেন। সে জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। প্রত্যহ অপরাহ্নে আসে, তবে তিন চারী ঘণ্টার অধিক থাকে না এবং তাহার উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রির অধিক নহে। স্নানাহার বন্ধ না থাকিলেও তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন ও শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। দত্ত পত্নী স্বামীকে আসাম ত্যাগ করিয়া কিছু দিনের জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। শাল কাঠ, লাক্ষা, রবার, মৃগনাভি, হস্তী দন্ত, মোম, পাখীর পালক প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসায়ে দত্ত মহাশয়ের তখন বিলক্ষণ আয় হইতেছে, অর্থোপার্জ্জনের নেশায় তিনি মসগুল; সুতরাং কার্য্যস্থল ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "ও জ্বর কিছু নয়, কুইনিন খাইতেছি, তাহাতেই সারিয়া যাইবে।" কুইনিন খাইয়া পেটে কড়া পড়িয়া গেল, জ্বর কিন্তু ছাড়িল না, ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। আসামে তখন ভাল ডাক্তার ছিল না; যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া বলিলেন যে, তিনি আসামের সাক্ষাৎ যম কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বাধ্বী স্ত্রী দত্ত পত্নীর হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া গেল, সম্মুখে মহাবিপদ দেখিয়া তিনি জিদ ধরিয়া বসিলেন যে, সাত দিনের মধ্যে স্বামী পুত্র লইয়া নিশ্চিত জাহাজে উঠিবেন। তাঁহার এমনই ভয় হইল যে, এই সাত দিনের মধ্যেই বুঝি বা তাঁহাকে হাতের লোহা খুলিতে হয়।

জাহাজে উঠিবার আয়োজন হইয়াছে, এমন সময়ে দত্তপত্নী কঠিন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। ভগবান সহায় হইয়া অষ্টাহের মধ্যে তাঁহার সকল ভয় ভাঙ্গিয়া দিলেন, হাতের লোহা ও সীমান্তের সিন্দুর বজায় থাকিতে থাকিতে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে দত্ত মহাশয় বড়ই শোকার্ত্ত ও ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র রমেনকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাঙ্গা শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুদূর ও দুর্গম আসাম প্রদেশে এমন একটী লোক মিলিল না যে, রমেনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়; কাজেই দত্তমহাশয়কে সহরের বাসায় আবদ্ধ থাকিয়া রমেনের জননীর স্থান অধিকার করিতে হইল, জঙ্গলের মধ্যে কর্ম্মস্থলে আর যাওয়া হইল না। একে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পত্নী বিয়োগে তিনি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর রমেনের কোন উপায় করিতে না পারাতে তাঁহাকে কারবার গুটাইতে হইল। মজুদ মাল বিক্রয় ও দেনা পাওনা মিটাইয়া তিন মাসের মধ্যে দত্তমহাশয় আসাম ত্যাগ করিলেন।

দেশে দত্ত মহাশয়ের আত্মীয় স্বজন বড় কেহ ছিলেন না এবং তথায় তাঁহার পীড়ার চিকিৎসার ও সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং গোবিন্দ মিত্র নামে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাটীতে উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দুই এক দিন তথায় থাকিয়া স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া করিয়া বাস করেন; কিন্তু মিত্র মহাশয় তাহা করিতে দিলেন না, নিজ বাটীতেই পিতা পুত্রের থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বামনদাস ঘোষ নামে দত্ত মহাশয়ের একজন শ্যালক ডাক্তার হইয়াছিলেন। তিনি বিহার প্রদেশে সরকারী চাকরী করিতেন। অন্নদা বাবু তাঁহাকে একবার কলিকাতায় আসিতে পত্র লিখিলেন; কিন্তু বিদায় না পাওয়াতে তাঁহার আসা হইল না। তিনি তিন মাসের বিদায় লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি কর্ম্ম স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, মিত্র মহাশয়ের যত্নে ও সেবা শুশ্রূষায় তাঁহার কোন কষ্ট রহিল না। তাঁহার হস্তে কিঞ্চিদধিক ৪২ হাজার টাকাও মিত্র গৃহিণীর হস্তে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র রমেনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কেবল পীড়াটা কাহার স্কন্ধে চাপাইতে পারিলেন না। মিত্র মহাশয় তাঁহার চিকিৎসার ভার সহরের একজন ১৬ টাকা ফিস্ ওয়ালা বড় ডাক্তারের উপর দিলেন এবং বাটীর সকলে মিলিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধ পথ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

কালাজ্বর সাক্ষাৎ যমের দূত, যাহাকে ধরে, তাহাকে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ না করাইয়া ছাড়ে না। তিন মাস ধরিয়া দত্ত মহাশয়ের চিকিৎসা হইল, অনেক বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চরম অবস্থায় উপস্থিত হইল। দত্তমহাশয় বুঝিলেন, আর তাঁহার ইহধাম ত্যাগ করিবার বিলম্ব নাই। রমেনও তাহা বুঝিল এবং মাতৃহীন বালক বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল; কিন্তু কালের হাতে কাহারও নিস্তার নাই। দেখিতে দেখিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িল। দত্তমহাশয় তখন বন্ধুর হস্তে রমেনকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "ভাই গোবিন্দ! আমি চল্‌লাম, আজ থেকে রমেন তোমার পুত্র হ'ল!" গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "সে জন্য তোমার চিন্তা নেই, তুমি স্থির হয়ে ভগবানকে স্মরণ কর, রমেন আমার পুত্র স্থানীয় ত বটেই, আমাদের অঙ্গীকার অনুসারে আমার জামাইও বটে।"

"আর দেখ, টাকাটা মিছে ফেলে রেখে কোন ফল নেই, বৃথা সুদটা কেন নষ্ট হয়? চার টাকা সুদের ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ কিনে ফেল। এখন বোধ হয় দর ৯৬৷৹ টাকা। তা হলে মোট ২৮৯৫০ টাকা লাগ্‌বে। আর দশ বার হাজার টাকাতে একটা বাড়ী কিনে ফেল। বাড়ী ভাড়া দিতে না হলে মাসে এক শ টাকা আয়ে বেশ চলে যাবে।

যা বাকী থাকবে, শ্রাদ্ধ শান্তি সমাধা করবে।” “আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, তুমি এখন চুপ করে শুয়ে থাক, মিছে বকো না। ভয় কি? শীগ্‌গির সেরে উঠবে।”

দত্তমহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, অথবা তন্দ্রাভিভূত হইলেন। মিত্র মহাশয়কে রমেন জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা ও সব ‘টাকা’ ‘কাগজ’, ‘বাড়ী’, কি বল্‌ছিলেন।” মিত্র মহাশয় তাহাকে চুপে চুপে বলিলেন’ ও কিছু নয়, প্রলাপ। জ্বরটা বেশী এসেছে কিনা, তাই আবল তাবল বক্‌ছে। অমন হয়, ওর জন্যে ভয় নেই। তুমি বরং একবার ডাক্তারের কাছে যাও তাঁকে ডেকে আন, না ডেকে কাজ নেই, এখন কোন ওষুধটা খাওয়ান হবে, তাই জেনে এস।” রমেন চলিয়া গেল। মিত্র মহাশয় তাহাকে যেমন বুঝাইলেন, সে ঠিক তেমনই বুঝিল কি না, তাহা বলা যায় না; তবে পিতার কথাগুলি সে কোন দিনই ভুলিতে পারিল না।

মিত্র গৃহিনী অন্তরাল হইতে দত্তমহাশয়ের তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া স্বামীকে বলিলেন, দেখ্‌ছ কি? ওঁকে ধরে মারবে নাকি? আর ওষুধ খাওয়াতে হবে না, রমেনকে এখন পাঠান ভাল হয় নি, সে থাক্‌লে মুখে একটু গঙ্গাজল দিত।” কয়েকজন আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে ডাকিয়া মিত্র মহাশয় অন্নদাবাবুর মুমূর্ষু দেহ উঠানে বাহির করিলেন। কেহ ‘গঙ্গা, নারায়ণ নাম ডাকিতে, কেহ বা মুখে গঙ্গাজল দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রমেন ফিরিয়া আসিল। পিতার মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া বালক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং পিতার পার্শ্বে পড়িয়া ছট ফট করিতে লাগিল। বোধ হয় তাহার করুণক্রন্দনে দত্তমহাশয়ের একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি ডাকিলেন “রমেন!” রমেন একটু স্থির হইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল এবং মিত্র মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে পিতার মুখে অল্প গঙ্গাজল দিল। দত্তমহাশয় বলিলেন “কই, গোবিন্দ কই?”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, এই যে আমি, কিছু বল্‌বে?”

চল্‌লাম—রমেনকে তোমায় দিলাম, আজ থেকে তুমি রমেনের পিতা।”

আর তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। রমেন তাঁহার মুখে গঙ্গাজল দিল, কিন্তু উহা আর পেটে গেল না তাঁহার প্রাণ পক্ষী উড়িয়া গেল। রমেন কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইয়া দিল এবং সেই অপরিচ্ছন্ন উঠানে পড়িয়া কাটা ছাগলের মত গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

(৩)

দীর্ঘ ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। রমেন যে মিত্র মহাশয়ের বাটীতে কি প্রকারে কাটাইয়াছে, তাহা সেই জানে। মাতৃ পিতৃ-হীন বালক ভাল করিয়া খাইতে পরিতে পায় নাই, মিত্র গৃহিনী তাহাকে একটু স্নেহ করিলেও তাহা চারিদিকের অনাদরের মধ্যে ঘন কুয়াসার দিনে সূর্য্য রশ্মির মত ভাল করিয়া ফুটিতে পায় নাই। একটী বালিকা কেবল তাহাকে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভালবাসিত, সে গোবিন্দবাবুর কন্যা সুশীলা। সুশীলা রমেনের পক্ষে সুশীলাই বটে! বোধ হয় সুশীলা না থাকিলে রমেন এতদিন মিত্রমহাশয়ের বাটীতে তিষ্ঠিতে পারিত না, অনাদরের অন্ন অপেক্ষা ভিক্ষা বৃত্তিও মাথা পাতিয়া লইত। সুখের মধ্যে এইটুকু যে, সে পড়িতে পাইয়াছে এবং বি, এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এই ছয় বৎসরে মিত্র মহাশয়ের অদৃষ্ট ফিরিয়া গিয়াছে পাট ও কয়লার কারবারে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, ধুলা মুষ্টি ধরিতে সোণা মুষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাজাদের বাটী হইতে সুশীলার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে, নবী নগরের জমিদার তাহাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য বড়ই ধরিয়া বসিয়াছেন; সুশীলা বাঁকিয়া না বসিলে এত দিন বিবাহ হইয়া যাইত। সকলেই আভাস পাইয়াছিল যে, মিত্র মহাশয় কন্যার বিবাহে ৫০।৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য সন্তান না থাকাতে সমস্ত সম্পত্তিই যে কন্যা পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তাঁহার অন্য সন্তান যে ছিল না, তাহা নহে, প্রায় তিন বৎসর হইল, একটী ৬।৭ বৎসরের পর সামান্য জ্বরে মারা গিয়াছিল।

একদিন মিত্র গৃহিনী স্বামীকে বলিলেন “হাঁ গা কাজটা কি ভাল হল? পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ করে শেষে হাত ছাড়া করলে?” মিত্র মহাশয় বলিলেন, “রাজা জমিদারের ছেলে ছেড়ে দিয়ে এই হাবরের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিব! তুমি বল কি! তোমার একটু আক্কেল বুদ্ধি নেই? এই জন্যই বলে, দশ হাত কাপড়ে মেয়েমানুষ ন্যাংটা।”

রাজা জমিদারের ছেলে ত আর তোমার বাড়ীতে এসে থাকবে না ঐটুকু আমার শিব-রাত্রির সল্‌তে, ওকে আমি শশুর বাড়ী পাঠাতে পারবো না। আর হা ঘরের ছেলেই বা বল কাকে? ওর বাপের টাকাই ত তোমার ব্যবসার মূলধন, লক্ষ্মীর কৌটা। দত্তমশাই না মরবার সময় রমেনকে তোমার হাতে সঁপে দিয়াছেন, আর তুমিও না জামাই করবে বলে প্রতিশ্রুত ছিলে?” “সবই ঠিক; কিন্তু এক ঘর বনেদি বড় মানুষ কুটুম চাই, নইলে সমাজে বড় খাটো হয়ে থাকতে হয়। রমেনের সঙ্গে কিছুতে মেয়ের বিয়ে হতে পারে না, ও কথা তুমি আর মুখে এনো না।”

“তাই বলে বাড়ী থেকে বিদায় করাটা কি ধর্ম্মে সইবে?” এই পাপেই বোধ হয় গোপালকে হারিয়েছি।”

গৃহিনীর পুত্র শোকে হৃদয় ভরিয়া গেল, অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদিলেন। একটু শান্ত হইয়া তিনি বলিলেন, “সে হবে না, তুমি আজই রমেনকে আনো গে? তার সঙ্গেই সুশীলার বিয়েবিয়ে দিতে হবে, নইলে বাছা আমার চিরকাল্‌টা মনের আগুনে পুড়ে মরবে। রমেন চলে যাওয়া অবধি বাছার মুখটী চূণ হয়ে গেছে

সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দিন রাত্রি একলাটী বসে মুখ ভার করে ভব্‌ছে।” “ঐ এক অদ্ভুত মেয়ে। বার বছর বয়সে ভালবাসা কিয়ে বাপু? ঐ জন্যই ত আরও দু'জনকে দু'হাই করা দরকার।”

“আচ্ছা সে হবে, তোমার কাজকর্ম্ম থাকে ত যাও, আমি একবার হাটখোলা যাব।

(৪)

রমেনের মাতুল ডাক্তার বামনদাস ঘোষ সংবাদ পাইলেন যে, অন্নদাবাবু মারা গিয়াছেন. নিরাশ্রয় রমেনকে এখন তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পূর্ব্বের ঠিকানায় পত্র লিখিলেন; কিন্তু সে পত্র রমেনের হস্তগত হইল না। বামনদাসবাবু লোক পাঠাইয়া সংবাদ পাইলেন যে, সে বাড়ীতে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহ জানে না। বস্তুতঃ তখন অন্নদাবাবুর টাকাতে একটা বাড়ী ক্রয় করিয়া গোবিন্দবাবু রমেন ও পরিবার-বর্গের সহিত তথায় বাস করিতেছিলেন— বলা বাহুল্য যে, বাড়ী নিজ না হয় কেনা হইয়াছিল। এই কারণে বামনদাসবাবু রমেনের কোন সংবাদই না পাইয়া অতি দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে পারিলেন। পাঁচ বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিলেন এবং ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য নৈপুণ্যে ও সুচিকিৎসার গুণে রায় বাহাদুর উপাধি পাইলেন এবং তৎসঙ্গে পসার জমিয়া গেল। কলিকাতার সকল বড়লোকই তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিকিৎসার জন্য বড় একটা ডাকেন না। গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে কাহারও পীড়া হইলে বামনদাস বাবুই চিকিৎসা করেন। এই সূত্রে তিনি রমেনের সন্ধান পাইলেন।

রমেন মধ্যে মধ্যে মাতুলের বাটীতে যাতায়াত করে। তাহার বলিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার অতি কষ্টে ও অনাদরে গোবিন্দ বাবুর বাটীতে বাস করিবার কথা বামনদাস বাবুর স্ত্রী একে একে বাহির করিয়া লইলেন। দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে গোবিন্দবাবুর অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি কোন ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন না, এক মহাজনের গদিতে সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন। তাঁহার ব্যবসা এই ছয় বৎসরের এবং উহাতেই তাঁহার বাড় বাড়ন্ত ও লক্ষ্মীশ্রী। বামনদাস বাবুর মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ রে! আমাদে তোর বাপের ত বেশ কারবার ছিল, টাকা কড়ি কিছু কি রেখে যান নি? রমেন বলিল, “শুনেছি কিছু ছিল; কিন্তু কত ছিল ও কোথায় ছিল, সে সব কিছুই জানি নে।”

“আমাকে কিছু বলেন নি, তবে জেঠা মহাশয়কে এই বলেছিলেন যে টাকাটা মিছে ফেলে না রেখে যেন ৩০ হাজার টাকার চার টাকা সুদের কাগজ আর ১২ হাজার টাকায় যেন একটা বাড়ী কিনেন! একথা আমার বেশ মনে আছে; কিন্তু টাকাটা যে কার, তা ঠিক বুঝিতে পারি নি।”

“উঃ ৪২ হাজার টাকা! টাকা তোর বাপের আবার কার? তা তার জন্যে মিত্র মহাশয়কে কোন দিন বলেছিলি?”

“বলেছিলাম, তিনি বলেন, পীড়ার বিকারে বাবা কি প্রলাপ বকেছিলেন, সে তাঁর মনে নেই। বাবার মাত্র শ চারেক টাকা ছিল, তাতে শ্রাদ্ধ শান্তি হয়েছে।”

প্রলাপ! অত বড় Scoundrel আর আছে! সব টাকাটা আত্মসাৎ করেছে! তোকে এতদিন পড়ালে শোনালে নিজের পয়সায় বুঝি! উঃ কি পরোপকারী! কি বল্‌বো কোন প্রমাণ নেই; নইলে একবার দেখ্‌তাম, কেমন সে গোবিন্দ মিত্তির!”

রমেনের মাতুলানী বলিলেন “এ খরচও না করলে পারতো। বোধ হয়, কোন স্বার্থ আছে; নইলে যে রকম কৃপণ শুনেছি, তাতে এত খরচ করবার লোক সে নয়—মেয়ে টেয়ে আছে?”

বামনদাসবাবু বলিলেন, “ঠিক ধরেছ! দত্ত মশাই বলতেন শোন নি, তাঁর কোন বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে রমেনের বিয়ে দিয়ে তাঁদের বন্ধুত্ব আরও শক্ত করবেন? বেশ একটী সুন্দরী মেয়ে আছে। যেমন শান্তশিষ্ট, তেমনই বিদ্যা বুদ্ধি, কাজে কর্ম্মে সকল দিকে সমান। বউ কর্‌তে হয় ত ঐ রকম। তবে পরের পয়সায় সে এখন বড়লোক, খুব বড় ঘরেই মেয়ের বিয়ে দিতে পার্‌বে।” পয়সা খরচ করলে তা পারবে; কিন্তু এমন সোণার চাঁদ ছেলে পাবে কোথায়? বড় ঘরের অনেক ছেলেই বাঁদর। হাঁরে রমেন! তোর জেঠা মশাই কি জেঠাই মা বিয়ের কথা কিছু বলে?”

রমেন অনেকক্ষণ নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মাতুলানী ছাড়িবার পাত্রী নহেন। অবশেষে তাহাকে লজ্জা নম্র বদনে বলিতে হইল যে, গোবিন্দ মিত্র তাহার পিতার মৃত্যুর সময় বলিয়াছিলেন যে, সে তাহার পুত্র স্থানীয় ত বটেই, উভয়ের অঙ্গীকার অনুসারে জামাইও বটে। এই কথা বরাবরই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি আর বলেন না, অন্য পাত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।

সেই দিন বামনদাসবাবু স্থির করিলেন যে, গোবিন্দ মিত্রের বাটীতে অনাদর ও তাচ্ছিল্যের বোঝা মাথায় করিয়া রমেনের আর থাকা উচিত নহে। ইহার কয়েকদিন পরেই রমেন মাতুলালয়ে আসিল। গোবিন্দবাবু তাহাতে আপত্তি করিলেন না, বরং হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কারবারে উন্নতি হইবার পর হইতেই রমেন তাঁহার একটা গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছিল, তৎপরে যে দিন তিনি শুনিলেন যে সুশীলা তাহাকে ভালবাসে এবং সেও সুশীলার প্রতি অনুরক্ত, সেদিন হইতে তাহাকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাহার মাতুল কলিকাতায় বদলী হওয়াতে সে সুযোগ আপনি আসিল। (ক্রমশঃ)।

INDUSTRIES OF SMALL CAPITAL.

অল্প পুঁজীর কাজ।

Sealing Wax.

বাতি গালা প্রস্তুত প্রণালী।

পার্শ্বেল, রেজিষ্ট্রী পত্রাদি শীল করিবার জন্য যে গালা ব্যবহার করা হয়, তাহাকে বাতি গালা বলে, গভর্ণমেণ্ট এবং অনেক ব্যবসায়ীর আফিসে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং অল্প পুঁজীতে ইহা একটী লাভজনক কাজ।

ইহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

ভিনিস টার্‌পেনটাইন	৩ আউন্স
চাঁচ গালা	৭ ,,
রজন	১ ,,
ক্যালসাইড্‌ ম্যাগনেসিয়া	১॥ ড্রাম
প্রুসিয়ান ব্লু রং	১ আউন্স

এই সমস্ত গুলিকে একটা মৃত্তিকা বা ধাতু পাত্রে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর অগ্নি হইতে নামাইয়া যখন একটু জমিতে আরম্ভ হইবে, তখন কাষ্ঠের প্লেন তক্তার উপর ঢালিয়া সমতল করিয়া লইয়া ছুরি দ্বারা সরল রেখা ক্রমে দাগ দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইতে হইবে এবং অন্য একখানা প্লেন তক্তার উপর হাতে করিয়া পাকাইয়া লম্বা গোলাকার বাতির মত করিতে হইবে। চৌকাও করা যাইতে পারে। তাহার পর যখন বেশ শক্ত হইবে, তখন প্রত্যেক বাতিটাকে টীন ফলিও বা রাঙ্গের পাত দ্বারা মুড়িয়া কাগজের বাক্সে পুরিয়া নাম, ঠিকানা, মূল্যাদি লিখিয়া ষ্টেশনারী দোকান সমূহে বিক্রয়ার্থ দিতে হইবে। বাতি গালা লাল করিতে হইলে সিন্দুর, কাল করিতে ভূঁষা এবং হলদে করিতে হইলে পেউড়ী প্রভৃতি রং দ্রবীভূত গালার সহিত মিশ্রিত করিলে সেই রং হইবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

RED SEALING WAX.

লাল বাতি গালা।

Shellack	3 Parts
Venice Turpentine	1½ ,,
Vermilion	2½ ,,

প্রক্রিয়া উপরোক্ত প্রকার।

BLACK.

কাল বাতি গালা।

Common Resin রজন
Pitch পিচ্‌
Ivory Black আইভরি ব্লাক

সম পরিমানে লইয়া একত্র গলাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

BEST LEQUID BLUE BLACK INK.

অতি উৎকৃষ্ট ব্লু ব্লাক কালী প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

এই ব্লু-ব্লাক কালী সম্বন্ধে "কাজের লোকে" ইতিপূর্ব্বে বহু প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি কোন আমেরিকান কেমিষ্ট জর্ণাল হইতে নিম্নলিখিত ফরমূলাটী পাঠকগণকে উপহার দিলাম। তবে সমস্ত দ্রব্য যে ভারতের বাজারে পাওয়া যাইবে কিনা তাহাই শঙ্কটের কথা।

(Editor in Council)

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

A Blue-black Ink Formula.

In response to the inquiry of many readers for the formula of a good ink which will write blue and turn black, we suggest the following :—Aleppo nutgalls, coarsely ground. 1 pound.

Sulplate of Iron	5 ounces.
Gum arabic	4 ounces.
Boric acid	¼ ounce.
Extract of indigo	1 ounce.
Picric acid	1 drachm.

Water, sufficient to make 1 gallon.

Macerate the nutgalls in 1 gallon of water for twelve hours, then boil in kettle for one hour and pour off the decoction; add half a gallon of fresh water to the drugs, and boil again for half an hour and pour off the liquid; press the residue and mix the product with the previous decoction. This will make about 1 gallon of liquid. To this, while still warm, add the remaining ingredients and dissolve; add water if necessary to make 1 gallon, and after standing twelve hours, or more, strain through a coarse muslin strainer.

This is a good writing fluid, similar to those most popular in the market.

B. D. M.—লাভেণ্ডারের অনেক ফরমূলা বহুবার বাহির হইয়াছে, "কাজের লোকের" পুরাতন ভলিউমগুলি অনুসন্ধান করুন। তথাপি অন্য একটা নূতন প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে দেওয়া হইল।

Recipes for Lavender Water.

Lavender water is prepared by mixing together 4 oz. of oil of

lavender, 1 oz. of oil of bergamot, 1 dr. of essence of ambergris, and 1 gal. of spirit of wine. Lavender and musk is made by mixing 4 oz. of oil of lavender, 2 oz. of essence of musk, 6 dr. of essence of ambergris, 6 dr. of oil of bergamot, and 1 gal. of spirit of wine.

শ্রীযুক্ত অরবিন্দু সেন—আপনি "কাজের লোকের পুরাতন ভলিউমগুলি বুঝি গ্রহণ করেন নাই, পাউডার প্রস্তুতের বিবিধ রহস্ত তাহাতে পাইতেন। আপনাকেও একটা ফরমূলা প্রদান করিলাম।

Making Violet Powder.

Violet powder is prepared by mixing together 7 lb of potato starch or cornflour and 4 oz. of orris root in fine powder. The starch may be tinted with a trace of aniline violet dissolved in spirit. In reply to a further question, fuller's-earth is a natural silicate of alumina pulverised and levigated with water, the finest portion being separated by subsidence from water then drained and dried.

R. K. D.—আপনার পত্র পাইয়াছি, ঘড়ী মেরামত শিক্ষার একখানি ইংরাজী পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়, তাহার মূল্য ২॥০ টাকা, আদেশ করিলে ভিপিতে পাঠাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। "টাকের লোশন" জানিতে চাহিয়াছেন। আপনি ১৯১০ সালের "কাজের লোকের" ৫১ পৃষ্ঠায় পাইবেন। আমরা নিজে একটা উৎকৃষ্ট টাকের লোশন প্রস্তুত করিয়া ৸০ আনার শিশি বিক্রয় করিতাম। বেশ ভাল ঔষধ। ইহাতে একমাস ব্যবহারেই চুল গজাইত।

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত।

অতিরিক্ত রজস্রাবে যেখানে জরায়ুর মুখ শিথিল হইয়া প্রচুর রক্তস্রাব হইয়া থাকে, সেখানে Helonine 1x. চূর্ণ প্রতি ডোজে ১ গ্রেণ করিয়া দিবসে ৩ বার দিবা মাত্রই এই শোনিতস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, ইহা বহুবার আমরা পরীক্ষা করিয়াছি বলা বাহুল্য ইহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

কোন পীড়ার গোপনীয় পত্রাদি আমাদের দাতব্য ঔষধালয়ে পাঠাইলে যথাসাধ্য বিনা মূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। উত্তরের জন্ত টিকিট পাঠাইতে হয়। আরোগ্য হইলে যদি কিছু এই দাতব্য ঔষধালয়ে দান করেন, তাহা "কাজের লোকেই" প্রাপ্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে।

NUGGETS OF WISDOM FROM T. YERKES.

Wealth does not buy happiness but it purchases only luxuries. Luxuries are only the fringe of happiness.

The world is not what it is ; it is what have made it.

The heaven of happiness was never reached by overloading the ship with adversity.

What is the great secret of happiness ? Only one word can express that—contentment.

Charles T. Yerkes, millionaire, who made his immense fortune from street railroads, told a reporter "that the accumulation of great wealth does not produce happiness."

It was in his splendid mansion at No. 864 Fifth avenue that Mr. Yerkes made that assertion. In the white and gold hallway hung with valuable draperies, with roses in infinite variety blossoming in every nook, Mr. Yerkes said :

"No, wealth does not buy happiness, it only buys luxuries. Luxuries are only the fringe of happiness.'

TAKE THIS OLD MAN'S ADVICE.

"I never worried and I never grieved. I worked until I was tired; and then slept in unbroken rest until it was time to work again. It is those who sit brooding over their misfortunes who grow old before their time, and a whole night's sorrowing has never put a copper into any man's pocket or made a misfortune lighter to bear." Concerning his personal habits, he says : "I got drunk twice in my life—once through my own fault and once through the fault of others ; and I was so dreadfully ill afterward that it was not difficult to keep sober with that remem-

brance on my mind." There are profound truths in his philosophy which, if adopted, would physically benefit every human life.—*Youth's Companion.*

THOUGHTS WORTH THINKING ABOUT.

The fellow who intends to succeed, works without a time-table.

* * *

Men are not influenced by things, but their thoughts about things.

* * *

There is practically no power whatever is a shifting vacillating life.

* * *

When Opportunity knocks at your door, Responsibility stands behind her.

* * *

The body should be made simply the servant of the mind not the master.

* * *

The rarest radiance that lights a human face, is the contentment of a loving soul.

* * *

Concentration and hard work are the hand maids of Success, in whatever calling or country.

* * *

No one ever accomplished anything worth while that did not believe that it could be done.

* * *

It doesn't cost the rose anything to bestow its fragrance on the passer by—but, oh, what a blessing it is!

* * *

When a man resolves to advertise, he discovers that it is not an easy matter to get customers. Some of them must come from other firms, and it seems like drawing teeth to get them away. These customers have been so long attracted by the advertisements of the other merchants that it is not easy task to get them to change. Thus is the value of advertising shown. It is difficult to get the trade which these advertisers have acquired, and it needs time and work to build up a new one, but when it is yours, it is difficult for another to get it away from you. The best way for a beginner to operate is to aim for new trade and to create, so far as possible, new demads. This is not only easier, but it is the part of wisdom, for a certain proportion of the old trade will naturally gravitate with it. *Art of Advertising.*

WANAMAKER FIGURES AND FACTS.

Profits for one year from the Philadelphia store, $ 1,750,000. Receipts in New York store for one day only (Saturday before Christmas), $ 500,000. Amount spent last year in advertising in Philadelphia, $ 300,000. The sum named above for advertising was spent in newspapers and magazines. The advertising bills for the New York store were a little in excess of Philadelphia and the business in New York was greater than in any year since A. T. Stewart's time.

NO HONEST WORK IS EVER SMALL.

(Edith Macomber Hall).

No honest work is ever small,
Like grains of sand upon the shore.
Each little act, God sees it all,
And draws us upward more and more,
As sweeps the waves of His eternal love.

And so, if you do well the tasks,
However small that comes to thee,
Then later on the work He asks—
Seeing thy strength—will greater be
And thus He fits thee for thy crown of love.

"Signogram."

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

(কৌতুক)

FOR THE LEISURE HOUR.

কমলাকান্ত।

[আনুপ্রাসিক গল্প]

"ক"

কলিকাতার কাছাকাছি কালীঘাটের কমলাকান্ত, কৃষ্ণগঞ্জের কাঁসারী পাড়ার—করালীকুমার করের কনিষ্ঠা কন্যা কাদম্বিনীর কর গ্রহণ করিয়াছিল। করুণাময়ী কালিকার করুণায়, কমলাকান্তের কামানুযায়ী কতিপয় কমলকোরকোপম কুমার কুমারী, কাদম্বিনীর ক্রোড়ে ক্রীড়া করিল; কিছুকাল কৌতুকেও কাটিল।

কমলাকান্ত "কুক কেল্‌ভি" কোম্পানীর কারখানায় কেরাণীর কর্ম্ম করিত। কাদম্বিনীর কেমন কপাল!—কস্‌বীটোলার কোনও কৃষ্ণকায়—কুৎসিতা কামিনী, কথার কৌশলে কামের কুহকে—কমলাকান্তকে করায়ত্ব করিল! কাজে কাজেই—কম্বুকণ্ঠি কসিত কণক-কান্তি—কাদম্বিনীর কপালে কদলী!

কমলাকান্ত, কুহকিনী কামিনীর "কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটিরে," কোনও কৃপণতা করিত না। কিন্তু কেহ কেহ কমলাকান্তকে কৃপণ কহিত।—কুহকিনী—কাবাব, কাট্‌লেট, কেক্‌, কারী, কোর্ম্মা করিয়া কমলাকান্তের কায়ক্লেশে কামানো কড়ির কর্ম্ম কাবার করিত! কাদম্বিনী কি করিবেন? কাঁদিয়া কাটিয়া কষ্টে, কোনরূপে কাল কাটাইতেন, কোমলা, কান্তকে কষ্টের কথা কহিলে কর্ণপাত করিত না, কেবল কুকথা কহিত। কিন্তু কাদম্বিনী—কান্তের কুব্যবহারের কথা কখনো কাহারও কাছে কহিতেন না। কেহ কমলাকান্তের কলঙ্কে কটাক্ষ করিয়া কোনও কুৎসা করিলে, কেবল কাঁদিতেন। কুমার কুমারী কয়টীর কারণে কিছু কিছু কর্জ্জ করিতেন। কর্জ্জ করিয়া কয়দিন কাটিবে? কাজেই কান্তপ্রাণা কাদম্বিনী—কান্তের কাছে কর্জ্জের কথা কহিলেন—কত কাঁদিলেন—কত কাকুতি করিলেন—কিন্তু—কঠিনচিত্ত কিম্ভূত কিমাকার—কমলাকান্ত—কাদম্বিনীর কথা কেয়ার করিল না!

ক্রমে, কান্তের কদর্য্য কাণ্ডকারখানায়, ক্লিষ্ট কলেবরা কাদম্বিনীর "কুসুম-কোমল-কমনীয়" কায়া—কাশরোগে কাহিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করালীকুমার—কন্যার কাসের কথা, কাঁচড়াপাড়ার কৃপাসিন্ধু কাব্যচঞ্চু—কবিরাজকে কহিলেন, কবিরাজও—"কুষ্মাণ্ড-খণ্ড", "কাঞ্চনাভ্র", "কুঙ্কুমঘৃত", "কিন্নরকণ্ঠ" "কনকাসব," "কল্যাণসুন্দর"—কত কি করিলেন, কিছুতেই কাদম্বিনীর কাসি কমিল না, "কডলিভার" কোন কাজ করিল না।

কাল কি কস্মিনকালে কাহারও কথায় কর্ণপাত করিয়াছে? করিবে কেন? কার্ত্তিক মাসে—কাদম্বিনীকে—কৃতান্ত কঠোর কবলে কবলিত করিল! কন্যা-শোক-কাতর করালীকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে কাশী-যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণগঞ্জের কোটা—কস্যচিৎ কাপ্তেন কিনিল।

ক্রমে, কৃষ্ণপ্রিয়া কমলা—কমলাকান্তকে কুদৃষ্টি করাতে, কমলাকান্ত কাজেই—'কুককেল্‌ভী কোম্পানীর কর্ত্তাটী—কোপে কটুক্তি করিয়া—কমলাকান্তকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কুক্ষণে কর্জ্জ করিয়া কমলাকান্ত কারবার করিল।

কালক্রমে, কায়স্থ-কুল-কলঙ্ক কামুক কমলাকান্ত—কর্জ্জের কল্যাণে কারাগারে কিছুকাল কাটাইয়া—কলেরায় কুপোকাৎ করিল। ইতি।

বসুধারা।

৺ রাধাজীবন রায়, কবিশেখর।

মুষ্টিযোগ।

হাঁপানী ও কাশীর মহৌষধ।

মধু ও তুলসী পাতার রস ২০ ফোটা, একত্রে মিশাইয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে ছেলেদের কাশী ভাল হয়।

ময়ুর পাখার ভস্ম মধুর সহিত মিশাইয়া অবলেহন করাইলে কাশী ভাল হয়।

প্রসূতির স্তনের ক্ষত।

শিশুগণের স্তন্যপান জনিত ক্ষতে নিম্ন লিখিত ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ।

বাব্‌লা, অথবা দালিমের গোটা কতক ছাল পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিবে, পরে তাহাতে অল্প পরিমাণ ফটকিরির গুড়া মিশাইয়া ৫।৬ দিন স্তন ধুইলেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

অগ্নি দগ্ধের ঔষধ।

পুড়িবামাত্র দগ্ধ স্থানে ঘৃতকুমারীর শাঁস দিলে জ্বালা যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ফোস্কাও হয় না।

মৌমাছী কামড়াইলে একটু সৈন্ধব লবণ দংশিত স্থানে টিপিয়া ধরিলেই ভাল হইয়া যায়।

বিছায় কামড়াইলে সোলা ভস্ম করিয়া হুকার জলে গুলিয়া প্রলেপ দিলে লাভ হয়।

বৃশ্চিক দংশনে ক্ষত স্থানে একটু ভিনিগার দিলেই বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

সর্প দংশনে ঐ ভিনিগার ব্যবহারে জীবন রক্ষার বিস্তৃত বিবরণ "কাজের লোকে" ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠকগণ আজও বিস্মৃত হন নাই।

মন্দাগ্নির মহৌষধ।

অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ গোঁড়া নেবুর রসে একটা যেচি কড়ি দিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন প্রত্যুষে একটু ইক্ষুর চিনিসহ সেবন করিতে হয়, এইরূপ তিন চারি দিন করিলেই অগ্নি বৃদ্ধি হইবে।

দেশীয় মুষ্টিযোগ।

(মহিমবাবুর সংগ্রীহিত)।

যে সকল ফোঁড়ার মুখ হয় না, যথা বাগ ব্রণ প্রভৃতি, তাহার মুখ করিতে হইলে আদা, পান, পেঁয়াজ, বকুলছাল, সোডা, খেঁসারির ডাল সমপরিমাণে লইয়া চোনা অর্থাৎ গো-মূত্র দ্বারা বাঁটিয়া যে ঘার মুখ হয় নাই, তাহার উপর প্রলেপ দিবেন। তাহা হইলে ক্ষতের মুখ আপনা হইতে হইবে এবং ফাটিয়া পুঁয বাহির হইবে।

ইহাতেও যদি ক্ষতের মুখ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় উপায়ে নিশ্চয় মুখ হইবে। কলমীশাকের মূল ও অগ্রভাগ ও পান্তভাত এই উভয় দ্রব্য একত্রে বাঁটিয়া ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোড়ার মুখ হইবে।

চাদ্‌নী (পল্লী।

ক্ষত শুষ্ক করিবার ঔষধাবলী।

পাপেরী খয়ের	১ তোলা।
তুঁতে	১ তোলা।
চিতি সুপারী	১ তোলা।
সোহাগা	১ তোলা।
চাউল পোড়া	১ তোলা।
ভাজা বালি	১ তোলা।
হিরাকস	১ তোলা।
পুরাতন লোহার গুড়া	১ তোলা।

আপাংএর রসে বাঁটিয়া তৎপরে খুদে কচুয়ার রস দ্বারা পরে চুনের জল সহিত বাঁটিয়া শুষ্ক করিয়া গোলাকার বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। যখন ব্যবহার করিতে হইবে, তখন লোহার পাত্রে জল দিয়া ঘষিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কাটা ক্ষত মুখ হইতে রক্ত পড়িলে বন্ধ করিবার ঔষধ।

দূর্ব্বার রস ১ তোলা, আপাংরস ১ তোলা একত্র মিশাইয়া ক্ষত স্থানে বস্ত্র ভিজাইয়া ক্ষত বান্ধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

২। পোড়া মাটীর প্রলেপ দিলেও রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

সর্প বিষের ঔষধ।

জয়পালের বীজ পাথরের উপর ঘষিয়া উহা দূর্ব্বাঘাস দ্বারা চক্ষের নীচে একটী দাগ দিবে। তাহা হইলে বিষ নষ্ট হইবে।

রক্তস্রাব—(Monorrohgia.)

স্ত্রীলোকের অধিক রক্তস্রাব হইলে আতা-গাছের ছাল উল্‌টা দিকে কাটীয়া জলের সহিত বাঁটিয়া একটী ছোট মটরের মত বটিকা করিয়া রোগীনীকে সেবন করাইলে রক্ত বন্ধ হইবে।

রক্ত আমাশয়।

১। সোরা ৫ গ্রেণ। আমড়াগাছের ছালের রস অৰ্দ্ধ ছটাক প্রাতে খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

২। থানকুনী পাতার রস ২ কানের ভিতর এবং নাভীতে দিয়া ঐ পাতার ছিবড়া চিবাইয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

শিরঃপীড়া।

অপরাজিতার শিকড় কানে বান্ধিয়া রাখিলে যাবতীয় শিরঃপীড়া উপশম হয়।

আধ কপালে।

শ্বেত অপরাজিতার মুল বাঁটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে ভাল হইবে।

SCRAPS.

সারসংগ্রহ।

লবণ।—গবর্ণমেণ্ট লবণ বিভাগের কর্ম্ম-চারীদের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন, কেহ যদি নিজের আহার জন্য লবণ তৈয়ার করে, কর্ম্মচারীরা তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

টিটাগড় কাগজের কল।—টিটাগড় কাগজের কলে অসাধারণ লাভ হইতেছে। ১৯১৭ সালের শেষ ৬ মাসে ১০,৭০,৩৯৫ টাকা লাভ হইয়াছে। এই লাভ হইতে ২টি নূতন কল স্থাপন করা হইয়াছে। ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রথম কল ও ১৬৮,৯২০ টাকা ব্যয় করিয়া দ্বিতীয় কল স্থাপন করা হইয়াছে। ১ম বারের যন্ত্রাদির জন্য ৩ লক্ষ ও ২য় কলের যন্ত্রাদির জন্য ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছে। ১ম কলের কাছে রেলওয়ে লইয়া যাইবার জন্য ২০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার পর অংশীদারদিগকে বৎসরে শতকরা ২০ টাকা লাভ দেওয়া হইয়াছে।

কাগজের দাম পাউণ্ড প্রতি ৬ পয়সার স্থলে ৩২ পয়সা হইয়াছে। কাগজের কল্‌ওয়ালা ২০ টাকা সুদ খাইবেন, আর লোকে ৮ আনা পাউণ্ডে কাগজ ক্রয় করিবে, অবস্থা যখন এইরূপ হইয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টের সে কাগজের দর নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। যুদ্ধের সুবিধায় ২।৪ জন ধনী হইবে, আর সহস্র লোক দরিদ্র হইবে, ইহা কখনও সহ্য যায় না।

চিকিৎসকের নামে অদ্ভুত নালিশ।

আমেরিকার একজন অস্ত্রচিকিৎসক পথে এক-খঞ্জকে ভিক্ষা করিতে দেখেন। অস্ত্রচালনা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য চিকিৎসকের অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া তাহার খঞ্জত্ব দূর করেন। ইহার পরেই খঞ্জের আত্মীয়েরা চিকিৎসকের নামে টাকার দাবী দিয়া আদালতে এই বলিয়া নালিস করেন যে, চিকিৎসক খঞ্জের ভরণপোষণ উপযোগী আয়ের পথ বন্ধ করিয়াছেন, সে ভিক্ষা করিয়া দিনে প্রায় ৫ ডলার (১৫ টাকা) উপায় করিত। এক্ষণে যত দিন না সে নিজে কোন কাজ পায়, ততদিন আমাদেরই তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে হইবে। বিচারক মোকর্দ্দামার বিবরণ শুনিয়াই তাহা ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

সাদা ময়দা—অল্পদিন হইল আমেরিকায় ইউনাইটেডষ্টেটস্ গভর্ণমেণ্টের অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কতকগুলি কলের অধিকারী যে প্রক্রিয়ায় ময়দার বর্ণ শুভ্র করেন, তাহা বিশেষ স্বাস্থ্যক্ষতিকর। পরীক্ষার জন্য, এই ময়দা হইতে নিষ্কাশিত সার (Extracts) খরগসকে খাওয়ানতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ ময়দা, যাহা শুভ্র করা হয় নাই, তাহার নিষ্কাশিত সার নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছে। তথাকার গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ এই প্রকার শুভ্র ময়দা স্বাস্থ্যহানিকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

প্লেগের ঔষধ।—পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট প্লেগ পীড়িত স্থানের লোকদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছেন :—

১। বাড়ীর মধ্যে যেটি বড়ঘর ও যেখানে বায়ু নির্ব্বিঘ্নে চলাচল করিতে পারে, সেই ঘরে দরজা জানালা খুলিয়া রাখিয়া রোগীকে শয্যার উপর শয়ন করাইয়া রাখিবে। যদি বৃষ্টি না থাকে, তবে ঘরের বাহিরে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিবে।

২। তরল পদার্থই রোগীর একমাত্র পথ্য হইবে।

৩। রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তাহাকে ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিবে। তৃষ্ণার সময় যথেষ্ট শীতল জল পান করিতে না দেওয়া অত্যন্ত ভুল।

৪। দুই ঘণ্টা পর রোগীকে এক কাচ্চা জলে এক ফোটা টিংচার আওডিন সেবন করাইবে। রোগী যদি ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ঔষধ খাওয়াইবে না।

৫। প্রাতে ও সন্ধ্যায় দিনে দুইবার রোগীর বাঘির উপর টিংচার আওডিনের প্রলেপ দিবে। অন্য কোন ঔষধ দিবে না।

প্লেগ রোগ কেবল আওডিন প্রয়োগেই অনেক স্থলে প্রশমিত হইয়া থাকে।

কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত এই যে, সুস্থ লোকেরা আওডিন খাইলে, তাহাদের আর প্লেগের ভয় থাকে না। যে স্থানে প্লেগ আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানের কোন লোকের যদি জ্বর হয়, বা শরীর খারাপ বোধ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ জোলাপ দিবে। দাস্ত হইবার পর তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ ফোটা টিংচার আওডিন এক ছটাক ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া খাইতে দিবে। ইহাতে প্লেগ নিবারিত হইবে।

থার্ম্মমিটার।

হলাণ্ড দেশের ড্রেবেল (Drebble) নামক একজন কৃষকই সর্ব্বপ্রথমে থার্ম্মমিটারের আবিষ্কার করেন, ড্রেবেল নির্ম্মিত থারমামিটারের আকৃতি অন্যরূপ ছিল এবং তাহাতে পারদের পরিবর্ত্তে রঙ্গিন জল ভরা থাকিত। বৈজ্ঞানিকেরা তাহার অনেক উন্নতি করিয়া, বর্ত্তমান প্রচলিত থার্ম্মমিটার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কৃত্রিম উপায়ে অকালে পুষ্পের হঠাৎ বিকাশ।

কবি বলিয়াছেন,—

"তোমরা কেউ পারবে না গো
পারবে না ফুল ফোটাতে,
যতই বল, যতই কর
যতই তারে তুলে ধর
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত কর বোঁটাতে!"

কবির উক্তি মন-ফুলের বিষয়ে যতই সত্য হউক, বনফুলের বিষয়ে তত নয়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন ফরাসী পরীক্ষক ইহা দেখাইয়াছেন। তিনি বেশ খোলামেলা ভাবেই পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন, ও জিনিসগুলি পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। সুতরাং পরীক্ষা দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন যে, ইহার মধ্যে বাজীকরের চালাকী কিছুই নাই।

টবে-লাগানো একটি গোলাপের চারা সকলকে দেখানো হইল। চারিটিতে কুঁড়ি ছিল মেলাই, কিন্তু ফোটা ফুল একটিও ছিল না। পরীক্ষক বলিলেন যে, দশ মিনিটের মধ্যেই চারাটি ফোটা ফুলে ভরিয়া যাইবে। ইহা বলিয়া তিনি গাছের গোড়ায় একটু জল ঢালিলেন। গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়া উঠিতেই তিনি একটি ঢাকনি দিয়া গাছটি ঢাকিয়া দিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে ঢাকনিটি সরানো হইলে সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, গাছটি চমৎকার ফোটা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ফুলগুলি দেখিলেন, কেহ কেহ দু'একটা তুলিয়াও লইলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে কড়া সমজদারও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, ফুলগুলিতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা বা প্রবঞ্চনা নাই।

সম্প্রতি এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পরীক্ষক এমন

একটি গাছ লইয়াছিলেন, যাহার কুঁড়িগুলি [illegible] ফুটিবার বেশী দেরী ছিল না। পরীক্ষা দেখাইবার অল্প সময় পূর্ব্বে গাছের গোড়ার চারিদিকের মাটিতে একটি ছোট আইল কাটিয়া তাহার মধ্যে চূনের ছোট টুকরা রাখিয়া সবটা আবার মাটি দিয়া ঢাকিয়া বেশ সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অবস্থায় গাছটি দর্শকদিগকে দেখানো হয়।

এইবার জল ঢালিবার পালা। কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন যে, জলটা হয়ত খাঁটি জল নয়, কোনো-প্রকার ঔষধ বা আর কিছু। কিন্তু জিনিসটা খাঁটি জলই বটে। মাটি ভিজিয়া উঠিতেই নীচের চূনে জল লাগে, চুন ফুটিতে আরম্ভ করে, তাপ উৎপন্ন হয়, এবং কতকটা জল বাষ্প হইয়া যায়; এই অবস্থায় গাছটি ঢাকিয়া দেওয়ায় ঐ গরম বাষ্প বাহির না হইয়া গাছের কুঁড়িগুলির গায়ে লাগিতে থাকে। ইহাতেই ফুলগুলি অকালে হঠাৎ ফুটিয়া উঠে।"

কৃষি সম্পদ।

HOMEOPATHIC NOTES.

ক্যালি-ফস্ফরিকম্।

বাধক ;—নিরন্তর মৃদু শিরঃপীড়া লাগিয়াই আছে, সমস্তদিনই ঢুলু ঢুলুভাব, খিট্‌খিটে মেজাজ, কিছুই ভাল লাগে না, কেবল রাগ হয়; সামান্য বকাবকিতেই কাঁদিয়া ফেলে; নিজের উপর দমনশক্তি থাকে না, ক্রোধ, শোক দমন করিতে পারে না। তৃতীয় দশমিক শক্তি দিবসে চারিবার প্রয়োগে তিনমাসে বাধক দূর হয়।

উদরাময় ;—খাইবার পরই গা বমি বমি করে ও ঢুলু ঢুলুভাব; ঢেঁকুরে পচা গন্ধ ও পচাস্বাদ; বিবমিষাতে ঢেঁকুরের উপশম হয়, বৈকালে পেট দমসম হইয়া উঠে ও পেটের ভিতর যেন চিবাইতে থাকে।

ডাক্তার লেয়ার্ড ক্যালি-ফস্ এবং এনাকার্ডিয়মের লক্ষণ তুলনা করিয়া বলেন, ক্যালিফসের রোগীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বেশী। দুইটি ঔষধের পীড়া পুনঃপুনঃ পাল্‌টাইয়া হইয়া থাক, কিন্তু খাওয়ার দোষে হইলে এনাকার্ডিয়ম এবং শোক, উৎকণ্ঠাজনিত হইলে ক্যালি-ফস দিতে হয়।

একটী শীর্ণকায়া স্ত্রীলোক প্রসব করিয়া শীর্ণতর হইয়া পড়ে। পরে ছেলেটীকে স্তন দিয়া আরও শীর্ণ হইয়া পড়ে, ছেলেটীর অসুখের ভাবনায় রুগ্ন হইয়াছে, অক্ষিপুটের উপর বেদনা, শিরঃপীড়া মত, ঢুলু ঢুলুভাব, তবু স্থির থাকিতে কষ্ট হয়, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, জিহ্বায় কটা ময়লা পড়িয়াছে, ইহাতে ক্যালি-ফস্ আশ্চর্য্য ফল দেয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটিত। স্যাক্রম্ অস্থিতে কন্‌কন্ করে। নিদ্রা হয় না, পৃষ্ঠে ও অক্ষিপুটে মৃদু বেদনা। উত্তেজনশীল। হতাশ, পুনঃপুনঃ প্রচুর পরিমাণে মূত্র হয়। প্রস্রাবে ফস্‌ফেট্ বেশী থাকে।

টাইফয়িড্ জ্বরের অনেক রোগীতে ক্যালি-ফস দরকার হইয়া থাকে। লক্ষণসকল তত স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না। কয়েকদিন যাবৎ মানসিক গোলযোগ; প্রথমে কপালে বেদনা করে, ক্রমে বেদনা মধ্যে মধ্যে থাকে আবার থাকে না, শেষে স্থায়ী হইয়া বেদনা লাগিয়াই থাকে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ; জিহ্বায় কটা ময়লা; শীত শীত বোধ; দুর্ব্বল, ক্লান্তি বোধ, তলপেট কাঁপে, দুর্গন্ধ, কৃষ্ণাভ হরিদ্রাবর্ণ কালমত মল হয়। স্ত্রী কি পুরুষ, উভয়েরই এই ঔষধ ফলদায়ক, স্নায়বিক ধাতু হইলেই হইল।

ক্যালি-ফসের রোগীর রোগের মূল কারণ উত্তেজনা; অত্যধিক পরিশ্রম এবং মনকষ্ট ও উৎকণ্ঠা। সঃ হোঃ।

REVIEW.

সমালোচনা।

সনিদান শিশু-চিকিৎসা ও শৈশবীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব

(২ খণ্ড একত্রে) আন্দুলবাড়ীয়া "চিকিৎসা প্রকাশ" কার্য্যালয় হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ হালদার দ্বারা প্রকাশিত মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানি দুইখণ্ড, একত্রে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ছাপা এবং কাগজ ভাল। আলোচ্য গ্রন্থ খানিতে কথোপকথনচ্ছলে অতি সহজ চলিত কথায় শিশুদিগের যাবতীয় পীড়া, তাহার চিকিৎসা, ভৈষজ্যতত্ত্ব, রোগ নির্ণয়ের বহু সহজ সাধ্য উপায়, এরূপ সুশৃঙ্খলায় সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থখানি অমূল্য রত্ন বিশেষ হইয়াছে। ইহা যে শুদ্ধ গ্রাম্য চিকিৎসকগণের পক্ষেই অপরিহার্য্য পুস্তক, তাহা নহে, প্রত্যেক সাংসারিক লোকের ও অপরিহার্য্য সন্দেহ নাই। ডাক্তার ধীরেন্দ্রবাবুর প্রকাশিত বহু পুস্তক পল্লীচিকিৎসকগণকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহার এই ঐকান্তিক চেষ্টার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যতীত, বহু সহজ প্রাপ্য টোট্‌কা মুষ্টিযোগাদির চিকিৎসাও প্রদত্ত হইয়াছে। এমন চিকিৎসাগ্রন্থের যে সর্ব্বত্রই সমাদর হইবে, তাহা আশা করা যায়। "চিকিৎসাপ্রকাশ" কার্য্যালয়, আন্দুলবেড়িয়া পোঃ, জেলা নদীয়া এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

[Ve]GETARIAN DIET—By [...] Ram Das Pal and J. N. Faria, [Pub]lished by The Bombay Humana[rian] Fund, 309 Shroff Bazar [Bom]bay 2. Price annas -/4/- four

আলোচ্য পুস্তিকাখানি ইংরাজী, ইহাতে আমিষ ভক্ষণের অনিষ্টকারিতা এবং ফলমূলাদি ভক্ষণের মহৎ উপকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা আছে। পুস্তকখানি লোক হিতকর, ইহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আমরা এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার,

কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জারমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্ল্যাক প্রত্যেক ৵০ ডজন ২৲

কোয়ার্ট „ ।১০ „ ।৵০

ব্লু ব্ল্যাক পাইট প্রত্যেক ।০, ডজন ২৸০, কোয়ার্ট প্রত্যেক ।০, ডজন ৫।০, লাল পাইট প্রত্যেক ৶০, ডজন ৪৲, কোয়ার্ট ।৵ , ডজন ৬৲ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না। চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়া সম্ভূত কুইনাইন আটকান জ্বর, যকৃত, প্লীহা, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৲, মাঝারি ৸০, ছোট ।০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাজেও কল্যাণী। এই তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দ্দন করিলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা খাঁটি তিল তৈলে প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেশ ও মস্তিষ্ক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিশির মূল্য ৸০ আনা, ডজন ৮।০ টাকা।

ভিঃ পি খরচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মফঃস্বল খরিদ্দারদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

পি, এম, মিত্র এণ্ড কোং, সোল প্রোপ্রাইটার বি, সি, চাটার্জ্জী, ৬৩ নং মাঁকারীটোলা লেন, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩।০ "
¼ "	৩৲ "	৩।০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১॥০ "	১।০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কেশরঞ্জন

গুণের তুলনায় অদ্বিতীয়।

কেশকোমল ও মসৃণ করিতে—কেশরঞ্জনের ন্যায় দ্বিতীয় উপাদান আর নাই। কেশের উন্নতি, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও মসৃণতা সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আবির্ভাব ও নামের সার্থকতা। টাক নিবারণে ও অকালে কেশপক্কতা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৶০ আনা।

বহুমূল্য হীরামতির অপেক্ষাও একবিন্দু

বিশুদ্ধ শোণিতের মূল্য বেশী।

খুব সোজা কথায় বুঝাইয়া দিই। আপনি হয় ত খুব ধনী ও ঐশ্বর্য্যবান। কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে, কর্ম্ম-ফলে আপনার শোণিত-বিকৃতি ঘটিয়াছে। কবে কোন ঔষধের সঙ্গে পারদ সেবন করিয়াছিলেন—তাহার ফল দেখা দিয়াছে। গাত্রের সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, স্ফোটক, ক্ষত, কষ্টপ্রদ-স্ফীতি অনিদ্রা, অক্ষুধা প্রভৃতি লইয়া আপনি বড়ই ভুগিতেছেন। হয়তঃ—বাহিরের কোন কাজে আপনাকে যাইতে হইল। আপনি বড় জুড়ী চড়িয়া হীরা-মতিতে ভূষিত হইয়া বহুমূল্য পোষাকে দেহাবৃত করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে হয়তঃ রোগের যাতনা খুব বৃদ্ধি হইল। তখনই কি আক্ষেপের সহিত আপনি বলিবেন না—"হায়! এ হীরামতি অপেক্ষা লক্ষবিন্দু বিশুদ্ধ-শোণিত আমার শরীরে কেহ আনিয়া দিতে পারে না।" সত্যই আপনি তখন এত অনুতপ্ত। যাহারা আপনার মত কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদেরও বলিতেছি, সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মহা-সালসা অমৃতবল্লী কষায় সেবন করুন। দুই সপ্তাহে শরীরে অমৃত ভক্ষণের ফল দেখিবেন।

এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; মাশুলাদি ॥৶০ আনা। তিন শিশি মূল্য ৩৸০ আনা

মেডিক্যাল এড সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অফ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটীর প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০৲
২য় পুরস্কার ৫০০৲
৩য় পুরস্কার ২৫০৲

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০৲
২য় পুরস্কার ৩০০৲
৩য় পুরস্কার ১৩০৲
৪র্থ পুরস্কার (২টী) প্রত্যেকটী ৩০৲ হিসাবে
৫ম পুরস্কার (১০টী) প্রত্যেকটী ১০৲ হিসাবে

নিয়ম:—যাঁহাদের কৃষি কার্য্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারাই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchange Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।

কলিকাতা, [illegible] লেন, [illegible] নং [illegible] প্রেস, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং [illegible] হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। | New Series. March 1918. | নূতন সংস্করণ। মার্চ্চ ১৯১৮। | Vol. XII. No 3.

কাজের লোক আফিস, ১১ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সীলেট চূণ
সীলেট চূণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক
করিয়া দিই।
কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্লাক প্রত্যেক ৵০ ডজন ২৲
দোয়াত " ৲১০ " ৷৵০

ব্লুব্ল্যাক পাইণ্ট প্রত্যেক ।০, ডজন ২॥০, কোয়ার্ট প্রত্যেক ॥০, ডজন ৫।০, লাল পাইণ্ট প্রত্যেক ৷৵০, ডজন ৪৲, কোয়ার্ট ।৵, ডজন ৬৲ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না। চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়া সম্ভূত কুইনাইন আটকান জ্বর, যকৃত, প্লীহা, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৲, মাঝারি ৸০, ছোট ॥০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাজেও কল্যাণী। এই তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দ্দন করিলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা খাঁটি তিল তৈলে প্রস্তুত, কেমিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেশ ও মস্তিষ্ক পীড়ায় উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিশির মূল্য ৸০ আনা, ডজন ৮।০ টাকা।

ভিঃ পি খরচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মফঃস্বল খরিদ্দারদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

পি, এম, মিত্র এণ্ড কোং, সোল প্রোপ্রাইটার পি, সি, চ্যাটার্জ্জী, ৩৩ নং খাঁকারীটোলা লেন, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২০৲ ও ২৫৲
ঐ দুই সেট রীড, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩০৲ ও ৬৫৲
দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য ২৲।

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২॥০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware.
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Accoun

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, Lodon, E.C.
Ce Address: "ANNUAIRE, LONDON"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্ত্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট হইতে ৮।১২ নং বেণ্টিং ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫।৬ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বান্ধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড্ যুক্ত ১৫৲, ২০৲ এবং ২৫৲। ২ সেট্ রিড্ যুক্ত ২৫৲, ২৭॥০, ৩০৲, ৩৫৲, ৪০৲, ৫০৲ এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২॥০ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০৲ এতদ্ভিন্ন অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,
৮।১২ নং নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে)
কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। | New Series March 1918. | নব পর্য্যায়। মার্চ্চ ১৯১৮। | Vol. XII No. 3

EXPERT'S ADVICES.

Business Hints.

Only the heartless are hopeless.

* *

There is no short cut to happiness.

* *

Always think before you speak, Before you write, think a longtime.

* *

The opportunity is always ripe for the man who is ready.

* *

A man's success depends on what he does with his failures.

* *

Judge a man's success by the methods he used in succeeding.

* *

Purposes, like eggs, unless they be hatched into action, will run into decay.

* *

Do not emphasise your own virtues by enlarging on the failings of others.

* *

The man who has never been unfortunate, cannot appreciate good-fortune.

* *

Better few wants than many possessions.

* *

Work and purpose is the mor[al] of every heroic life.

* *

A noble failure is better th[an] a disreputable success.

* *

He who is most slow in maki[ng] a promise is the most faithful [in] the performance of it.

* *

Better fail in trying to do rig[ht] than succeed in doing wrong.

* *

Your goodness is of no use [to] you, if you are not good to other[s].

*

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

In this world there is not much use for the what is the use man.

* *

Be wiser than other people if you can, but do not tell them so.

* *

Life, like every other blessing, derives its value from its use alone.

* *

Wise is the man who uses his stumbling-blocks as stepping-stones.

* *

The price of popularity has made bankrupt many a man's nature.

* *

No day is more dangerous than the one that dawns without its duty.

* *

That which is useless, cannot be harmless.

* *

Too many men reckon time by pay days.

* *

Youth is foolish from ignorance, age from habit.

* *

It is hard to overwork a man who is not worrying.

* *

Infant industries, as well as other things of the infant brand, are not always self-supporting.

* *

Money that talks does little else. Money that whisper re echoes where least expected. Money that acts might save many a broken heart from suicide.

* *

Sorrow makes friends of people that never would be friends with the light of happiness shining around them for ever.

THE VALUE OF FRIENDS.

The example or encouragement of a friend has proved the turning point in many a life. How many dull boys have been saved from failure and unhappiness by discerning teachers or friends who saw in them possibilities that no one else could see, and of which they were themselves unconscious!

Those who appreciate us, who help to build up instead of destroying our self-confidence, double our power of accomplishment. In their presence we feel strong and equal to almost any task that may confront us.

বিলাসিতার অনুকরণের নামই সভ্যতা নহে।

আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার বড় অভিমান, প্রাচীন রীতি-নীতিকে আমরা তাই সম্বন্ধে পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসিতাটুকুই নকল করিয়া সদর্পে বলিয়া থাকি, আমরা "সভ্য" হইয়াছি! কিন্তু বাস্তবিকই আমরা আমাদের সেকালের সুসভ্য আচার ব্যবহার জলাঞ্জলি দিয়াও সভ্য হইতে পারি নাই। আমরা কেবল বিলাসিতা শিক্ষা করিয়াছি, তাই আমাদের অভাব বাড়িয়া যাইতেছে, বিলাসিতার জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছি, কাজেই কৃষি-বাণিজ্য ছাড়িয়া চাকুরীই উপজীবিকা করিয়া লইয়াছি। ইউরোপ, আমেরিকার সুসভ্য জাতি স্বাধীন-জীবিকাতেই গৌরব বিবেচনা করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আমরা বিরোধী নহি, অনেক বিষয়ে ইহাদের রীতিনীতি অনুকরণীয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসিতাটুকু আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক। কারণ আমাদের অভাব—দীনতা বেশী, দরিদ্রাবস্থায় বিলাসিতা কোন সমাজেরই অনুমোদনীয় নহে।

অতি প্রাচীনকালের লোকেও দাস্যবৃত্তিকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন দেখুন। মনু বলিয়াছেন—

সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে
সেবাশ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

মনুঃ, চতুর্থ অধ্যায়, ৬ শ্লোক।

"বাণিজ্যে এবং ঋণ দানে প্রায়ই সত্য ও মিথ্যা বলিতে হয় এবং বরং সে উপায়েও জীবিকা নির্ব্বাহ করা শ্রেয়, তথাপি দাসত্বরূপ কুকুরবৃত্তি অবলম্বন করিবে না।" কিন্তু আমরা আজ কুকুরবৃত্তিকেই জীবনের সার উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছি এবং সেই ঘৃণিত দাস্যবৃত্তি করিয়াও স্বীয় দেশবাসী স্বাধীন জীবিকাবলম্বী কৃষকগণকে প্রকৃতই ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকিতে গৌরব বিবেচনা করি, এই কি আমরা প্রাচীন কালের

লোকগণ অপেক্ষা সভ্য হইয়াছি? প্রাচীন কালের সভ্যতা তবে খারাপ ছিল কে বলে?

আসল কথা—নিজের দেশের লোকের ও নিজের দেশের প্রতি আমাদের প্রকৃত আস্থা নাই। নিজেদের শাস্ত্র ভাল লাগে না, নিজেদের নীতি ভাল লাগে না, নিজেদের গ্রাম ভাল লাগে না, নিজেদের মাটী ভাল লাগে না। সমস্ত গ্রামবাসী পল্লী ছাড়িয়া সহরে আসিয়াছি। এই কার্য্যে কি হইয়াছে? দেশ উৎসন্ন গিয়াছে, তোমার বর্ত্তমান সভ্যতা, আচার ব্যবহার,—ওরফে বিলাস-পূর্ণ অনুকরণের জন্য বাণিজ্য লয় পাইয়াছে, আর তুমি দীন হইতেও দীন হইয়া যাইতেছ, তোমার দেশের লোক অন্নাভাবে মৃতপ্রায়, তুমি বর্ত্তমান সভ্যতার প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছ! দেশের জিনিস তোমার ভাল লাগে নাই, তাই দেশের শিল্প নষ্ট হইয়াছে, আর বিদেশীয় বণিক ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দোষ নাই। বিলাসিতা শারীরিক ও মানসিক বলেরও অন্তরায়। তুমি যদি মতিরমালা দাঁতে কাটিয়া পদদলিত করিয়া ফেলিয়া দাও, যাহারা জহর চিনিয়া থাকে, তাহারা লইবে না, এ কেমন অন্যায় কথা। আর কতদিন তোমার এ মোহ থাকিবে ভাই! আহা! তোমার দেশের দশা দেখিয়া কবি কি বলিয়াছেন দেখ;—

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাক আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন।

কেমন করিয়া তাহারা অন্ন পাইবে? তুমি যে বিলাসিতায় ভরপুর হইয়া আছ, তাই তোমার হাতের প্রস্তুত মোটা জিনিস আর ভাল লাগে না।

তোমার—

সূচ সূতা আদি আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াসলাই কাটী তাও আসে পোতে,
প্রদীপটী জ্বালিতে, খেতে, শুতে যেতে
কিছুতেই নও তুমি স্বাধীন।

কথা ঠিক নয় কি? কে করিয়াছে এই সকল? কে এ সোনার ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে? উত্তর—আমরাই, আমরাই—কুলাঙ্গার দেশের সন্তানগণ—আমরাই নীচ বর্ব্বর অপরিণাম দর্শীগন। সেই পাপের ফল আজ বেশ ফলিতেছে, কিন্তু এখনও চৈতন্য হইল কৈ? চৈতন্য হইলে আজ আমরা এক দিনে বিলাসিতা ছাড়িতাম।

মানুষ সভ্য হইলে চারি হাত, চার পা হয় না, মানুষ সভ্য হইলে আপনার দেশের কল্যাণ করে, নিজের উদরান্নের সংস্থান করে। বাঙ্গালী ভাই তুমি যে সভ্যতার বড়াই কর, দেশের কোন্ কল্যাণ তুমি সাধিত করিয়াছ? উল্লেখযোগ্য কোন কাজ, কোন ব্যবসায়ই আমরা করিয়া দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি নাই, বল তবে, কেমন করিয়া বলা যায়, আমরা সভ্য হইয়াছি। আমরা যে মানুষই নই—তা আবার সভ্যতার বড়াই করিব কি?

মানুষ হইতে হইলে সাধনা এবং সাধনা চাই। কৃষি বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া দেশের এবং দশের দুর্গতি খণ্ডন করা চাই, কথায় কাজে মিল রাখা চাই। এ সকলই মানুষ হইবার লক্ষণ এবং সভ্যতার জলন্ত দৃষ্টান্ত। জগতে যেনই যে কেহ এইরূপ পৌরুষিক কাজ দেখাইতে পারিয়াছে, বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া দেশের সহস্র সহস্র দীন দুঃখীর মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছে, কথায় যাহা বলিয়াছে, কাজে তাহাই করিয়াছে, সেই মহাজনই সভ্য-জগতে সুসভ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আমরা কথার একটা ঠিক রাখিতেই পারি না, আমরা আবার সভ্য হইয়াছি, বলিয়া বড়াই করি। পাশ্চাত্য সভ্যতার শুদ্ধ বিলাসিতাটুকু নকল করিয়াছি মাত্র, কিন্তু সদগুণগুলি অনুকরণ করিতে পারিয়াছি কৈ? ছি ছি, বিলাসিতা পরিত্যাগ কর, প্রকৃত সভ্য হও, শিক্ষিত হও, —পুনরায় স্বধর্ম্ম অবলম্বন কর, তবে দেশের মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে।

মৃত্যু-রহস্য।

ডাক্তার সি, বি হমিংটন একজন খ্যাতনামা আমেরিকান ডাক্তার, তিনি আপনার প্রায় সমস্ত জীবনই মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ডাক্তার হমিংটন প্রায় ১৫০০০ ব্যক্তির মৃত্যু অতি মনোযোগের সহিত দর্শন করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,

১। মৃত্যুর কোন যন্ত্রণা নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন একটা সময় পর্য্যন্ত শারিরীক বা মানসিক যন্ত্রণা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মৃত্যুর সময়ে কোন যন্ত্রণা মানুষের অনুভব করিবার শক্তি থাকে না।

২। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক সকলেরই মৃত্যু একই প্রকার। আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, ধার্ম্মিক লোক বিনা কষ্টে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, আর অধার্ম্মিক অতি কষ্টে যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করে, ইহা ভুল—ইহার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকগুলি অতি মহাপাপী নরাধম ব্যক্তির মৃত্যু অতি অনায়াসে হইয়াছে, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি।

৩। কেহ বলিতে পারে না যে, সে কখন মরিবে এবং কতক্ষণ বাঁচিবে, মৃত্যুর

এক মিনিট পূর্ব্বেও মানুষ তাহার জীবনে হতাশ হয় না, ইহা দেখিয়াছি।

৪। প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তিই বাঁচিতে চাহে।

৫। প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তিকেই আমি পরকাল বিশ্বাস করিতে দেখিয়াছি, সকলেই ভবিষ্যৎ জীবন বিশ্বাস করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৬। প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর অতি পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ভাল আছে বলে।

METHODS OF ECONOMY.

সঞ্চয় শিক্ষা পদ্ধতি।

মিতব্যয়িতা শিক্ষা না করিলে সঞ্চয় সম্ভবে না। সেই মিতব্যয়িতা শিক্ষার পদ্ধতি কঠিন নহে, অতি সহজ। পণ্ডিত প্রবর Smile স্মাইল সাহেব বলিয়াছেন "The methods of practising economy are very simple, spend less than that you earn. That is the first rule. A portion should always be set apart for future." অর্থাৎ মিতব্যয়িতা শিক্ষার নিয়ম অতি সহজ। যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহাপেক্ষা কম ব্যয় করিবে। উপার্জ্জনের কিয়দংশ সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের জন্য পৃথক ফেলিয়া রাখিতে হইবে। ইহাই হইল সঞ্চয়ের প্রথম নিয়ম।" যে ব্যক্তি আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করে, সেই ব্যক্তি নির্ব্বোধ, অচিরেই ঋণগ্রস্ত হইয়া ধ্বংশ মুখে পতিত হইয়া থাকে।

সঞ্চয় শিক্ষার দ্বিতীয় নিয়ম, সমস্ত ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য নগদ করিতে হইবে, এবং কোন ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইবে না। যে ব্যক্তি ঋণী, সে সর্ব্বদাই অপরের দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, সে লোক অতি অল্প সময়েই অসৎ হইয়া পড়ে, মনুষ্যত্ব হারাইয়া ঋণের জ্বালায় বহু অসৎকার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি দেয় পরিশোধ করে, সে ব্যক্তি পক্ষান্তরে আপনাকে অচিরেই উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকে "Who pays what he owes, enriches himself"

তৃতীয় নিয়ম - ভবিষ্যতের কল্পিত বা অনিশ্চিত লাভ দেখিয়া তাহার পূর্ব্বে কদাচ সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিবে না। সেই কল্পিত লাভ নাও হইতে পারে, যদি এইরূপ হইয়া দাড়ায়, তাহা হইলে আরব্যোপন্যাসের সিন্ধুবাদের বৃদ্ধের ন্যায় ঋণ তোমার ঘাড়ে আজীবন চাপিয়া থাকিবে। বাস্তবিক অনিশ্চিত লাভ বা কল্পিত আয়ের আশায় অনেকে তৎপূর্ব্বেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া চিরকালের জন্য ধ্বংশ হইয়াছে।

চতুর্থ নিয়ম—সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব অতি অবশ্যই রাখিয়া যাইতে হইবে। যাহার এই সুশৃঙ্খলা আছে, সেই ব্যক্তি সংসারের কি আবশ্যক না আবশ্যক বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া আয় ব্যয়, দেনা পাওনা স্থির করিয়া চলিতে সক্ষম হয়।

সাউদির "লাইফ অফ ওয়েসলিতে" আমরা দেখিতে পাই, তিনি তাহার জীবনে এই পদ্ধতি অতি সুন্দর রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার সামান্য আয়ের তিনি যথাযথ রূপে জমা খরচ রাখিয়া যাইতেন। তিনি ৮৬ বৎসর বয়সে তাহার জমা খরচের খাতায় কম্পিত হস্তে লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, "For more than eighty six years, I have kept my account exactly. I do not care to continue to do so any longer, having conviction that I economize all that I obtain and give all that can—that is to say, all that I have".

মিতব্যয়িতার এই অমূল্য নিয়ম ব্যতিত সংসারের কর্ত্তা এবং গৃহিণীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। দেখিতে হইবে, কোন দ্রব্যেরই অযথা অপব্যয় না হয় বা কোন জিনিস অযথা স্থানে পড়িয়া না নষ্ট হয়। প্রত্যেক দ্রব্য যথাস্থানে কার্য্যশেষ হইলে রক্ষিত হওয়া উচিত। সুশৃঙ্খলা মিতব্যয়িতা শিক্ষার অতি আবশ্যকীয় উপকরণ। বিশৃঙ্খলার সংসারে অপব্যয় অনিবার্য্য। অবিলম্বেই সে সংসারের লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়া থাকেন। আহার, বিহার, আয় ব্যয়, সমস্ত বিষয়েরই মিতাচার আবশ্যক। নচেৎ রোগ, শোক, নানা উপসর্গ দ্বারা সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং যাইয়াও থাকে।

আয়ের কত পরিমাণ ব্যয় করিলে মানবের শুভ হইতে পারে, তাহার নিয়ম বদ্ধ করিয়া দেওয়া কঠিন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন বলিয়াছেন যে "If a man would live well within his income, he ought not to expend more than one half and save the rest." অর্থাৎ যদি কেহ নিজের আয়ের উপর সুখে থাকিতে চাহে, তাহাকে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করিয়া বাকী সঞ্চয় করিতে হইবে।

কিন্তু পণ্ডিত প্রবর স্মাইল বলিয়াছেন, বেকন সাহেবের এই নির্দ্দিষ্টতার যথাযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ তিনি নিজেও এই নিয়মে চলিতে পারেন নাই। আমার এই পরামর্শ বোধ হয় সহজসাধ্য হইতে পারে যে, যত আয়, তাহাপেক্ষা যথাসাধ্য কম ব্যয়ই সঞ্চয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। সঞ্চয় এবং মিতব্যয়িতা ধনী এবং দরিদ্র উভয়েরই আবশ্যক। কারণ মিতব্যয়ী না হইলে অভাব অপরিহার্য্য, অভাবী কখন দয়ালু এবং সৎকর্ম্মী হইতে পারি

না। যদি কেহ যত্ন আয়, তত্র ব্যয় করে, তাহা হইলে তেমন লোকের দ্বারা কেহ উপকৃত হইতে পারে না। এমন কি বেকনের ন্যায় মিতব্যয়ী পণ্ডিতও বলিয়াছেন যে, অতি উচ্চ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ধ্বংশকে আলিঙ্গন না করিয়া মিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয়কে অবজ্ঞা করিতে পারে না, অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও অপব্যয়ী হইলে তাহার ধ্বংশ অনিবার্য্য।

আমাদের দেশে নিত্যই অপব্যয়িতা বৃদ্ধি পাইতেছে; বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণ সর্ব্ব বিষয়েই অপব্যয়ী, ঘোর বিলাসিতাই ইহার মূল। নিজের আহার্য্য কমাইয়া থিয়েটর বায়স্কোপ এবং বিবিধ প্রকারে এ দেশের শিক্ষিত যুবকগণও যে অর্থ নিত্যই জলস্রোতের ন্যায় ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা কত সংসারেরই লক্ষ্মী শ্রী হইত। ক্ষুদ্রে অনাস্থা দ্বারা সংসার তো দূরের কথা, কত রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ অপব্যয়িতা আমরা যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত লাভ করিয়াছি, তাহা স্মাইলের ন্যায় পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে "Although English men are a diligent, hard working and generally self-reliant and trusting to themselves ......are yet liable to overlook and neglect some of the best practical methods of improving their position and securing their social well being." অর্থাৎ ইংরেজ জাতি, পরিশ্রমী বুদ্ধিমান, আত্মনির্ভরশীল হইলেও অবস্থার উন্নতি করিবার কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিয়ম উপেক্ষা করিয়া থাকেন। মিতাচার সম্বন্ধে ইহাদের শিক্ষার এখনও যথেষ্ট অভাব। "They are yet not sufficiently educated to be temperate, provident and forseeing." অর্থাৎ এই ইংরাজ জাতি এখনও মিতাচার সঞ্চয়, এবং ভবিষ্যৎ দর্শিতায় পশ্চাৎপদ। আর আবশ্যক নাই। আমরা অনুকরণপ্রিয় জাতি, তাঁহাদের অনুকরণে ঘোর বিলাসী হইয়া সঞ্চয়ের আবশ্যকতা উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়া কেমন সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাহা কাহারও আর বুঝিতে কষ্ট হয় না।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মের কল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

রমেন মাতুলালয়ে স্নেহ, যত্ন ও সচ্ছন্দতার মধ্যে বাস করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সুখী হইতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, মিত্র মহাশয়ের বাটীতে শত অনাদরের মধ্যেও সুখ ছিল, সুশীলাকে দেখিলেই তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইত। সে যে অনাথ, সে যে নির্দ্ধন, সে যে গোবিন্দ মিত্রের হেলায় শ্রদ্ধায় পালিত, সে কথা সে ভুলিয়া যাইত। তাহার ইচ্ছা যে, প্রত্যহ একবার করিয়া গোবিন্দ বাবুর বাটীতে যায়, তাহাতে রথ দেখা ও কলা বেচা দুইই হয়, অর্থাৎ এত দিন তিনি যে তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, আর দিনান্তে একটীবার সুশীলাকে দেখাও ঘটে। কিন্তু রমেন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিত না। তাহার ভয় হইত যে, প্রত্যহ গোবিন্দ মিত্রের বাটীতে যাইলে তাহার মামা মামী কি মনে করিবেন; আর হয়ত তাঁহারা লুকান কথাটা জানিয়া ফেলিবেন। তদ্ভিন্ন এই সময়ে তাহার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, এ সময়ে পড়া শুনা ভিন্ন অন্য কিছুতে কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে।

যাহা হউক, সকল দিক বজায় রাখিয়া সে মধ্যে মধ্যে সুশীলাকে দেখিতে যাইত। ইহাতে তাহার মাতুলানী বড় অসন্তুষ্ট হইতেন; কারণ যেখানে সে অযত্নে থাকিত, সেখানে তাহার যাওয়াটা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি মুখ ফুটিয়া রমেনকে কিছু না বলিলেও সে যে তাঁহার মনোভাব বুঝিত না, এমন নহে। ওদিকে গোবিন্দ বাবুও যে তাহার এত আত্মীয়তায় সন্তুষ্ট হইতেন না, সে তাহাও বুঝিত; কিন্তু প্রাণের টানেই তাহাকে লইয়া যাইত।

পরীক্ষার কয়দিন রমেন কোন মতেই সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। ইহাতে সুশীলা প্রাণে বড় ব্যথা পাইল। সে আর থাকিতে পারিল না, রমেনকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিল। সে পত্র প্রথমেই বামন দাস বাবুর স্ত্রীর হস্তে পড়িল। পরের পত্র পাঠ করা অনেক স্ত্রীলোকের রোগ আছে, কোন কোন পুরুষেরও যে নাই, এমন নহে। ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর সে রোগটী ছিল। বাঙ্গালা অক্ষরে মেয়েলী হাতের শিরোনামা লেখা দেখিয়া তিনি পত্র খানি পাঠ করিলেন। আটার জোর কম থাকাতে খাম খানি খুলিতে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইল না। পত্র পাঠ করিয়া সুশীলার সহিত রমেনের সম্বন্ধটা কি রকম দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন এবং সুশীলার সরলতা ও কাতরতা দেখিয়া তাহার নারী হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, সুশীলাকে ভাগিনেয় বধু না করিলে উভয়েই বড় অসুখী হইবে, রমেন হয় ত অন্যকে বিবাহ করিতে বাকিয়াই বসিবে। স্বামীর মুখে তিনি সুশীলার রূপও গুণের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন, তথাপি তাহার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার ইচ্ছাটা বড় প্রবল হইয়া উঠিল।

রমেনের লুকান কথা বামন দাস বাবুর কাণে উঠিল। স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সুশীলারই সহিত রমেনের

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বিবাহ দিতে হইবে। এত দিন রমেনকে প্রতিপালন করা ও লেখা পড়া শিখান তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু সে কাজ মিত্র মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান আবশ্যক। বামন দাস বাবু তাহা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর তাহা করা হয় নাই। কর্ত্তব্য পালনের ছলে তিনি এক দিন মিত্র গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বাটীতে রমেনের মাতুলাণীর পদধূলি পড়াতে মিত্র গৃহিণী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং বিশিষ্ট অতিথিকে নানা প্রকারে আদর আপ্যায়ন করিলেন।

ডাক্তার পত্নী সুশীলাকে দেখিলেন, তাহার সহিত নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিয়া তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, সরলতা ও অমায়িকতার পরিচয় পাইলেন। মিত্র গৃহিণীকে তিনি বলিলেন, "দিদি! মেয়ের বিয়ের কি করছেন?"

"অনেক বড় বড় ঘর থেকে এমন কি রাজা জমিদারের বাড়ী থেকেও সম্বন্ধ আসছে, কোথাও কিছু স্থির হয় নি।"

"আপনার মেয়ে রাজরাণী হবারই যুগ্যি বটে, তা বিয়ে দিতে দেরী করছেন কেন?"

"একটু গোল আছে। আপনি রমেনের মামী, আপনাকে বলতে দোষ নেই। সুশীলাতে রমেনেতে যে রকম ভাব, তাতে রমেনের সঙ্গে বিয়ে না দিলে মেয়ে আমার মনের আগুনেই পুড়ে মরবে। আমি বলছি রমেনের সঙ্গে বিয়ে দিতে, দত্ত মহাশয়ের কাছে বাকি্য দত্তও আছেন; কিন্তু কর্ত্তা বলেন, ও সব ভাব টাব কিছু নয়, যেখানে হক্ বিয়ে দিলেই হল। দেখুন ত কথার ছিরি।"

"ওমা! তাই ত! মেয়ের মন বুঝে চলতে হবে না? আর যখন বাকি্য দত্ত আছেন, তখন কি সত্যি ভাঙ্গতে আছে?"

"এখন আপনার হাত, আপনি যদি দয়া করে মেয়েটী নেন, তা হলে আমি কেঁদে কেটে কর্ত্তাকে রাজী করি।"

"আমার দিদি, খুব মন্দ, আমি গিয়েই এ কথা বলবো।"

এ সম্বন্ধে আর কথা হইল না। ডাক্তার পত্নী মামলা জিতিয়া গেলেন।

(৬)

একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য দেবতাদেরও অজানিত। চোরা বালিতে গোবিন্দ মিত্রের পা বসিয়া গেল, তিনি ক্রমশঃ ব্যবসায়ে ডুবিতে লাগিলেন, যে পাট ও কয়লার কারবারে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার বাজার একেবারে পড়িয়া গেল। অদৃষ্ট চক্র বিপরীত দিকে ঘুরিল, মিত্র মহাশয় এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। রমেনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীটী পেচক বাহনে তাঁহার বাটী হইতে উড়িয়া গেলেন। দেনার দায়ে তাঁহাকে দেউলিয়া হইতে হইল। তাঁহার লক্ষাধিক টাকার কোল শেয়ার ছিল, ইতঃপূর্ব্বে তাহা বিক্রয় করিয়া ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ইহাই এক্ষণে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব। পাছে উত্তমর্ণগণকে এ টাকাটাও দিতে হয়, এই ভয়ে তিনি উহা ব্যাঙ্কে না রাখিয়া হাজার টাকা করিয়া পঞ্চাশ খানি নোটে পরিণত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, এসংবাদ কেহই জানিত না।

কাহারও দুর্ভাগ্য একা আসে না, গোবিন্দ বাবুর ও আসিল না। দুশ্চিন্তায় ও মানসিক উদ্বেগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, তাহার উপর জ্বর ও আমাশয়ের পীড়া তাঁহাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিল। তিনি বুঝিলেন যে, ওপার হইতে তাঁহার ডাক পড়িয়াছে, এপারে আর তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হইবে না। বামনদাস বাবু তাঁহার চিকিৎসা করেন, রমেনও প্রায় সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া মিত্র গৃহিণী ও সুশীলার সহিত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকে।

পীড়ার অতি সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় এক দিন পার্শ্বোপবিষ্টা গৃহিণীকে মিত্র মহাশয় কি বলিতেছিলেন। যাহা বলিতেছিলেন, দৌর্ব্বল্য জন্য তাহা অতি কষ্টে এবং চক্ষু মুদিয়া অর্দ্ধ অজ্ঞান অবস্থাতেই বলিতেছিলেন। এমন সময়ে গৃহে ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিলেন। মিত্র গৃহিণী সুশীলাকে তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য নীচে চলিয়া গেলেন। মিত্র মহাশয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ বলিয়া গেলেন "আর কাঁদলে কি হবে? নিতান্ত পথে বসবে না—এই নাও—সাবধানে রেখো।" তৎপরে একটা কাগজের বাণ্ডিল বালিসের তল হইতে বাহির করিয়া গৃহিণীকে দিতেছেন, এই জ্ঞানে বামনদাস বাবুর হস্তে দিলেন এবং বলিলেন, "দেখো যেন রমেন না জানতে পারে।" বামন দাস বাবু তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন না, বিশেষত, রমেনের নাম শুনিয়া অতি আগ্রহের সহিত সেই বাণ্ডিলটী লইয়া পকেটে রাখিলেন। তৎপরে সুশীলা আসিয়া পিতাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা! ডাক্তার বাবু এসেছেন।" মিত্র মহাশয়ের যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি ডাক্তার বাবুর সহিত দুই একটী কথা কহিলেন। ডাক্তার বাবুও তাঁহার রোগ পরীক্ষা করিয়া ও জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্ত জানিয়া লইয়া ঔষধও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বামন দাস বাবু গাড়ীতে বসিয়া বাণ্ডিলটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে ৫০ হাজার টাকার নোট আছে। গাড়ী তখন অনেক দূর আসিয়াছে, উহা ফিরাইয়া পুনরায় মিত্র মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া নোট গুলি প্রত্যর্পণ করিবেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। গাড়ী অনেক দূর চলিয়া গেল।

বামন দাস বাবু একবার ভাবিলেন, না ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না, ইহা সুদ সহিত অন্নদা দত্তের পরিত্যক্ত টাকা, ইহার অধিকারী রমেন। আবার ভাবিলেন, গোবিন্দ বাবু স্ত্রীকে দিতে ভুল করিয়া টাকাটা তাঁহাকে দিয়াছেন, ইহা রমেনকে দিলে প্রতারণা করা হয়। আর একবার ভাবিলেন, না, প্রতারণা নহে, রমেনের ন্যায্য প্রাপ্য ভগবান সহায় হইয়া দেওয়াইয়াছেন, নতুবা তিনি এমন ভুলেরই বা সৃজন করিবেন কেন? আর যদি ইহা গ্রহণ করিলে প্রতারণাই হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তিনি যখন দত্ত মহাশয়ের টাকা আত্মসাৎ করিয়া রমেনকে পথে বসাইয়াছিলেন, তখন প্রতারকের সহিত প্রতারণায় ধর্ম্মহানি হইতে পারে না। ফল কথা, নোটের বাণ্ডিল প্রত্যর্পণ করা হইল না।

বামন দাস বাবুর সুচিকিৎসায় মিত্র মহাশয় ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিলেন। বামন দাস বাবু আর বড় একটা তাঁহাকে দেখিতে যান না, রমেন মধ্যে মধ্যে যায়, তাহার যে আর একটা আকর্ষণ রহিয়াছে! এক দিন মিত্র গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন, "এখন ত সর্ব্বস্ব খুইয়ে পথের ফকির হইয়াছ, দেউলিয়া হয়ে তারও অধম। এখনও কি রাজা জমিদারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার আশা রাখ? আমার কথা শোন, এই বেলা রমেনের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে দাও, এই বয়সে আইন পাস করে উকীল হয়েছে, এমন ছেলে আর পাবে না; আর দু'জনে যে ভাব, তাতে কেউ কোন দিন অসুখী হবে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সুশীলা চৌদ্দ পার হয়, আর আইবুড় রাখ্‌লে লোকে বল্‌বে কি? এখনই ত কান পাতা যায় না।" মিত্র মহাশয় বলিলেন, "চৌদ্দ! এখন আর সে দিন নেই, এখন আঠার উনিশেও বিয়ে হচ্ছে।"

"ওমা সে কি! সমাজে নিন্দে হয় না? একঘরে করে না?"

"সমাজ আর আছে কই? এখন সকলের ঘরেই যে, সতের আঠার। যাদের ঘরে নেই, তারা নাক সেঁটকায় বটে; কিন্তু তাতে কি আসে যায়? টাকা দেবার বেলা ত আর সমাজ নয়, তখন মেয়ের বাপ।" ম্যাও ধরবার বেলা কেউ নয়। যাক না আর এক আধ বছর।"

"রমেনের যদি তত দিনে বিয়ে হয়ে যায়? তুমি বল কি? ছেলে উকীল, আর অমন বড় লোক মামা। তারপর, সুশীলার যেমন রমেন অন্ত প্রাণ, তারও তেমনই সুশীলা অন্ত প্রাণ, এমন ভাব দেখি নি।"

"ওসব ভাব টাব আমি বুঝি নে, টাকা দিলে ঢের রমেন মিলিবে।"

"টাকা দেবে কোথা থেকে? এক আধ বছর দেরী কর্‌লে কি আবার টাকা আস্‌বে নাকি? আসবেই যদি, তবে যাবে কেন।"

"দাঁড়াও না, পাটের দর আবার উঠ্‌ছে বেনামী করে আবার পাটের ব্যবসা কর্‌বো মনে করছি। আর এখনই যদি বিয়ে দিতে হয়, তা হলে তোমার কাছে যে টাকা আছে, তাই থেকে বিয়ের খরচের মত নিতে হবে।"

"আমার কাছে টাকা! আমার সম্বলের মধ্যে গহনা ক'খানি, তাতে ত আর এত টাকা হবে না।"

"সেই পঞ্চাশ হাজার, গহনা কেন?"

"পঞ্চাশটে টাকা আমার হাতে নেই, পঞ্চাশ হাজার! কি বল তুমি!"

"সেই যে কোল শেয়ার বেচে যা পেয়েছিলাম, বেয়রামের সময় যা তোমাকে দিয়েছি?"

"বেয়রামের সময় আমাকে টাকা দিয়াছ কি বল? টাকার শোকে তোমার মাথা খারাপ হল নাকি?"

"তোমাকে ৫০ হাজার টাকা দিই নি? আমি ওসব ন্যাকাম বুঝি নে, এখনই আমার টাকা দাও বল্‌ছি! হায় রে কলিকাল! টাকা হাতে পেলে কেউ ছাড়ে না!"

"তা জান না? অন্নদা দত্তর টাকা পেয়ে তুমি ছেড়ে ছিলে নাকি? মরবার সময় রমেনের সাক্ষাতে টাকার ব্যবস্থা করতে বল্‌লে প্রলাপ বলে উড়িয়ে দাও নি?"

"বেশ করেছি, এখনই টাকা বার কর, নইলে ভাল হবে না।"

স্বামী স্ত্রীতে ঝমা ঝম ঝগড়া লাগিয়া গেল, বাঁক্স ভাঙ্গা ভাঙ্গি আরম্ভ হইল। এমন সময়ে সুশীলা সেখানে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিল, "হাঁ বাবা! তোমার বেশী বেয়ারামের সময় এক দিন ডাক্তার বাবুকে মস্ত একটা কাগজের বাণ্ডিল যে দিলে, সেটা নোটের বাণ্ডিল নয় ত? আমি তাঁকে পকেটে পুর্‌তে দেখেছি।" মিত্র মহাশয় বলিলেন, "দূর পাগ্‌লী! ডাক্তার বাবুকে ৫০ হাজার টাকার নোট দিতে যাব কেন? তোর মাকেই দিয়েছি, আমার দুঃসময় দেখে এখন মান্‌ছে না।"

"আচ্ছা, তুমি একবার ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসাই করে দেখ না, তিনি কি বলেন।"

"এত টাকা হাতে পেলে কেউ কি স্বীকার করে, না ফিরিয়ে দেয়? তিনি বল্‌বেন, আমার মাথা আর মুণ্ড!"

মিত্র গৃহিণী বলিলেন, "তোমার মত সকলেই পরের টাকা হজম করে না। তিনি বড় লোক, যদি টাকা তাঁর হাতে পড়ে থাকে, তিনি অবিশ্যি মান্‌বেন।" মিত্র মহাশয় বলিলেন "হায় রে কলি কাল! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।"

(৮)

গোবিন্দ বাবু তৎক্ষণাৎ চাদর খানা স্কন্ধে ফেলিয়া ও ছাতাটী মাথায় দিয়া বামন দাস

বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবু তখন বাড়ীতেই ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে বিলম্ব হইল না। এ কথা সে কথার পর মিত্র মহাশয় বলিলেন, "যদি অসন্তুষ্ট না হন, তা হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"কি কথা বলুন না, অসন্তুষ্ট হব কেন?"

"সে আমারই আহম্মকির কথা, আমার বাড়াবাড়ি বেয়রামের সময় ভুলে আপনাকে ৫০ হাজার টাকার নোট দিই নি ত?"

বামন দাস বাবু হাহা করিয়া খুব উচ্চ হাসিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। মিত্র মহাশয় অত্যন্ত কাতরতার সহিত বলিলেন, "আমি একেবারে ডুবেছি, ঐ টাকাটাই আমার সম্বল ছিল—আমাকে দয়া করুন—টাকাটা ফিরিয়ে না দিলে আমি সপরিবারে না খেয়ে মারা যাব।"

"আপনার সঙ্গে কোন লোক এসেছে কি?"

"কেন বলুন দেখি?"

"আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাবে—আপনার কঠিন পীড়া, আপনি প্রলাপ বকছেন।"

"না মহাশয়! আমার কোন পীড়াই হয় নি, আমি প্রলাপ বকছি নে। আপনি বলেন কি?"

"প্রলাপ নয় ত কি? আমি ডাক্তার, আমি বলছি, প্রলাপ।"

"না মহাশয়! এ প্রলাপ হতে পারে না, আমার কন্যা আপনাকে নোটের বাণ্ডিল পকেটে রাখতে দেখেছে। আমারও মনে হচ্ছে, আমার স্ত্রীর হাতে দিতে নোটের বাণ্ডিল আপনার হাতে দিয়েছি।"

"সব প্রলাপ—প্রলাপ—প্রলাপ!"

"তা হতেই পারে না।"

"খুব পারে—অন্নদা দত্ত যখন আপনার নিকট গচ্ছিত টাকার মধ্যে ৩০ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ, আর ১২ হাজার টাকার একটা বাড়ী রমেনের নামে কিনিতে বল্লেন, তখন তিনি যেমন প্রলাপ বকিয়াছিলেন, এ ও ঠিক তেমনই প্রলাপ।"

মিত্র মহাশয় কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, ঠিক হয়েছে! সুদ সহিত সেই ৪২ হাজার টাকা আদায় করেছেন! ঠিক হয়েছে! এখনও ধর্ম্ম আছেন, সপরিবারে অন্নাভাবে মরাই আমার পাপের শাস্তি।"

মিত্র মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "দত্ত মহাশয়ের টাকা ত ফিরিয়ে দিলেন, এখন আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করুন।"

"আবার কি প্রতিশ্রুতি? আমার আর একটা পয়সাও নেই, আমি জাহান্নামে গিয়েছি।"

"না, আর আপনাকে টাকা দিতে হবে না, কেবল সুশীলার সঙ্গে রমেনের বিবাহ দিতে হবে।"

মিত্র মহাশয় মনে করিলেন, কি কঠোর উপহাস! কিন্তু বামন দাস বাবুর মুখে উপহাসের চিহ্ন না দেখিয়া সাহস পাইয়া বলিলেন, "এমন ভাগ্য কি আমার হবে। আপনি যদি আমাকে বিদ্রূপ না করিয়া থাকেন, তা হলে আমি পিতৃ পিতামহের সঙ্গে বাঁচিয়া যাই; কিন্তু আমি একেবারে নিঃসম্বল। এক পয়সাও দিতে পারবো না, শুধু মেয়েটী দয়া করে গ্রহণ করতে হবে।"

"রাজাদের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে কি নবী নগরের জমিদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে কত খরচ করতেন?"

"সে দিন আর আমার নেই, এখন ভিক্ষা শিক্ষা করে দায়ে উদ্ধার হতে পারলে বাঁচি।"

"আচ্ছা, এই ৫০ হাজার টাকা যদি ঋণ শোধ করতে না হত, তা হলে রমেনের সঙ্গে সুশীলার বিয়েতে কি ব্যয় করতেন।" মিত্র মহাশয় ভাবিলেন, টাকা ত আর ফিরিয়া পাইব না, এখন মুখে কেন ছোট হই? তিনি বলিলেন, "আমার ঐ একটী মেয়ে, মনে করেছিলাম, হাজার দশেক ওকে দিয়ে বাকী টাকাতে দেনা শোধ করে যা থাকবে, তাতে ফের পাটের ব্যবসা করবো।"

"হাঁ, এ আপনার মত উঁচু নজরের লোকের কথা বটে! আচ্ছা, আপনার অভিপ্রায় অনুসারেই কাজ হবে। রমেন!"

রমেন আসিল। বামন দাস বাবু বলিলেন, "দশ হাজার টাকা এনে মিত্র মহাশয়কে দাও ত।" রমেন আজ্ঞা পালন করিল। বামন দাস বাবু বলিলেন, "এই টাকাতে বিবাহের আয়োজন করুন গে—৭ই দিন ভাল, ঐ দিন বিবাহ হবে। তারপর দেনা শোধ ও কারবারের জন্য বাকী টাকা পাবেন। কিন্তু দেখবেন, যেন এই দশ হাজার টাকা পেয়েই কুমীরকে কলা দেখাবেন না। তা হলে বাকী টাকা ত পাবেনই না, আমি এই দশ হাজার আবার কোন প্রকারে হস্তগত করবো। জানেন ত, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, নইলে স্ত্রীর হাতে দিতে গিয়ে আমার হাতে টাকা দেবেন কেন?"

কৃতজ্ঞতা, লজ্জা ও বিস্ময় মিত্র মহাশয়কে অভিভূত করিল। তিনি বলিলেন, "রাম! আবার প্রতারণা! বিশেষতঃ আপনার সঙ্গে? আপনি প্রাণদাতা।"

"যে বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে, সে প্রাণদাতার সঙ্গেও পারে, সে গুণ আপনার বিলক্ষণ আছে।"

"আর লজ্জা দিবেন না—সে গুণ ছিল বটে, আর নেই। কিন্তু অন্নদার টাকার কি হবে?"

"সে টাকাটা বিবাহের যৌতুক বলিয়া ধরলেই হবে।" মিত্র মহাশয় ভূলুণ্ঠিত হইয়া বামন দাস বাবুর পদ ধূলি লইতে গেলেন,

কিন্তু পারিলেন না। বামন দাস বাবু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, "রমেন! বেয়াই মশাইকে প্রণাম কর, রমেন ভাবী শশুরের চরণে প্রণত হইল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

MEDICAL

চিকিৎসা সম্বন্ধীয়।

HOMEOPATHIC NOTES.

অর্শ চিকিৎসা।

গুরু এবং শিষ্যের বৈঠক।

শিষ্য। অর্শের বলী সমূহ যখন আঙ্গুরের খোলার ন্যায় মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে বাহির হয়, তখন কোন্ ঔষধ হিতকর?

গুরু। এলোজ। যেখানে রোগীর প্রত্যেক বার বাহে যাইবার সময় ঐ রূপ অর্শ-বলী বাহির হইয়া পড়ে, এবং শীতল জল দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং চলাফেরা করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ স্থলে এলোজ একটী উৎ-কৃষ্ট ঔষধ।

শিষ্য। কিন্তু কোলিনসোনিয়া ঔষধেরও তো এইরূপ লক্ষণ আছে, তবে কেমন করিয়া এলোজ এবং কোলিনসোনিয়ার পার্থক্য করা যাইতে পারে ইহাই বিষম সমস্যার কথা।

গুরু। না—সমস্যা তত গুরুতর নয়। কোলিনসোনিয়ার রোগীর **কোষ্ঠ বদ্ধতা** বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এলোজের লক্ষণে **উদরাময়**, পার্থক্য বুঝিতে কষ্ট হইবে কেন।

শিষ্য। ইস্কিউলস কোন্ স্থলে ব্যবহার করা উচিত।

গুরু। পেটের ভিতর বেদনা, দপ্ দপ্ করা, মলদ্বার শুষ্ক, যেন মনে হয়, গুহ্যের মধ্যে কাষ্ঠখণ্ড বা ছড়ি, বা যব বা ধান্যের সুঙ্গ ওয়ালা তুঁষ প্রবিষ্ট আছে, বাহ্যের বেগ্ দিলেই যেন সুং ফোটান বেদনা বোধ হয়। এস্কু-লসের অর্শের বলীর বর্ণ বেগ্ণী রংঙ্গের, এবং কোমরে ও পৃষ্ঠে বেদনা বিদ্যমান থাকে। মল দ্বারে চাপ বোধ, যেন মনে হয়, মলদ্বার বাহির হইয়া পড়িবে, অথচ বাহ্যে পাত্লা।

শিষ্য। রাটানহিয়া (Ratanhia.) কোন স্থলে প্রযুজ্য?

গুরু। যেখানে রোগী মনে করে, যেন তাহার মলদ্বার মধ্যে কাঁচ চূর্ণ বিদ্যমান রহি-য়াছে। আরও একটী বিশেষ লক্ষণ, প্রত্যেক বার বাহ্যে যাইবার পর গুহ্যদ্বার বেদনা করে, উত্তপ্ত এবং জ্বালা বোধ, এইরূপ অবস্থা ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্তও থাকিতে পারে।

শিষ্য। একটা রোগীর অর্শ সর্ব্বদাই চুলকায়, এইজন্য সে ঘুমাইতে পারে না—রক্ত স্রাবী অর্শ, বৃথা মল প্রবৃত্তি আছে, বাহ্যে যায় কিন্তু পরিস্কার হয় না।

গুরু। এরূপ লক্ষণে নক্সভমিকা ৩০ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিষ্য। হেমিমেলিস কোনস্থলে প্রযুজ্য।

গুরু। যেখানে গুহ্য দ্বারে অতিশয় টাটানি, এইটী ইহার বিশেষঃ লক্ষণ—কোমরে বেদনা এবং প্রচুর রক্তস্রাব লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে হেমিমেলিস দ্বারা মহৎ উপকার সাধিত হয়।

শিষ্য। সল্ফার অর্শের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ পাঠ করিয়া ছিলাম, কিন্তু প্রয়োগের সহজসাধ্য উপায় বলিয়া দিলে কৃতার্থ হইতাম।

গুরু। যেখানে অর্শের রক্তস্রাব্ বন্ধ হইয়া যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, এরূপ স্থলেই সল্ফার প্রয়োগ করাই সঙ্গত। পুরাতন অর্শ রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত কোষ্ট-কাঠিন্য, ছোট ছোট গুটলে মল, তাহাতে রক্ত লাগিয়া থাকে, গুহ্য দ্বারে জ্বালা, কুট্ কুট্ করা, বারম্বার বৃথা মল প্রবৃত্তি, কিন্তু আদৌ বাহ্যে হয় না। অন্ধবলি বিশিষ্ট অর্শ, এইরূপ লক্ষণাবলীতে সল্ফার উপযোগী। সচরাচর আমরা ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার করি। সন্ধ্যায় নক্স ৩০ এবং প্রাতে সল্ফার ৩০ দিয়া অনেক অর্শ রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অনেক অর্শ রোগীর বলী হইতে সহজে রক্ত স্রাব বন্ধ করিতে পারা যায় না, তাহার প্রতি-কার, হেমিমেলিসের মূল অরিষ্ট ৩০ ফোঁটা অর্দ্ধ পোয়া শীতল জলে মিশাইয়া পরিস্কার ন্যাক্ড়া ভিজাইয়া গুহ্য দ্বারে প্রয়োগ করিয়া রক্ত স্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

শিষ্য। অর্শ চিকিৎসার উপরোক্ত ঔষধ গুলি ছাড়া কি অন্য ঔষধের আবশ্যক হয় না।

গুরু। ল্যাকেসিস্, সিপিয়া, গ্রাফাইটস এণ্টিম ক্রুড্ প্রভৃতি বহু ঔষধও ব্যবহার হয়। আগামী মাসে এই অর্শ চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিব।

ক্রিমি জনিত কোরিয়া বা তাণ্ডব পীড়া।

একটী ছয় বৎসরের শিশুর ছোট ছোট (Pin worm.) ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, তাহাকে সিনা, টিউকোরিয়ম্, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, মারকিউরিয়স প্রভৃতি বহু ঔষধ দেওয়া হয় কিন্তু ক্রিমি দমিত হয় না। এই ক্রিমির জন্য বালকের মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়-ভাল খাওয়া এবং যত্ন স্বত্ত্বেও বালক হৃষ্ট পুষ্ট হয় না। রাত্রে ঘুমাইলেও ইহার ক্রিমি মলদ্বার হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করে। এইরূপ উপসর্গ সকল হইতে তাহার তাণ্ডব পীড়ার ন্যায় অনিচ্ছায় হস্ত পদের এক প্রকার খেঁচুনী এবং অনৈচ্ছিক মুখ ভঙ্গি প্রভৃতি লক্ষণে প্রকাশ পাইতে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

লাগিল। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা হোমিও প্যাথিক চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতে চাহে না। অগত্যা কলিকাতায় আনা হইলে বহুব্যয় সাধ্য কবিরাজী এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কিছু দিবস অতিবাহিত হইল, ক্রিমিও দমিত হইল না এবং সেই প্রকার কোরিয়ার ন্যায় লক্ষণের কিছুমাত্র উপসম হইল না। হোমিও প্যাথিক মতে পুণরায় কোরিয়ার চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম। কোরিয়ার চিকিৎসায় যে সকল হোমিও প্যাথিক ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ব্যবহারেও বিফলমনোরথ হইলাম। তাহার পর কয়দিবস কোন ঔষধই না দিয়া কতকটা হতাশ হইয়া রাখিয়া দিলাম। প্রায় ৮।১০ দিন পরে তাহাকে একমাত্রা সল্‌কর ২০০ শক্তির অনুবটিয়া জীহ্বার উপর প্রদান করা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিবস হইতে কোরিয়ার সমস্ত লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া বালক সুস্থ হইতে লাগিল। আজ ৫ মাস অতিত হইল, আর কোন উপসর্গ নাই। কিন্তু ক্রিমি এখনও দেখা যায়।

বালকগণের ক্রিমি জনিত কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগে সলফর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া আমি মনে করি।

কাঃ সঃ।

CURIOUS FACTS.

বিস্ময়কর তথ্যাবলী।

রুষিয়ার জারের শুদ্ধ একটী সম্পত্তি ছিল, যাহার পরিমাণ ১০ ০০০০০০০ একার, প্রায় ইংলণ্ডের তিন গুণ পরিমাণ জমী। সেই রুষিয়ার জার আজ পথের ভীখারী!

লাপ্‌লাণ্ডের লোক ইয়োরোপের সমস্ত লোক অপেক্ষা ছোট, ইহাদের পুরুষগণ ৪ফিট ১১ ইঃ, স্ত্রীলোকগণ ৪ ফিট ৯ ইঞ্চি।

ভারতের প্রতি বৎসর গড়ে ২০,০০০ লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। বাঘ ভালুকে ম্যালেরিয়ায় যে কত মরে, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। ভারতবাসীর যেন মরিতেই জন্ম।

কাগজের গির্জ্জা—ফ্রান্সের পারিসে একটা গির্জ্জা আছে, তাহা কাগজকে জমাট করিয়া প্রস্তুত, ইহাতে অন্য ইট কাট কিছু ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাতে ১০০০, লোকের বসিবার আসন আছে।

জর্ম্মানীর চাকর, শ্রমজীবি, কেরাণী যাহারা বৎসরে ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০ টাকা উপার্জ্জন করে, তাহাদিগকে অতি অবশ্যই বৃদ্ধ বয়সের জন্য জীবন বীমা করিতে আইন অনুসারে বাধ্য করা হয়। এ নিয়মটা মন্দ নয়।

Fortune built on 12 s

১২ শিলিংএ সৌভাগ্যলাভ।

মিঃ জর্জ্জ ষ্টব্‌লি, জে, পি, ইয়র্ক সায়ারের একজন জমীদার। মৃত্যু কালীন ২৯৮১৯৫ পাউণ্ড রাখিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। ইনি জীবনের প্রথম সপ্তাহে ১২ শিলিং মাত্র উপার্জ্জন করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন। একটা পশমের দোকানে ইনি সর্ব্ব প্রথম কাজ করিতে ঢুকিয়া স্বীয় অধ্যবসায় এবং সততা গুণে সমস্ত ব্যয় সংকুলান করিয়া মৃত্যুকালীন উপরোক্ত টাকা রাখিয়া যান। উলের দোকানে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা সপ্তাহে ১২ শিলিং মাত্র বেতনে প্রবেশ করিয়া কোন প্রকারে ১৫০ পাউণ্ড মাত্র সঞ্চয় করিয়া নিজেরাই উলের একটী ছোট দোকান করিয়াছিলেন, সেই দোকান হইতেই তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ জর্জ্জ ষ্টব্‌লি উপরোক্ত টাকা রাখিয়া যান। ভ্রাতার অংশেও সম্ভবতঃ ঐরূপ টাকাই জমিয়া আছে। এখন এই ফারমের নাম G. and J. Stubly, Ld. of Wake-Fuild and Batley. কেমন ব্যবসায়ীর জাতি, ইংরাজ? বাঙ্গালা দেশের ছেলেরা মূল্যধনের অভাবেই কাজ করিতে পারে না বলিয়া নাকে কাঁদিয়া থাকেন এবং চিরকাল দাসত্বে নিয়ত থাকেন। ইহারা চাকুরী করে কাজ শিখিতে, একটু সঞ্চয় করিলেই স্বাধীন জীবিকারদিকে ধাবিত হয়, এবং এমন ধৈর্য্য অধ্যাবশায় ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া যায় যে, অাঁচিরে ধনশালী হইয়া উঠে। এদেশের অপব্যয়ী যুবকগণের থিয়েটার নাচ ইয়ার্কীতে বেশ পয়সা জুটে, কিন্তু স্বাধীন জীবিকার পথ উন্মুক্ত করিতে এক কপর্দ্দক ব্যয়েও সাহস নাই। এমন জাতি অনাহারে দারিদ্রের পেষণে না মরিলে মরিবে কাহারা? পাশ্চাত্য জাতীর ব্যবসায়ের ইতিহাসে এরূপ অসংখ্য—দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

"Having the key to success is little use, unless you fit into the key hole."

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

সমস্ত পৃথিবীকে তারে বেষ্টন করিতে যত তার আবশ্যক, সেই তারকে সোনার গিল্টি করিতে মাত্র ১৬ আউন্স সোনাই যথেষ্ট।

—:*:—

বসুমতী বলেন—পাট আর কয়লা বাঙ্গালার দুইটী বড় সম্পদ। এই দুইটি কারবারেই বাঙ্গালীর হাত কম। বাঙ্গালী কৃষক রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ও দশু জনকে

ভোগাইয়া পাট উৎপন্ন করে। কিন্তু পাটের আসল লাভের কারবার কাঁচা মাল হইতে পণ্য প্রস্তুতের ব্যাপার সমস্তই বিদেশীর হাতে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালায় মোট ২১টী পাটের কল ছিল,—আজ সেই বাঙ্গালায় ৭০টী পাটের কল হইয়াছে। তখন সর্ব্বসাকল্যে মোট ৩৮ হাজার লোক পাটের কলে কাজ করিত, এখন ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক ঐ কাজে নিযুক্ত আছে। তখন পাটের কলে মূলধন ছিল ১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা,—এখন ১৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা উহার মূলধন হইয়াছে। আয় অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী এ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে নাই। তাহারা যদি পাটের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে অর্থ নিয়োগ করিত, তাহা হইলে যুদ্ধের এই দুর্দ্দিনে তাহারা প্রভূত লাভ করিত। কিন্তু নিষ্কর্ম্মার অর্থলাভের সম্ভাবনা অতি অল্প।

রেলগাড়ী না রাজপ্রসাদ।—কাশীরাজের ভ্রমণ জন্য সম্প্রতি একখানি রেলগাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গাড়ীতে শয়নকক্ষ, স্নানাগার, পূজার গৃহ, পাকশালা, আহারের ঘর, বৈঠক খানা, আমলা ও ভৃত্যগণের থাকিবার গৃহ প্রভৃতি অনেকগুলি কামরা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে রাজ প্রাসাদের কক্ষ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এই গাড়ীর প্রস্তুতের ব্যয় পড়িয়াছে এক লক্ষ টাকা। রাজোচিত কার্য্য বটে।

সম্পাদকের লোকান্তর।—হুগলী চুঁচুড়ার 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদক বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৫ই ফাল্গুন সোমবার সন্ধ্যার পরে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। আমরা এই সম্পাদক মহাশয়ের মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। ভগবান মৃত মহাত্মার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণের হৃদয়ে শান্তি বারি সিঞ্চন করুন।

পরীক্ষার দিন।—ম্যাট্রিকিউলেশন—২রা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে। আই, এ, আই এস সি—১৮ই মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বি-এ ও বি-এস, সি—৮ই এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে।

কৃষিবিভাগ।—১লা মার্চ হইতে গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ ঢাকা নগরে স্থানান্তরিত হইবে। কোঅপারেটিব বিভাগ কোঅপারেটিব বিভাগের রেজিষ্টর বাহাদুরের সাহায্য জন্য ঢাকানগরে একজন ডেপুটী কালেক্টরকে ঢাকা বিভাগের কো-অপারেটীব কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেছেন, ইনি রেজিষ্ট্রার বাহাদুরের অধীনে কার্য্য করিবেন।

—:+:—

বীর বালক।—আমরা সহযোগী "মেদিনী বান্ধব" হইতে এক ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের নিঃস্বার্থ বীরত্ব কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিতেছি। কয়েকটী নিরীহ পশুকে অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিয়া বালক মুমূর্ষু হইয়া রহিয়াছে! যে মহোচ্চ প্রেরণা ও ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বালক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, আশা করি, সেই প্রেরণা ও ভাব বাঙ্গালীর ভিতরে অধিক মাত্রায় আবির্ভূত হউক। বালকের কীর্ত্তি বিবরণ এই:—ঘাঁটাল থানার অন্তর্গত নারায়ণচক নিবাসী শ্রীযুক্ত নটবর দের গোয়াল ঘরে গত ১লা ফাল্গুন সন্ধ্যার পর আগুন লাগিয়া গোয়ালটী পুড়িয়া গিয়াছে। যে সময় আগুন লাগে, সেই সময় গোয়ালে পাঁচটী গরু ছিল, এবং তের বৎসর বয়স্ক একটী গোপালক ঐ সময় গরুর সেবা করিতেছিল। হঠাৎ আগুন লাগাতে স্থানীয় অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু কেহই গোয়াল হইতে গরুগুলিকে ও গোপালকটীকে বাহির করিবার জন্য সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তের বৎসর বয়স্ক বালকটী অদম্য সাহসে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া একে একে গরুগুলির দড়ি কাটিয়া দিয়া শেষে যখন নিজে বাহিরে আসিল, তখন পরিধেয় বস্ত্র ও জামা স্থানে স্থানে পুড়িতেছে। সকলে বালককে ধরিয়া তাহার গাত্রের আগুন নিভাইয়া দেয়, কিন্তু বালকটি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। শুনা যাইতেছে, বালকটীর নাকি এখনও চৈতন্য হয় নাই।

—:§:—

শিক্ষকের অপূর্ব্ব বীরত্ব।—সম্প্রতি খুলনা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটী আসিয়াছে:—"গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে খুলনা জেলার অন্তর্গত মানসা গ্রাম নিবাসী কদমাতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র সমভিব্যাহারে নদীতে সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জ্জনের নিমিত্ত গমন করেন। তাঁহারা তিন খানি নৌকায় আরোহণ করিয়া সরস্বতী মূর্ত্তি বিসর্জ্জনের নিমিত্ত তিনটী নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ভীষণ খরস্রোতে প্রতিমা বিসর্জ্জনকালীন দৈব-দুর্ব্বিপাকে দুইখানী নৌকা জলমগ্ন হয়।

বালকগণ সন্তরণদ্বারা কোনরূপে তীরে উপস্থিত হয়। কিন্তু দুইটী বালককে তীরে না দেখিতে পাইয়া শিক্ষক মহাশয় জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন, এবং সন্তরণে বহু সন্ধানের পর সেই তীব্র স্রোতের মুখে বালক দুইটীকে দেখিতে পান। দেবেন বাবু তাঁহার জীবনের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হন এবং বহু কষ্টে দুই বাহুতে দুই জনকে বেষ্টন করিয়া তীরে উপনীত হন। বাস্তবিক পরার্থে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আমরা

তাঁহার এই মহত্বের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করি।" বাস্তবিক এই মহাপ্রাণ শিক্ষক নিজের জীবন অগ্রাহ্য করিয়াও যেরূপ মুমূর্ষু ছাত্রদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার অতীত। এমন আত্মত্যাগী বীরের যথোচিত সম্মান হওয়া উচিত।

সিমলা যাত্রির পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাহা হউক, এই রাধানাথ বাবুর অনুগ্রহে আমি সরকারী আফিসে কয়েক মাসের জন্য একটী চাকুরী লাইপাম। ৫টার সময় আফিসের ছুটী হইলে বড় বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া এবং আফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দের সহিত একত্রে বাহির হইলেন। আফিসের ফটক হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ উচ্চে কিছুদূর উঠিয়া আসিয়া একটী প্রশস্ত পথে উঠিলাম। এই রাস্তা দিয়া আমরা বরাবর চলিতে লাগিলাম। এটীকে মল্ রোড্ বলে। রাস্তাটি অন্ততঃ ৩০ ফুট প্রশস্ত—বেশ সমতল—অবশ্য পাহাড়ী পথ। কোম্পানী বাহাদুরের অনুগ্রহে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া এরূপ সমতল করা হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে জলের কল এবং বৈদ্যুতিক আলো আছে। তাহা ছাড়া পথিপার্শ্বে, হোম্ ডিপার্টমেণ্ট, ফাইনেন্সিয়াল ডিপার্টমেণ্ট, পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট, কমার্স এবং এগ্রিকালচুরাল ডিপার্টমেণ্ট, জেনারেল পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ্ আফিস, প্রভৃতি অনেকগুলি সরকারী আফিস দেখিতে পাইলাম। মধ্যে মধ্যে এক একটী ছোট ছোট পাহাড়ের উপরিভাগে ডাইরেক্টার জেনারেল, অফ্ পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ, চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার এবং লাটসাহেবের সেক্রেটারীবৃন্দ প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণের বাংলা দেখা গেল। আমরা এইরূপে প্রায় ১ মাইল পথ চলিয়া আসিলাম। অতঃপর একজন আমার সহযোগী কর্ম্মচারী আমায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, ওই দেখুন, সিমলা কালী বাড়ী যেখানে আপনি কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। আমি দেখিলাম, উহা প্রায় ৩০০ শত ফিট উচ্চে অবস্থিত। কিন্তু আমাদের এই রাস্তাটি এত নিম্ন দিয়া চলিয়াছে। আমরা কালী বাড়ি বাম পার্শ্বে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া আর একটী স্বল্প প্রশস্ত পথে অবতরণ করিলাম। এই পথের দুই পার্শ্বে নানা প্রকার ফল, ফুলারী, কাপড় এবং চাউল, দাইল, তৈল, ঘৃত এবং কয়েকখানি মিষ্টান্নের দোকান দেখা গেল। অতঃপর কিছু দূর আসিয়া রাস্তার ঠিক বাম দিকে কয়েক খানি বেশ বড় বড় ত্রিতল বাটি দেখা গেল। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন এই দেখুন গভর্ণমেণ্ট "ব্লক" অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। বাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা সকলে শেষোক্ত বাটিতে একটী কাষ্টের সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলাম। সকলে যে যাহার ঘরে প্রবেশ করিল। বড় বাবু আমাকে লইয়া বাটির প্রান্ত ভাগের এক কামরায় উপস্থিত হইলেন, এবং একখানি খাট দেখাইয়া বলিলেন, এই আপনার "সিট" অর্থাৎ শয্যা। এইখানে আপনার পিতা পুত্রে শয়ন করিবেন। বড় বাবু ত্রিতলে চলিয়া গেলেন, তিনি এবং আরও ২।৩ জন উচ্চপদস্থ বাবু সস্ত্রীক ত্রিতলে বাস করিতেন। যাঁহাদের স্ত্রী নাই, তাঁহারা সকলেই দ্বিতলে স্থান পাইয়াছেন, অগত্যা আমিও এই দ্বিতলে স্থান পাইলাম। নিম্নতলে কয়েকটী নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী সপরিবারে বাস করেন।

এই বাটিগুলি প্রস্তুত সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাঠকবর্গকে দেওয়া উচিত বিবেচনা করিতেছি। বাটির ভিত্তি অর্থাৎ বনিয়াদ সমস্তই প্রস্তরের, ঘরের চতুঃপার্শ্বস্থ দেওয়াল এই প্রস্তর এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত। ছাদগুলি সমস্তই কাষ্টের তক্তা দেওয়া, কপাট প্রভৃতি সমস্তই কাষ্ট নির্ম্মিত, এবং সেই কপাটের উপরিভাগে এক একটী কাঁচের (Ventilator.) অর্থাৎ বাতাস যাতায়াতের পথ আছে প্রত্যেক কামরায় এইরূপ দুইটী করিয়া কপাট এবং দুইটী করিয়া কাচের জানালা আছে আমাদের দেশের ন্যায় এখানে জানালা কেহ নিম্নভাগে করে না। আমাদের দ্বিতলের এক শ্রেণীতে এইরূপ ৮।১০ খানি কামরা আছে ইহার দুইদিকেই বারান্দা। নিম্ন হইতে সোপান অতিক্রম করিলেই পশ্চাতের বারান্দায় উপস্থিত হওয়া যায়, এবং এই বারান্দা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়, তৎপরে আর একটী দ্বার অতিক্রম করিলেই সম্মুখের বারান্দায় আসা যায়। এটী একেবারে রাস্তার উপর, এখানে দাঁড়াইলে বহু দূরবর্ত্তী ছোট বড় অসংখ্য পাহাড় শ্রেণী লক্ষিত হয়। নিম্নতল, দ্বিতল এবং ত্রিতল, কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই।

পশ্চাতের বারান্দায় প্রত্যেক কামরায় প্রবেশ করিবার পথের দুই পার্শ্বে স্নানাগার ও পায়খানা বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত। প্রত্যেক কামরায় দুইজন করিয়া লোক থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অধিক থাকিবার আবশ্যক হইলে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ লইতে হয়। ঘরের আসবাবের মধ্যে সরকারী দেয় দুইখানি খাট একটী টেবিল একখানি বসিবার চৌকি, একখানি আয়না, দুইটী আলনা এবং দুইটী আংটা অর্থাৎ লৌহ নির্ম্মিত উনান। এই উনান অক্টোবর মাস হইতে আবশ্যক হয়। রাত্রিকালে ভৃত্য সেই উনানে অগ্নি সংযোগ করিয়া প্রত্যেক লোকের খাটের তলদেশে রাখিয়া যায়, তাহা না রাখিলে শীতে নিদ্রা হয় না।

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

(চয়ন)

অপরাজিতা ফুল।

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য
কাব্যবিনোদ লিখিত—

——:·:——

পরিচয়। ইহা লতাজাতীয় উদ্ভিদ। ভারতের সর্ব্বত্র সুলভ। পূর্ব্বকালের আর্য্যগণ এই জাতীয় কয়েকটা ফুলকে "যন্ত্রপুষ্প" বলিয়া শক্তি পূজায় শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। তাহার মধ্যে অতসী, আর অপরাজিতা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহা শ্বেত, নীল মিশ্রিত শ্বেতাভ স্বরূপে তিন প্রকার। সাধারণত নীল অপরাজিতাই সর্ব্বত্র সুলভ। শ্বেত অপরাজিতাই কিন্তু ঔষধীয় কার্য্যের প্রধান অবলম্বন। এই উদ্ভিদ জাতীয় লতাটি হিন্দুর শিশু বৃদ্ধের পরিচিত। এই ফুলের গাছ লতাকারে অপর বৃক্ষ বা কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হয়। ইহার বিশেষ পরিচয় বাহুল্য মাত্র।

ঈশ্বরের এমনি মহিমা, এমনি সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের সুকৌশল, যে জগতের প্রত্যেক পদার্থই পূর্ণ পৃথক পৃথক। তবে স্থান বিশেষে যে একটুকু আধটুকু সমতা পরিলক্ষিত হয়—উহা আমাদের অভিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। এই বিশ্বরাজ্যে এক আকারের দুই বস্তু নাই। আপাত দৃশ্যে জগত বৈষম্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরিণতির সামঞ্জস্যে এই অপরাজিতা লতার সহিত সমতুল্যতা অপর কোন লতা মানবের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। কিন্তু বিন্ধ্য পর্ব্বত সানুদেশে "তুবরি" বলিয়া একরূপ বনজলতাকে অপরাজিতার সহিত অনেকটা তুলনা করা যায়।

কাশীবাসের দ্বিতীয় বর্ষে বিন্ধাচল দর্শন সময়ে বৈশাখ মাসে পর্ব্বতের নিম্নাংশে মাতা শ্রীশ্রীবিন্ধ বাসিনীর মন্দিরের নিম্নে তুবরি লতা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ফুল দেখি নাই। তাই মনে হইয়াছিল, ইহা অপরাজিতা লতা বিশেষ। যাহা হউক, ঔষধার্থে সর্ব্বত্র সুলভ অপরাজিতাই বর্ণনার লক্ষ্য।

ভাষাভেদে নাম। সংস্কৃতে—অপরাজিতা, হিন্দিতে কোয়েল, পাওরী, সুফনি। গুজরাটে গরনী। কর্ণাটে—নিলিয় গিরিকর্ণিকা, তেলিগুতে—নীল গদুনাও কহিয়া থাকে। ইংরাজিতে Magoria আর লাটিনে chlatoria trentula ক্লাটোরিয়া ট্রানটুলা কহে।

একজন দেশীয় ডাক্তার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারি "মেজেরিয়ান" নামক ঔষধকে এই অপরাজিতা জাতীয় ঔষধ বলিয়া পরিচিত করেন। প্রকৃত কিন্তু তাহা নহে। মেজেরিয়ান ভারতীয় দ্রব্য নহে। এই ডাক্তার বাবুর বিশ্বাস, মেজেরিয়ান আর অপরাজিতার শিকড় একই গুণকারক। যাহা হউক, এই দুই দ্রব্য এক না হইলেও—গুণ, ক্রিয়া প্রায় এক। মেজেরিয়ানের গুণ শ্রেষ্ঠ পরিবর্ত্তক। অপরাজিতাও তাই। ইহার আর যতই গুণ থাকুক না, কেন আমি ইহার দুই শক্তির পূর্ণ পক্ষপাতী। পরিবর্ত্তকে আর ক্ষত শুষ্ক কারকতায়।

ক্রিয়া। বিরেচক, পরিবর্ত্তক, পচন নিবারক। হিন্দি শালিগ্রাম নির্ঘণ্ট বল্লেন, অপরাজিতা "ত্রিদোষঃ শীর্ষশূল দাহঃ কুষ্টশ্চ শূলকম্" ত্রিদোষ (বাত পিত্ত কফ প্রকোপ) শিররোগ, কুষ্ট দাহ ও শূল ইত্যাদি আরোগ্য করে। উক্ত গ্রন্থমতে ইহা নেত্র পীড়ারও ঔষধ। আমরা অপরাজিতার শ্লেষ্মাকারক পিত্ত নিংসারক এবং পরাঙ্গপুষ্ঠ কীট নাশক গুণও উপলব্ধি করিয়াছি।

সুপ্রসিদ্ধ পল্লী "খড়দহ" নিবাসিনী একটী ব্রাহ্মণ কন্যা শিষ্যবাড়ী থাকিয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সহায় পিত্তলের বগুণার সূক্ষ্ম ধারে হাত কাটিয়া বিষম ক্ষত জন্মাইয়া ছিলেন। অযত্নেই হউক আর অভাবেই হউক, কিম্বা শিষ্যগণকে বিরক্ত করিবেন না বলিয়াই হউক, বেচারীর ক্ষত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আঙ্গুলের এক পর্ব্ব পর্য্যন্ত পচিয়া গিয়াছিল। ঘটনা সূত্রে আমি তাহার শিষ্য মহাশয়দিগের বাড়ী একটী "ইরিসিপেলাস" চিকিৎসার জন্য উপস্থিত ছিলাম। তাহার ক্ষত দেখিয়া অন্যত্র হইতে ঔষধ আনাইতে আমার দুইদিন দেরী হইয়া যায়। এই অবসরে একটী সাহা জাতীয় পল্লী কবিরাজ অপরাজিতার পাতা আর সামান্য কলি চুণ নারিকেল তৈল সহ কর্পূর মিশাইয়া ক্ষতে দিতে থাকে। আর "বিল্বতাড়কের" পাতা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দেয়। ভগবানের প্রসাদে এক রাত্রিতে গন্ধ আর পুঁযপড়া আরোগ্য হয়। ফুলাও পরে কমিয়া যায়। ইহা দেখিয়া আমি আর দ্বিতীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করি। ৩।৪ দিন উক্ত মলম ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হয়। পরিশেষে একটি সামান্য দাগ ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিহ্ন ছিল না।

তখন হইতে এই ঔষধে আমি বহু ক্ষত পীড়া আরোগ্য করিয়াছি। অপরাজিতার পাতার রসে কত্তিতাংশ জোড়া দেওয়া যায়। ইহার পচন নিবারক শক্তি অতি উৎকৃষ্ট। রক্ত রোধকও বটে। ইহার আর একটি অদ্ভুত গুণ আছে—যথা কাচে কিম্বা শিশি বোতলে হাত কাটিলে এবং কাচ কণা শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া উপদ্রব উপস্থিত করিলে অপরাজিতা পাতার রস চুণ, দোক্তা পাতার সহিত পীড়িত স্থানে বান্ধিতে হয়। ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা যায় এবং ক্ষত শুষ্ক হয়। আমি নিজেই ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য।

কাচের ছিপি যুক্ত শিশি কোন কারণে ভাঙ্গিয়া দক্ষিন হস্ত কাটিয়া ফেলিয়া ছিলাম। প্রথমে কস্টিক ব্যবহার করিয়া বেদনা আরোগ্য করি কিন্তু শেষে আবার বেদনা হয়,

আর প্রদাহ হইয়া ক্ষত হইবার উপক্রম হয়। তখন শ্বেত অপরাজিতার পাতার রস দিয়া আরোগ্য হই। এই লতার পাতার রস পিচকারি যোগে ব্যবহার করিলে নূতন প্রমেহ পীড়ার পুঁয পড়া কম পড়ে। আবার স্ত্রী লোকের যোনী কুণ্ডয়ন পীড়ায় ইহার ক্ষমতা অত্যধিক। কতকগুলি পাতা গরম জলে ফেলিয়া ফাণ্ট অর্থাৎ পাঁচন প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা ডুস কিম্বা পিচকারি ব্যবহার করিতে হয়। এমন কি ইহাতে প্রদর পীড়া পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে অপরাজিতার পাতা তাজা চুণে মাখিয়া দুই পার্শ্বে লাগাইয়া যন্ত্রণা কম পড়ে।

ইহার শিকড়ের রসে দাস্ত হয় এবং পরিবর্ত্তক গুণ প্রকাশ পায়। এই কারণ কোন কোন পল্লী কবিরাজ শিকড় ছেঁচিয়া ২০।২৫ ফোটা রস চুণের জল সহ খাইতে দিয়া রক্তাতিসার আর ক্রিমি ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকেন। উন্মাদ পীড়ায় ইহা মস্তকে ব্যবহার করা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ডাক্তারী শাস্ত্রে এই লতার নাম গন্ধ নাই। পরীক্ষা করা উচিত নহে কি?

স্বাস্থ্য-সমাচার।
মাঘ, ১৩২৪ সাল।

জাতীয় শিক্ষা অষ্টাহ।

—:§:—

আমাদের নিবেদন।

আমরা জাতীয় শিক্ষা অষ্টাহের অনুষ্ঠান করিতেছি।

আগামী ৮ই হইতে ১৫ই এপ্রিল এই আট দিন আমরা জাতীয় শিক্ষার কথা সকলকে বলিব, জাতীয় শিক্ষার মঙ্গল-কামনায় অষ্টাহ-ত্যাগের ব্রত করিব অর্থাৎ আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা কিছু কিছু ত্যাগ করিয়া তাহাতে যে অর্থ বাঁচিবে, তাহা জাতীয় শিক্ষা ভাণ্ডারে উৎসর্গ করিব,—আর দেশবাসীর নিকটে জাতীয় শিক্ষার জন্য শ্রদ্ধার দান ভিক্ষা করিব।

কেন আমরা এই অনুষ্ঠান করিতেছি?

আমরা বিশ্বাস করি—(দেশের হিতকামী কেই বা বিশ্বাস করিবেন না?)—দেশের ভাবী মঙ্গল দেশের সন্তানগণের উপযুক্ত শিক্ষার উপরে নির্ভর করিতেছে।

সেই উপযুক্ত শিক্ষা জাতীয়-শিক্ষা।

দেশের সন্তানগণ দেহে ও মনে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ, সবল ও শক্তিমান্ কর্ম্মী মানব হইয়া উঠিতে পারে, আপনারা সর্ব্বপ্রকারে উন্নত হইয়া—দেশের সকল প্রকার উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়, সকল দেশের পক্ষেই এইরূপ শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, দেশের সন্তানগণের উপযুক্ত শিক্ষা।

দেশ দরিদ্র হইলে ব্যয়বহুল আড়ম্বর, অনাবশ্যক বিলাসিতা, সব বর্জ্জন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব সুলভে যাহাতে সকল শ্রেণীর মধ্যে এই শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ইহা কিসে সম্ভব হইতে পারে?

যদি শিক্ষার সকল ভার সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের হাতে থাকে তবে। কারণ দেশের সন্তানগণের উপযোগী শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কি প্রণালীতে তাহা সুপরিচালিত হইলে ভাল হয়, তাহা দেশবাসীরাই ভাল বুঝিতে পারেন। যদি না পারেন, বলিতে হইবে—সন্তানগণের শিক্ষা—জাতীয় জীবনের প্রথম যে দায়িত্ব—তাহার পরিচালনায় তাহারা অযোগ্য, সুতরাং উচ্চতর কোনও প্রকার দায়িত্ব গ্রহণে ও অধিকার ভোগেও অযোগ্য। আমরা দেশবাসীর এ অযোগ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

দেশবাসীর কর্ত্তৃত্বাধীনে দেশের উপযোগী যে শ্রেষ্ঠশিক্ষা তাহাই "জাতীয়-শিক্ষা।" এই জাতীয় শিক্ষাই দেশের প্রকৃত উন্নতির মূল।

প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর উপরে দেশের লোকের কর্তৃত্ব অতি সামান্য। অনেক অভাব ও ত্রুটি আমরা ইহার মধ্যে দেখিতে পাই—যাহার প্রতিকার হয় না। এই শিক্ষার ব্যয় দেশের দরিদ্র গৃহস্থগণের পক্ষে অতি দুর্ব্বহ ভার, এই ব্যয়ও ক্রমে বাড়িতেছে—কমিতেছে না। তাই দেশের প্রয়োজন অনুসারে ইহার বিস্তারও ঘটিতেছে না।

তাই জাতীয় নেতৃত্বাধানে নূতন "জাতীয় শিক্ষা" প্রবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন দেশে হইয়াছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী চলিতেছে চলুক, তাহা হইতে দেশের আংশিক যে মঙ্গল হইতেছে হউক, তার সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার বিরোধ কিছুই নাই।* কিন্তু তাহার অস্তিত্ব-সত্ত্বেও—তাহার অভাব পূরণের জন্য—দেশের বহু নূতন এই "জাতীয় শিক্ষাও" দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য—নূতন এই "জাতীয় শিক্ষাও" দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

কেন হইয়াছে? জাতীয় শিক্ষায় কি হইবে?

দেশের সন্তানগণ দেহে সুস্থ, প্রাণে উন্নত, মনে ধীমান্, চরিত্রে সুশীল, কর্ম্মে শক্তিমান্ ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ মানবে পরিণত হইবে। সুলভে সুশিক্ষা দেশে বিস্তার লাভ করিবে। দেশের ভাষা ও সাহিত্য, দেশের দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাস, বিশেষ ভাবে এই শিক্ষার স্থান লাভ করিবে—দেশের প্রতি—জাতির প্রতি—দেশের সন্তানগণের শ্রদ্ধা বাড়িবে,—এই শ্রদ্ধার ভিত্তিতে জাতীয় আদর্শে জাতীয় চরিত্র গড়িয়া উঠিবে। দেশের সম্পদবৃদ্ধির অনুকূল শিল্প ব্যবসায়াদি শিক্ষার বিস্তারে দেশের দৈন্য দূর হইবে, ব্যবসায়' বাণিজ্যের বিস্তৃতক্ষেত্রে

দেশের সন্তানগণের নূতন নূতন জীবিকার উপায় হইবে,—শিক্ষিত যুবকগণের বর্ত্তমান জীবনসংগ্রাম সহজ হইবে।

বাঙ্গলায় জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা আজ নূতন নহে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ গত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ এই কার্য্যে ব্রতী আছেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস আশানুরূপ সফলতা না হইবার প্রধান কারণ প্রকৃত মঙ্গল লাভে যে কঠোর সাধনার আবশ্যক, তাহার প্রতি দেশবাসীর উদাসীনতা।

সকলে আসুন, এই শুভ সুযোগ অবহেলা করিবেন না। জাতীয় শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হউন,—জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সকল কথা শুনুন,—পরিষৎ কি করিয়াছেন, কি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছেন একবার দেখুন। দেখিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়া তাঁহারা ভুল করিয়া থাকিলে সে ভুল দেখাইয়া দিন,—বুঝাইয়া দিন, সার্থক কর্ম্মের পথের তাঁহাদের শক্তি—আপনাদেরই এই প্রতিষ্ঠানের শক্তি—কি ভাবে কি উপায়ে পরিচালিত হইবে। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ সার্থক জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তনে দেশের মহামঙ্গলসাধনের চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করুক।

দেশবাসী সকলের সহায়তা আমরা প্রার্থনা করি। আমাদের দীন অনুষ্ঠানে সকলে আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন। দেশের গৃহস্থগণ, গৃহে গৃহে দেশের জননীগণ, দেশের ব্যবসায়ীগণ, দেশের বালক ও যুবক ছাত্রগণ, সকলকেই আমরা আহ্বান করিতেছি, আমা-এই অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

আমাদের বিশেষ একটি প্রার্থনা সকলের নিকট এই যে, সকলে এই অষ্টাহকাল কিছু কিছু সংযমে ও ত্যাগে—কিছু অর্থ বাঁচাইয়া এই মঙ্গল অনুষ্ঠানের সহায়তায় দান করুন। দেশের মঙ্গলে এই ত্যাগব্রতের পুণ্যে আপনারা ধন্য হউন,—দেশকেও ধন্য করুন। এই অষ্টাহকাল—যাঁহার যেরূপ সুবিধা কোনও ভোগ্য ত্যাগ করুন,—এবং এই ত্যাগজাত সঞ্চয় জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে দান করুন। যাঁহারা ব্যবসায়ী তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা—এই অষ্টাহকাল তাঁহাদের লাভের যৎসামান্য অংশ—যিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন—দেববৃত্তির ন্যায় এই মঙ্গল অনুষ্ঠানে উৎসর্গ করুন।

ইহা ছাড়া সামান্য অর্থ বা কোনও দ্রব্য—যিনি দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাও আমরা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইব।

জাতীয় শিক্ষা-অষ্টাহ অনুষ্ঠান সমিতি
৪।৩।এ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদক
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলি
সহকারী সম্পাদক।

বিশেষ নিবেদন।—যিনি যাহা দান করিবেন, দয়া করিয়া উপরে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। সময় অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

STARCH GLOSS.

ইহা কেবল বস্ত্র বা দ্রব্যের উপর তুলি বা ব্রুস দ্বারা লাগাইলে খুব চকচকে হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

বোরাক্স	২॥০ আউন্স।
আরবী গঁদ	২॥০ ,,
স্পারমাসেটী	২॥০ ,,
গ্লিসারিন	২॥০ ,,
ডিসটিল্ড ওয়াটার	২॥০ পাঁইট।

ইহার সহিত কয়েক ফোঁটা সুগন্ধ এসেন্স দিলে জিনিষটী সুন্দর হইবে। ইহাকে শিশিতে পুরিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। ব্যবহারের সময় এই বোতল বা শিশি হইতে ৬ চামচে লইয়া পৌনে সাত আউন্স ফুটন্ত গরম জলে দিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। ছাপা কাগজের উপর মাখাইলেও বার্ণিস করার মত চকচকে হইবে।

About Gilt Colouring.

The gilt-coloured material is a gold coloured lacquer. These lacquers can be made in almost any colour by using appropriate stains. A pale gold lacquer is made by dissolving 5 oz. of orange shellac 1/4 oz. of gamboge in 1/2 gal. of methylated spirit ; for a deep gold lacquer, dissolve 5 oz. of orange shellac, 2 oz. of turmeric, 2 oz. of gamboge, and 1/2 oz. of dragon's blood in 3 pt. of methylated spirit. The blue preparation is a blue enamel paint. These enamels can be bought at any paint shop in England. Enamel paints are made by grinding the colour with copal varnish and thinning with turpentine. The colour employed for such a blue enamel is ultramarine blue and zinc white, mixed. For preparing enamel paint a cone paint mill would be required ; the colour is first ground with sufficient varnish to form a stiff paste, and the remainder of the varnish and the turpentine are then added, and the whole passed through the mill again. Enamels on tinplate, etc., are usually stoved ; that is, after applying the paint with a soft, long-haired brush, the sheets are

placed on a level plate in an enamelling stove, and heated to a temperature of 120° to 140° C. When applying the gold lacquer the tinplate should be thoroughly cleaned with soft soap and hot water, dried in sawdust, heated on an iron plate until the hand can just bear the heat, and the lacquer applied with a long haired camel hair brush in long, straight sweeps, so that the coating may be even and free from streaks.—Work.

CHEAP SEALING WAX.

Common Bee wax (মৌ মোম)...2 lbs
Turpentine (টার্পিণ)..............6 oz
Olive oil (জলপাইয়ের তৈল)........2 oz
Red Lead (লাল লেড্ রং)........6 oz

Boil a little and stir untill it is almost cold; then cast it into a cold water, and make it up to rolls or cakes.

S. A.

সবিনয় নিবেদন।

নিজের এবং লোক জনের শারিরীক অসুস্থতার জন্য ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ সংখ্যা যথা সময়ে প্রস্তুত থাকিলেও পাঠাইতে পারা যায় নাই, তজ্জন্য বিলম্ব হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ ক্রটী ক্ষমা করেন ইহাই প্রার্থনা।

বিনীত
শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহা-কেও শিখায় না। সামান্য যে কয়খানা আছে, কেবল ॥০ আনা মূল্যে দেওয়া হই-তেছে। ডাঃ মাসুল ভি, পি, স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্খীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াস সাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-লিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তক-খানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ১।০ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাধান, পরিস্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। সামান্যই আনাইয়াছি, সুতরাং সত্বর অর্ডার করুন।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ॥৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ১।০।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমা-দের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমা-দের নাই, এমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। যে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহু-দর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎ-সকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ভি, এন, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
আমুলবেড়িয়া পোঃ, জেলা নদীয়া।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার ।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার ।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩॥০ "
¼ "	৩৲ "	৩॥০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১॥০ "	১।০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

(Registered No. C. 421.)

THE BUSINESSMAN

কাজের লোক

১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। | New Series. April 1918. | নূতন সংস্করণ। এপ্রেল ১৯১৮। | Vol. XII. No 4.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ !

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্লাক প্রত্যেক ৵০ ডজন ২৲
দোয়াত " ১০ " ।৵০

ব্লুব্ল্যাক পাইট প্রত্যেক ।০, ডজন ২৸০, কোয়ার্ট প্রত্যেক ৷০, ডজন ৫৷০, লাল পাইট প্রত্যেক ৶০, ডজন ৪৲, কোয়ার্ট ।৶, ডজন ৬৲ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না। চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়া সম্ভূত কুইনাইন আটকান জ্বর, যকৃত, প্লীহা, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৲, মাঝারি ๒০, ছোট ৷০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাজেও কল্যাণী। এই তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দ্দন করিলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা খাঁটি তিল তৈলে প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেশ ও মস্তিষ্ক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিশির মূল্য ৫ আনা, ডজন ৮৷০ টাকা।

ভিঃ পি খরচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মফঃস্বল খরিদ্দারদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

পি, এম, মিত্র এণ্ড কোং, সোল প্রোপ্রাইটার পি, সি, চাটার্জ্জী, ৩৩ নং শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

১৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(অনুমান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ ফোটা ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫।৵০, ৬।০ ও ১১৷৷০। সুগার মোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।
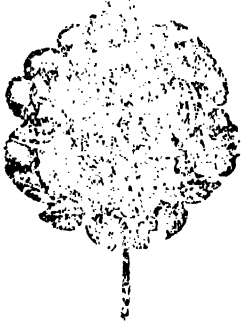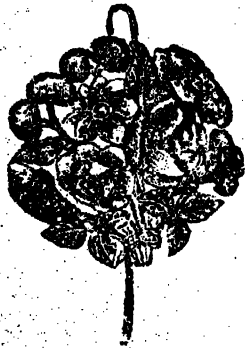
টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দেশীয় ছাপার

কালী

ব্যবহার করুন।

সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া আসিবেন। অদ্যই লিখুন।

মেঃ দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স,
ইঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স,
৫৪ নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অতি সুলভে ছাপার কাজ!

১। ব্লক খোদাই, ইলেক্‌ট্রো ব্লক, জিঙ্ক, হাফটোন ব্লক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিই।

২। সকল রকম ছাপার কাজ, চেক দাখিলা, পুস্তক, লেটার হেডিং, প্রীতি উপহার, শো-কার্ড, প্লাকার্ড, প্রভৃতি অতি সত্বরে সুলভে প্রস্তুত করিয়া দিই।

৩। বিবাহের অতি সুন্দর প্রীতি উপহার মায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দিই। কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিতে হইবে। বাকী টাকা ভিঃ পিতে আদায় হয়।

ম্যানেজার
"কাজের লোক"
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

THE

LONDON DIRECTORY

(Published Annually)

Enables traders throughout the World to communicate direct with English

MANUFACTURERS & DEALERS

in each class of goods. Besides being a complete commercial guide to London and its suburbs, the directory contains lists of

EXPORT MERCHANTS

with the Goods they ship, and the Colonial and Foreign Markets they supply ;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings ;

PORVINCIAL TRADE NOTICES

of leading Manufacturers, Merchants, etc., in the principal provincial towns and industrial centres of the United Kingdom.

A copy of the current edition will be forwarded, freinht paid, on receipt of postal Order for 25s.

Dealers seeking Agencies can advertise their trade cards for £1, or larger advertisements from £3.

The London Directory Company, Ltd.,
25, Abchurch Lane, London. E. C.

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ – টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি ; ডি, এন, রায়, এম ডি ; জে, এন, ঘোষ এল, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস ; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস ; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস ; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস ; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ! আমাদের মাদারটিংচার ।৵০ : ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৶০ ; ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল

টেরিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট-একস্পাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়. ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলায় আমোদ কাহাকেও বলিতে হইবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।

যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটি কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটা উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০৲ টাকা মাত্র। যাহাদের গ্রামোফন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে, ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান !

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	॥৵০
মাঝারী	।৵০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৸৵০।

কিটিংসের বন্‌বন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৸০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্‌স লেন, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।	New Series	নব পর্য্যায়।	Vol. XII
৪র্থ সংখ্যা।	April 1918.	এপ্রেল ১৯১৮।	No. 4

শিল্পই পরিত্রাণের উপায়।

দুই উপায়ে মানবের জীবিকা উপার্জ্জনের জটীল পন্থা সহজ-গম্য হইয়া থাকে। কৃষি এবং শিল্প। ইহার মধ্যে শিল্পই প্রধান। কারণ কৃষিতে হাজা শুকা আছে, কিন্তু দেশজাত শিল্পের উৎকর্ষতা সাধিত হইলে অন্য দেশের উৎপন্ন শস্য আয়ত্বাধীনে আনা যায়। ইয়োরোপ শিল্প প্রধান দেশ, সেই শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দেশজাত শস্য সহজেই আয়ত্বাধীন করিতে পারে। তথাপি, বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্ম্মে ইহারা কৃষিজাত দ্রব্য ও কম উৎপাদন করে না। আমাদের দেশের স্বাভাবিক উর্ব্বর ক্ষেত্রে সেইরূপ উপায় খাটাইলে এদেশে সুবর্ণ ফলিত। অতি অল্পহার কৃষিজাত শস্যও যদি এক বৎসর পূর্ণভাবে এদেশে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিন বৎসরের শস্য সংস্থান হইয়া যায়। কিন্তু এদেশের অনেক স্থানের কৃষির উপাদান জল, বৃষ্টির জল প্রচুর না হইলে জলাভাবে শস্য জন্মে না এবং কৃষক সর্ব্বশান্ত হইয়া যায়। জল সেচনের সকল স্থানে ক্যানেলাদি না থাকায় শস্য শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়—তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। এইরূপ দুর্ঘটনা এদেশে নিত্য-ঘটনা মধ্যে পরিগণিত। এদেশে কৃষির জন্য রাজা বা প্রজা উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কিছু করিয়াছেন, এ কথাটা বলা চলে না। এদেশে শিল্প এবং কৃষি উভয়ই উপেক্ষিত। কৃষি ছাড়িয়া দাসত্বের জন্য আমরা বিদেশে ছুটিয়া আসি, শিল্পে আস্থা নাই। শিল্প-প্রধান দেশে এক টাকায় লৌহে কিরূপ কার্য্য হয় দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক টাকার লৌহে দুই টাকার ঘোড়ার নাল হয়। ১ টাকার লৌহে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ্য সূক্ষ্ম সূচিকা হয়, তাহাতে ৭০ টাকার মাল জন্মে। এক টাকার লৌহে ৬৫০ টাকার ছুরি, কাটা হয়, এক টাকার লৌহে ৫০০০০ টাকার ঘড়ীর স্প্রীং জন্মে। কিন্তু কৃষিতে তেমন লাভ হয় না সুতরাং কৃষি অপেক্ষা শিল্পই যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই।

আমার প্রিয় পাঠকগণ উপরোক্ত হিসাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না। শিল্প প্রধান দেশে যন্ত্র সাহায্যে জর্ম্মাণী আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া এইরূপই নিত্য করিতেছেন। এক পয়সায় ২৫টা সূচ দেখিয়া আমরা তখন অবাক হইয়া বলিতাম যে, ১ পয়সায় ২৫টা সূচ বেচিয়া ইহাদের থাকে কি? কিন্তু কত যে বেশী লাভ থাকে, তাহা আমাদের মস্তিষ্কেই আসে না। কারণ অর্থ-নীতিতে আমরা অনভিজ্ঞ, তাই এইরূপ হিসাব দেখিয়া আমরা শুদ্ধ বিস্মিত হইয়া অলিক বিবেচনা করি।

কাঁচা মালকে কার্য্যোপযোগী করিয়া মূল্যবান করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য জাতি

এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে, তাই তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যে সমগ্র জগতের অন্ন ও বানিজ্য তাহাদের করায়ত্ত।

এদেশে যখন শিল্পের আদর ছিল, তখন ভারতজাত সূক্ষ্ম শিল্প দেখিয়া সমগ্র জগত স্তম্ভিত হইত এবং চারি দিকের নদনদী যেমন তাহাদের জলরাশি সমুদ্র গর্ভে ঢালিয়া দেয়, সেইরূপ সমগ্র জগতের অর্থ রাশি ভারতেই ঢালিয়া দিয়া যাইত। সেইজন্য ভারতের এত ধন ছিল যে, বিদেশীয় বিজেতাগণ বারম্বার লুণ্ঠন-বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিয়াও এই সোনার ভারতকে নিঃস্ব করিতে পারে নাই। সম্রাট আকবর সাহ সেইজন্য বলিয়া ছিলেন যে, ভারতের উচ্ছেদ সাধন করিলে ইহার শিল্প নষ্ট হইবে, তখন প্রকৃতই সমগ্র জগতের অনিষ্ট করা হইবে। কারণ জগতের অর্থরাশি ভারতজাত শিল্পের বিনিময়ে সাগর স্রোতের ন্যায় ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতকে এত ধনশালী রাখিয়াছে। সেইজন্য এই সম্রাট শিল্পের উন্নতির জন্য ভারতের শিল্পীগণকে উৎসাহিত করিয়া ছিলেন। সেই স্বভাবজাত ভারতীয় শিল্পীগণ বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে আত্ম বলিদান দিয়া চিরতরে বিদায় লইয়াছে! ভারত শিল্পের আবশ্যকতা ভুলিয়াছে, শিল্পে অনাস্থাবান হইয়াছে, শিল্পের কথা উঠিলে কর্ণপাত করে না, শিল্পের ইতিহাস শিল্পের পুস্তকাদি সে স্পর্শও করে না। সে দাসত্ব নিয়ত হইয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। সে অলস নীচ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, তাহার ঘরে ভাত নাই, সে চাকরীর খাতিরে বিলাসীতাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া জাহান্নামে গিয়াছে। হায়! হায়! এ দেশ কবে বুঝিবে যে শিল্পই পরিত্রাণেরও উপায়? দেশজাত দ্রব্যই দেশের লোকের আদরের সামগ্রী। এই দেশেই সব ছিল, আজও আছে, কিন্তু চক্ষু নাই যে দেখি, প্রবৃত্তি এবং অনুরাগ নাই যে তথ্যানুসন্ধান করি। কি অধঃপতনই হইয়াছে! আজ চারিদিকে বস্ত্রের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে, নারীগণ লজ্জা রক্ষায় অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে, কিন্তু আজ যদি দেশের তুলা, দেশের চরকার চলন থাকিত, দেশের তাঁতি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এমনটী দেখিতে হইত কি?

লোকে ঠেকিয়া শিক্ষা লাভ করে, কিন্তু এদেশে ঠেকিয়াও শিখে না। এ দেশের শিক্ষিত লোক নাই, শিল্পের উৎসাহ দাতা নাই, তাই এত দুর্দ্দশা হইয়াছে। পাট চাস এই দেশেই হয়, কিন্তু কেহ পাটের কল করিয়াছে কি? পাটের উপস্বত্ব বিদেশীয় ধনীর তত্ত্বাবধানে। কর্ম্মী যাহারা, তাহারা সুবিধা ভোলে না। আমরা ২॥৴০, ৩৲ মন পাট বেচিয়া দারিদ্র্যের জাঁতার পিষিয়া মরিব না কেন। মুক্তি কোন পথে? জাতীয় মুক্তি ঐ শিল্পে। দেশের চাস ও শিল্প অনাস্থার এই ফল হয়। পরিত্রাণ নাই, দারিদ্রই অপমৃত্যু জনিত মুক্তি দাতা, না খাইয়া অনাহারে মরিলেই সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। এ দেশের তাহাই হইতেছে। কৃষি এবং শিল্প উভয়ই উপেক্ষিত। কবে চৈতন্য হইবে?।

ভারতের স্বাভাবিক রং উৎপাদক দ্রব্য-সম্ভার।

—:§:—

শ্রী..................লিখিত।

মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের রং-তত্ত্ববিশারদ ডাক্তার মার্শডেন Indian Trade Jonrnal নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ভারতের স্বভাব-জাত রং উৎপাদক দ্রব্য-সম্ভার সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভারতের উদ্ভিজ্জ রং দ্বারা তুলা বা পশম রং করা কোন মতেই সম্ভব নহে; বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে কৃত্রিম রং দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ দুঃসময়েও ভারতীয় উদ্ভিজ্জ রং দ্বারা তুলা এবং পশম রং করিলেও তাহাতে কোন বিশেষ লাভ হইবে না। কিন্তু সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের সরকারী শিল্প-বিভাগ হইতে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মার্শডেনের উক্তি নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। যুক্তপ্রদেশের মন্তব্যে এইরূপ লিখিত আছে:—

যুক্তপ্রদেশের সরকারী শিল্প-বিভাগে যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান পরীক্ষাশালা আছে, তথায় যুদ্ধ আরম্ভের অব্যবহিত পর হইতেই ভারতীয় রং সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা চলিতেছে। রং সাধারণতঃ উদ্ভিদ হইতে ও আকরজ বস্তু হইতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবর্ষে এই দুই বস্তুই প্রচুর রহিয়াছে, অথচ আমরা সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিতেছি না।

ভারত রঞ্জনপ্রিয় দেশ। এক সময়ে এ দেশের লোকের কত বিচিত্র রংএর অভাব এই দেশেই পরিপূরিত হইয়াছে। তখন বিদেশ হইতে মাল আমদানী হইত না। ভারতীয় দ্রব্য ভারতবর্ষের লোকেই তখন ব্যবহার করিতে জানিত। আক্ষেপের বিষয়, অন্য যাবতীয় ভারত-শিল্পের ন্যায় রঞ্জন-শিল্পও ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এখন ভারত রঞ্জন-দ্রব্যের জন্য জার্ম্মানির মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে। জার্ম্মাণী আল্‌কাতরা হইতে যে কৃত্রিম রং প্রস্তুত করে, ভারতের রঞ্জন-ব্যবসায়িগণের এখন তাহাই উপজীব্য। এ শিল্পের কেন অবনতি হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। যাহা হউক, সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে প্রাচীন প্রথামত উৎপাদিত রং বিজ্ঞান

আবিষ্কৃত অভিনব রংএর সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই।

এখন এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বাভাবিক রঞ্জন দ্রব্য নষ্ট হইল কেন? ইহা কি কৃত্রিম আলকাতরা জাত রং অপেক্ষা অপকৃষ্টতর? বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। স্বাভাবিক রঞ্জন কোনও মতেই কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্য অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই এই রঞ্জন দ্রব্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করে নাই, কাজেই ইহাদের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা কেহই ভাল করিয়া অবগত নহে। রঞ্জন দ্রব্য স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই সমস্ত দ্রব্যে ট্যানিন, রঞ্জন এবং অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকায় তদ্দ্বারা রংএর ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়; তদ্ব্যতীত আরও নানাভাবে রঞ্জিত দ্রব্যের উৎকর্ষ নষ্ট হয়। কাজেই স্বভাবতঃ যে সমস্ত রঞ্জন দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাদিগকে যথাসম্ভব পরিশোধিত করিয়া বিশুদ্ধ রং পৃথক করিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ কার্য্য তত সহজসাধ্য নহে এবং প্রত্যেক দ্রব্যকে পৃথক পৃথক প্রথায় বিশুদ্ধ করা আবশ্যক, যেহেতু একই প্রথা সর্ব্বজাতীয় রঞ্জন-দ্রব্যের পরিশোধনে প্রয়োজ্য নহে।

এইরূপ ভাবে রং পরিশোধিত এবং বিশুদ্ধ করিয়া স্বাভাবিক দ্রব্য-সম্ভার হইতে পৃথক করিয়া লইবার পরে ইহা অন্যান্য দ্রব্যের বা রং পাকা করিবার উপাদানসমূহের সহিত কিরূপ ক্রিয়া করে, তাহা রীতিমত পরীক্ষা করা আবশ্যক। সকল রং হয়ত কোন এক বিশেষ জাতীয় তন্তুতে নাও ধরিতে পারে। তা ছাড়া সর্ব্ববিধ রং ধরাইবার কোনও একটি বিশেষ প্রথা নির্দ্দিষ্ট করাও অসম্ভব।

এই সমস্ত বিষয় রীতিমত অনুধাবন করিয়া যুক্ত প্রদেশের শিল্প বিভাগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় নানাবিধ রং উৎপাদক দ্রব্য-সম্ভার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এমন কি এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞান পরীক্ষাশালার কর্ম্মকর্ত্তৃগণ মিলওয়ালা, এবং যাঁহারা রংএর ব্যবসায়ী ও বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, তাঁহারাও বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই সমস্ত রং কোনও অংশে কৃত্রিম রং অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে, এবং তাঁহারা যে এতকাল দেশজাত স্বাভাবিক রংকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন, তাহার কোন কারণই নাই। ইতোমধ্যেই এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, শীঘ্রই দেশজাত রংএর কারখানা বিস্তৃত হইয়া উঠিবে। যদি এ ভাব স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এত বড় ভারতবর্ষকে রংএর জন্য সম্পূর্ণরূপে পরমুখোপেক্ষী হইতে হইবে না। অবশ্য আলকাতরা জাত সমস্ত রঞ্জন-দ্রব্য যে এইরূপে পরিহার করা যাইতে পারিবে, এইরূপ আশা দুরাশা, অধিকন্তু তাহা সম্ভবও নহে, কেননা অনেকস্থলে এই জাতীয় কৃত্রিম রং ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দেশে উৎপন্ন, সুলভ অথচ বেশ ব্যবহারোপযোগী রংএর জন্যও আমরা পরমুখাপেক্ষী হইব, ইহা কখনও উচিত নহে। মঞ্জিষ্ঠা, সাপাং, কোয়ার সাইট্রন, নীল, আল, খদির, লাক্ষা হইতে যে সমস্ত রং উৎপন্ন হয়, তাহা যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও এদেশে উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যুক্তপ্রদেশের পরীক্ষাশালায় যে কয়েকটি রং পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই কয়েকটি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কত বিভিন্ন জাতীয় রং উৎপাদিত হইতে পারে এবং একই রংএর ঔজ্জ্বল্যের কত তারতম্য করা যাইতে পারে।

উক্ত পরীক্ষাশালার কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করিলে এই সমস্ত রং উৎপাদক দ্রব্য-সম্ভার কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানিতে পারা যাইবে।

লাল রং।

মঞ্জিষ্ঠা (Bubia Cordifolia)—তুলাকে অতি উৎকৃষ্ট টার্কি রেড লালবর্ণে রঞ্জিত করিতে ইহা অতীব উপযোগী। কয়েক-জাতীয় মঞ্জিষ্ঠায় হরিদ্রাভ রং থাকে, এই রং পৃথক করিয়া লাগাইলে নীলাভ লাল রং হয়। মঞ্জিষ্ঠা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

পাতাং বা সাপাং কাষ্ঠ (Caesalpiuia Sappan)—ইহা দ্বারা যাবতীয় তন্তুতে লাল রং উৎপাদিত হয়। প্রচুর পরিমাণে এই কাষ্ঠ পাওয়া যায়। আলিউমিনা দ্বারা রং পাকা করিলে তুলাতে নানাবিধভাবে—গাঢ়তম হইতে ফিকে লাল পর্য্যন্ত—লাল রং ধরাইতে পারা যায়।

আল (Morinda Citrifolia) ইহা মঞ্জিষ্ঠার অনুরূপ। আলিউমিনা দ্বারা পাকাইলে ইহা দ্বারা অত্যুজ্জ্বল লোহিত (fiery red) রং পাওয়া যায়।

কুসুম (Carthamus Tinctorius)—তুলাতে ইহা দ্বারা গোলাপী রং হয়, কিন্তু তাহা পাকা নহে।

লোহিত স্যাণ্ডার্স উড (Pterocarpus Santainus)—দক্ষিণ ভারতে এই বৃক্ষ উৎপাদিত হয়। ইহার লাল রং অতীব মনোহর। আলুমিনা দ্বারা পাকাইয়া ইহা তুলায় লাগান যাইতে পারে।

কাঞ্চর (Bauhinia Racemosa)—অশ্বত্থ (Ficus Religiosa)—কাঞ্চরের ছাল এবং অশ্বত্থের মূল হইতে লাল রং উৎপাদিত হয় কিন্তু এ রং তত উৎকৃষ্ট নহে, কেননা রং অত্যন্ত "ম্যাড় মেড়ে" হয়।

লাক্ষা—এই রং সর্ব্বজন পরিচিত। মির্জ্জাপুরে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পশম, রেশম লাল রং করিতে ইহা অতীব উপযোগী।

হরিদ্রা রং।

নাসফল বা ডালিমের ছাল (Punica Granatum) জঙ্গলী নীল (Tephrosia Purpurea), অরুসা (Adhotoda Vocica) কাঁঠাল (Apocapus integrifolia), রাস্ কটিনাস (Rhus Cotinus)—এই সমস্ত হইতে হরিদ্রা রং উৎপাদিত হয় এবং প্রত্যেকটি প্রায় পাকা রং। তূলাতে রং করিতে হইলে আলিউমিনা বা টিন দ্বারা রং পাকাইয়া লওয়া আবশ্যক। যদি রং বিশুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে রংভাণ্ডে খানিকটা শিরীষ ঢালিয়া দেওয়া ভাল; এইরূপ করিলে ট্যানিন এবং অন্যান্য অনাবশ্যক পদার্থ অধঃস্থ হইয়া যায়।

রসুতঃ (Barberry)—ইহা অতি উৎকৃষ্ট রং। কুমায়ুন পর্ব্বতের একটি কারখানায় বারবেরী হইতে রং উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে।

রোলি বা কমিলা চূর্ণ (Mallotus Philippinensis)—রেশমে ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট হরিদ্রা রং করা যায়।

হরসিংহর ফুল (Nyctanthes Arbor tristis)—ইহা হইতে সর্ব্ব দ্রব্যে অত্যুজ্জ্বল হরিদ্রা রং উৎপাদিত হয়, তবে তত পাকা হয় না। আলিউমিনা দ্বারা পাকাইলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

হলুদ (Turmeric) তেসু (Butea Frondosa) তুত (Cedrela Toona)—এই সমস্ত হরিদ্র রং তত উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু যাহাতে তেসু পাকা করা যায়, তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং চেষ্টা সফল হইয়াছে।

নীল রং।

কেবল মাত্র নীল গাছ হইতেই নীল রং উৎপাদিত হয়। এই স্বাভাবিক নীলের কার্য্যকারিতা সর্ব্বজন পরিচিত।

বাদামি বা খাকী রং।

খদির (Acacia Catechu), আখরোট (Juglans Regia)—খদির তুলার জন্য ও খারোট পশমের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উভয় হইতেই বাদামী রং হয় এবং এই রং অত্যন্ত পাকা। এই দুইটি দ্রব্যই অত্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপর্য্যুক্ত রং নানাবিধ রং পাকাইবার পদার্থের সহিত ব্যবহার করিলে নানাবিধ গাঢ়ত্বের রং পাওয়া যায়। যথা লাল রং টিন দ্বারা পাকাইলে সাধারণ লাল, আলুউমিনা দ্বারা পাকাইলে ক্রিমসন্, লৌহ দ্বারা পাকাইলে বেগুনিয়া বা বেগুনিয়া-লোহিত, ক্রোম দ্বারা পাকাইলে মেরুণ রং পাওয়া যায়।

হরিদ্রা এবং লোহিত রং মিশাইলে রক্ত লোহিত এবং কমলার রং পাওয়া যায়। সেইরূপ হরিদ্রা এবং নীল মিশাইলে হরিৎ রং পাওয়া যায়। এইরূপ নানাবিধ রংএর সমন্বয়ে নানাবিধ রং পাওয়া যায়। কাল রং, সেলেটের রং, সেলেটের রং বা পাশুটে রং করিবার জন্য ট্যানিন এবং লৌহ সালফেট ব্যবহার করা যাইতে পারে। গাঢ় নীলের সহিত ফেরাস সালফেট মিশাইলে ঘোর কৃষ্ণ রং পাওয়া যায়।

পর পৃষ্ঠায় যে তালিকা উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে ১০০ পাউণ্ড কোনও দ্রব্য দেশজাত রং আল্‌কাতরা জাত রং দ্বারা রঞ্জিত করিলে কিরূপ ব্যয় হয়, তাহার তুলনা করা হইয়াছে।

	দেশজাত রঞ্জন দ্রব্য-সম্ভার।			দেশজাত দ্রব্য-সম্ভারের সহিত আলকাতরা জাত রংএর তুল্যমূল্যতা।			টিপ্পনি।
	দ্রব্যের নাম।	বর্ত্তমান বাজার দর (মণ করা।)	১০০ পাউণ্ড দ্রব্য রঞ্জিত করিবার ব্যয়।	দ্রব্যের নাম।	বর্ত্তমান বাজার দর (পাউণ্ড করা।)	১০০ পাউণ্ড দ্রব্য রঞ্জিত করিবার ব্যয়।	
লাল রং	মঞ্জিষ্ঠা	১৫৲	৯৶৹	আলিজারিন শতকরা ২০ ভাল দল।	১০৲	৫০৲	
	সাপাং কাষ্ঠ	৮৲	৩৲	মাদ্রাজি পাকা রং	২৫৲	৭৫৲	
	লাক্ষা	৫৲	১০৲	আনিলিন্ রং	১২৲	৩৬৲	কেবল পশমের জন্য।
হরিদ্রা রং	তেসু ফুল	৫৲	৪৸৶৹	ক্রাইসোফেনিন	১২৲	২৮৲	
	নাসফল	৫৲	৪৸৶৹	ক্রাইসোফেনিন	১২৲	২৪৲	
বাদামী	খদির	৩০৲	২৸৹	পাকা খাকি	১২৲	২৮৲	
	দানোয়াসা	১০৲	৩৸৹	ম্যাঙ্গানিস ব্রাউন	১৫৲	৪৫৲	কেবল পশমের জন্য।

এই তালিকায় রংএর যে বাজার-দর লিখিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক নহে; যুদ্ধের জন্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ অবসানের পর আল্‌কাতরা-জাত কৃত্রিম রংএর মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইবে। তখন উদ্ধৃত তুলনা দ্বারা এই দুই রংএর পরিমাণ বা ব্যয় বুঝা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যদি দেশজাত রংএর আমদানি ও উৎপাদন বিষয়ে যত্ন থাকে, তাহা হইলে ইহাদেরও মূল্য বিশেষ হ্রাস হইবে।

১০০ পাউণ্ড দ্রব্য রং করিবার জন্য যে ব্যয় লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল রং খরিদের জন্য। অন্যবিধ যাবতীয় ব্যয়, যথা রং পাকাইবার, রং জ্বাল দিবার, মজুরীর ব্যয় ধরা হয় নাই। বিজ্ঞান।

সিমলা যাত্রীর পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

এইত গেল এদিকের অবস্থা, তাহা ছাড়া আমাদের পশ্চাতের বারান্দার ঠিক সম্মুখে জলের কল, এবং রন্ধনশালা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। আমাদের দ্বিতলে যে কয়টী বাবু ছিলেন, তাঁহাদের আহারাদির জন্য দুইজন মহারাজ অর্থাৎ পাচক ব্রাহ্মণ, এবং তিনজন ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। একজন ভৃত্য সমস্ত ঘরে ঝাড়ু দিবে, বিছানা তুলিবে এবং পাড়িবে আর বাবুদিগকে তামাকু দিবে। দ্বিতীয় ভৃত্য পায়খানায় জল দিবে, স্নানের জন্য উষ্ণ জল দিবে, চা দিবে, দুগ্ধ গরম করিয়া দিবে এবং বাবুদের কোন দ্রব্যাদি আবশ্যক হইলে আনিয়া দিবে। তৃতীয় ভৃত্য বাজার করিবে, বাসন মাজিবে এবং পাচক ব্রাহ্মণদের নিকট অনবরত থাকিবে। এই সমস্ত খরচা এবং আহারাদির ব্যয় যাহা হয়, তাহা হিসাব করিয়া সকলে মিলিয়া বহন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, অদ্য হইতে আমিও ইহাঁদের মধ্যে একজন মেম্বর হইলাম।

কোন কর্ম্মচারী পীড়িত হইলে সরকারী হাঁসপাতাল হইতে চিকিৎসা হয়, এবং বিনা-খরচে ঔষধাদি পাওয়া যায়। কঠিন পীড়া হইলে অফিসের কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ দিলে সরকারী বড় ডাক্তার স্বয়ং এখানে আসিয়া চিকিৎসা করেন এবং ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, তাহার জন্য ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের মূল্যাদি লাগে না। পাঠক, অদ্য এই পর্য্যন্ত। বেলা ৯টা বাজিয়াছে, এখনই আমার গোলামীখানায় ঘণ্টা বাজিবে, একটু অপেক্ষা করুন, ক্রমশঃ সমস্তই শুনিতে পাইবেন। আমি তাড়াতাড়ি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, রঘুবর, রঘুবর, "তৈল্ অউর গরম পাণী লেয়াও" ভৃত্য তাড়াতাড়ি একটু তৈল ও এক বাল্‌তী গরম জল আনিয়া আমার স্নানাগারে পৌঁছাইয়া দিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম— এ ঘরে একেবারে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না, সমস্তই ঘসা কাঁচ দিয়া বদ্ধ। লোকে বলে, স্নান করিবার সময় অঙ্গে বাতাস লাগিলে তৎক্ষণাৎ সেইখানে বেদনা ধরিবে। সেইজন্যই সরকার বাহাদুর এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি বহু কষ্টে সেই এক বাল্‌তী জলে স্নান করিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। মহারাজ আমাদিগকে ২ থালা ভাত দিল, আমরা বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। অতঃপর আহারাদি সমাপনানন্তর যখন আমি ঘরে আসিতেছি, তখন দেখিলাম, আমাদের আফিসের কয়েকটী বাবু 'ধড়া" "চূড়া" পরিধান করিয়া সোপানাবতরণ করিতেছেন। এখানে অধিকাংশ লোকই কোট, প্যাণ্ট টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার কারণ অন্য কিছুই নয়, কেবল দারুণ শীতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য। শীতের প্রকোপ এখানে খুব বেশী। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও এখানে রাত্রে লেপ ব্যবহার করিতে হয়। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি, কেহ বা কোটের বোতাম দিতে দিতে সবেগে ধাবিত হইতেছেন, কেহ বা জুতায় ফিতা বাঁধিতেছেন, কেহ বা টুপিটি মস্তকে দিবারও সময় পান নাই, উহা হস্তে করিয়াই তাঁহাদের পশ্চাদানুসরণ করিতেছেন। তখন বেলা ১০টা বাজিয়াছে, আমিও তাঁহাদের দেখাদেখি ঘরে আসিয়া আমায় একটী বহু প্রাচীন কোট এবং প্যাণ্ট ছিল, পরিলাম। তাহা আবার ২।৩ স্থানে তালি দেওয়া। আমি সঙ্গীগণের সমকক্ষ হইবার জন্য তাহাই পরিধান করিলাম এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলাম। ধন্য দাসত্ব! ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি! তুমিও মজিলে এবং এই সমগ্র বাঙ্গালী ভারত-বাসীকে মজাইলে! তাই কবিবর ৺ নবীন চন্দ্র অনেক দুঃখে বলিয়াছিলেন—

"দাসত্ব শৃঙ্খল ভার,
ঘুরিবে না জন্মে আর,

একই শৃঙ্খলে সব হ'বে শৃঙ্খলিত।"

বাস্তবিক দাসত্ব ভাব আমাদের মর্জ্জার ভিতর এমনি ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইদানিং উহা দূরীভূত হওয়া সুদূর পরাহত। তাই আজ আমরা বাঙ্গালী একই শীকলে বাঁধা পড়িয়াছি।

উপস্থিত আমি বেশ আছি গভর্ণমেণ্ট আফিসে চাকুরী করিতেছি, এবং সরকারী বাঙ্গালায় বাস করিতেছি। আহারাদিরও কোনরূপ কষ্ট নাই। আমার পুত্রটী সদা সর্ব্বদা ত্রিতলে বড় বাবুর কামরাতেই থাকে,

তাহার পুত্র সন্তান হয় নাই, সেই জন্য তিনি ইহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, তাঁহার স্ত্রীও ইহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের এবম্বিধ যত্নে সেই অবোধ বালক অকালে মাতৃহারা হইয়াও পূর্ব্বশোক একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। সে দিন দিন তাহার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া বেশ দিনাতিপাত করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

——:০:——

ভিক্ষা বৃত্তি নিবারণ চেষ্টা।—গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই বিষয়ের যথোচিত আলোচনার জন্য এক বে-সরকারী কমিটি বসিয়াছে। রেভারেণ্ড ডাক্তার হিউম, মিঃ গান্ধি, মিঃ অম্বালাল সরাভাই, মিঃ পাটেল প্রভৃতি কমিটির সভ্য। যাহাতে পিতামাতা অল্প বয়স্ক বালক বালিকাকে ভিক্ষা-বৃত্তি শিখাইতে না পারে, কিংবা গুরুর যুবক চেলাদের ভিক্ষায় দীক্ষিত না করে; সেইরূপ বিধি প্রণয়ন জন্যই বোম্বাই নগরে চেষ্টা চলিতেছে।

এই চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কলিকাতা নগরে ৫৬২৪ ব্যক্তি ভিক্ষাজীবী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কর্ম্মক্ষম। সমাজ ইহাদের কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতেছে, অধিকন্তু ইহারা একের শ্রমার্জ্জিত অন্নে ভাগ বসাইতেছে। ইহারা সর্ব্বত্রই সমাজের বোঝা হইয়া রহিয়াছে। নিখিল ভারতের অধিবাসী মধ্যে শতকরা ১০৩ ভিক্ষাজীবী অর্থাৎ ৪২ লক্ষ ২২ সহস্র ২৪১ জন লোক ভিক্ষা ব্যবসার দ্বারা উদর পূর্ণ করিতেছে। কয়লার খনিতে, চা-বাগানে, পাটের ও কাপড়ের কলে, প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে লোকের দরকার, কিন্তু খাটিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। কর্ম্মক্ষম ভিখারীগণ যদি ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, তবে দেশের ধনের পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইত।

বঙ্গের পুলিশ বিভাগের ব্যয়।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় পুলিশ বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ জন্য এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পুলিশের ব্যয় প্রত্যেক বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান বৎসর ঐ ব্যয় ৪০ লক্ষ টাকা বাড়ান হইয়াছে। গত ১২ বৎসর মধ্যে ঐ ব্যয় ৩৫ লক্ষ হইতে ১৩৭ লক্ষে পঁহুছিয়াছে। অর্থাৎ ১২ বৎসরে ব্যয় শতকরা ৩০০ বাড়ান হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন—গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বৎসরই আমাদিগকে এই কথা বলিতেছেন যে, পুলিশের ব্যয় না বাড়াইলে তাঁহারা শান্তি রক্ষা কার্য্যে সমর্থ হইবেন না। এমন যুক্তি ২১ বৎসর বৎসর শুনা যাইতে পারে। তবে সরকার বাহাদুর যদি প্রত্যেক বৎসরই বলিতে থাকেন, "ঐ বাঘ" "ঐ বাঘ" তাহা হইলে সেই যুক্তি জনসাধারণ সত্য বলিয়া মনে না করিতেও পারেন।" সুরেন্দ্রবাবু ইহাও দেখাইয়াছেন যে, গত বৎসর বিদ্রোহীদের উৎপাত বাড়ে নাই, তবু পুলিশের ব্যয় বাড়ান হইয়াছে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, জল পুলিশের জন্য ষ্টীম লঞ্চ নির্ম্মাণে এবং অস্থায়ী গোয়েন্দা পুলিশ বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য গবর্ণমেণ্ট অর্থব্যয়ে সমর্থ, অথচ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য শতকরা ১০ টাকা বেশী ব্যয় বাড়াইতে পারিতেছেন না; পরন্ত খাল খনন ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যয় শতকরা ৩৫ টাকা হ্রাস করিয়াছেন।

যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক পানীয় জল পাইতেছে না, ম্যালেরিয়ায় যে দেশ উৎসন্ন হইতেছে সেই দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যয় হ্রাস করিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপ করিতেছেন। এই প্রেসিডেন্সির মিউনিসিপালিটিসমূহ পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১৬ প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মানে ৪০ প্রকার উপায় দেখাইয়াছেন। উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১ লক্ষ ২৬ সহস্র মুদ্রা আবশ্যক, কিন্তু ঐ অর্থ পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশের যখন ষ্টীম লঞ্চ না হইলেই নয়, তখন ঐ সকল স্বাস্থ্যবিধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সঞ্জিঃ

বস্ত্র ও কেরোসিন তৈল।

বস্ত্র ও কেরোসিন তৈলের মূল্য দুইগুণ হইয়াছে, এ জন্য দরিদ্রদিগের দারুণ ক্লেশ হইতেছে, ইহার উপর ময়দা, ঘৃত; কয়লা, চিনি প্রভৃতি আছে। বস্ত্রের মূল্য সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু যেরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে ঐ কার্য্য হওয়া উচিত, সেরূপ ক্ষিপ্রতা না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। বস্ত্রের মূল্য প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা স্বাভাবিক বৃদ্ধি বলিয়া মনে হয় না। ভরসা করি, কর্ত্তৃপক্ষ ত্বরা সহকারে অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিবেন।

রাজা মণিলালের সুখ্যাতি।—পত্রান্তরে কোন সংবাদদাতা জানাইয়াছেন,—

"রাজা শ্রীযুক্ত মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর বর্দ্ধমান জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত জেলার কার্য্যে মনোযোগ করিয়াছেন। গত ৫ই এপ্রিল শুক্রবার তিনি বর্দ্ধমান কাল্না বড় রাস্তা পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। রাস্তায় আটঘরিয়া নামক গ্রামের স্কুল-প্রাঙ্গণে এক সভা হয়। পল্লীবাসীর অভাব অভিযোগ শুনিবার জন্য রাজা

সেই সভায় তিন চারি ঘণ্টাকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আটঘরিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বংশীবট সিংহ রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে গ্রামের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে এই সভায় রাজাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। তাহাতে প্রার্থনা করা হয়—এই গ্রামের স্কুল ও ডাক ঘরের নিকটবর্ত্তী প্রশস্তময়দানে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হউক। রাজা সকল কথা শুনিয়া সেখানকার সার্কেল আফিসারের হাত দিয়া তাঁহার কাছে এ সম্বন্ধে দরখাস্ত পাঠাইতে বলিয়াছেন।

জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে রাজা মণিলালের এই সুখ্যাতি শুনিয়া সুখী হইলাম।

কাগজের জন্য বংশপিণ্ড।

বোম্বাই প্রদেশের কানাড়া জেলায় বিস্তর বাঁশ জন্মিয়া থাকে। বিখ্যাত টারনার মরিশন কোম্পানি বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ারির উপযুক্ত পিণ্ড প্রস্তুতের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন,—ইহাঁরা বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নিকট এই জেলার বাঁশের সুবিধা পাইবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন,—কানাড়া জেলার বাঁশবনসমূহ এই কোম্পানির নিমিত্ত দুই বৎসরের পরীক্ষার জন্য রিজার্ভ বা বিশেষরূপে রক্ষিত হইবে,—আর সাত বৎসর কাল গভর্ণমেণ্ট এই জেলার বাঁশ এই কোম্পানি ব্যতীত অপর কাহাকেও বিক্রয় করিবেন না। আজকাল কাগজ যেরূপ দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এদেশেই কাগজ তৈয়ারির চেষ্টা একান্ত আবশ্যকই বটে;—টারনার মরিশন কোম্পানি ইহার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন,—ইহাও কতকটা আশাপ্রদ নিশ্চিতই—তবে এই বাঁশবনগুলি একবারে সাত বৎসরের জন্য একমাত্র ইউরোপীয় কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া গভর্ণমেণ্টের উচিত হয় নাই। দেশীয় কোম্পানীদের জন্যও ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল। পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ের অল্-ইণ্ডিয়া-ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট ব্রহ্মদেশে কাগজ তৈয়ারির উপযোগী বংশপিণ্ড প্রস্তুতের আয়োজন করিতেছেন। এই সিণ্ডিকেটের পক্ষ হইতে এম ডি মুমানা ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মধ্যব্রহ্মের টুঙ্গু জেলায় এই কার্য্য করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ইহাঁরা নিজের বিশেষ প্রণালীতে বাঁশ থেৎলাইয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিবেন এবং কাগজ তৈয়ারির জন্য তাহা বিলাতে পাঠাইয়া দিবে। ইহা হইতে শ্বেতবর্ণের উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে, তবে ১৯২০ সালের পূর্ব্বে কার্য্যারম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। টুঙ্গু জেলায় পিণ্ড তৈয়ারির প্রায় ত্রিশটা কারখানা বসানো হইবে বলিয়াই আপাততঃ প্রকাশ। যামাল ব্রাদার্স বংশপিণ্ড তৈয়ারির জন্য ব্রহ্মে বাঁশের একচেটিয়া অধিকার চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহা দেন নাই। কিন্তু বোম্বায়ের এই ইণ্ডষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের এ পক্ষে সম্মতি ও সহানুভূতি পাইয়াছেন। দেখা যাউক কার্য্যতঃ কিরূপ ঘটে।

বর্ষশেষ।

বাঙ্গালায় এক বর্ষ অতিতের ক্রোড়ে অন্তর্হিত হইল। এখন এই সাল তামামিতে আমরা যদি জীবনের একটা হিসাব করিয়া দেখি, তাহা হইলে ক্ষুব্ধ হইতে হয়। এই বর্ষ শেষের সঙ্গে জীবনেরও একবর্ষ কমিয়া গেল। সেইজন্য কবিবর পোপ গাহিয়াছেন:—

"Year following year,
steal something every day,
At last they steal us,
from ourselves away."

"বর্ষ পরে বর্ষ আসে
চুরি করে লয়ে কিছু যায়।
জীবন লইয়া অবশেষে
চিরতরে হায়রে পলায়॥

এ জীবনকে অমর করিতে পারিলে বর্ষ পরে বর্ষ চলিয়া যাইলেও মানবের সৎকার্য্য তাহাকে জীবিত রাখে, সেই কীর্ত্তি এবং সৎকার্য্যই অমরত্ব, যাহার কীর্ত্তি থাকে, সেই অমর। বল দেখি ভাই! আমরা কয়জন এই সৎ নাম, সৎকীর্ত্তি রাখিতে যত্নবান? আজ আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় আধিপত্য যখন ভারতকে পদদলিত করে নাই, তখন অর্দ্ধ শিক্ষিতই বল, আর মূর্খই বল, যাহারা ছিল, তাহারা এই কীর্ত্তি রক্ষার জন্যই যত্নবান হইত। ক্রমে ক্রমে দেবালয়, অতিথিশালা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা এমন অমর নাম রক্ষা করিয়া গিয়াছে, যে কত শত বর্ষ তাহারা কালের কবলে আত্মসমর্পণ করিলেও আজ তাহাদের অমর কীর্ত্তি তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। বর্ষ শেষ হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। জীবনের বর্ষ হিসাব করিতে হইলেই জীবনের সৎকার্য্য গণনা করিয়া হিসাব নিকাশ করিতে হয়। "সব যায়, থাকে সৎনাম, সৎকীর্ত্তি অমর জগতে" হে ধীমান্, শুদ্ধ আহার বিহারেই জীবনাতিপাত করিও না, দেখিতে হইবে, জীবনের এত দীর্ঘ সময়ে আমি উল্লেখযোগ্য কি করিয়াছি—কবি সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন" A good name is rather to be choosen than great riches" প্রচুর ধন সম্পত্তি অপেক্ষা সৎনামই মূল্যবান। তাহা হইলেই জীবনের সার্থকতা হইয়া যায়।

আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ। নববর্ষ আপনাদের পক্ষে শুভ হোক, সৎকার্য্যদ্বারা আপনাদের জীবন অমরত্ব লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। মানব ধনী হউক, দরিদ্র

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হউক, সংকার্য্যের বাসনা থাকিলে তাহা তাহার পক্ষে অসাধ্য কার্য্য নহে।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা।

Silver-Polish.

রৌপ্যের দ্রব্য পরিস্কারের পালিস।

কষ্টিক আমোনিয়া	...	৫ ভাগ
জল	...	২০০ ভাগ
সোডিয়ম্ হাইপোসল ফাইট		২৫ ভাগ
আমোনিয়ম্ ক্লোরাইড্	...	১০ ভাগ

এই মিশ্রণ রৌপ্যের দ্রব্যে মাখাইয়া তাহার পর একটু শুষ্ক হইলে শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড বা শাময় লেদার দ্বারা মৃদু ঘর্ষণ করিলেই রৌপ্য পালিস হইয় উজ্জল হইয়া যায়।

যে কোনপ্রকার রৌপ্য পালিস হউক না কেন, ইহাদ্বারা রৌপ্য কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সুতরাং নিতান্ত আবশ্যক না হইলে অধিক ঘন ঘন ব্যবহার করা উচিত নহে। তবে আমরা যে চা খড়ি প্রভৃতি মাখাইয়া সজোরে ঘর্ষণ করি, তাহা অপেক্ষা ইহা দ্বারা যে কম ক্ষয় হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই আরক দ্বারা রৌপ্য দ্রব্যের ময়লা অবিলম্বেই নষ্ট হয় এবং সামান্য ঘর্ষণেই উজ্জল হইয়া উঠে। ইহাকে শিশিতে পুরিয়া পেটেণ্ট করিয়াও বিক্রয় করা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার চূর্ণ।

Silver Polish Powder.

হোয়াইটিং সূক্ষ্ম চূর্ণ	...	১৫ ভাগ
সোডা	...	১৷৷ ভাগ
সাইট্রিক য়্যাসিড্	...	৳ ভাগ

সমস্ত গুলিকে পিষিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে। ব্যবহারের সময় একটু ন্যাকড়াকে জলে ভিজাইয়া এই পাউডারে স্পর্শ করিয়া তাহা দ্বারা রৌপ্য পাত্রের গাত্রে লাগাইতে হইবে, তাহার পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই উৎকৃষ্ট পালিস হইবে। ইহাও পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের বা কাষ্টের কৌটায় লেবেল দিয়া বাজারে দিলে বিক্রয় হইবে।

পশম ধৌত করিবার আরক।

সোডা চূর্ণ	...	৩৫ ভাগ।
সাবান চূর্ণ	...	১০ ভাগ।
সাল আমোনিয়াক	...	১০ ভাগ।

ইহা জলের সহিত গুলিয়া পশম ধৌত করিলে পরিষ্কার হইবে। ৫৭ পৃঃ দেখুন।

সামাজিক হিত সাধন মণ্ডলীর প্রদর্শনী।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ।

—:§:—

সংখ্যামূলক ও অপর নানা প্রকার চিত্র-দ্বারা হিত সাধন মণ্ডলী কলিকাতার অধিবাসিদের সম্মুখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয় স্পষ্ট করিবার জন্য এক প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। প্রায় ২ সপ্তাহ কাল ঐ প্রদর্শনী খোলা ছিল। কলিকাতার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্র ঐ প্রদর্শনীতে গমন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। পাঠক গণের নিকট আমরা উহার তথ্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। উক্ত প্রদর্শনী ভারত-বাসীর বিশেষতঃ বঙ্গদেশ বাসীর শিক্ষার দুর্গতি যেন চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। শিক্ষার প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ সকলের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে, চিত্রে অতি সুন্দর ভাবে তাহা অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। ভারতে শতকরা ৫ জনের মাত্র অক্ষর পরিচয় হইয়াছে। অন্যদেশ ভারতবর্ষের কতউর্দ্ধে রহিয়াছে। ১০০ জন মধ্যে :—

আমেরিকায়	৯৯.২
ইংলণ্ডে	৯৯
জাপানে	৯৫ জনের

অক্ষর পরিচয় হইয়াছে, ঐ স্থানে ভারতবর্ষে ৫ জন মাত্র। বাঙ্গালীর মূর্খতাও অতি ভয়ঙ্কর। বঙ্গদেশে এতকালে শতকরা ৭৭ জনের বর্ণ শিক্ষা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে দেশীয় নৃপতিদের রাজ্যে কোন কোন স্থানে শিক্ষার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে :—

ত্রিবাংকুরে	শতকরা— ১৫ জনের
বরদায়	শতকরা— ১০ জনের

বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশের অবস্থা কি? এই দেশের ৭ জন পুরুষ মধ্যে ৬ জনে এবং ৯৯ জন স্ত্রীলোক মধ্যে ১ জনে অক্ষর পড়িতে জানে। এই দেশে কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাও দেখুন। ১০০ জন মধ্যে

হিন্দু	১১.৯
ব্রাহ্ম	৭৮.২
মুসলমান	৪.১
খৃষ্টান	৪৬.৪ জনের

অক্ষর পরিচয় হইয়াছে। অন্যভাবে দেখুন। বঙ্গদেশে কোন জাতির মধ্যে লেখাপড়া কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে, নিম্নের তালিকায় তাহা দেখুন :—

শতকরা	
বৈদ্য	৭১.৯
ব্রাহ্মণ	৬৪.৩
ব্রাহ্ম	৮৬.৬
কৈবর্ত্ত	২০.৭
কায়স্থ	৫৬.৮
নমঃশূদ্র	.০৯

১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে

উক্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। তখন এই দেশে বৈদ্য ৮৮৩২৪, ব্রাহ্মণ ১১৮২১৭০, ব্রাহ্ম ১৫২৯, কৈবর্ত্ত ২০৩৬১২৯, কায়স্থ ১১০৭৩৩৭ এবং নমঃশূদ্র ১৮৬০৭০৫ ছিল।

বঙ্গদেশে ১০০ জন মধ্যে ১ জন ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারে। (ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য শিল্পের জের।

—:§:—

হস্তিদন্ত বক্র করিবার উপায়।—Benzine দিয়া হস্তিদন্তকে সম্পূর্ণ তৈল শূন্য করিতে হইবে, পরে ইহা ফুটন্ত গরম জলে রাখিতে হইবে, হস্তি দন্তের পাতলা দ্রব্য ১৫।১৬ মিনিটের বেশী রাখা উচিত নয়। মোটা দ্রব্য গুলিও ২০ মিনিটের বেশী রাখা উচিত নয়। নরম হইলেই গরম জল হইতে বাহির করিয়া বাঁকাইয়া লইতে হয়, এবং পরে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা করিতে হয়। আবার অন্য উপায়ে হস্তি দন্ত বাঁকান যায়। Phopshoric acid এ ভিজাইলে নরম হয়, নরম হইলেই acid হইতে তুলিয়াই উত্তমরূপে জলে ধৌত করিয়া বাঁকাইয়া লওয়া যায়, পরে গরম জলে রাখিয়া দৃঢ় করিলেই হইল। এই টুকু দেখা প্রয়োজন যে, গরম জলে দিয়া দৃঢ় করিবার সময় দুই তিনটি যেন পরস্পর সংলগ্ন না হয়।

পিপে বা এইরূপ কোন দ্রব্যে লিখিবার কালী।—একটা কেট্‌লীতে দশ সের রজন গলাইয়া লও, তাঁহাতে আস্তে আস্তে, অল্পে অল্পে অর্দ্ধ সেরের পাঁনে ব্যবহারের চুণ মিশাইয়া দাও। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মিশ্রিত পদার্থ পরিষ্কার না হয়, ততক্ষণ ফুটাইতে থাক; তাহার পর এক সের তিসির তেলের বার্ণিস ঢালিয়া দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাক। ইহাতে দেড় সের তিসির তৈলে কোন ধাতব রংএর দ্রব ঢালিয়া দাও। অবশেষে ৯ সের বাজারের বেনজিন ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। এই রংএর বিশেষত্ব এই যে, পিপার গায়ে লিখিবা মাত্র কালী শুষ্ক হইয়া যায়। কাজেই মুছিয়া যাইবার ভয় থাকে না। বিঃ

বিখ্যাত মিল্ক অফ রোজ।—শুভ্র বাদাম ১½ আউন্স, বাদামের তৈল ১½ আউন্স, গায়ে মাখিবার সাবান (মূল্যবান এবং শ্বেত বর্ণ) ১ ড্রাম; গোলাপজল ¾ পাইট। সমস্ত গুলি মিশ্রিত করিয়া একটা মলমের মত প্রস্তুত কর। এসেন্স অফ রোজ ½ ফ্লুইড আউন্স মিশ্রিত কর। পরে গোলাপজল ঢালিয়া ১ পাইট কর। কেহ কেহ এই রেকটিফাইড স্পিরিট এ অয়েল অফ বারগামট, অয়েল অফ ল্যাভেণ্ডার ও গোলাপের আতরের কয়েক ফোঁটা মিশাইয়া দেয়। ইহাতে মিল্ক অফ রোজের সৌরভ বৃদ্ধি পায়, এবং ব্যবহারে পরম তৃপ্তি হয়।

গাত্র চর্ম্ম পরিষ্কার রাখিবার উপায়।—সোহাগা ৬ ড্রাম, গ্লিসারিণ ½ আউন্স, গোলাপ জল ১২ আউন্স; স্নানের পর গা মুছিয়া পরিষ্কার স্পঞ্জের দ্বারা উক্ত দ্রব্য কয়েকটির মিশ্রণ গায়ে লাগাইয়া অল্পক্ষণ পরে মুছিয়া ফেলিলে চর্ম্মের কোমলত্ব ও শুভ্রত্ব বৃদ্ধি পায়, বা সংরক্ষিত হয়।

ব্যাট প্রস্তুত।

ব্যাট বল অনেকেই খেলিয়া থাকেন, কিন্তু কোন্ কাষ্ঠে ব্যাট প্রস্তুত হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। উইলো নামক এক প্রকার বিলাতি বৃক্ষ আছে। আমাদের দেশেও আজকাল এইরূপ গাছ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় বাগানে এই গাছ রোপণ করা হয়, দেখিতে বিশেষ সুদৃশ্য নহে। ডাল পালা সর্ব্বদাই অবনত, মনে হয়, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ (weeping willow)। সেই জন্য আমাদের দেশে ও সর্ব্বত্রই সাহেবদের সমাধিক্ষেত্রে ইহার প্রাচুর্য্য অধিক। গাছটি ১৫ ইঞ্চি মোটা হইলে ব্যাটের জন্য কাটা হয়। শীতকালেই গাছ কাটা হয়, কারণ বৃক্ষের রস তখন অতি নিম্নে থাকে। ডাল পালা বাদ দিয়া কেবল কাণ্ডটী কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। ব্যাটের দীর্ঘতার মাপে গুঁড়ি গুলিকে টুকরা টুকরা করা হয়। যদি একটি এক সের ভারি ব্যাট প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ২০ সের ওজনের কাষ্ঠ খণ্ড প্রয়োজন হয়।

অতঃপর ব্লেডগুলিকে মজাইতে দেওয়া হয় (seasoning) অর্থাৎ রৌদ্র বা আর্দ্রতা লাগিলে যেন বক্র বা অন্য কোনরূপ না হয়। এইরূপে কাঠগুলি ১ বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়। তাহার পরে বাটালী দিয়া কাঠগুলিকে ব্লেডের ন্যায় সুডৌল করা হয়। এইটী অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য। তাহার পরে কাষ্ঠগুলিতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। কারিকরগণ বলিয়া থাকে যে, একটি ব্যাট হইতে একটা ছোট বাটীর এক বাটী তৈল নিঃসৃত করা হয়।

আটটা কিম্বা অল্প সংখ্যক বেত্র সিরিস দিয়া জুড়িয়া ব্যাটের হাতল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একখণ্ড রবার দেওয়া থাকে। পরে হাতলের মুখ সূক্ষ্ম করিয়া ব্যাটের ব্লেডে প্রবেশ করাইয়া অতি উৎকৃষ্ট শিরীস দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। যখন ব্লেড ও হাতল এক হইয়া যায়, তখন তাহাকে কুঁদ যন্ত্রে ফেলিয়া হাতলকে গোল করিয়া লওয়া হয়। ইয়োরোপে ইহা একটা বিশেষ অর্থকরী শিল্প।

ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা ছিল, আর লইব না।

Flashes of Thoughts.

আত্মসম্মান বোধ।

"Self-love my leige, not so vile a sin as self-neglecting."

Shakespear.
King Henry—

আপনাকে অবজ্ঞা করা একটা পাপ— সর্ব্ব শাস্ত্রেই আত্মসমান বোধের প্রশংসা দেখা যায়, যাহাদের সেই আত্মসম্মান জ্ঞান নাই, তাহারা চিরঘৃণীত।

পাশ্চাত্য কবি শেকসপিয়রের "কিং হেনরীতে" উপরোক্ত সুন্দর উক্তিটী দেখা যায়।

"হে রাজন্—আত্মপ্রেম নহেক নিকৃষ্ট পাপ তত আত্মঘৃণা চেয়ে।"

হিন্দুর আত্মাই পরম পুরুষ -সে আত্মাকে ঘৃণা করা কখনও উচিত নহে। আপনাকে ঘৃণা করিতে করিতে মানবের ঘোর অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্ত দেখাইবার আবশ্যক হয় না।

সৎকার্য্য।

ক্ষুদ্র দীপ শিখা যেমন বহুদূর আলোকিত করে, ক্ষুদ্র একটা সৎ কার্য্যও তেমনি বহুদূর পর্য্যন্তও যশরশ্মী বিস্তৃত করিয়া বহু শত শত অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করে, একথা অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন।

শ্রমশীলতা।

"Industry pays debt but despair increases them."

শ্রম শিল্পে মানবের ঋণ শোধ হয়, দুঃখ দৈন্য দূরে যায়, কিন্তু হতাশা ঋণ ও দুঃখ দৈন্য বৃদ্ধি করে। শ্রমশীল হও, শিল্পশিক্ষা কর, অভাব বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। অচিরেই লক্ষ্মীশ্রী হইবে।

হঠাৎ বড়লোক হইবার জন্য ব্যস্ত হইও না, অল্পে অল্পে লাভ করিয়া স্বাভাবিকরূপে ধন সঞ্চয়ই সঙ্গত উপায়। লর্ড চেষ্টারফিল্ড তাঁহার সন্তানকে এই সদুপদেশটী দিয়াছিলেন—

"Do not be hurry to get rich, gradual gains are the only natural gains."

Editor in Council.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু—

প্রশ্ন। ফ্লোরিডা ওয়াটার কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

উত্তর। এ সম্বন্ধে ১৯০৯ সালের "কাজের লোকে" যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুনরুক্তি করিবার স্থানাভাব। ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবব্রত গোস্বামী।
গ্রাহক নং ১২১২

প্রশ্ন। পাচড়ার ঔষধ জানিতে চাহিয়াছেন।

উত্তর। মহিমবাবু নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগটী আমাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছিল। ভাল গন্ধকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ ছটাক, খাঁটী সরিষার তৈল ১ ছটাক উত্তমরূপে এই দুই দ্রব্যকে মিশাইয়া একখানা বাদামী কাগজে মাখাইতে হইবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর ঐ কাগজখানাকে গোল করিয়া পাকাইয়া আগুনের শিখায় ধরিলেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। সেই ছাইগুলি ১ পোয়া খাঁটী সরিষার তেলে উত্তমরূপে মিশাইয়া খোস বা পাচড়ায় মালিস করিলে ২।৩ দিনেই খোস ভাল হইয়া যাইবে। অতি নিরাপদ ঔষধ এবং প্রস্তুত করিতেও কোন কষ্ট নাই।

শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র সমদ্দার।
যশোহর (গ্রাহক)

প্রশ্ন। অনেক স্ত্রীলোকের ও পুরুষের পা ঘামিয়া থাকে, ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর। ডাক্তার ফ্রেজি মেডিক্যাল সমারি নামক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে—

সালিসালিক আসিড ১ ড্রাম
বোরাক্স অৰ্দ্ধ আউন্স
প্রিপেয়ার্ড চক (ফুলখড়ি পূর্ণ) ১ আঃ।

খুব ভাল করিয়া চূর্ণ করতঃ জুতা এবং মোজার মধ্যে ছড়াইয়া পরিলে এই পা ঘামা রোগ ভাল হয়।

হোমিওপ্যাথি মতে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৩০ ডাইলিউসন ১ মাত্রা ব্যবহার করাইলেও এই উপসর্গ যাইবার সম্ভাবনা।

চয়ন।

Medical News.

ঔষধ প্রস্তুতে-বিপত্তি।

কলিকাতা শিয়ালদহের পুলিশ মাজিষ্টরের আদালতে প্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী নামক এক কম্পাউণ্ডার অভিযুক্ত হইয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ,—ডাক্তার জে, এন, মৈত্র ২৮৫ নং অপার সার্কুলার রোড নিবাসী পুলিনবিহারী সরকার নামক এক যুবকের চক্ষু প্রদাহের রোগের জন্য আটটী পুরিয়া ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপশন্ করিয়াছিলেন,—আসামী কম্পাউণ্ডার তাহাতে ষ্ট্রীকনাইন নামক তীব্র বিষ মিশ্রিত

করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহাশয়ের প্রেসক্রুপসনে কিন্তু ষ্ট্রীকনাইনের কোন উল্লেখই ছিল না ;—এই ঔষধের ভিতর একটী মাত্র পুরিয়া খাইবার পরই রোগীর ভয়ঙ্কর কম্পন ও অঙ্গে খাইল ধরার পর অজ্ঞান হইয়া মারা গিয়াছে। এই অন্তিম সময়ে ডাক্তার ডি, এন, ঘোষাল ইহাকে দেখিবার জন্য আহুত হইয়াছিলেন। গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার আদালতে মামলা উঠিয়াছিল। ডাক্তার মৈত্র, পুলিনবিহারীর ভ্রাতা অতুলচন্দ্র এবং ডাক্তার ঘোষাল এ দিন সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। অতঃপর ১লাই এপ্রেল মোকদ্দামার দিন পড়িয়াছে। ঔষধালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাবধান হউন। তাঁহারা যেন উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার নিয়োগ এবং কার্য্য পরিদর্শনাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। মনে থাকে যেন, তাঁহাদের ঔষধ মিশ্রণ প্রণালীর উপর বহুলোকের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। এই জন্যই বিশ্বস্ত ঔষধলায় ভিন্ন যা তা ঔষধালয় হইতে কখনও ঔষধ কিনিতে নাই। এ বিষয়ে কম্পাউণ্ডরগণেরও বিশেষ সাবাধান হওয়া উচিত। আর যে সকল ডাক্তার নিজেদের নাম যে ঔষধালয়ে ব্যবহারের অনুমতি দেন, তাঁহারা কেবল সেই ঔষধালয়ের লাভের উচ্চ কমিশন লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঔষধালয়ের কার্য্য প্রণালীর প্রতিও দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। বঙ্গঃ

বিপদে বুদ্ধি বাড়ে।

কডলিভার অয়েলের দাম অতিশয় বাড়িয়াছে। একজন খৃষ্টান মিশন্যারি ডাক্তার বলিয়াছেন, তিনি কডলিভারের পরিবর্ত্তে তিসির তৈল ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত উপকার পাইয়াছেন। কড্‌লিভার অয়েল যখন সস্তা হইবে, তখনও তিসির তৈল ব্যবহার করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মত এই, তিসির খৈল গরুকে খাওয়াইলে গরুর দুধ বেশী হয়, উহার স্বাদও ভাল হয়। গুজরাটের একজন মিশনারি ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, কডলিভারের পরিবর্ত্তে কার্পাস বীজের তৈল বেশ ব্যবহার করা যায়। তিনি বলিয়াছেন, ঐ তৈল ঘৃতের পরিবর্ত্তে আহার করা যাইতে পারে। তৃতীয় ডাক্তার বলিয়াছেন, মহুয়ার তৈল অয়েন্টমেণ্ট তৈয়ারী কার্য্যে ব্যবহার হইতে পারে। চতুর্থ ডাক্তার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শোষক তুলার পরিবর্ত্তে সিমুল তুলা ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্টই হয় না। হইলে কি হয়, আমাদের দেশী ডাক্তার বাবুদের বিলাতি জিনিস ছাড়া মন উঠিবে কি ?

কালা জ্বর।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ তারিখে মাদ্রাজবিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে কালাজ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিয়া ক্যাপটেন প্যাটন, আই, এম, এস, যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলার লর্ড কারমাইকেল (বঙ্গের শাসনকর্ত্তা) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ক্যাপটেন প্রথমেই কালাজ্বর যে কিরূপ মারাত্মক পীড়া, তৎসম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করেন। সার উইলিয়াম লিশমান প্রথমে এই পীড়ার কারণ যে একপ্রকার পরাঙ্গপুষ্ট আণবিক জীব (parasite) তাহা আবিষ্কার করেন। পরে মেজর রজারস্ এই জীব শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে শরীরের কি অবস্থান্তর হয়, তাহা নিদ্ধারিত করেন। তাঁহার মতে এই সমস্ত আণবিক জীব প্রথমে কোন শোণিতপায়ী জীব কালা জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির শরীর হইতে গৃহিত হইয়া ঐ সমস্ত শোণিতপায়ী জীব দষ্ট অন্য সুস্থ ব্যক্তির শরীরে নীত হয়। যে সমস্ত জীব রক্তপায়ী, তাহারাই এইরূপে পীড়া দেশব্যাপী করিয়া তুলে। এই সমস্ত রক্তপায়ী জীবের মধ্যে ছারপোকাই প্রধান।*

কৃষি কথা।

সিমুল আলু।

শ্রীত্রৈলোকানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত।

পরলোকগত বন্ধু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে আর একটী বস্তুর চাষ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন নূতন বস্তুর প্রতি মানুষের মন আকর্ষণ করা সহজ কথা নহে। এই দেখ গোল আলু। গোল আলু প্রদান করিয়া আমেরিকা যে পৃথিবীর কত উপকার করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু গোল আলুর চাষ সহজে মানুষে করে নাই, সহজে কেহ ইহা আহার করে নাই। প্রথম তো অপবিত্র অখাদ্য বলিয়া লোকে ইহাকে ঘৃণা করিত। "ইহা খাইলে পেট গরম হইবে" এই বলিয়া এখনও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানের লোক ইহার পানে ফিরিয়াও চায় না। পাটশাকের ঝোল আর ভাত, তাহাদের পক্ষে তাহাই পরম উপাদেয় ও উপকারী। সহর অঞ্চলে কপির চাষ হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক পল্লীগ্রামের লোক কপি কিরূপ বস্তু তাহা বোধ হয়, এখনও দেখে নাই। ফলে নানা কারণে নিত্যগোপাল বাবুর চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

যে দ্রব্যের চাষ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে নিত্যগোপাল বাবু চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার

---

* বিছানাকে ছারপোকা শূন্য করিতে হইলে কিটিংস পাউডার বিছানায় ব্যবহার করিতে হয় ইহা অদ্বিতীয় কীট নাশক। বিষাক্ত নহে।

নাম "শিমূল আলু।" ইহা এদেশের দ্রব্য নহে, সেইজন্য এদেশে ইহার নাম নাই। ইহার পাতা দেখিতে সামান্যভাবে শিমূল গাছের পাতার ন্যায়। সে জন্য আসামে ইহা হিমূল অর্থাৎ শিমূল আলু নামে অভিহিত হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাকে (Cassava) বলে। ইহা হইতে আরারুট ও ময়দার ন্যায় যে সমুদয় বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ট্যাপিওকা, মানিহট, মনিয়ক, ব্রেজিলের আররুটও বলে। উদ্ভিদ্‌তত্বে ইহার নাম ম্যানিহঠ ইউটিলিসিমা (Manihot untilissima)। এই জাতির মূলে একপ্রকার বিষ আছে, সে জন্য কাঁচা খাইতে ইহার আস্বাদ তিক্ত। শিমূল আলুর আর এক জাতি আছে, তাহার মূল খাইতে মিষ্ট। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে এ জাতিকে ম্যানিহট আইপি (Manihot Aipi) বলে।

শিমূল আলুর আদি বাস দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশ, কিন্তু এখন নানা দেশে ইহার চাষ হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে, পোর্টুগাল দেশের লোক ইহাকে প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে ও পূর্ব্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশে আনয়ন করিয়াছিল। পিনাঙ্গ, শিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক চীনের লোক বসতি করিয়াছে। পোর্টুগিজদিগের নিকট হইতে বীজ পাইয়া বহুদিন হইতে তাহারা এই দ্রব্যের চাষ করিতেছে। জঙ্গলের গাছ কাটিয়া ভূমি পরিষ্কার করিয়া, তাহারা এই দ্রব্যের চাষ করে। কয়েক বৎসর পরে, ভূমি যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর এক স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নূতন ভূমি প্রস্তুত করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে লোকে এই প্রণালীতে নানা দ্রব্যের চাষ করে। এরূপ কৃষিকার্য্যকে "ঝুম" বলে।

পিনাঙ্গ ও শিঙ্গাপুর হইতে এই দ্রব্য ব্রহ্মদেশে আনীত হয়। সে জন্য ব্রহ্মবাসীরা ইহাকে "পিনাঙ্গ ইয়াম" বলে। ব্রহ্মদেশের কোন কোন স্থানে ইহা এখন বন্য হইয়া গিয়াছে। যারেণ জাতির লোক সাদরে এ দ্রব্য ভক্ষণ করে। ব্রহ্মদেশ হইতে শিমূল আলু আসামে আসিয়াছে। আসামেই ইহা হিমূল আলু বা শিমূল আলু নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আসামের লোক বেড়ার ধারে ইহার চাষ করে। রন্ধন না করিয়া কাঁচা অবস্থাতেই তাহারা শিমূল আলুর মূল ভক্ষণ করে। কোন কোন কোন স্থানে ইহাকে গাছ-আলু এবং কোন কোন স্থানে ইহাকে রুটি-আলু বলে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণেই কিন্তু ইহার চাষ অধিক। চাউল মহার্ঘ হইয়াছে, সেজন্য ত্রিবাঙ্কুরের অনেক স্থানে ভাতের পরিবর্ত্তে লোকে ইহা ভক্ষণ করে। এ স্থানে লোকে তিক্ত শিমূল আলুর অধিক চাষ করে। তিক্ত জাতির গুণ এই যে, ইহার গাছকে অধিক যত্ন করিতে হয় না, ইহা গরু বাছুরে খায় না, আর ইহার ফলন অধিক। ইহার দোষ এই যে, ইহাতে এক প্রকার ভয়ানক উগ্র বিষ আছে। এই বিষের ইংরেজী নাম—Hydrscyanic acid; এ বিষ খাইলে মানুষ তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। কিন্তু অগ্নির তাপে এবিষ উবিয়া যায়। তখন তিক্ত শিমূল আলু খাইলে কোন ক্ষতি হয় না। মিষ্ট জাতীয় শিমূল আলুতে বিষ নাই। কাঁচা অবস্থায় অথবা রন্ধন করিয়া অথবা ইহার ময়দার রুটি করিয়া অথবা আরারুট করিয়া মানুষ ইহা সচ্ছন্দে আহার করিতে পারে। গোল আলুর ন্যায় তরকারি স্বরূপ মাছের সহিত রন্ধন করিয়া অনেকে ইহা আহার করে। তামিল ভাষায় শিমূল আলুকে মারা ভুল্লি ও তেলগু ভাষায় ইহাকে মনুপে গুলম বলে।

বঙ্গদেশের সকল স্থানেই এ দ্রব্যের চাষ হইতে পারে। ইহার শাখা আধ হাত পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রোপণ করিতে হয়। তাহার পর আর কোনরূপ যত্ন করিতে হয় না। গাছ আপনা আপনি বাড়িতে থাকে ও ভূমিতে নিম্নে সেই সঙ্গে মূলও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এক বৎসরের পর মূল তুলিবার উপযোগী হয়। কিন্তু বৎসরের শেষে মূল না তুলিলে কোন ক্ষতি নাই, এবং ভূমির নিম্নে ক্রমে ইহা আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশেষে দুবৎসরে ইহা তুলিয়া ব্যবহার করিলে চলে। বাগানের বেড়ার ধারে, অথবা এইরূপ কোন স্থানে এই গাছ রোপন করিয়া রাখিলে দুঃখী লোকদিগের উপকার হইতে পারে। এ গাছের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা বৃষ্টির কোন ধার ধারে না। অনাবৃষ্টি হইলে বরং ইহার আমোদ হয়। কারণ সে বৎসর ইহার গাছ দুর্ব্বল না হইয়া সতেজে বাড়িতে থাকে।

এ গাছ সম্বন্ধে গানিং সাহেব লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রধান আহার চাউল। বৃষ্টি না হইলে উহা উৎপন্ন হয় না। আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে কাসাভা গাছের চাষ হউক। এ গাছের মূল চাউলের ন্যায় পুষ্টিকর এবং আলুর ন্যায় সুস্বাদু। অনেক বৎসর ধরিয়া ভূমির নিম্নে ইহা টাটকা অবস্থায় থাকে।

জগৎ বিখ্যাত দেশ পর্য্যটক লিভিংষ্টোন লিখিয়াছেন, আফ্রিকায় এঙ্গোলা প্রদেশের মানিয়ক খাইয়া জীবন ধারণ করে। কাঁচা অবস্থায় অথবা দগ্ধ বা সিদ্ধ করিয়া তাহারা ইহা আহার করে। অনাবৃষ্টিতে এ গাছের কোন হানি হয় না। ইহাতে পোকা লাগে না। এঙ্গোলার বাজারে এক আনায় পাঁচ সের এই দ্রব্য বিক্রিত হয়।

রোপণ করিবার নিমিত্ত এ গাছের শাখা কোথায় মিলিতে পারে, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। ইণ্ডিয়ান গার্ডিনিং এসোশিয়েসন, বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, এই ঠিকানায় লিখিলে বোধ হয় তাঁহারা যোগাড়

করিয়া দিতে পারিবেন। ইংরেজিতে ঠিকানা এইরূপ,—Indian Gardening Association, Bowbazar Street, Calcutta. আমি আপাততঃ তিক্ত জাতির চাষ করিতে পরামর্শ দিই না। যিনি কাসাতার চাষ করিতে ইচ্ছা করিবেন, মিষ্ট জাতির শাখার জন্য লিখিবেন। সিঙ্গাপুরের চীনেরা বলে যে, মিষ্ট জাতির শাখা যদি উল্টা করিয়া রোপণ করা যায়; তাহা হইলে সে গাছ হইতে তিক্ত আলু উৎপন্ন হয়। এ কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, সাবধান হইলে কোন দোষ নাই। (বঙ্গবাসী)

জেলেপাড়ার সং।

অপরাপর বৎসরের ন্যায় এবারেও মহা সমারোহের সহিত জেলেপাড়ার সং বাহির হইয়াছিল। জনতা, চেল্লা চেল্লীর কথাই নাই। উৎকৃষ্ট কারীকরগণের গঠিত, রাজা ও রাণী, হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বত্যাগ, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, অশোক বনে চেড়ী বেষ্টিতা সীতা, ভুত, প্রেত প্রভৃতি মাটির পুতুলগুলির কারুকার্য্য উল্লেখযোগ্য।

সংএর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংএর সূত্রধার "সং" কি বলিতেছে শুনুন।—

অনেকেই জানতে চান সংএর অর্থ কি।
তাই আজ সং সেজে সবার মাঝে
বলতে এসেছি।
সংটা আর কিছু নয়, খালি দুনিয়াকে
শিক্ষা দিতে।
নিত্ত বাৎসরিক হিসাব নিকাস আসি
সংক্রান্তিতে॥

শুভ বৈশাখের প্রারম্ভ হইতে চৈত্র সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই বারমাস ব্যাপী ৩৬৫ দিনে কলিকাতা সহরে, বাঙ্গলাপ্রদেশে, ভারতীয় হিন্দুসমাজে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়, বিশেষতঃ যে সকল ঘটনা আমাদের সামাজিক বিকারের পরিচায়ক, সেই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া ছড়ায় ও গানে সেই ঘটনার একটা পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিয়া জেলেপাড়ার সং সমাজের লোকের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করে।

গাড়ীর উপর ও চলা সং অনেক ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) মুন্সিপালের পুষ্যি ছেলে।
এবার বুঝি যায় গো চলে॥
(২) বিএ, এম্‌-এ, পাশ দিয়ে।
খাঁটির দোকান খুলছে গিয়ে॥
(৩) অসাধারণ সিবিল সাজ্জন।
(৪) দুটি ঘরের কথা।
(৫) হোমরুল।
(৬) সরস্বতীর বিপদ ভারি।
পুজো বন্ধর হুকুম জারি॥
(৭) গরবনিয়াদি।
(৮) আধুনিক শিক্ষার পরিণাম।

পায়েহাঁটা সংছিল,—

(১) কালে কালে হ'ল, কি।
কাপড় না পরতে পেয়ে চট পরেছি॥
(২) ভজন। (৩) বাবু বুরুল।
(৪) হিজড়ের দল।
(৫) হাবুডুবু কাপ্তেন বাবু।
(৬) ভিস্তি। (৭) পাহাড়িয়াগণ।
(৮) ন্যাড়া নেড়ীর কি বাহার।
দেখে লাগবে চমৎকার॥
(৯) কি তামাসা।
(১০) বেশ্যার মায়ের গঙ্গাযাত্রা।
(১১) কলির সাধু।
(১২) ঝাকার কার্ত্তিক।

ইহা ছাড়া আরও অনেক সং ছিল, তাহার সকল গুলির উল্লেখ করিতে গেলে স্থান সংকুলান হয় না। তবে যে কয়েকটী সংএর কথা উপরে উল্লেখ করা গেল তাহা হইতেই বোধ হয় পাঠক আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক চিত্রের কতকটা আভাস পাইবেন।

মিউনিসিপালিটির কমিসনার নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া যে সকল কেলেঙ্কারি হয়, "মুন্সিপালের পুষ্যি ছেলে" সং তাহারই চিত্র। একজন নির্ব্বাচনপ্রার্থী কমিশনার, তাঁহার পত্নী এবং একজন রেটপেয়ারের উক্তি লইয়া এই সং হইয়াছে। ছড়ায় কমিসনারের উক্তি একটু শুনুন,—

মশাই পড়েছি বিষম দায়,
মান যায় প্রাণ যায়,
পিতৃমাতৃ দায়ের চেয়ে বেশী।
(তাই) দিয়ে গলায়-বস্ত্র যোড় করে,
ভিক্ষা করছি সবার দ্বারে,
দয়া করি ভোট গুলি দেবেন আসি॥
আনি স্যাম্পিন সেরি, হুইস্কি ব্রাণ্ডি,
গাজা, আফিং সিদ্ধি, টডি,
ডাব, সরবৎ, সোডা, লেমনেড্‌,
রাখব যোগাড় করে।
যত রকম আছে খানা,
কিছু ভাই বাদ দেবনা,
দোহাই সবাই এস দয়া করে॥

পত্নীর উক্তির একাংশ।—

ভিখারী এলে এক মুটো
চাল পায়না যার দোরে।
(আমার) গয়না বেচা টাকা খরচ
করছে অকাতরে॥
ইচ্ছে হচ্ছে শতমুখী দি সপাসপ পিটে।
তাতে যদি মুখপোড়ার একটু চক্ষু ফোটে॥

রেট পেয়ারের উক্তির একাংশ।—

মুন্সিপালের পুষ্যি ছেলে,
রেট পেয়ারকে যাবে ভুলে,
ধাঙ্গড় থেকে চেয়ারম্যানের
পায়ে দিবে তেল।
রায় বাহাদুর হ'তে শেষটা,

প্রাণেপণে করবে চেষ্টা,
তোমার আমার মাথায় ভেঙ্গে বেল॥

আমাদের পল্লীসমাজ কিরূপ উপেক্ষিত ও ও অধঃপতিত হইয়াছে, পল্লীবাস পরিত্যাগ করিয়া সহরের বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসান দেওয়াতে আমাদের কি অনিষ্ট হইতেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণে অবাধ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদান ও প্রাচ্য রীতিনীতির গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আমরা কি অদ্ভুত প্রাণীতে পরিণত হইতেছি, "দুটি ঘরের কথা" তাহারই চিত্র। নিম্নোল্লিখিত দুই একটী ছড়ায় তাহার আভাস দেখুন,—

দুটো ঘরের কথা।

শুন গো নগরবাসী বছরে বারেক আসি
হাসি হাসি পুরাতনে দিতে গো বিদায়
রজনী প্রভাত হলে চৈত্র চিত্র যাবে চলে
নববর্ষ হর্ষে আসি বসিবে ধরায়।
আগে এই চৈত্র শেষে, আমাদের এই বঙ্গদেশে
সন্ন্যাস মেনে শিবোদ্দেশে সবাই পার্ব্বণ করতো
এই চড়কে।

তখনও জ্যান্ত ছিল দেশের লোক,
শরীরে শক্তি, মনে রোক্
খেতে পেতো-যা হোক তা হোক, হয়নি সব
গাঁ ওজড় ম্যালেরিয়া ও মড়কে।
বাঙ্গালার যত জোয়ান জাত
বুকখানা তাদের সওয়া হাত
পাথরে দেখে শিব সাক্ষাৎ
করে আপন দেহের রক্তপাত
বরের তরে প্রণিপাত, করতো হরের পায়।
ছিল তাদের কত সহ্য, একটী মাস ব্রহ্মচর্য্য
এক সন্ধ্যা মাত্র ধার্য্য
হবিষ্য বা ফল আহার্য্য, সঙ্গে হাড়ভাঙ্গা শ্রমের
কার্য্য জঠরের উপায়।
উঠ্‌তো রুকে কত ছোড়া,
দুপাশে দশ লকি ফোঁড়া
আগায় তার আগুন জ্বালা,
ন্যাকড়া পোড়া ধুনো পোড়ার কি সে ধুম।
সঙ্গে ঢাকের বাজন, চলতো গাজন
আস্‌তো রাজন, দেখতে সাজন, তাণ্ডব নাচন
বাজ্‌তো নুপুর ঝুমুর ঝুম॥
আজ কারো কি মনে আছে,
পিঠ ফোঁড়া সেই চড়ক গাছে,
চড়চড়াচড় বাজে ঢাক
চেঁচামেচি দে পাক্ দে পাক্
লাখে লাখ গলার ডাক,
বোম্ বোম্ বাবা বলে।
শিব তলাতে ধুনি জ্বালা
মূল সন্ন্যাসীর মাথা চালা
গলায় তার ফুলের মালা,
পিঠে তার রক্ত ঢালা
সোণার বালা দিবে মনিব
বাগ্দী প্রজায় বাবা বলে॥

* * *

এখন সভা হয়েছেন বঙ্গমাতা
গুজরৎ খোদে ভরা খাতা
চাপরাস দেখ্‌লে হন দাতা
দ্বরজায় দুখানা পড়েনা পাতা
অন্নদানের চিহ্ন।
এখন বাবুদের বাবুয়ানা মটরে
বৈঠকখানা পরিবারের কোটরে
ডিস্‌পেপ্‌সিয়া জঠরে
আলাপ চারী লেটারে
দ্যাখা কর্ত্তে এলে কেউ
হন্ মনে মনে ক্ষিপ্ত॥
পৈতৃক হুকো সিন্দুকে বন্ধ,
ছেলেদের মুখে চুরুটের গন্ধ,
সবার উপর সবার সন্দ,
দেখলে পরের মন্দ একটু আনন্দ,
কারও কারও হয়।
এমনি গরম করেছে টাকা,
পৌষ মাসেতেও চলে পাখা,
জুতো খোলেন না মরলে কাকা
খুড়ির কাছেও সুদের কড়ি
ছাড়া উচিত নয়॥
হঠাৎ জামাই এলে সন্ধ্যা কালে,
শাশুড়ী জ্বলেন গায়ের ঝালে,
বলেন কে এখন আর উনন জ্বালে,
ঝিকে ডেকে আড়ালে
পাঠান দোকানে।
তখন বিশুর মাসি, হাতে কাঁসি,
আর এনামেল্ড কাপ,
চ'লে যায় প্রথমেতে ফুলকো লুচির সপ,
কেনে বুটের ডাল, পেঁজের ঝাল, ছালের
কালিয়া বেড়ালের নাড়ীর চপ্।
তারা তাড়াতাড়ি খপ্ করে
কেড়ে মাগী মণ্ডা আর ডিমের ধোকা নে॥
এখন বাবুরা এক নূতন টাইপ্
চৌদ্দ না পেরুতেই পেকে রাইপ্
মুখে আগুন জ্বালিয়ে পাইপ
একমাত্র লাইফ ধারণ ওয়াইফের চরণ
কর্ত্তে ধ্যান।
এঁদের পড়া শুনোয় আছে মন
বয়ের বোঝা দুদশ মন
চসমা পরা পদ্মলোচন
পেণ্টুল আঁটা ডনটো কেয়ার গোছ
জেণ্টলম্যান॥
এঁরা নূতন অর্থ করেন গীতার
ভুল ধরেন পরম পিতার
বলেন মরাল করেজ ছিলনা সীতার
নইলে ট্রায়াল বিনা ইণ্টারনমেণ্ট হয় কি
তার।
ছিলেন বশিষ্ট তো প্রাইম মিনিষ্টার
কর্ত্তেন শিষ্টভাবে ল আডমিনিষ্টার
হলে সীতা শিক্ষিতা সিষ্টার
এই বনবাসের মিনিষ্টার মোটিভ কণ্টেন
করে কর্ত্তেন বার॥

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নিলেন ঢেনটেনাল্লের তরে,
আর গয়না গাটীর দাবী করে
বলে হনুমান মাজিষ্টারে
রামের নামে এমন করে রাখতেন অনার।
কেউ বা গানো (Gano) পড়ে,
জ্ঞানের মাথায় বসে চড়ে
বলে ফেলেন বিদ্যার তোড়ে
দিতে পারি মানুষগড়ে
একটু প্রোটো প্লাজেম পেলে
স্বষ্টি করা নয়কো ভার।

*   *   *

দেবতারা সব নিদ্রাগত,
নইলে কি মানুষের সাহস এত,
এখন গার্ডেন পার্টি চল্‌বে কত
কালী ঘাটের পিঠস্থানে।
আগুনের জ্বালা ধরে অঙ্গে,
দেখে এই শূন্য ভূমি সাধের বঙ্গে,
রঙ্গিণী ভঙ্গিণী সঙ্গিণী সঙ্গে,
ভদ্দর মদ্দর জান সাগর সঙ্গমে স্নানে॥
এই শিব রাত্রির সেই দিন,
দেখে এসেছে এই দীন,
বাবুবেশে কত লজ্জাহীন,
ঘোমটা খোলা খ্যামটা নাচ
লাগাচ্ছেন তারক নাথে বসে।
পূজ্‌তে যথা সতীনাথে,
কত সতী পতি সাথে,
গঙ্গাজল বেলপাতা হাতে
গেছেন রৌদে তেতে, থেকে উপশে॥
আপনারা তো এত হিন্দু,
গায়ে লাগে না কি এক বিন্দু
দেখে এই পাপের সিন্ধু,
শুনে এই তীর্থের নিন্দা এই অপমান।
অনেকেই হয়ত বল্‌বেন বচন,
এই জন্যইত তীর্থে গমন
বন্ধ করেছেন শিক্ষিত সুজন,
হয়েছে নূতন তীর্থ,
দার্জ্জিলিং ওয়ালটেয়ার মিহিজাম।
(হায়) এই তো আমি আছি তফাতে,
কাজ কি আর অত ফেসাদে
বলে কতকগুলো জ্যাঠাতে,
নিজে নিজের ল্যাঠা কাটাতে
দেশটা কল্লে ছার খার॥

গেলো হিন্দুত্বের গৌরব,
ব্রাহ্মণ্যের সৌরভ, স্বর্গে স্বষ্টি হলো রৌরব,
পাল পার্ব্বন পর্ব্বে সব প্রেত অত্যাচার।

করজোড়ে নিবেদন করি মহাশয়,
যতদিন হিন্দুবলে দেন পরিচয়,
যতদিন তীর্থে তীর্থে হিন্দু নারীর হয় শুভোদয়
ততদিন ষণ্ডা ষণ্ডা পাণ্ডাদের আর
দুরন্ত মহন্তদের ক্ষয় করুন দিয়ে মন।

দেখুন অন্য অন্য সকল ধর্ম্মে,
আঘাত কল্লে লাগে তাদের মর্ম্মে,
ভেবে আপন কর্ম্ম, ছোটেন গলদ ঘর্ম্মে,
কেউবা চাবুক মেরে পিঠের চর্ম্মে
দড়মা বুনে করেন অত্যাচারের সংশোধন।

যাহোক আজকে এই চর্ব্বিশ শেষে,
চৈত্রের রোদে আমোদে এসে,
না গিয়ে ব্যারাকপুর রেশে আমাদের
সং দেখতে এই সংএর বেশে দেছেন দরশন।

তাই জন্য হে লোকারণ্য,
নগরের যত গণ্য মাণ্য
প্রাণভরে কচ্চে ধন্য ধন্য
সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে এ অধীন জন।

"ঘুটো ঘরের কথা' সংএর একটা গান শুনুন ;—

গীত

হায় হায় কোথায় গেল আমাদের
সেই অসভ্য সে কাল।
হ'ল সভ্য হয়ে লভ্যমাত্র
গোরার চোরা চাল॥

মুখে বলি লম্বা কথা, ভালবাসি দেশ,
দেশের আচার ব্যাভার রং তামাসা
সব হয়েছে শেষ
আছে মাত্র গাত্রে কালো রংটি অবশেষ
তাও ধবধবাতে ধবল করে
সাবানেতে ঘসি ছাল॥
দেশকে ভালবাসি বলে ছাড়ি চাপকান চোগা,
আগে রাখতুম দাড়ি,
এখন মুড়ুই গোঁফের ডগা।
মাকে রেখে গাঁ আগলাতে
মাগের সঙ্গে রঙ্গে সহরেতে কাটাই কাল॥
সাহেব সাজ, মোগল সাজ, সাজ ইণ্ডিয়ান,
বাঙ্গালী নামের কোরোনাক গয়ায় পিণ্ডদান,
বাংলার পাল পার্ব্বণ খেলা ধুলা
রাখ নিজের জাতের ভাবের থালা
ভাড়াটে কোঠার চেয়ে
অনেক ভাল বাস্ত ভিটের খড়ের চাল॥

আরও অনেক কথা শুনাইবার ছিল, কিন্তু স্থানাভাব, অগত্যা এইখানেই উপসংহার করিতে হইল।

কয়লার দর বাঁধা।—ডেপুটী কোল-কনট্রোলার চর্চ্চ সাহেব গত ১৬ই এপ্রেল সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, শিয়ালদহের ছড়িটা, উল্টাডাঙ্গার বারটা এবং হাবড়া পঞ্চাব লাইনের তেরটা পাথুরে কয়লার ব্যবসায়ী আট আনা মণ দরে কোক্ কয়লা বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন; ফলে ইহাদের নিকট হইতে কয়লা লইয়া খুচরা কয়লা ব্যবসায়িগণ নয় আনা মণের বেশী দরে কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারিবে না, উপরিউক্ত কয়লা ব্যবসায়ীগণকে এই কয়লা সরবরাহের জন্য প্রচুর রেলগাড়ী দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন ডিপো-হোল্ডার আট আনার অধিক এবং কোন খুচরা ব্যবসায়ী নয় আনার অধিক দরে কয়লা বিক্রয় করিলে তাহা উপরি-উক্ত ডেপুটী কোল কনট্রোলারকে জানাইলে তিনি তৎসম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা করিবেন। গভর্ণমেণ্ট ইতি-পূর্ব্বে লবণের দর বাঁধিয়া দিয়া যেমন সাধারণের অপেক্ষাকৃত অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, কোক্ কয়লারও এইরূপ দর বাঁধিয়া অনেকটা সুবিধা করিয়া দিলেন; কেন না ইতিমধ্যেই কোক কয়লার দর পাঁচ সিকায় উঠিয়াছিল। এই ব্যবস্থায় সাধারণ গৃহস্থের অনেক সুবিধা হইবে। এইবার কাপড়ের দর বাঁধিয়া দিবার একটা সুব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাটের দর—গত মঙ্গলবার কলিকাতায় ৩৮৵০ হইতে ৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

বিলাতী ডাক টিকেটে মূল্য।—বিলাতী ডাক টিকেটের সর্ব্ব নিম্ন মূল্য /০ আনার স্থলে ,১০ করা হইয়াছে।

ভারতের ডাক।—১৯এ ডিসেম্বরের পর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ডাক ইংলণ্ডে পঁহুছে নাই।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৭।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ...

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুড় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। সামান্য যে কয়খানা আছে, কেবল ॥০ আনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে। ডাঃ মাসুল ভি, পি, স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াস সাধ্য উপায় সমুহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ১।০ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বান্ধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। সামান্যই আনইয়াছি, সুতরাং সত্বর অর্ডার করুন।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ১।০।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন লেওয়ও পুস্তক রাখা হয়। যে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রণিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
আন্দুলবেড়িয়া পোঃ, জেলা নদীয়া।

১২শ বর্ষ | New Series. | নূতন সংস্করণ। | Vol. XII.
৫ম সংখ্যা। | May 1918. | মে ১৯১৮। | No 5.

ভারতের সমস্ত ইনডাষ্ট্রীয়াল একজিবিসনে
স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রাপ্ত

ম্যালেরিয়া জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং মৃদুপ্লেগের জন্য বাট্‌লীওয়ালার "এগু মিক্‌শ্চার" এবং "পিল" ১৲, ব্যবহার করিবেন। দুর্ব্বল শিশুদের জন্য বাট্‌লীওয়ালার "বালাম রুট ১৲।

অন্যান্য বিখ্যাত ঔষধাবলী—বাট্‌লীওয়ালার বিশুদ্ধ কুইনাইন টেবলেট ১ গ্রেন হইতে ২ গ্রেন প্রত্যেক বোতলে ১০০ পিল থাকে, ৸৹ ও ১৲, এগু মিকশ্চার ছোট ॥৹, কলেরোল কলেরা এবং উদরাময় এবং বমির জন্য ১৲, দন্ত মঞ্জন ।৹, টনিক পিল এম্‌ব্রিয়াল ব্রাণ্ড, রক্তহীনতা এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য ১॥৹. দাদের ঔষধ। । ভারতের সর্ব্বত্রই বিক্রয় হয়।

Sold EVERYWHERE in INDIA and also by
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
Worli, Laboratory Bombay

Telegraphic Address :—
BATLIWALLA, WARLI Bombay.

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City, U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ আনা মাত্র।

মেঃ রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

জারমলীন

জ্বরের যম

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গোভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্লাক প্রত্যেক ৶০ ডজন ২৲

পোয়াত " ,১০ " ৸০

ব্ল্যাক পাইট প্রত্যেক ।০, ডজন ২৸০, কোয়ার্ট প্রত্যেক ।০, ডজন ৫।০, লাল পাইট প্রত্যেক ৷৶০, ডজন ৭৲, কোয়ার্ট ।৶০, ডজন ৯৲ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না। চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়া সম্ভূত কুইনাইন আটকান জ্বর, যকৃত, প্লীহা, ন্যাবা জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৲, মাঝারি ৸০, ছোট ।০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাজেও কল্যাণী। এই তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দ্দন করিলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা খাঁটি তিল তৈলে প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেশ ও মস্তিষ্ক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিশির মূল্য ৸৹ আনা, ডজন ৮।০ টাকা

ভিঃ পি খরচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মফঃস্বল খরিদ্দারদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

সি, এম, মিত্র এণ্ড কোং, সোল প্রোপ্রাইটার বি, সি, চাটার্জ্জী, ৩৬ নং সাঁকারীটোলা লেন, কলিকাতা।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২॥০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

মানব ক্ষমতা

যেখানে পরাহত, বিজ্ঞান এবং রসায়ন, সেখানে অসাধ্য সাধন করিতেছে. ইহা অপ্রত্যক্ষ নহে। মানুষ কি ছারপোকা, মশা, মাছি, গরম কাপড়ের কীট, শিশুগণের মস্তকের উকুন, মূল্যবান পশুপক্ষীর গাত্রকীট নষ্ট কিম্বা বলপ্রয়োগে দূরীভূত করিতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু লণ্ডনের বিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ মিঃ টমাস কিটিং সাহেবের আবিষ্কৃত "কিটিংস পাউডার" মাত্র ১০ মিনিটে ঐ সকল নরচক্ষুর অগোচর কীটসমূহকে ধ্বংস করে—আপনি পরীক্ষা করুন। ইহা মানুষ বা জন্তুর পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু কীটমাত্রেরই পক্ষে সাংঘাতিক। কোন দুর্গন্ধ নাই।

সাবধান!

অনেক প্রতারক ছারপোকার ঔষধ বলিয়া ঠকায়, যেন কিটিংস সাহেবের স্বাক্ষর দেখিয়া লইবেন। সমস্ত কৌটায় কিটিং সাহেবের স্বাক্ষর থাকে।

মূল্যাদি।

বড় শিশি	।।৶০
মাঝারী	।৶০
ছোট	।০

ডাকমাশুল, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

কিটিংসের কফ লজেঞ্জেস—সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি কাশীর অমোঘ ঔষধ ৷৶০।

কিটিংসের বনবন্—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশক মিঠাই মূল্য ৷০।

মিঃ বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

৭নং বোনফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।	New Series	নব পর্য্যায়।	Vol. XII
৫ম সংখ্যা।	May 1918.	মে ১৯১৮।	No. 5

চরিত্র বল।

"Character is one of the greatest motive powers in the world." চরিত্র পৃথিবীতে একটা বড় শক্তি। যে জাতির চরিত্র বলের অভাব, তাহারা শক্তিহীন।

প্রত্যেক চরিত্রবান লোকের দ্বারা সমাজ স্তম্ভ সুদৃঢ় হয়। যে সমাজে চরিত্রহীন লোকের সংখ্যা অধিক, সে সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী।

সমাজ সুদৃঢ় হইলে জাতীয়তা শক্তিশালী হয়। সে জাতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করে, সমগ্র জগত সে জাতির সম্মান করে।

সৎ চরিত্রে স্বার্থপরতা থাকে না, চরিত্রবান ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন, দ্বেষ, হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, প্রাণ যাইলেও অন্যায় পথে পদার্পণ করেন না। এইরূপ লোক যে ধর্ম্মাবলম্বী, যে দেশের, যে জাতিরই হউক, সমাজ তাহাতে দেবত্ব দেখিয়া নতশিরে তাঁহার আদেশ অনুরোধ পালন করিয়া থাকে, সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতিটা তাহার শক্তিস্বরূপে দণ্ডায়মান হয়; বাস্তবিক সে শক্তি প্রতিহত করিতে কাহারও সাহস হয় না। তাই সকল দেশের, সকল জাতিই স্বীকার করে যে, চরিত্রবল একটা বড় বল।

আমাদের সে কালের আর্য্য শিক্ষায় সেই জন্য চরিত্র গঠনের এত আয়োজন ছিল, আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ ও বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিবার এত আয়োজন ছিল। যে শিক্ষায় মানব দেবত্বে পরিণত হয়, যে শিক্ষায় সমাজ ও জাতীয়তা দৃঢ় হয়, যে শিক্ষার সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইয়া মানব হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সেই শিক্ষাই লোকের [illegible] এবং অবলম্বনীয় ছিল।

আজ আমরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত, ইহাতে চরিত্র গঠিত হয় নাই, সংযম শিক্ষা হয় নাই, আমরা উদ্ধত হইয়াছি, হিংসা দ্বেষে প[illegible] হইয়াছি, কথায় কথায় আইন আদা[illegible] দেখাইতে শিক্ষা করিয়া অতি সামান্য কা[illegible] মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া দেশকে নি[illegible] করিতেছি।

চরিত্র বলের যে একটা অসীম শক্তি, তাহা বিস্মৃত হইয়া উদ্ধত প্রকৃতির পাশবিক ব[illegible] লোক সমাজকে আপনার বশে আনিতে চে[illegible] করিতেছি। কিন্তু অনেক স্থলেই কৃত[illegible] হইতে পারিতেছি না।

আমরা ত ভারতে আজ একটী চরিত্র[illegible]

লোক দেখিয়া ধন্য হইতেছি। তিনি মহাত্মা গান্ধী। কি চরিত্রবল! কি সহিষ্ণুতা! কি স্বার্থত্যাগ!

পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিলে পরের প্রাণ পাইবার আশা দুরাশা মাত্র। প্রকৃত চরিত্রবান ব্যক্তি মানবরূপী দেবতা, সে মানবের সম্মুখে যে কেহ আসিবে, স্বেচ্ছায় তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে, কারণ চরিত্র একটা শক্তি।

এদেশে আমরা এমনি চরিত্রবাণ কি আর দেখিতে পাইব না? উচ্চ শিক্ষার বড়াই করিলে কি হইবে, গোড়ায় গলদেই যে মাটি করিয়াছে।

সে কালে এমন চরিত্রবানের সংখ্যা অধিক ছিল। লোকে পরস্পরকে বিশ্বাস করিত, এবং কথায় কথায় দেনা পাওনা চুকিয়া যাইত, রাজদ্বারে যাইতে হইত না। মামলা মোকর্দ্দমা ছিল না, লোকের সামান্য আয়েই কত বড় বড় কাজ করিয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই চরিত্রবল হারাইয়া আমরা সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাই, আজ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, আজ কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। আবার কি সেদিন আসিবে, যখন আমরা প্রকৃত সত্যপথ অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাচীন নীতিতে আস্থাবান হইয়া আদর্শ-চরিত্রের অসীম শক্তিবলে জন্মভূমির পূজা করিয়া ধন্য হইব?

কোন সমাজ বা জাতিকে উন্নত করিতে হইলে ব্যক্তিগত মহত্বের বিকাশ প্রয়াসী হওয়া চাই। সত্য পথে থাকিয়া দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইয়া, কথায় ও কার্য্যে ঠিক রাখিয়া, চলার জন্য যে একটা সৎনাম, তাহা কম মূল্যবান নহে। অসৎ পথাবলম্বী হইয়া ধনসঞ্চয় হইতে পারে, কিন্তু মানুষ গতাসু হইলে ধন অপেক্ষা সৎ কার্য্যের ও সৎ নামেরই অনন্তকাল স্মৃতি ও প্রশংসা থাকে—মানুষ মরিলেও অমরত্ব লাভ করে। সেকালে লোকে এই সৎনামেরই জন্য চরিত্র রক্ষা করিত, তাহারা বুঝিত, ধনৈশ্বর্য্য অপেক্ষা সৎ নামই ভাল।

এখনকার শিক্ষার সে ভাব নাই। কু শিক্ষায় আমরা চরিত্রবল হারাইয়াছি – অতি সংকীর্ণমনা হইয়া নিজ স্বার্থে দেশ, জাতি, আত্মীয় ভুলিয়া পশুত্ব লাভ করিয়াছি—এই স্থানেই গলদ হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস, মামলা মোকর্দ্দমায় দেশ নিঃস্ব। এ সকল আমরা প্রত্যেকেই ত বুঝি, কিন্তু চরিত্র সংশোধনের প্রয়াসী কয় জন?

প্রত্যেক প্রকৃত চরিত্রবান লোকই জগতের Great man মহাত্মা। এরূপ লোক জগতে যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ জগত বসবাসের অযোগ্য হইত।

আপনার সন্তান সন্ততিকে মহৎ চরিত্রবান লোকের জীবনীর আখ্যা শুনাইয়া চরিত্রবান করিতে এখন কয়জন পিতা প্রয়াসী? এই চরিত্র বলের মূল্য আজ কোন পিতা মাতারই বোধ নাই। বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সন্তানের শিক্ষার ভার ও আমমোক্তারনামা দিয়াই আজ আমরা পিতার কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি, তাই সেই সন্তান আজ মিলিটারি হইয়া খাঁকী সিগারেট মুখে দিয়াই গুরুজনের সম্মুখে আসিতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রিয় পাঠক মহাশয়, খাঁকী সিগারেট কাহাকে বলে জানেন কি? খাঁকী সিগারেট অর্থাৎ পাতার বিড়ি। ইহার রং আজ কালের সৈনিকদের খাঁকী রংয়ের পোষাকের মত। নব্য সম্প্রদায় এই মিলিটারী যুগে পয়সায় ৮টা বিড়ীকে সাদরে খাঁকী সিগারেট নাম দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এ মিলিটারী যুগে এই খাঁকী সিগারেট মুখে দিয়া গুরুজনের সম্মুখে আসিতে কোন আপত্তাই নাই। হা ভগবান! কলির সন্ধ্যার আর কত দেরী?

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

সামাজিক হিতসাধন মণ্ডলীর প্রদর্শনী।

কো-অপারেটিভ সোসাইটী।

—০—

পাঠকগণকে গতবারে সামাজিক হিতসাধন মণ্ডলীর বহুতথ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম, এবারেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় দেখাইলাম।

নিম্নলিখিত তালিকায় ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহে যত টাকা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে:—

১৯০৭	১৮,০৫৬ টাকা।
১৯০৮	৩৩,১৮৬ ,,
১৯০৯	৪৬,১৩৭ ,,
১৯১০	১,১৯,৭৫৩ ,,
১৯১১	১,৯৫,৭২৭ ,,
১৯১২	৫,৩৬,৯৮১ ,,
১৯১৩	৭,৭১,০৮৫ ,,
১৯১৪	১২,৪৯,৪৭১ ,,
১৯১৫	১৪,৯৯,০২০ ,,
১৯১৬	১২,৯৮,৪৫৪ ,,
১৯১৭	১৪,১৯,৩৩১ ,,

মোট কারবার।

১৯১৭ সালে বঙ্গদেশে কো-অপারেটিভ কারবারে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুদ্রা খাটিয়াছে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটীর মজুত টাকা।

১৯০৭	১১,৭৮৯ টাকা।
১৯০৮	১৪,২৬০ ,,
১৯০৯	২৮,৯৭৩ ,,
১৯১০	৬৫,০৩৭ ,,
১৯১১	১,২১১৬৩ ,,
১৯১২	১,৬০,৬৫৩ ,,
১৯১৩	২,৮১,৫৭৯ ,,
১৯১৪	৪,১৯,৮৯১ ,,
১৯১৫	৫,৯৫,০৭৫ ,,
১৯১৬	৮,১৪,৬২১ ,,
১৯১৭	১০,৬৬,৯৭২ ,,

সভ্যসংখ্যা।

১৯০৭ সাল হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ১১ বৎসরে বঙ্গের কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহে সভ্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার হইয়াছে।

বঙ্গের অধিবাসীদের ধর্ম্ম।

হিন্দু	২ কোটি ৪ লক্ষ।
মুসলমান	২ কোটি ৪২ লক্ষ।
বৌদ্ধ	২॥ লক্ষ।
খ্রীষ্টান	২ লক্ষ ৩৩ হাজার।
জন্তু পূজক	৭ লক্ষ ৩৩ হাজার।
জৈন	৭ হাজার।
ব্রাহ্ম	৩ হাজার
শিখ	২ হাজার।
অপর ধর্ম্মাবলম্বী	১ হাজার।

জন সংখ্যা ও জনকরা আয়।

পৃথিবীর কতিপয় রাজ্য।

চীন—জনসংখ্যা ৪০ কোটি।

জনকরা আয় ৩০০ টাকা।

ভারতবর্ষ—জনসংখ্যা ৩১॥ কোটি।

জনকরা আয় ৩০০ টাকা।

রুষিয়া—জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ।

জনকরা আয় ১২৮৮ টাকা।

ভারতবর্ষের ৪ গুণ।

জাপান—জনসংখ্যা ৬ কোটি ৭০ লক্ষ।

জনকরা আয় ৭৫০ টাকা।

ভারতবর্ষের ২॥ গুণ।

মার্কিন যুক্তরাজ্য—জনসংখ্যা ১০ কোটি।

জনকরা আয় ৫৮৯৫।

ভারতবর্ষের ১৯ গুণের বেশী।

জর্ম্মণী—জনসংখ্যা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ।

জনকরা আয় ৩৭০০ টাকা।

ভারতবর্ষের ১২ গুণের অধিক।

গ্রেট ব্রিটন—জনসংখ্যা ৪ কোটি ৫০ লক্ষ।

জনকরা আয় ৫৭০০।

ভারতবর্ষের ১৯ গুণ।

ফ্রান্স—জনসংখ্যা ৪ কোটি।

জনকরা আয় ৩৭৫০।

ভারতবর্ষের ১২॥ গুণ।

বঙ্গে সর্পদংশনে মৃত্যু।

১৯০৩—৪	১০,৭৮৪
১৯০৮—৯	৭,৪০২
১৯১৩—১৪	৪,৪৯৬
১৯১৫—১৬	৪,৭০৯

স্বাস্থ্যবিধির সুফল।

কলিকাতা নগরে স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করায় এই নগরে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। নিম্নের তালিকায় হাজার করা মৃত্যু সংখ্যা দেখান হইল।

১৯০০	৪৫এর কাছাকাছি।
১৯০৫	৩৫ হইতে ৪০ মধ্যে।
১৯১০	৩০ হইতে ৩৫ মধ্যে।
১৯১৫	২৫ হইতে ৩০ মধ্যে।

ভারতের চাষযোগ্য জমি।

ভারতের পরিমাণফল ১৮০২৬২৯ বর্গ মাইল, ইহার এক তৃতীয়াংশ জমি কর্ষণযোগ্য, এই দেশে ৪২ সহস্র মাইল খনি আছে।

জাপানের পরিমাণ ১৪৮৭৫৬ বর্গ মাইল, কিন্তু কর্ষণযোগ্য জমি এক ষষ্ঠাংশ অংশ।

রেলওয়ে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্যের রেলওয়ে:—

মার্কিন যুক্তরাজ্য	২৫৫০০০ মাইল।
রুষিয়া	৪৪৯৭০ ,,
জর্ম্মণী	৩৭০২৬ ,,
ভারতবর্ষ	৩৩৪৮৪ ,,
কানাডা	২৫৪০০ ,,
ফ্রান্স	২৪১৯১ ,,
ইংলণ্ড	২৩৩৮৭ ,,
চীন	৬০০০ ,,
জাপান	৬০০০ ,,

পৃথিবীর বাণিজ্য।

জাপান—১৩৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৫ সহস্র টাকা।

চীন—১৫১ কোটি ২৭ সহস্র ৮০ সহস্র টাকা।

বেলজিয়ম—৩৭০ কোটি ৭২ লক্ষ ৯০ সহস্র টাকা।

ভারতবর্ষ—৪৩৫ কোটী ৮৮ লক্ষ ৮৪ সহস্র ২১৫।

আমদানী—১৯৭ কোটী ৫২ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৫০।

রপ্তানি—২৩৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ২১ হাজার ৩৬৫।

হলাণ্ড—৬০৪ কোটি ৮৩ লক্ষ।

ফ্রান্স—৬৭৭ কোটি ৬ লক্ষ ৪০ সহস্র

মার্কিণ যুক্তরাজ্য ৯৫২ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৫ সহস্র।

জর্ম্মণী ১১৩৯ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭ সহস্র।

ইংলণ্ড ১৬৩২ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৫ সহস্র।

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

মাতলামির জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত।

বঙ্গে।

১৯১০—১১	৯২৮৭
১৯১৫—১৬	৯২৭৮
১৯১৬—১৭	৯৮৬৫

কলিকাতায়।

১৯১০—১১	৮৮১৬
১৯১৫—১৬	৬৭৬৩
১৯১৬—১৭	৬৯৬৫

কলিকাতায় ছোট চুরি ও বিড়ির দোকান।

কলিকাতায় বিড়ির দোকান যত বাড়িতেছে, ছোট ছোট চুরির সংখ্যা তত কমিতেছে।

	দোকান	চুরি
১৯০৫	২০০	২৩৪৬
১৯১০	৮০০	২০২৪
১৯১৫	১৩০০	১৮৮৪
১৯১৬	২৪০০	১৪৩৬

বঙ্গে মাদক দ্রব্যের কাটতি।

মদের কাটতি।

১৯১৫—৩১৩৯৫০০ সের।

১৯১৬—৩০১০০০০ সের।

১৯১৭—৩১৮৫০০০ সের।

গাঁজা।

১৯১৫—৯২০১৬ সের।

১৯১৬—৭৩২৯৮ সের।

১৯১৭—৭৫৩৯৩ সের।

আফিং।

১৯১৫—৫২৮২৩ সের।

১৯১৬—৪৩৪৭৯ সের।

১৯১৭—৩৮১১৮ সের।

অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে গাঁজা খোর আফিং খোর কমিতেছে, কিন্তু মাতালের সংখ্যা বাড়িতেছে।

নানারোগ।

প্রত্যেক ১৫ ব্যক্তির মধ্যে ৬ জনের চক্ষু খারাপ। প্রত্যেক ৫ জন মধ্যে ১ জনের দাঁত খারাপ। প্রতি ৬ জন মধ্যে ২ জন টন্‌সিল এবং ৭ জন মধ্যে ১ জনের স্ক্রুফলা রোগে ভুগিতেছে।

চিনি।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর ১১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩১ সহস্র ৪৮০ টাকার চিনি বিদেশ হইতে আইসে, ১৪ লক্ষ ৬৫ সহস্র ৫৭৫ টাকার চিনি বিদেশে প্রেরিত হয়।

যক্ষ্মা।

ভীষণ মৃত্যু।

ব্রিটিশ ভারতে যক্ষ্মারোগে প্রত্যেক বৎসর ৬ লক্ষ লোক মরে, গ্রেট বিটনের বার্ষিক মৃত্যু সংখ্যা ৬০ সহস্র। এই নিবার্য্য ব্যাধিতে ভারতে—

বৎসরে	৬ লক্ষ।
মাসে	৪৩ সহস্র ২ শত।
দিনে	১৪৪০ জন।
ঘণ্টায়	৬০ জন।
মিনিটে	১ জন লোক

মরিতেছে অর্থাৎ এই সুবৃহৎ নগরে যত লোক বাস করে, ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর উহার প্রায় ½ লোক মরিতেছে। কি ভীষণ মৃত্যু! এই মৃত্যুর কথা ভাবিলে কি স্তম্ভিত হইতে হয় না! মনে রাখিবেন এই মৃত্যুর গতিরোধ করা যাইতে পারে।

এড়াইবার উপায় কি?

যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে শুনুন;—

১। অমিতাচার বর্জ্জন।

২। অতিরিক্ত পরিশ্রম বর্জ্জন।

৩। রুদ্ধ-গৃহে—(দরজা জানলা বন্ধ করিয়া) শয়ন না করা।

৪। যে ঘরে অধিক লোক আছে, সেই ঘরে শয়ন না করা।

৫। নাক মুখ ঢাকিয়া শয়ন না করা।

৬। খাদের সঙ্গে ধুম গ্রহণ না করা।

৭। দেহে বা আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যে যাহাতে মাছি না পড়ে।

৮। মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ না করা।

৯। মেজের উপর থুথু না ফেলা।

১০। যক্ষ্মা রোগীর সংস্রব হইতে দূরে থাকা।

১১। ধূলিময়, সঁ্যাত সঁ্যাতে ও অন্ধকার গৃহে বাস না করা।

১২। যাহাতে দেহ দুর্ব্বল হয়, এমন কিছু না করা।

১৩। শীতল বিশুদ্ধ বায়ু অথবা নৈশ বায়ুকে ভয় না করা।

১৪। যে খাদ্য উপাদেয় ও পুষ্টিকর নহে, তাহা গ্রহণ না করা।

১৫। খাদ্য দ্রব্য যেন পর্য্যাপ্ত হয়।

মাতা বৈরী।

জননী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত, তিনি সস্নেহে তাহার পুত্রমুখ চুম্বন করিতেছেন, কিন্তু হায়, ঐ চুম্বন দ্বারা তিনি আপন দেহের ব্যাধি পুত্র-দেহে সঞ্চারিত করিলেন।

শিশুদের দ্বারা রোগ প্রসার।

অনেক শিশু শ্লেটে থুথু দেয়, হাতের থুথু পুস্তকের পৃষ্ঠায় লইয়া পাতা উল্টাইয়া থাকে, অন্য শিশু ঐ থুথু মাখান শ্লেট বা পুস্তক হইতে তাহার রোগের বীজাণু গ্রহণ করে।

পানওয়ালা।

রুগ্না পানওয়ালীর নিকট হইতে পানের সহিত এই রোগ অনেকে গ্রহণ করে!

বাজারের মিঠাই।

বাজারের মিঠাইর মধ্যে সকল প্রকার অপবিত্রই থাকিতে পারে, ঐ মিঠাই হইতে এই রোগ ব্যাপ্ত হয়।

এক হুকায় তামাক খাওয়া।

একজনে যে হুকায় তামাক খায়, স্বজা-

ভিরা সেই হুকায় তামাক খাইতে সংকোচ বোধ করেন না। এইরূপ একজনের থুথু অন্যে গ্রহণ করায় এই রোগ, একজনের দেহে প্রবেশ করে।

ঐরূপ এক জনের মুখের জিনিষ অন্যে খাইলে, এক বাসনে খাইলে, এই ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কেমন করিয়া রোগ ছড়াইয়া পড়ে।

যক্ষ্মা রোগী থুথু ফেলিল, ঐ থুথুর উপর মাছি বসিল, মাছি উড়িয়া যাহার উপর পড়িবে, তাহারই ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার কথা। আবার মেথর ঐ থুথু ঝাটার দ্বারা ধুলির সহিত মিশাইয়া উড়াইয়া দিল, নিকটে যে শিশু খেলিতে ছিল, তাহার দেহ ঐ ধুলির দ্বারা ধুসর হইল, ঐরূপে সে ঐ রোগের বীজাণু গ্রহণ করিল। সঃ।

সর্প ও বন্যজন্তুর উৎপাত। আসাম প্রদেশে গত ১৯১৭ সালে সর্প ও বন্যজন্তুর কর্তৃক ২৮৯ জন নিহত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্তী বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা ৩৪০। আলোচ্য বর্ষে ১৪৯০ টা এবং ১৯১৬ সালে ১৫৬২ টা বন্যজন্তু নিহত হইয়াছে। ৩৩২টা সর্প মারা হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ১৪০৯ সর্প বধ করা হইয়াছিল। ১৩৮ জন বন্যজন্তুর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির শিক্ষার উন্নতি।—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার কিরূপ প্রসার হইতেছে, ইহা অবগত হইবার জন্য বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে বলিয়াছেনঃ—

	বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ ছাত্র	ব্রাহ্মণেতর হিন্দুছাত্র	মুসলমান ছাত্র
১৯১২	২৮৫০৫	১৬৩০৪৬	২২৯৯৭২
১৯১০	২৯১১২	১৬৯৮০৬	২৩৬১৫৯
১৯১৪	২৯৬১০	১৭০৯৩৫	২৫৭৭৫৫
১৯১৫	৩০৬৯৪	১৭৩৩৮৯	২৬৯২৩৪
১৯১৬	৩২৬৫৩	১৮১২০৩	২৮৩৫৩০

অনেকেই বলেন বঙ্গদেশে হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিদ্যা চর্চ্চা হইতেছে, মুসলমানদের মধ্যে তেমন নয়। জন সংখ্যার তুলনায় তেমন হয় নাই বটে, কিন্তু মোটের উপর স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী। আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১৯১২ সালে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা যত ছিল, ১৯১৬ সালে তাহা অপেক্ষা ৫৩৬১ বেশী হইয়াছে। ব্রাহ্মণেতর হিন্দু সংখ্যা ১৮১৫৭ ও ব্রাহ্মণ ছাত্র সংখ্যা ৪১৪৮ পড়িয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য মুসলমানদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই মুসলমান ছাত্র সংখ্যা হিন্দুর দ্বিগুণ হইবে। হিন্দু সাধারণতঃ নির্ব্বির্য্য ও অলস, মুসলমান তেজীয়ান ও কর্ম্মী। এই পার্থক্য হেতু হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের উন্নতি দ্রুততর হইতেছে।

ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

একাদশ অধিবেশন।

গত ৩০এ চৈত্র ও ১লা বৈশাখ ঢাকা নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা মধ্যে তিনি বলিয়াছেন—

"আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র, স্বাবলম্ব, স্বাধীন সামাজিক প্রস্তুত হইবে। যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে, দেশে নূতন শিল্প, নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে। নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে, নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে, নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে।

এমন মানুষ হয় না কেন?

কেন বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে এমন মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধ্যবসায়ের অভাব নাই, তথাপি এরূপ হইতেছে কেন? আমাদের শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ-বাঙ্গালাকে "শিক্ষার বাহন" না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষাদান।

বিদ্রূপ।

আমাদের শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করিয়া পাশ করে বলিয়া বিদ্রূপ করা হয়, বস্তু শিখেনা, বাক্য শিখে, তারা গতানুগতিক, তাহাদের মৌলিকতা নাই।" ঠিক কথাই ত তাহাই।

তাতাকোম্পানীর শিল্পব্যাঙ্ক।

লর্ড রোণাল্ডসের বক্তৃতা।

সেদিন কলিকাতার তাতা কোম্পানীর শিল্প ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। লর্ড রোণাল্ডসে এই কার্য্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাইরেক্টর সমিতির চেয়ারম্যান সার দোরাব তাতার অনুপস্থিতি হেতু সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডাইরেক্টর ও অংশীদারগণের পক্ষ হইতে গবর্ণর বাহাদুরকে সাদর অভিনন্দন করেন। সার রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা শাখার চেয়ারম্যান।

গবর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা।

আমরা আশা করি যে, ভারতে শিল্পবাণিজ্যের অভ্যুদয়কাল আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। অন্ততঃ কালের চিহ্নসমূহ হইতে উহাই অনুমিত হয়। "শিল্পবাণিজ্য" এই বাক্য মানবের যে সুবৃহৎ কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে ব্যক্ত করে, উহার ভিত্তি কোথায়?

প্রধানতঃ উহা (১) অর্থ (২) সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের পরিশ্রম (৩) যাতায়াতের সুব্যবস্থা (৩) স্বাভাবিক উপকরণরাজির উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষে এই সমুদয়ের কোনটিরই অভাব নাই। ব্যূহবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা এই সকলকে কার্য্যে না লাগাইলে ইহারা অচল জড়বৎ থাকে।

যদি কার্য্যে লাগাইবার জন্য সংগৃহীত না হয় ত স্বাভাবিক উপকরণরাজির মূল্য কি? শ্রমজীবীদের যদি কাজ শিখাইয়া কার্য্যে না লাগান যায় ত শ্রমের অর্থ কি? মাটির ভিতরে টাকা রাখিলে উহার দ্বারা কি লাভ হইবে?

বঙ্গীয় শ্রমজীবীর প্রশংসা।

২ দিন পূর্ব্বে আমি এক সামরিক কারখানার গোলা প্রভৃতি সামরিক উপকরণ নির্ম্মাণ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এক-চালায় গোটা ১২ চুল্লী জ্বলিতেছিল, সেইখানে লোহা পোড়াইয়া রক্তবর্ণ করা হইতেছিল, তথায় এমন ভীষণ উত্তাপ যে, আমি যখন বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছিল। কিন্তু বাঙ্গালী শ্রমজীবীরা সেখানে স্বচ্ছন্দে হাতুড়ি পিটিতেছিল। এই কারখানায় অল্পদিন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞের মত ইহারা আসিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষিত শ্রমজীবীর মতই কার্য্য করিতেছে।

এখানে আপনারা শ্রম নহে, অর্থকে ব্যূহবদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইবেন। আমি অবগত আছি যে, এইরূপ ব্যাঙ্কই জর্ম্মণ শিল্পজীবীদের প্রাণ।

আপনারা দেশের অর্থ এক ঠাঁই করুণ, উহার চতুর্দ্দিকে জনমণ্ডলী সমবেত হউক, তারপরে আপনারা তাহদিগকে নানা প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত করুন।

লোক সাধারণ।

এই দেশের লোক সাধারণের প্রকৃতি রক্ষণশীল। আপনারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিন যে, টাকা হইতে বিশ্বাস মূল্যবান। আপনারা তাহাদিগকে উহাই শিখান যে, টাকা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখায় কোন লাভ নাই। আপনারা লোক সাধারণকে ইহাই বুঝাইয়া দিন যে, কারেন্সি নোট টাকার অপেক্ষা মূল্যবান্। মানবদেহের রক্তসঞ্চালন যেমন ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক, দেশের স্বাভাবিক সুস্থতার জন্য অর্থের আদান প্রদান তেমন দরকার।

তাতা ব্যাঙ্কের মূলধন ৭ কোটি টাকা এবং এই টাকা ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইবে, এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড হইতেও ১ কি ২ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে।"

সিমলা যাত্রীর পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আজ দুই সপ্তাহ হইল, এখানে আসিয়াছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও বেড়াইতে যাই নাই। চলুন পাঠক, আজ আপনাকে লইয়া সিমলার রাস্তায় বেড়াইয়া আসি। প্রাতঃকাল, বেলা ৬টা বাজিয়াছে। আমি সম্মুখের বারান্দার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম, অরুণ দেব সবে মাত্র তাঁহার পাটে বসিয়াছেন। তখনও দূরস্থিত পাহাড় সমূহ বরফে আবৃত রহিয়াছে, ঠিক সেই সময় আমরা পিতা পুত্রে বহির্গত হইলাম। পথে নামিয়া আমাদের বাংলাটী বামভাগে রাখিয়া বরাবর সোজা চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বামভাগে একটী প্রকাণ্ড চড়াই—ইহাতে সোপানাদি কিছুই নাই, একেবারে প্রায় ১০০ শত ফিট্ উপরে উঠিতে হয়। আমরা বহু কষ্টে উপরে উঠিলাম। এই চড়াইয়ের ঠিক উপরিভাগে বামপার্শ্ব দিয়া আর একটী রাস্তা ক্রমনিম্নভাবে গিয়াছে, আমরা সেই পথ ধরিয়া বরাবর চলিয়াছি। কিয়দ্দূর যাইয়া দক্ষিণ দিকে গভর্ণমেণ্ট হাঁসপাতাল দেখিতে পাইলাম। আরও কিছুদূর যাইয়া কয়েকটী মুদির দোকান এবং মিষ্টান্নের দোকান পার হইয়া কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া আর একটী স্বল্প প্রশস্ত পথে উঠিলাম। পাঠক, এইটী বাজারের পথ। প্রথমেই দুই পার্শ্বে কেবল ফলের দোকান। এখানে অন্য কোন ফল নাই, কেবল আপেল, নাসপাতি, দালিম, আঙ্গুর, পিচ্, বেদানা, সর্দ্দা, কিচমিচ, পেস্তা, আখরোট, মনক্কা প্রভৃতি মেওয়া ফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহার মুল্যও আশাতীত সুলভ। এখান হইতে ৮।১০ মাইল দূরে "কুলু" নামক একটী পাহাড় আছে, তথাকার আপেল ও নাসপাতি অতিশয় সুমিষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য। আমরা মিষ্টান্ন জল খাবারের পরিবর্ত্তে উহাই ব্যবহার করিতাম। এখানে নাসপাতি পয়সায় চারিটী এবং আপেলে এক পয়সায় ১টা, বড় হইলে ২ কিম্বা তিন পয়সায় পাওয়া যায়। আখরোট এক পয়সায় ১২টা, কিচ্‌মিচ্ এক সের ।০ মনক্কা সের ॥০ আনা, খুব উৎকৃষ্ট বড় আঙ্গুর সের ।৵০ আনা। কিন্তু এখানে কচি ডাব আদৌ মিলে না, আর পক্ক কদলী বড়ই দুষ্প্রাপ্য, বাঙ্গালা দেশে যে কদলী এক পয়সায় ৪।৫ টা পাওয়া যায়, তাহা এখানে ১টা এক পয়সা এবং সময় সময় একটা ২ পয়সায়ও বিক্রয় হয়। ১টা ঝুনা নারিকেল ভাঙ্গিয়া তাহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া এক টুকরা এক পয়সায় বিক্রয় করিয়া একটা নারিকেল অন্ততঃ ॥০ আনায় বিক্রয় হয়। পান এখানে বড়ই মহার্ঘ। এই ত গেল ফলের বাজার—তাহার পর আর একটু নিম্নে অবতরণ করিয়া এক পার্শ্বে মৎস্যের বাজার। এখানে মৎস্য বড়ই মহার্ঘ, ১.০ এবং ১॥০ টাকা সের বিক্রয় হয়। ছাগ মাংস ।৵০ আনা সের এবং ভেড়ার মাংস ॥০ আনা সেরে বিক্রয় হয়। অপর পার্শ্বে মাংস এবং হংস মুরগী

প্রভৃতির বাজার। এই বাজারটীর চতুর্দ্দিক ঘেরা এবং সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত। ইহার প্রবেশ দ্বার পশ্চাৎভাগ দিয়া। মোটের উপর এটীর সহিত বাজারের কোন সংশ্রব নাই। তাহার পর তরকারী এবং শাক্ সবজীর বাজার। এখানে তরকারী আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঢেড়শ, কপি, বিট্পালং, শাল গম, গাজর, সিম প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া পালং, নটে, ডেঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শাকও উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা আলু এখানে খুব সুলভ। সময় সময় উৎকৃষ্ট বড় আলু ৩।৪ পয়সা সের পাওয়া যায়। এখানে এক প্রকার বড়ই আশ্চর্য্য লঙ্কা দেখা গেল, উহা দেখিতে ঠিক এক একটী বড় বেগুণের ন্যায় এবং ইহা সবুজ, ব্লু এবং লোহিত বর্ণের হইয়া থাকে। ইহাতে ঝাল অতি অল্প। এখানকার লোকে ঐ এক একটী লঙ্কা এক এক তরকারীতে চালাইয়া দেয়, ইহারা বলে, এই লঙ্কা তরকারীতে দিলে নাকি তরকারী খাইতে অতিশয় সুস্বাদু হয়। এই বাজার অতিক্রম করিয়া আর একটু চড়াই ভাঙ্গিয়া একটু উপরে উঠিয়া আর একটী রাস্তা পাইলাম। ইহাও ঐ বাজারের সংলগ্ন পথ। এখানে এক পার্শ্বে বিস্তর মসলার দোকান, পানের দোকান, কাপড়ের দোকান, দিয়াসালাই এবং বিড়ির দোকান, মিষ্টান্ন বিক্রেতায় দোকান। অপর পার্শ্বে পিতল কাঁসার বাসনের দোকান, এনামেল এবং এলুমিনিয়ম বাসনের দোকান, কাঁচের বাসনের দোকান, নানা প্রকার মনোহারী দ্রব্যের দোকান, কয়েকটী জুতার দোকান এবং একটী সোডা লেমনেডের কল দেখিতে পাইলাম। এই স্থানটী দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন কলিকাতার মুরগীহাটা অথবা চিনা বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বাম পার্শ্বে কয়েকটী সোপান দেখিতে পাইলাম। ইহা প্রায় ত্রিতল সমান উচ্চ। আমরা এই সোপান অতিক্রম করিতে লাগিলাম, ইহার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট ঘরের মধ্যে কয়েকটী টিন্ মিস্ত্রীর দোকান এবং মুসলমানদের রুটী বিস্কুটের দোকান দেখিতে পাইলাম। অতঃপর আমরা সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া একটী বেশ প্রশস্ত পথে উঠিলাম। ইহাই মল্ রোড নামে অভিহিত এবং এখানকার মধ্যে এইটাই প্রধান রাস্তা। এখানে কুক্ এণ্ড কেলভী, হ্যামিন্টন, জে, বসেক প্রভৃতি কয়েকটী সুনাম খ্যাত জুয়েলারি, এবং ঘড়ির দোকান, বড় বড় ঔষধের দোকান, হোয়াইট ওয়েলেড্‌-ল ফ্রান্সিস্ হ্যারিসন, হল এণ্ডারসন, র্যাঙ্কেন কোং প্রভৃতি রাশি রাশি ইংরাজ বণিকের দোকানে এই রাস্তাটী পরিপূর্ণ। ইহাদের দোকান গুলি এমনি সুন্দরভাবে সজ্জিত, মনে হয় যেন, আরও দুইটী চক্ষু হইলে দেখিয়া সাধ মিটিত। তাহা ছাড়া এখানে আরও কয়েকটী পার্শি, গুজরাটী মুসলমান এবং মারওয়াড়ী ধন কুবেরের দোকান দেখিলাম, বলা বাহুল্য এ গুলিও পূর্ব্বোক্ত দোকান গুলি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমরা সরাপ-ওয়ালা জি, এফ্ কেল্‌নায় কোং দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর থ্যোকারস্পিঙ্কের দোকানের নিকট আসিয়া ঘড়িতে দেখিলাম, ৯টা বাজিয়াছে; আমার গোলামী খানায় ঘণ্টা বাজিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। অদ্য আমার বেড়ান এই পর্য্যন্ত। আমি তাড়াতাড়ি বাসাভিমুখে ফিরিলাম। পাঠক, অদ্য অনেক ঘুরিলেন, একটু বিশ্রাম করুণ। আবার কল্য প্রাতে আপনাকে লইয়া বাহির হইব। আমি বাসায় আসিয়া মহারাজের নিকট দুই চারি গ্রাস্ অন্ন নাকে মুখে গুঁজিয়া আমার সহযোগী কর্ম্মচারীদের পশ্চাৎধাবন করিলাম। আমি প্রায়-এক ঘণ্টা কাল বেড়াইয়াও কোন রূপ ক্লান্তি বোধ করি নাই। যতই ভ্রমণ করিতেছি, ততই বিবিধ প্রকার পাদপ রাজি নয়ন গোচর হইতেছে। এখানে 'বেলু' এবং 'কেলু' নামক দুই প্রকার বৃক্ষ জন্মে, এই সকল বৃক্ষ উচ্চতায় ৩০।৪০ ফিট হয় এবং ইহার শাখা প্রশাখা অধিক বিস্তৃত হয় না। 'বেলু বৃক্ষের পাতা আমাদের দেশে তেতুল পাতার ন্যায় এবং কেলু বৃক্ষেরপাতা আমাদের দেশের ঝাউ গাছে ন্যায় হইয়া থাকে। ইহাতে হলুদের ন্যায় এক প্রকার ফল জন্মে। এখানকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, যে এই বৃক্ষদ্বয়ে (oxygen) জীবনী শক্তি এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে যে, অন্য কোন প্রকার বৃক্ষে তত নাই; এবং ইহার বায়ু মানব দেহে সঞ্চালিত হইলে শরীরের নব শোণিত জন্মিয়া জীবনী শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সেই জন্য এখানকার প্রত্যেক উদ্যানেই এই বৃক্ষের এত প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

An Excellent Tooth Powder.

অনেকে বলেন যে, ইহা পিস্‌লবিন নামক জগত বিখ্যাত ফারমের টুথ পাউডার বা দন্ত মঞ্জন।

প্রিসিপেটেড চক বা	
উৎকৃষ্ট চা খড়ির গুঁড়া	১ পাউণ্ড
অরিস পাউডার	১ পাঃ
কারমাইন	অর্দ্ধ ড্রাম
চিনি উৎকৃষ্ট চূর্ণ	সিকি পাঃ

উত্তমরূপে খলে পিষিয়া কৌটায় পুরিবার পূর্ব্বে ইহাতে ১ ড্রাম অটোডি রোজ বা নিরোলী দিয়া আবার একবার উত্তমরূপে পিষিয়া লইয়া কৌটায় পুরিতে হইবে। ইহা উৎকৃষ্ট টুথ পাউডার।

ডাঃ রিজিনীর

ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তের উৎকৃষ্ট দন্ত ধাবন।

ক্রিয়োজোট	৫ ড্রাম
রেক্টিফায়েড স্পিরিট	৫ ফ্লুঃ ড্রাম
টীং কচিনীল (strong)	১ ,,
অয়েল অফ্ পিপারমেণ্ট	অৰ্দ্ধ ড্রাম

শিশিতে পুরিয়া খুব ঝাঁকরাইয়া মিশাইতে হইবে। ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত, নড়া দন্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

BANANA SYRUP.
কলার সরবৎ।

এই সিরাপ অতি মনোরম। খাইলে মর্ত্তমান কলার ন্যায় সৌরভ উঠিয়া থাকে।

Oil Banana	2 dr.
Tartaric acid	1 dr.
Simple Syrup	6 pints.

সিম্পল বা সাদা সিরাপ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ইতিপূর্ব্বে "কাজের লোকে" শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

A GOOD INK POWDER BLOCK.
কালীর বটীকা।

Aleppo galls	3 pounds
Copperas	1 lb
Gum arabic	½ pd.
White sugar	½ pd.

এইগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তরল গদের জলের দ্বারা কর্দ্দমবৎ করিয়া বড়ি পাকাইতে হইবে। উপরোক্ত পাউডার ১ পাইট গরম জলে দ্রব করিলে অতি সুন্দর লিখিবার কালী হইবে।

VINIGARS.
সির্কা।

পাশ্চাত্য উন্নত প্রণালীতে ভিনিগার বা সির্কা প্রস্তুত করিতে হইলে পরিষ্কার করিবার জন্য জেনারেটার প্রভৃতি কতকগুলি সামগ্রীর আবশ্যক হয়।

সাধারণ ভিনিগার প্রস্তুতের কয়েকটী ফরমুলা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাঠকগণের কেহ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। খাইবার ভিনিগার এবং বেশভূষার ব্যবহার্য্য ভিনিগার এই দুই প্রকারের ভিনিগার ব্যবহৃত হয়। বিলাতি মটনের ভিনিগার প্রসিদ্ধ, সাহেবেরা ইহা ব্যবহার করেন।

(১)

গুড়	...	২ কোয়ার্ট
ইষ্ট	...	১ কোয়ার্ট
সফ্ট ওয়াটার		৬ গ্যালন।

একটা মৃত্তিকার বা কড়ির জালায় পুরিয়া মুখে তারের জাল দিয়া ঢাকিয়া একটু গরম স্থানে ৩ সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হয়। যখন গাঁজিয়া উঠে, তখন পরিষ্কার ব্লটীংফিল্টার করিয়া লইলে যে পরিষ্কার তরল পদার্থ পাওয়া যাইবে, তাহাই ভিনিগার।

(২)

(দ্বিতীয় প্রকার)

এ্যাসিটিক এ্যাসিড		৩ পাউণ্ড
গুড়	...	২ কোঃ
জল	...	২০ গ্যালন।

উপরোক্ত প্রকার কড়ির জালায় পুরিয়া খুব নাড়িয়া দিয়া ২।৩ সপ্তাহ রাখিয়া দিলেই গাঁজিয়া উঠিবে। উপরের প্রক্রিয়ায় ফিল্টার করিয়া লইতে হইবে।

(৩)

সাইডার	...	২০ গ্যালন
জল	...	১০ গ্যালন
ইষ্ট	...	২ গ্যালন।

প্রক্রিয়া—পূর্ব্ববৎ।

(৪)

সুলভ ভিনিগার।

গুড়	...	২ গ্যালন
ইষ্ট	...	২ কোয়ার্ট
বৃষ্টির জল গরম করিয়া		১২॥০ গ্যালন।

প্রক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। ভিনিগার যেমন যেমন খরচ করিতে আরম্ভ হইবে, আন্দাজ বুঝিয়া উপরোক্ত মসলা ঐ জালায় ফেলিয়া দিলে আবার নূতন ভিনিগার হইবে। ইষ্ট জিনিসটা পাউরুটী প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়, ইহা বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের দেশী রুটী-ওয়ালারা ইষ্ট না দিয়া পাউরুটীতে তাড়ী ব্যবহার করে, কিন্তু ভিনিগার প্রস্তুতে যে তাড়ী ব্যবহৃত হয় কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ভিনিগার অনেক বাঙ্গালীও প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে।

AROMATIC VINIGAR.

Glacial Acetic acid	1 pound.
90 P. C. Alcohol	2 fl. ounce.
Camphor (Pure crushed)	2½ oz.
Oil of cloves (English)	1½ dr.
Oil Rose Merry	1 dr.
„ Bergamot	½ dr.
„ Cinamon	½ dr,
„ Lavender	1/2 dr.
„ Piments	1/2 dr.
„ Neroli	1/2 dr.

Mix the above ingredients in a glass stoppered bottle and agitate until the camphor is disolved. This is a very fine and highly esteemed viniger.

HOUSEHOLD INFORMATIONS.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। *

—(০)—

অতিসার।

বেলশুঁঠ, জায়ফল, জীরা, মুথা প্রত্যেকে সমান পরিমাণে আতপ চাউলের চেলুনী দিয়া বাটিয়া ৫ রতি বটিকা করিবে, কর্পূরের জল দিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর ১টী করিয়া খাওয়াইলে অতিসার বন্ধ হয়। অবশ্য বয়স ভেদে মাত্রার হ্রাস করিতে হইবে।

শিশুদিগের—জন্য বটের ঝুরির টুকরা ৪।৫টী, মৌরি ৪।৫টী, বেনার মূল ৪।৫টী টুকরা একত্রে আতপ চাউল ধোয়াজল দিয়া হাত ঘসা করিয়া দিনে ২।৩ বার খাওয়াইলে বন্ধ হয়।

অজীর্ণ।

শাঁকের চুণ ১, গোলমরিচ ১, সৈন্ধব লবণ ১, জল কিম্বা লেবুর রস দিয়া বাঁটিয়া ৵০ আনা পরিমাণ বটিকা জল কিম্বা লেবুর রস দিয়া সেব্য।

কাগজী বা পাতি লেবুর রসে /০ আনা সৈন্ধব বা বিট লবণ দিয়া খাইলে উপকার হয়।

লবঙ্গ ও বিট লবণ ১, মৌরি ১, যোয়ান ১, লেবুর রসে বাঁটিয়া ৫ রতি বটিকা করিয়া আতপচাউলের চেলুনীর জল সহিত সেবন করিলে অপাক নিবারণ হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

অনিদ্রা।

সুশুনি সাকের ঝোল খাইলে সুনিদ্রা হয়।

তেলাকুচার পাতা, কাঁচা হলুদ, কোন তৈলের সহিত ফেনাইয়া মস্তকে ও পদে মালিস করিলে নিদ্রা হয়; ক্ষুদে পেঁয়াজের রস পদ তলে মালিস করিলেও হয়।

অম্ল পিত্ত।

চা খড়ির গুঁড়া /০ আনা বা সোডা ৵০ জল দিয়া খাইলে পেট-খুঁচুনী, কড়ার নিচে কামড়ান, গলা ও বুক জ্বালার শান্তি হয়। বহুকালের পুরাতন চুণ ১ ভাগ, পুরাতন তেঁতুল গাছের চটা ভস্ম ১ ভাগ, ৵০ মাত্রায় পলতার রস ও ডাবের জল অনুপানে সেবন করিলে অম্লপিত্ত ভাল হয় ও খুব যন্ত্রণার সময়ে ২ঘণ্টা অন্তর ঐ পুরিয়া খাইলে অম্লশূল উপশম হয়। রাত্রে ধনে, নালতে ও মিছরি একত্রে ভিজাইয়া প্রাতে খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

অর্শ।

খোসা তোলা কৃষ্ণ তিল বাটা ॥০ তোলা, মিছরি ॥০ তোলা নাগেশ্বর ফুলের বেণু ৵০ আনা একত্রে খাইলে উপকার হয়।

কুকুর শোকার রস গাওয়া ঘৃতের সহিত পাক করিয়া বলিতে দিলে উপকার হয়।

আগুনে পোড়া।

আমের কুশীর জল করিয়া রাখিলে ঐ জল পোড়া স্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যায় ও ফোস্কা হয় না। হাঁসের ডিমের কুসুম, ঘৃত, কুমারীর রস এবং মাখন একত্রে ফেটাইয়া পোড়া স্থানে দিয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিলে জ্বালা যায়।

আমাশায়।

বিহি দানা ।০ আনা, ঈষগ্‌ওল ।০ আনা, বাবলা আটা ।০ আনা, মিছরি ।০ আনা, ⁄।০ পোয়া গরম জলে সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া প্রাতে ছাঁকিয়া শিশির মধ্যে রাখিতে হইবে, অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ২।৩ দিনে রক্ত আমাশায় নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

কচি কুলের পাতা ৵০, যোয়ান ৵০, সৈন্ধব লবণ ৴০ আনা, গোলমরিচ /০, জল দিয়া বাটিয়া খালি পেটে সেবন করিলে ২।৩ দিন উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

একশিরা।

আপাঙের শিকড় বাঁধিলে ভাল হয়। জয়ন্তী পাতা, নিশিন্দা পাতা, বেলপাতা, ধুতুরা পাতা অল্প বাটিয়া রুটির মত আগুনে সেঁকিয়া কোষে বাঁধিলে ব্যথা ও ফোলার উপশম হয়।

এঁড়েলাগা।

লবঙ্গ, যোয়ান, মৌরি, হরিতকী, আমলা, চিরতার ফুল,যবক্ষার, সোহাগার খৈ প্রত্যেকে সমানভাবে একত্রে মিশাইয়া ২ রতি করিয়া জলের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবা।

কাউরের ঘা।

শোরগোঁজা জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ৩।৪ দিনে ভাল হইয়া যায়। কচ্ছপের খোলা পোড়াইয়া খাঁটী সরিষার তৈল দিয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়।

কান পচা ও ব্যথা।

বাঘের গোঁপ এক গাছি কানের মধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হয়।

ঘোড়ার বিষ্ঠার রসে অর্দ্ধ রতি সমুদ্র ফেণ চূর্ণ দিয়া ঐ রস কর্ণের মধ্যে দিলে যন্ত্রণা যায়, প্রতি দিন কর্ণ পরিষ্কার করিয়া শামুকের পোঁটা সরিষার তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল ২।৩ ফোঁটা কাণের মধ্যে দিলে কাণের পুঁজ পড়া ভাল হয়।

কামল (ন্যাবা)।

আনারস অর্দ্ধ ছটাক চিনির সহিত প্রত্যহ ২।৩ বার খাইলে ২।৪ দিনের মধ্যে ফল হয়, মেদি পাতার রস খাইলেও হয়।

পলতার রস, কাঁচা হলুদের রস ও চুণের জল একত্রে প্রত্যহ ২ বার খাইলে অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

কাশ।

বচ, জ্যেষ্ঠমধু, পিপুল, কুড় প্রত্যেকে সমানভাবে একত্রে মিশাইয়া /০ আনা মাত্রায় মধুর সহিত দিনে ২।৩ বার অবলেহনে উপকার হয়।

* এই প্রবন্ধে আমরা কবিরাজ শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন সেন লিখিত কতিপয় গাছ গাছড়ার মুষ্টিযোগ এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম।

শিশুদিগের—ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও কাল তুলসী পত্রের রস মধুর সহিত অবলেহন করিতে দিবে।

কৃমি।

পলাশ বীজ, সোমরাজ, বন যোয়ান, বিট-লবণ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমান সমষ্টির, সম পরিমাণ জাঙ্গি হরিতকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ইহার এক আনা পরিমাণ; ছোট খেজুর গাছের গেঁড়ো ও চুণের জল অথবা আনারসের পাতার রস ও চুণের জল সেবন করিলে কৃমি বেশ আরোগ্য হয়।

খোস।

আকন্দর আটা, গাঁজা, মোমছাল বা নিম পাতা সরিষার তৈলে ভাজিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইবে, ঐ তৈল খোসে লাগাইলে ৩।৫ দিনে ভাল হইবে।

ঘুংরী।

সান্‌ছে শাকের শীকড় ৩।৪ রতি শ্বেত চন্দন ঘসা একত্রে বাটিয়া দিবসে ২ বার সেবন বিধি।

গরল।

কাঁচা হলুদ, নিম পাতা ও আয়াপানের পাতা বাটিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

গলাভাঙ্গা।

কচি কুল পাতা ঘিয়ে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া সদাসর্ব্বদা ঐ চূর্ণ মুখে রাখিলে ভাল হয়।

গা বমি বমি।

মৌরির জলে ফুলখড়ি ঘষিয়া খাইলে ভাল হয়।

ত্রিফলার ও ধনে ভিজান জলে কিছু মধু প্রক্ষেপ দিয়া খাইলে ভাল হয়।

ঘা।

ধুনা, সরিষার তৈল, মোম,আকন্দর আটা একত্রে ফুটাইয়া মলম করিয়া লাগাইলে ঘা ভাল হয়।

চষিপোকা।

মেটে সিন্দুর লাগাইলে চষি পোকা সারে।

চোকউঠা।

রসত, ঘৃতকুমারীর রস, ২।৩ রতি আফিম একত্রে মিলাইয়া চক্ষুর চারি দিকে প্রলেপ দিলে ৩।৪ দিনে চোক উঠা আরোগ্য হয়।

টাকপড়া।

প্রথমে ডুমুর পাতা দিয়া ঘসিয়া জবা ফুলের কলি ঘসিয়া দিলে ভাল হয়; কেশুত্তে, হীরাকস, ছোট পেঁয়াজ ও চিনি একত্রে বাটিয়া টাক স্থলে প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

চোঁয়া ঢেকুর।

মিছরীর জলে ৪।৫টী গোলমরীচ চূর্ণ দিয়া পান করিলে অথবা লেবুর রসে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ দিয়া সেই রস পান করিলে ভাল হয়।

ঠুন্‌কো।

পুরাতন ঘৃত, সফেদা ও আফিং একত্রে প্রলেপ দিলে নিশ্চয় ঠুন্‌কো আরোগ্য হয়।

ঠোঁট ফাটা।

মাখন ও ২।১ রতি ফট্‌কিরি চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ঠোঁট ফাটা নিবারণ হয়।

দাঁতে পোকা।

বড় পানার শিকড় ও কর্পূর একত্রে পোকার গর্ত্তে দিলে পোকা মরিয়া যায়—গোল মরিচ চূর্ণ ও কর্পূর দিলে উপস্থিত যন্ত্রণা কমে। দাঁতের পোকার জন্য গাল ফুলিলে আফিম ও মুসব্বর একত্রে গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

পাঁকুই।

রাত্রে শয়ন কালে বাতাসা চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে আরোগ্য হয়; কেবল তেল নেকড়া রাখিলেও বিশেষ উপকার হয়।

পা ফাটা।

আমের আটা ও মোম ফাটা স্থানে দিলে আরোগ্য হয়, মোম ও ধুনা একত্রে গলাইয়া দিলে ও হয়।

পিত্ত বৃদ্ধি।

ধনে,মিছরি ও নালতে ভিজান জল খাইলে সারে। (সংগ্রহ)

ডবল বিসর্জ্জন।

—:০:—

(রূপান্তরিত সত্য ঘটনা)।

(১)

প্রভাত রৌদ্রের রংটা যেমন একটু সোণালী রকমের দেখাইতেছে। বাতাস একটু শীতল হইয়াছে, আর গায়ে সেফালি কদম্বের গন্ধ মাখিয়াছে। লোকের মনের ভিতর হইতে একটা ভারী আনন্দ সাড়া দিয়া উঠিতেছে। সম্বৎসর পরে মা আনন্দময়ী ধরায় আসিতেছেন, চারি দিকে একটা পূজা পূজা গন্ধ বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালীর মরা গাঙ্গে আবার একটু জোয়ার আসিয়াছে, বাঙ্গালীর অসাড় প্রাণে আবার একটু উৎসাহ দেখা দিয়াছে। পূজাটা এখন চৌদ্দ আনা তামসিক হইলেও দুর্গোৎসবটা বাঙ্গালী জীবনের মহাপূজা, মহা সাধনা, সকল উৎসবের মহোৎসব।

হরিপুরের জমিদার বাড়ীর পূজার তুলনায় রামেশ্বর বিদ্যারত্নের বাড়ীর পূজা পূর্ণ চন্দ্রের নিকট খদ্যোৎবৎ হইলেও সেখানে যেমন একটা আন্তরিকতা দেখিতে পাই, একটা জীবন্ত ভাব দেখিতে পাই, মনে হয়, মা জগদম্বা যেন তাঁহার বাড়ীতেই পূজা খাইতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অতি সামান্য গৃহস্থ, তাঁহার জমার দিকে মাত্র কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি, আর শিষ্য সেবকের সামান্য কিছু বার্ষিক দান, সমারোহ ব্যাপারে বিদায়টা উপরি পাওনা। খরচের দিকটা কিন্তু নিতান্ত কম নয়। তিনি স্বয়ং,

এক বিধবা কন্যা, গরু বাছুর, বিগ্রহ রাধানাথ, বৃদ্ধাদাসী ফটিকের মা, কৃষাণ বাঁশী খুড়া, চারি পাঁচটী ছাত্র, আর অতিথি অভ্যাগত। তাঁহার ব্রাহ্মণী নাই, এক অন্নপূর্ণা ব্যতীত আর সন্তানাদিও জীবিত নাই, দয়া করিয়া যম রাজা একে একে সকলকেই লইয়াছেন। প্রতি বৎসরেই বাড়ীতেই দুর্গোৎসব হয়। তাহার ব্যয় ভার শিষ্য সেবকেরা বহন করে, আর নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ যে বার্ষিক পান, তাহাতেও অনেকটা সাহায্য হয়। এই বার্ষিক আদায়ের জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ভাদ্র মাসের শেষে বা আশ্বিনের প্রথমে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। এই সময়ে ছাত্রেরা বাড়ী যায়, আর রাধানাথের সেবা করেন হরনাথ বাচস্পতি নামে তাঁহার এক আত্মীয়। গরু বাছুরের ভার পড়ে তাঁহার কন্যা অন্নপূর্ণার উপরে, আর হাট বাজার করিয়া দেয় ফটিকের মা, বাঁশী-খুড়াকে বিদ্যারত্নের সঙ্গে যাইতে হয়।

পূজার কার্য্য অতি ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণ নিজেই হরনাথের সাহায্যে সম্পন্ন করেন। ভোগ রাধেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা, আর প্রসাদ পায় যে আসিয়া পাত পাড়িয়া বসে—পূজার প্রত্যেক দিন প্রায় তিন শত লোক। পাড়ার তিন চারি জন অদ্ধ বয়স্ক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করেন, ভাতের থালা ধরেন স্বয়ং বিদ্যারত্ন, সে কি উৎসাহ! কি আনন্দ! তিনি যখন কোমরে গামছা বাঁধিয়া পরিবেশন করেন, তখন যেন তাঁহাকে পঁচিশ বৎসরের যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। নিজ ও অন্যান্য গ্রামের লোক তাঁহার বাটীতে প্রতিমা দর্শন করিতে গেলে সকলেই বড় সরার এক সরা জলপান ও চারিটা করিয়া নারিকেল লাড়ু পাইয়া থাকে। তাহাতেই লোকের কত আনন্দ! এখনকার লোলাও কালিয়া বা লুচী সন্দেশেও তেমন হয় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কি আনন্দ!—প্রফুল্ল মুখে নূতন কাপড় পরিয়া কোঁচড়ে করিয়া জলপান খাওয়া আর কি দেখিব!

বিদ্যারত্নের বয়স ষাট বৎসরের কম নয়, কিন্তু শোক তাপ ও অর্থাভাব তাঁহাকে বৃদ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহাকে চশমার সাহায্যে চারি চক্ষে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতে হয় না, দিন রাত পরিশ্রম করিয়াও তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন না, আনন্দ ও সন্তোষ তাঁহার চিরসহচর, ব্রহ্মণ্য তেজ তাঁহার শরীর হইতে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। লোকের আপদে বিপদে তিনি বুক দিয়া পড়েন, গ্রামের ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, তিনি সকলেরই উপদেষ্টা ও শুভানুধ্যায়ী।

পূজা নিকটবর্ত্তী, আর এক মাসও বিলম্ব নাই, চণ্ডী মণ্ডপে কুম্ভকার একখানি ছোট প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতেছে। বাটীতে চাউল, ধান, সুপারী কাটা, বড়ি দেওয়া, পইতা তোলা প্রভৃতি কার্য্য অন্নপূর্ণা সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন। ব্রাহ্মণ সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, কন্যার হাতে তাহা সমর্পণ করিয়া বার্ষিক আদায়ের জন্য বাঁশী খুড়াকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

(২)

দত্ত বাবুদের বাড়ীতে পূজার খুব ধূম লাগিয়া গিয়াছে, নহবতে গ্রাম ইহারই মধ্যে মুখরিত হইয়াছে। হরিপুরে তাঁহাদের বহু কালের বাস, তাঁহারা বনিয়াদি জমীদার। তাঁহাদের জমিদারী বহু বিস্তৃত না হইলেও এ প্রদেশে তাঁহাদের তুল্য ধনী আর আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের প্রতাপে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়। কর্ত্তরা দুই ভাই, ছোট প্রতুল কলিকাতার একটা হাউসের মুৎসদ্দি, অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি সেইখানেই থাকেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও চাল চলন আলোক প্রাপ্ত বড় মানুষের ছেলের মত, তাহার উপর মোসাহেবের কুসঙ্গ আছে, তবে ধনবান ও বলবান বলিয়া কেহ তাঁহার নিন্দা করিতে সাহস করে না। বড় অতুল বাবু সেকালের ধরণের লোক, বেশী ইংরাজী লেখা পড়া শিখেন নাই। তিনি সাদা সিধা লোক, ধর্ম্মেও একটু মতি গতি আছে, আবার পাকা জমিদারও বটেন। জমিদারী সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম দেওয়ানজীর সাহায্যে সমস্তই তিনি করেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। প্রতুলের এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যার নাম বিমলা, তাহার বয়স উনিশ বৎসর, গত বৎসর ভাদ্র মাসে একটী পুত্র সন্তান জন্মিবার পর তাহার কপাল পুড়িয়াছে। পুত্রের নাম নীলমণি, তাহার বয়স ষোল বৎসর, কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করে। ছোট বাবু কন্যা পুত্রের পিতা হইলেও এবং যৌবনের সীমা অতিক্রম করিলেও তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হয় নাই, বিলাসের ভিতর দিয়া দিন গুলি কাটিত বলিয়া তিনি সংযম শিক্ষা করেন নাই। জ্যেষ্ঠ সহোদর অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পদে পদে বিফল হইয়া তাঁহাকে হাল ছাড়িতে হইয়াছে। প্রতুল যখন হরিপুরে থাকিতেন, তখন লোকের সুন্দরী বউ ঝি লইয়া বাস করা বড় বিপজ্জনক ছিল। তাঁহার কলিকাতা গমনে গ্রাম জুড়াইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যখন বাটী আসেন, তখন সকলকেই সসর্প গৃহে বাস করিতে হয়। তিনি যখন কলিকাতা হইতে বাটী আসেন, তখন অনেক লোক জন ও দ্রব্যাদি তাঁহার সঙ্গে আসে, সুতরাং নৌকাযোগেই আসেন, হরিপুর হইতে বজরা ও ভাউলিয়া যায়। অদ্য মহালয়া, আজ হইতে তাহার হাউস বন্ধ, সুতরাং বাটীর সকলেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনি না আসা পর্য্যন্ত গ্রাম যেন অসাড় হইয়া থাকে। পূজাও জাঁকে না, বাড়ীটা একেবারেই পূজা বাড়ী বলিয়া জানায় না।

(৩)

বার্ষিক আদায়ের জন্য বিদ্যারত্ন যেখানেই যান না কেন, মহালয়ার পূর্ব্বদিন তিনি নিশ্চিত হরিপুরে আসেন, কোথাও থাকেন না, এবার কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। আজ মহালয়ার দিনও অবসান প্রায়, এখনও বিদ্যারত্নের দেখা নাই। অন্নপূর্ণা বড় উৎকণ্ঠিতা হইলেন, তিনি ঘর বাহির করিতে লাগিলেন। পিতার আগমন প্রতি মুহূর্ত্তেই সম্ভব মনে করিয়া প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে চারি পাঁচ বার গঙ্গার ঘাটে গেলেন, বিদ্যারত্ন নৌকা যোগে যাতায়াত করিতেন। তাহাতে ব্যয় কম পড়িত এবং এটা-সেটা আনা লওয়ারও সুবিধা হইত।

দিবা অবসান হইল, সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশ রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া পাটে বসিলেন, গঙ্গার গৈরিক জলে তাহার ছবি পড়িল, সমস্ত জগৎ যেন একখানি গোলাপী রঙ্গে ছোপান বস্ত্র পরিধান করিল। ফটিকের মা গঙ্গার ঘাটে বাসন মাজিতেছে, অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া জলপূর্ণ কলসী কক্ষে সিক্ত বস্ত্রে তাহার অপেক্ষায় কূলে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার গৌর বর্ণ লাল মেঘের আভায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, আলুলায়িত ঘন কৃষ্ণ কেশ রাশি গুলফ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। সে মূর্ত্তি কি সুন্দর! কি শান্ত! কি স্নিগ্ধোজ্জল! সিক্ত বস্ত্র ফুটিয়া তাঁহার রূপ বাহির হইতেছে, যৌবন তরঙ্গ বাধা মানিতেছে না, তাহাকে যেন মর্ম্মর প্রস্তরে ভাস্কর খোদিত একখানি প্রতিমার মত দেখাইতেছে। ভগবান তাহার মত দরিদ্রকে এত রূপ দিয়াছিলেন কেন? দিয়াছিলেন যদি, তবে তাহার কপাল পুড়াইলে কেন?

ঘাটে একখানি বজরা আসিয়া লাগিল। অন্নপূর্ণার অজ্ঞাতে দুইটী উৎসুক নয়ন তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, সে দৃষ্টি আর ফিরিল না। নৌকারোহী সে মোহিনী রূপে মজিলেন অন্নপূর্ণা যতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তিনি অতৃপ্ত নয়নে সেই রূপসুধা পান করিলেন। আরোহী জমিদার বাড়ীর ছোট বাবু প্রতুল। তিনি কলিকাতা হইতে পূজা উপলক্ষে বাটী আসিলেন। অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলে তিনি তাঁহার পেয়ারের খানসামা প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কলসী কাঁকে দাঁড়াইয়াছিল ও কে রে পেসা?

"ওকে চিনেন না? ও যে বিদ্যারত্ন ঠাকুরের মেয়ে অন্নপূণ্য, বড় বাবু চার শ টাকা খরচ করে যার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। আহা! কি পোড়া কপাল! বছর না ফিরতেই জামাইটা জলে ডুবে মারা গেল!"

"অন্নপূর্ণা বিধবা হয়েছে!"

"কপাল মন্দ না হলে আর বাপের বাড়ী থাকে?"

"ভারি সুন্দরী ত।'

"জোড়া মেলা ভার! পাড়াগাঁয়ে ত নাই-ই, কলিকাতাতেও কোন দিন চোখে পড়ে নি।"

"স্বভাব চরিত্র কেমন, জানিস্?"

"ওরে বাপ রে! বিদ্যারত্নের মেয়ে—সাক্ষাৎ সীতা সাবিত্রী! এত নিষ্ঠে কেউ কখন দেখে নি। বিদ্যারত্ন কোথায় লাগে! মেয়েটী বাপের বাবা।"

"ঘাটে বাসন মাজ্‌ছিল, ও কে?"

"ফটিকের মা, বাড়ীর কাজ কর্ম্ম করে।"

"ওরে দিয়ে বলে দেখলে হয় না?"

"সর্ব্বনাশ! এমন কাজ কে করবে—কার এমন বুকের পাটা—কার ঘাড়ে একটার বেশী মাথা?"

"ভারী সুন্দরী! ঠিক কথা—জোড়া মেলা ভারই বটে! এ লোভ সামলান যায় না।"

"দোহাই ছোট বাবু! ওদিকে চা'বেন না। জল জেগ্রান্ত আগুন—যে ছোঁবে, সেই পুড়ে মরবে।"

"ছোঁবার যোগাড় ত কর, তার পর পুড়ে মরতে হয়, না হয় মরাই যাবে।"

"কেউ পারবে না—তেমন মুই-ই নয়। হাজার দুহাজার দিলেও কেউ পারবে না।"

"পারবে না কি! তুই-ই পারবি।"

"দোহাই হুজুর! আমাকে মাফ করবেন! গরীব ছাপোষা—ঝাড়ে বংশে কেউ থাকবে না।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে—সীতা হরণ ত আর কেউ বারণ করে নি।"

ছোট বাবুর বজরা কাছারীর ঘাটে গিয়া ভিড়িল। ডঙ্কা বাজিতেই দলে দলে ভৃত্য, পাইক, প্রজা, কর্ম্মচারী প্রতিবেশী ও ছোট বালক বালিকায় ঘাট ভরিয়া গেল। প্রতুল বাবু বজরা হইতে অবতরণ করিলেন, উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিল, তিনিও সকলকে সাদর সম্ভাষণ ও তাহাদের কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া বাটীর দিকে গমন করিলেন। ভৃত্যগণ বজরা হইতে দ্রব্য সম্ভার নামাইতে লাগিল।

ছোট বাবুর আগমনে সকলেই আনন্দিত হইল, কেবল প্রসন্নর মনটা নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

(৪)

মহালয়ার দিন রামেশ্বর বিদ্যারত্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। এই দিবস প্রতি বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইত, বিদ্যারত্নের অবর্ত্তমানে এ বৎসর তাহা আর হইল না। পিতৃবৎসলা কন্যা অন্নপূর্ণা অতি উৎকণ্ঠার সহিত রাত্রি কাটাইলেন; পিতার কত অমঙ্গল চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিল, তাহার হিসাব নাই—সংসারে পিতা ভিন্ন তাঁহার আর কেহই ছিল না। রাত্রিতে তাহার ভাল নিদ্রা হইল না—কতক দুর্ভাবনায়, কতক পিতার আগমনের আশায়। ফটিকের মা বারান্দায় শয়ন করিয়া যে প্রকার নাসিকা গর্জ্জন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, তাহাতে বিদ্যা-

রত্ন আসিয়া ডাকিলে সে যে বাটীর দ্বার খুলিয়া দিবে, সে ভরসা নাই; অন্নপূর্ণাকেই দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে; সুতরাং তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিলে যদি পিতা আসিয়া ডাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দ্বার খুলিয়া দিবে কে? প্রতিপদের দিনও বিদ্যারত্ন আসিলেন না। অন্নপূর্ণা সমস্ত দিন ঘর বাহির করিয়া কাটাইলেন। মহামায়ার পূজার জন্য কি কি উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়, তিনি সমস্তই জানিতেন এবং করিয়াও রাখিয়াছেন অনেক, যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা পিতা কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিবেন; সুতরাং অন্নপূর্ণার করিবার মত বিশেষ কাজ ছিল না। তাঁহার মনটা যে প্রকার বিচলিত হইয়াছিল, কাজ থাকিলেও তাহাতে হাত দিতে পারিতেন না। উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি কয়েকবার গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত গেলেন; কিন্তু বিদ্যারত্নের নৌকার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না।

অপরাহ্নে জমিদার বাড়ীর একজন পাইক আসিয়া বিদ্যারত্নের বাড়ীর চতুর্দ্দিকটা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। বাটীর পশ্চাতে যেখানে লাউ মাচা ছিল, সেইখানেই তাহার নজরটা বিশেষ করিয়া পড়িয়াছিল। ফটিকের মা পুষ্করিণী হইতে আসিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরে ভজা ওখানে কি কর্‌ছিস্?" ভজা বলিল "ও মাসী! আমার কাল বক্‌নাটাকে দেখেছিস গা?"

"লাউ মাচায় বকনা কিরে হারামজাদা?"

"ওখানটায় কি খস্ খস্ করুছে, তাই দেখছিলাম। হাঁ গা মাসী! দাদা ঠাকুর বাড়ীতে আছেন?"

"কেন, দাদা ঠাকুরকে কি দরকার?"

এই পূজার ত দেরী নেই, পেসাদীকে আনবো, তাই একটা দিন দেখাতে হবে।"

"দাদা ঠাকুর কি গাঁয়ে আছে? বাষ্কিক আনতে গেছে আজও ফিরে নি।"

বলিস্ কি মাসী! আজও ফিরে নি? পূজার আর দেরী কই? আনান বছর ত এমন সময় ফিরে আসে"

"কি জানি বাপু! এ বছর আজও কেন ফিরল না। অসুখ বিসুখ হল কি না, তাই বা কে জানে! একটা খবর পর্য্যন্ত নেই! মেয়েটা ভেবে সারা হ'ল।"

"না অসুখ বিসুখ হতে যাবে কেন? সঙ্গে কেউ আছে, না একলা গেছে?

"আর কে থাকবে? বাঁশী আছে।"

"বাঁশী মামা যখন সঙ্গে আছে, তখন ভাবনা নেই। তা মাসী! বাঁশী মামা যদি সঙ্গে গেল, তবে বাড়ীতে কে থাকে? রাতে কেউ শোয় বুঝি?

"আর কে থাকবে? আমরা দুটী প্রাণীতে থাকি। রাতে ত কেউ শোয় না—আমি দালানে, অন্নপুণ্যো ঘরে শোয়।"

"তা মাসী! তোরা দুটী মেয়ে মানুষ, তোদের ভয় করে না?"

"ভয় কিসের? বড় বাবুর পেরতাপে চোর ডাকাত আসবার যো নেই, তবে ভূত পেত্নী তা বাবা ঠাকুরের মন্তরের চোটে ঘেঁসবার যো কি? বাবাঠাকুর যাবার সময় বাড়ী বন্দন করে গেছে।"

"তবে আর ভয় কি? তা দেখি মাসী! কাল বকনটা কোথায় গেল," বলিয়া ভজা চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)।

PUNCTUALITY.

সময়-নিষ্ঠ।

বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী একজন কারিকরকে একটী কাজ দিয়াছিলেন, ব্যবসায়ী যথাসময়ে যথা কর্ত্তব্য কার্য্যে অতিশয় লক্ষ্য রাখিতেন এবং এই মহৎগুণের জন্যই তিনি জগতে খ্যাতি এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াই বড়লোক হইয়াছিলেন। কারিকরের কিন্তু এইগুণ ছিল না, যথা সময়ে কর্ত্তব্য কাজও করিত না এবং লোকের সহিত কথারও ঠিক রাখিতে পারিত না। প্রায় সকল দেশেই নিম্ন শ্রেণীর কারিকরগণের এই দশা, এই জন্যই ইহাদের অন্নের অভাব।

ব্যবসায়ী বারম্বার তাগাদা করিয়া বলিলেন দেখ, তুমি তোমার নিজের সুবিধা মত একটা দিন স্থির করিয়া দাও, নচেৎ প্রতিদিন আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাওয়া আমার অভ্যস্ত নাই। কারিকরগণ যেমন অভ্যস্ত, সেই অভ্যাস বশে বলিল—"৩ দিন পরে নিশ্চয়ই পাইবেন কোন ক্রমেই হতাশ হইবেন না।"

৩ দিবস পরে যথাসময়ে ব্যবসায়ী কারিকরের দ্বারে উপস্থিত, কিন্তু কারিকর কাজে হাত ও দেয় নাই অধিকন্তু বাড়ীর লোকজনকে বাড়ীতে নাই বলিতে বলিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

ব্যবসায়ী হতাশ হইয়া বরাবর একটা দৈনিক পত্রের আফিসে যাইয়া যে স্তম্ভে মৃত্যু সংবাদের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, সেইস্তম্ভে বিজ্ঞাপন দিয়া গেলেন যে, মেকানিক মিঃ জন ওয়াকার মরিয়া গিয়াছেন, বিলাতে কারিকর হইলেও কাগজ পড়ে, সকালে কারিকর মহাশয় দেখিলেন যে, তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রচার হইয়া গিয়াছে। সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কাগজের মুদ্রাকর Printerএর নিকট যাইয়া শুনিল যে, সেই ব্যবসায়ী এই কাণ্ড করিয়াছেন। কারিকর তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং এইরূপ সংবাদ প্রচারের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। ব্যবসায়ী বলিলেন —"তুমি যদি বাঁচিয়া থাকিতে, তবে নিশ্চয়ই নিজের কথায় ঠিক রাখিতে। যাহার কথায় ঠিক থাকে না, সে যে বাঁচিয়া আছে, এ বিশ্বাস আমার নাই" সেইদিন হইতে তাহার শিক্ষা হইল বটে, কিন্তু মৃত্যু সংবাদ প্রচারে বহু লোক যাহারা তাহার হাতে কাজ দিয়া বারম্বার হতাশ হইতেছিল, তাহারা তাহাদের দ্রব্য ফেরৎ লইয়া যাইবার জন্য তাহার দ্বারে হট্টগোল করিতে আরম্ভ করিল, কারিকর শপথ

করিয়া বলিল বেঁচে মরে নাই, কিন্তু অনেকে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। যাহা হউক, সেইদিন হইতে তাহার শিক্ষা হইল। সে অবিলম্বে বাকী কাজগুলি কয়েক দিনে শেষ করিয়া যথা সময়ে যথা কর্ত্তব্য জ্ঞান অর্জ্জন করিল। কথায় ও কার্য্যে ঠিক রাখা মানব চরিত্রের একটা আবশ্যকীয় উপাদান কিন্তু আমাদের দেশের অনেকেরই এই অতি আবশ্যকীয় গুণ নাই এই জন্য এত দুর্দ্দশা।

উচিকা স্বর্গের সংবাদ।

(বিশেষ সংবাদ দাতার পত্র)।

——(০)——

কোন সময়ে একজন জাপানী কৃষক সৎকার্য্য করিয়া স্বর্গে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল, স্বর্গের নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সে স্বাধীন ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে একটা একজিবিশণের দ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বার রক্ষক সাদরে তাহাকে সেই প্রদর্শনী গৃহের মধ্যে লইয়া তাহার ভিতর মর্ত্তলোকে মানবের কৃত কর্ম্মের বহু দৃশ্য দেখাইতে লাগিল। একটা গৃহ কক্ষে প্রবেশ করিল এবং একটী সুন্দর গ্লাস কেশের ভিতর কতকগুলি নানা আকারের মাংসখণ্ডের ন্যায় অদ্ভুত রকমের জিনিস সাজান রহিয়াছে দেখিল।

কৃষক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এগুলি কি? ইহাতে কি "সুপ" প্রস্তুত হয়। জাপানী গণ ভারি সুপ ভালবাসে, সুপ ইহাদের একটা তরকারী।

স্বর্গীয় সহচর বলিল "না—এগুলি মানুষের কাণ।"

মানুষের কাণ? কৃষক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—স্বর্গের লোকে কান কাটার ব্যবসা করেন নাকি।

স্বর্গীয় সহচর বলিল তাহা নয়, যাহা কিছু ভাল তাহাই স্বর্গে চলিয়া আসে। এই কাণ গুলি মর্ত্তের মানুষেরই কাণ ছিল। এই কর্ণ সকল যদি কেহ সৎ উপদেশ দিত, তাহা শুনিত কিন্তু সেই মানবগণ সদুপদেশ মনোযোগ দিয়া শুনিলেও উপদেশ মত সৎকার্য্য কখনও করিত না, তাই কর্ণ দুটী স্বর্গে আসিতে পারিয়াছে কিন্তু দেহটা মর্ত্তলোকে পড়িয়া আছে।"

কৃষক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিল—সেখানেও সেইরূপ মাংশের ন্যায় অসংখ্য লম্বা লম্বা মাংস খণ্ড দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, স্বর্গীয় সহচর! এ মাংস খণ্ডগুলি কি?

"স্বর্গীয় সহচর বলিল, এগুলি মর্ত্ত লোকের মানুষের জীহ্বা। এই জীহ্বাগুলি বহু সৎউপদেশ লোকসকলকে দিয়াছিল, কিন্তু লোকেরা কখনও সৎকার্য্য করে নাই, কথায় ও কার্য্যে ঠিক ছিল না। এইজন্য তাহাদের দেহ সেখানে পড়িয়া আছে, কিন্তু জীহ্বা গুলি সর্ব্বদাই সৎ কার্য্যের জন্য স্বর্গ লাভে সমর্থ হইয়াছে—সৎ কার্য্যের পুরস্কার আছে। কৃষক তুমি ধন্য, তাই সমস্ত সৎকার্য্য করিয়া আজ সম্পূর্ণ শরীরে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিয়াছ।

কিন্তু পরিতাপ, বাঙ্গালার লোকের একটা কাণ বা কাটা জীহ্বা একজিবিশনে স্থান নাই —কারণ আমাদের কথারও ঠিক নাই। সৎ উপদেশ ও শুনি না কিন্তু শুনা যায়, আগে যখন বাঙ্গালীদের কথায় ও কার্য্যে ঠিক ছিল তখন সম্পূর্ণ শরীর লইয়াই লোকে স্বর্গে গিয়াছিল। স্বর্গের এই নূতন প্রদর্শনীর তখন সৃষ্টি হয় নাই, এখন লোকে আর গোটা দেহ লইয়া স্বর্গে যাইতেই পায় না।

স্বর্গের সংবাদ পত্র সমূহে মাঝে মাঝে এজন্য খুব আন্দোলনও হয়—এখন একেবারেই সৎকর্ণ বা সৎ জীহ্বার আর স্বর্গে আমদানীই হইতেছেনা, সেইজন্য স্বর্গের লোকে ভীত হইয়াছে যে বোধ হয় বা ক্রমে এই প্রদর্শনীটা উঠিয়া যাইবে।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

——:*:——

শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা চরণ ভদ্র, গ্রাহক ২১৩৪,

প্রঃ। মহাশয়,

"পুত্রঞ্জীব, বৃক্ষ কোথাও দেখিয়াছেন কি? কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই বৃক্ষের গুণ কি আপনার প্রসিদ্ধ "কাজের লোকে" প্রকাশ করিলে কৃতার্থ হইব।

উঃ। পুত্রঞ্জীব বৃক্ষ ইতিপূর্ব্বে কাহাকে বলে, আমরা জানিতাম না, সম্প্রতি কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উদ্যান মধ্যে বৃক্ষ সকলের নাম দিয়া গাছে লেবেল দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা গাছের নাম দেখিলাম পুত্রঞ্জীব ইহার ইংরাজী নাম দেওয়া আছে "Putanjiva Roxburghie.," বৃক্ষের আকৃতি বড়, অন্ততঃ ১৮।২০ ফীট উচ্চ। যখন ইহার ফল খসিয়া পড়িয়া যায়, তখন বহুলোক ইহার বীজ কুড়াইয়া লইয়া যাইত দেখিতাম, কিন্তু তখনও বৃক্ষের নাম জানিতাম না। আপনার অনুসন্ধানে অদ্য আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের দ্রব্য গুণ সংগ্রহে দেখিতেছি, ইহা মধুর লবণ রস, রুক্ষ, মল মূত্রভেদক, চক্ষুর হিতকর এবং গর্ভ রক্ষক, বোধ হয় এইজন্য ইহার নাম "পুত্রঞ্জীব" হইয়া থাকিবে। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ এবং শ্লেষ্মার উপশম কারক। কিন্তু ইহার প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। আপনি কোন ভাল দ্রব্যগুণ

সুগ্রহে আরও সবিশেষঃ বিবরণ জানিতে পারেন। বাঙ্গালায় ইহাকে "জীয়াপুতা,, বা পুতজীয়া, হিন্দুস্থ পিতৌ-জীয়া, মহারাষ্ট্র ভাষায় জীবন পুতর; তেলেগুতে কবরজুবি এবং বোম্বাই প্রদেশে জীবন্ত পুতর বলে। সংস্কৃতেও ইহাকে গর্ভ-কর, জীব-পুত্রক, পবিত্র-গর্ভদ, সুত-জীবক এবং ষষ্ঠীপুষ্পও বলিয়া থাকে। সুতরাং প্রায় সকল ভাষাতেই ইহাকে গর্ভ এবং পুত্রের জীবনরক্ষক বলা হইয়াছে, ইহার নিশ্চয়ই পুত্র এবং গর্ভ রক্ষার ক্ষমতা আছে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ বা ব্যবহার সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয়গণ কেহ দয়া করিয়া সবিশেষঃ বিবরণ আমাদিগকে জানাইলে আমরা কৃতার্থ হইব, এবং সাদরে "কাজের লোকে,, তাহা প্রকাশ করিব।

সাময়িক সংবাদ।

বস্ত্র সংকট। ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহকুমার দেউলী গ্রামের সংবাদদাতা শ্রীযুক্তযতীশ চন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন,—

"লোকজন বস্ত্রাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। ভিক্ষুকগণ বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহিরে এবং ছাত্রগণ বস্ত্রাভাবে স্থানীয় পাঠশালায় উপস্থিত হইতে পারিতেছে না। যে কাপড়ের জোড়া পূর্ব্বে ১॥৶০ আনায় পাওয়া যাইত, এখন তাহার মূল্য ৫৷০ হইয়াছে। দুই এক মাস পর আরও যে কি অবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। এই বিপদের উপর আবার কলেরা এরূপ ভাবে দেখাদিয়াছে যে, প্রত্যহ ৩।৪টী হিসাবে লোক মরিতেছে। মুসলমানগণ বস্ত্রাভাবে তাহাদের শবদেহ উপযুক্ত সময়ে কবর দিতে পারিতেছে না। এমন কি, কেহ কেহ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ২।১ খানা পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা শব প্রোথিত করিতেছে।"

মাছের পোনা।

মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের "প্রতিকার" ২০শে বৈশাখের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"গবরমেণ্টের মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় কলিকাতা রাইটার বিল্ডিংস্থিত তাঁহার আফিস হইতে মুর্শিদাবাদ সভায় লিখিয়াছেন যে, তাঁহাকে লিখিলে প্রায় নিভাজ রুই, মিরকা, কালবাউস ও কাতলা মাছের পোনা তিন টাকা হইতে চারি টাকা হাজার দরে বর্ষার জুলাই হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত সকলে পাইতে পারিবেন এবং রেলে লইয়া যাইতে হইলে প্রতি হাঁড়ী পোনার জন্য রেল ভাড়া নিম্ন লিখিত মত পৃথক দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত।০ আনা। ১০০ মাইল ॥০, ১৫০ মাইল ৸০, ৩০০ মাইল ১৲, ৩৫০ মাইল ১।০ ৪৫০ মাইল পর্য্যন্ত ১॥০ টাকা।"

সরকারী মৎস্য বিভাগ যে কিছু কিছু কাজ করিতেছেন,—এই ব্যবস্থায় তাহা বুঝা যাইতেছে। যাহারা পুকুরে মাছের চাষ করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই স্থান হইতে পোনা লওয়া সুবিধা।

লক্ষ টাকা দান।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা ব্যারীষ্টার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় শারীরিক শক্তির জন্য সুবিখ্যাত। তিনি বহুকাল ভলন্টিয়ার ছিলেন। সম্প্রতি তিনি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টেকে জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী সৈন্যদল স্থায়ী করা হইলে, তিনি উক্ত সৈন্যদলের সাহায্যার্থ এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিবেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী।

বাঙ্গালা দেশ হইতে শ্রমজীবিদের দলে মোটের উপর ৫৬ হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে। এ ছাড়া তিন হাজার বাঙ্গালী যোদ্ধা রণক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন।

যুদ্ধের ব্যয়।

ইংলণ্ড এখন প্রতিদিন যুদ্ধের জন্য ১০ কোটী ৭৪লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। আমেরিকা ইংলণ্ড ও তাঁহার মিত্রবর্গকে ১৪২০ কোটী ঋণ দিয়াছেন। ইংলণ্ড মিত্রবর্গকে ৭৬৭ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন। ইংলণ্ড গত ৩ বৎসরে যুদ্ধের জন্য ১৫৬৬ কোটী টাকা টাক্স আদায় করিয়াছেন।

নারী প্রসঙ্গ।

বৈধব্য।

ভারতে মোট নারী সংখ্যা ১৫ কোটী ২৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯১৯, এতন্মধ্যে ২ কোটী ৬৪ লক্ষ ২১ হাজার ২৬২ জন বিধবা। অর্থাৎ ৬ জন স্ত্রীলোককের মধ্যে ১ জন বিধবা। শতকরা ১৭·৩ বিধবা।

বিবাহ ও বৈধব্য।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বাল্য ও শিশু বিবাহের ভীষণতা স্পষ্ট হইবে।

১৫ বছরের নীচে ৯০,৭০,৬৭৭
১০ ,, ,, ২৫,২২,২০৩
৫ ,, ,, ৩, ০২ ৪০৫ বিবাহ হইয়াছে।

নিম্নখিত তালিকা বাল্যবিধবাদের সংখ্যা জ্ঞাপন করিবে:—

৫ বছরের নীচে ১৭,৭০৩।
১০ ,, ,, ১, ১১, ৯৭৩।
১৫ ,, ,, ৩, ৩৫, ০১৫।

কলিকাতা নগরের পতিতা।

১৯১১ সালের আদম সুমারি অনুসারে কলিকাতা নগরে ১২৮৪৮ জন পতিতা নারী, বাস করিতেছে। ১৯১৮ সালে ঐ সংখ্যা ১৬০০০ হইয়াছে। এই নগরে ১০ বছরের নিম্ন বয়স্ক ১০৯৬ বালিকা ঐ বৃত্তি শিক্ষা পাইতেছে। কলিকাতার ২০ হইতে ৫০ বর্ষ বয়স্কা যত স্ত্রীলোক আছে, তাহার ১২ জনের মধ্যে ১ জন পতিতা।

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

চর্ম্মরঞ্জন কারখানা।

বঙ্গীয় গৃহ-শিল্প-সমিতির উদ্যোগে ঢাকা চৌধুরী বাজারে একটী চর্ম্মরঞ্জন কারখানা খোলা হইয়াছে। চর্ম্মকারদিগকে চর্ম্মরঞ্জন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রকাশ, এই কারখানায় প্রস্তত ও রঞ্জিত চর্ম্ম অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবে।

WHAT A TON OF COAL YIELDS.

As an illustration of the resources of modern chemistry it may be mentioned that from one ton of ordinary gas coal may be produced 1, 500 pounds of coke, 20 gallons of ammonia water, and 140 pounds of coal tar. By destructive distillation the coal-tar will yield 69. 6 pounds of pitch, 17 pounds of Creosote, 14 pounds heavy oils, 9.5 pounds naphtha(yellow), 6.3 pounds naphthaline, 4.75 pounds naphthol, 2.25 pounds alazarin, 2.4 pounds solvent naphtha, 1.5 pounds phenol, 1.2 pounds aurine, 1.1 pounds benzine, 1.1 pounds aniline, 0.71 of a pound toluidine, 049 of a pound anthracine, and 0.9 of a pound tolund toluene. From the latter is obtained the new substance known as "Saccharine" which is 230 times as sweet as the best Canesugar, one part of it giving a very sweet taste to 1,000 parts of water.—*Practical Druggist and Review of Reviews.*

[illegible] কলিকাতা, [illegible]

আফিসের বেলা হল, এইবার উঠ্‌তে হবে। আর দেখ ফের্‌বার বেলায় এক ডজন "ক্যান্থারাইডিন" যেন আন্‌তে ভুলো না। এক ডজন কিন্‌লে ৯৲ ন টাকাতেই হবে।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা**

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল ৷৷০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কার্য্য ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। সামান্য যে কয়খানা আছে, কেবল ৷৷০ আনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে। ডাঃ মাসুল ভি, পি, স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াস সাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ১৷০ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিস্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। সামান্যই আনাইয়াছি, সুতরাং সত্বর অর্ডার করুন।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৷৶০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ১৷০।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। যে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
আড়ংঘাটা-বেড়িয়া পোঃ, জেলা নদীয়া।

কাজের লোক, কলিকাতা।

৭ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত
সন ১৩২৮ সালের
পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।
মূল্য প্রতি শত ৪৫, প্রত্যেকখানি ।৵০ ।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল্য ১ মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এট্‌লাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শ্বেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজহার এণ্ড সন

ক্যাবিনেট্ মেকার্স এণ্ড কন্‌ট্রাক্টর্স।

বেণ্ড সরাই।

সিশু, শাল, [illegible], প্রভৃতির গৃহসজ্জার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুলভে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এষ্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রত্যেক অর্ডারের সহিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্দ্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। দরে ও এখানে সুবিধা হইবে।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা ..	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৪৲ "	৪৲ "	৩॥০ "
¼ "	৩৲ "	৩॥০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১॥০ "	১৷০ "

৬২ বৎসরের কাগজ। ইহার কভার বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

১২শ বর্ষ,
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

New Series.
June 1918

নূতন সংস্করণ।
জুন ১৯১৮।

Vol. XII.
No 6

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২॥০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	New Series June 1918.	নব পর্য্যায়। জুন ১৯১৮।	Vol. XII. No. 6

Business Hints.

Advice to Business Men.

The man who wishes to succeed in this age, must take some chances.

No man ever achieved success by saying and believing that it could not to be done.

When a man in trade reaches the "Sit-by" stage, he is headed for the "Good-bye" point.

The first essential of an effective advertisement is that it be sufficiently attractive to catch the eye of the reader.

When climbing the ladder of fortune, have a decent respect for those above you and consideration for those below.

Business and Living go hand in hand. A first-class living is the fruit of a prosperous business ; and a prosperous business availeth not unless it gives a first-class living.

Don't go into debt. However little you may earn, save something ; you will then acquire a habit of thrift, an indispensable element in the reach for independence, in the acquirement of responsibility and finally in gaining a large margin of leisure.

THE PENALTIES OF SUCCESS.

Every man that has made his mark in any walk of life, must feel not only the strain of attainment, but the greater strain of sustaining himself. The author that has struck twelve in his first book is hardly dealt with by the critics if he strikes eleven the next time. The preacher who has a deserved reputation for eloquence, disappoints his audience if he does not always equal his best. The wise administrator that makes one mistake of judgment is blamed unmercifully by the graceful public that forgets his ninety-nine successes.

It is our constant strain of keeping up to a high level of efficiency that wears out the brain and nerves as nothing else. L...

at the successful men and women that, apparently, have not lived out half their days, that have died in middle life or but little beyond it. Spurgeon, with his magnificent physique; great-hearted, mighty-limbed Moody; the talent and eloquent Frances E. Willard; the winsome and gifted Cuthbert Hall; the beloved Maltbie Babcock, to mention but a few names of those eminent in religious circles that occur to us. The wear and tear of political and business life are equally severe, and are felt most by those in the highest spheres. Few Presidents of the United States have lived long after their term of office expired, and there is not a single ex-President living to-day.

It is very well to say to the successful men: "Don't worry; take things easily. The world got along very well before you came into it, and will wag on just the same after you go out of it." They know this as we do. Yet there is a responsibility that comes with opportunity which the most trustful can not escape, a strain on the physical system which the most trustful cannot escape, a strain on the physical system which the strongest must endure.

I call attention to these obvious facts that they may make some of us more contented with our humbles lots. We are not "Napoleons of finance," but then, we have not Napoleon's load to carry. We are not gifted with eloquence; but then, we haven't an eloquent man's reputation to sustain. We are that we shall live longer and do happier while we do live than if we exchanged places with the employer whom we envy.

It is possible for every one to live an honest, pure, God-fearing, and useful life, This, after all, is the highest type of success, and no penalties attend it-

The Christian Endevoor World

THE WEAPONS FOR THE FORTUNE,

THERE are, of course, many degrees of success, but if you are determined to achieve very great success, you must possess and cultivate the four virtues represented by the letters F. A. C. E. - Friends, Ability, Concentration, and Enthusiasm. The word F.A.C.E. will help you to keep those four cardinal points always in your mind's eye.

Emerson, one of the greatest philosophers who ever lived, said: "Our chief want in life is somebody who shall make us do what we can.' In other words we need to be driven to make full use of such talents as we have. True, the "driving" is frequently done under the guise of "leading," as in the case of the tactful wife, for instance, who expresses so profound a belief in her husband's abillties, that he simply has to succeed, if only to justify her belief. If you have not such a friend—man or woman—strong enough to keep you "toeing the mark." get one at once."

THE L. S. D. ON FRIENDSHIP.

REMEMBER, in the first place, that every time you throw away the chance of making a friend, however humble, you may be losing the finest stepping-stone to fortune which ever presented itself. "All success in life," a millionaire has said, "depends mainly upon the art of making—and keeping—friends."

It does, undoubtedly; but such is human vanity, that we do not always like to reflect upon how much we owe to older people. The very milionaire quoted above owes all his wealth to the fact that he made a personal friend of his first office-boy—his only employee,

---

PAYING

INDUSTRIES FOR INDIA,

Hosiery Machines (for making Socks, Stockings, Gloves, Vests, Caps, Jabkets, &c. in fact nearly all the garments for persons of all ages). These machines can be worked by hand or power, and can be recommended both for female or boys' schools, as they will introduce into our country a new industry and are far more paying than needle work, with Singer's or other sewing machines, which only encourage the spread of foreign piece-goods. A sound and reliable machine can be had for about Rs. 150. Intending purchasers may write to the following firms or their agents :

(1). Automatic Knitting Machinery Co., Ld.,67, Southwark Street, London, S. E.

(2). James Forster, 41, Frigate —Preston, England.

The first Company's machines are generally preferred.

Card-board Box Machinery for making fancy cardboard boxes of various shapes and styles, can be supplied by The Remus Co., Ld., 30-34, Tabernacle Street, London, E. C. The approximate cost of the whole plant would be about Rs. 2,000 or so.

Envelope-making Machinery.—Foreign made envelopes which are sold by stationers all over India, are made by special machinery which can be had for about Rs. 2,000 from Edwin Ermold. Manufacturer of Envelope Machinery, 652-654, Hudson Street, New York, U. S, A. With the aid of this machinery from 30,000 to 70,000 envelopes can be turned out in a day. The processes of cutting, gumming and even counting are done automatically. Apply to this Company, sending samples of the kind of envelopes you wish to make.

Brick-making Machinery.—The Arnold-Creagher Co., Brickmaking Machine Buildes of Cincinati, O, U. S. A, undertake to examine free of charge all kinds of clay for Brick and Pottery purposes and will give their expert opinion regarding the suitability of different clays. Their machinery appears to be very popular in America.

Machinery for Metal Sheet Buttons, (with four holes, hollow ground), with the help of six presses, six tools, and two stamps for impressing the name of the manufacturer, thousands of buttons can be turned out every day. Cost of this machinery would be about £60 or nearly Rs. 1,000. For further particulars apply to D. J. Keymer & Co., 1, Whitefriar's Street, London, E. C.

NOTES OF INTEREST.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

এদেশের শিক্ষা।

জাপানের সহিত তুলনা করিলে এদেশের দুর্গতি সমুজ্জল হইয়া উঠে। জাপানের ১০০ জন বালক মধ্যে ৯৯ জনে এবং ১০০ জন বালিকা মধ্যে ৯৮ জনে পড়িতে জানে, ভারতবর্ষ ১০০ বালক মধ্যে ২৩ এবং ১০০ বালিকা-মধ্যে ৩ জনে পড়িতে শিখিয়াছে!

বঙ্গের জিলা অনুসারে হিসাব।

বঙ্গদেশের জিলাগুলিতে শতকরা কত জনে লেখাপড়া শিখিয়াছে তাহা দেখিয়া প্রত্যেক জিলা স্ব স্ব মুর্খতার পরিমাণ বুঝিয়া লউন :—

১।	দারজিলিং	১০
২।	জলপাইগুড়ি	৬
৩।	কোচবিহার	৭।০
৪।	দিনাজপুর	৬
৫।	রঙ্গপুর	৪।০
৬।	মালদহ	৫
৭।	রাজসাহী	৫
৮।	বগুড়া	৬
৯।	ময়মনসিংহ	৫
১০।	ঢাকা	৮
১১।	পাবনা	৫
১২।	নদীয়া	৬
১৩।	মুর্শিদাবাদ	৬
১৪।	বীরভূম	৮
১৫।	বর্দ্ধমান	১০
১৬।	বাঁকুড়া	৯
১৭।	মেদিনীপুর	৯
১৮।	হুগলি	১১
১৯।	হাওড়া	১০
২০।	চব্বিশপরগণা	১২
২১।	যশোহর	৭

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা ছিল, আর লইব না।

২২।	ফরিদপুর	৬
২৩।	খুলনা	৮
২৪।	বরিশাল	৯
২৫।	নোয়াখালি	৬
২৬।	ত্রিপুরা	৭
২৭।	পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	৪
২৮।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৭
২৯।	চট্টগ্রাম	৭
৩০।	কলিকাতা	৩২

নগরে নারী সংখ্যা।

নগরে স্ত্রী পুরুষ সংখ্যায় বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বোম্বাই নগরে ১০০০ পুরুষে ৫৩০ জন স্ত্রী-হাওড়ায় ১০০০ পুরুষে ৫৬ জন স্ত্রী, বাস করিতেছে।

নরনারী সংখ্যা তুল্য।

কুলি চালানো নারী সংখ্যা।

কুলি চালানে প্রত্যেক ৫ জন পুরুষে ২জন স্ত্রী চালান দেওয়া হয়। ইহার ফলে নারীদের ১/২ অংশ পতিতা হয়।

ভারতবাসীর পেষা।

ভারতবর্ষে শতকরা :—

শিল্পী	১০
বণিক	১
কৃষক	৭০
ভিক্ষুক	১৩
ছোটদোকানদার	৬
যাজক বা পুরোহিত	৯

অর্থাৎ ৩ কোটি ১৫ লক্ষ শিল্পীর ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭০৪, বণিকের ১৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩১ জন, কৃষকের,৪২ লক্ষ ২২ হাজার। ২৪১ জন ভিখারির, ১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৫৮ জন ক্ষুদ্র দোকানীর এবং ২৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৮১২ জন পুরোহিতের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

যৌথ কারবার॥

১৯০২ সালে ভারতে :—

১৩৭৮ টা যৌথ কারবারে ৩৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৯৫ টাকা খাটিত। ঐ কারবার বাড়িয়া ১৯১২ সালে কারবার সংখ্যা ২৪০৯ এবং মুলধন ৬৯কোটি ৩লক্ষ ৫৭ হাজার ৪৮০ টাকা হয়।

শিশুর মৃত্যু।

কলিকাতার যোড়াসাঁকো ও বড় বাজার অঞ্চলে যতশিশু জন্মে, উহার মধ্যে হাজার করা ৬৭৫ জন এবং আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে ও রাধা বাজারে ৫০৫ মরিয়া থাকে। লণ্ডনে ১ হাজারে ১ শত জন মাত্র শিশু মরে। কলিকাতা নগরে শিশু মৃত্যু অতি ভীষণ সমস্যা। এই নগরে ৯ জন শিশু জন্মিলে ৩জন মরিবেই তাহা একরূপ জানা কথা। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের শিশু মৃত্যুর সহিত ইয়ুরোপের কতিপয় রাজ্য ও জাপানের শিশু মৃত্যু তুলনা করুণ :—

হাজার করা শিশু মৃত্যু :—

ইংলণ্ড	১২৭
স্কটল্যাণ্ড	১১৬
ফ্রান্স	১৩২
জর্ম্মণী	১৮৬
অষ্ট্রীয়া	২০৭
রুষিয়া	২৬০
জাপান	১৬০
বঙ্গদেশ	২৭০
মাদ্রাজ	১৯৯
বোম্বাই	৩২০
পাঞ্জাব	৩০৬
যুক্তপ্রদেশ	৩৫২
বিহার	৩০৪
ব্রহ্মদেশ	৩৩২

এই কলিকাতা নগরে গড়ে ৩১০, বোম্বাই নগরে ভদ্র পল্লীতে ৩১০, নগরের ইতর সাধারণদের অঞ্চলে ৪৫৫ জন মরিতেছে, লণ্ডন নগরে হাজারে কেবল ১০০ মরে।

মৃত্যু।

মৃত্যুর সংখ্যায়ও বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে জন্ম হার মৃত্যু হইতে অধিক কিন্তু বঙ্গদেশে যত মরে, তত জন্মে না। ভারতবর্ষের মৃত্যুহার ফ্রান্সের ১ গুণ, ডেনমার্কের ৩ গুণ, সুইডেনের ৩ গুণ এবং ইংলণ্ডের ২ গুণ।

গ্রেট ব্রিটনে শতকরা	১৫.৪
জর্ম্মণী	১৮.৪
ফ্রান্স	১৯.৭
ভারতবর্ষে	৩২.০১ মরে

১৯১৫ সালের ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের হাজার করা জন্ম মৃত্যুর তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল, উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালী মৃত্যুর দিকেই চলিয়াছে, অন্য প্রদেশের লোক সংখ্যা মোটের উপর বাড়ে, বঙ্গদেশেই বাড়ে না।

হাজার করা হিসাব।

	জন্ম	মৃত্যু
বঙ্গদেশ	৩১	৩২
বিহার	৪০ এর বেশী	৩২ এর নীচে,
আসাম	৩২ এর উপর	৩১ এর কাছাকাছি
মান্দ্রাজ	৩৯	২৯
পাঞ্জাব	৪৫	৩৫
যুক্ত প্রদেশ	প্রায় ৪৫	৩০এর নীচে
মধ্যপ্রদেশও	প্রায় ৫০	প্রায় ৩৫
উত্তর ব্রহ্মদেশ	৩৫ এর উপর	৩০ এরউপর
নিম্ন ব্রহ্মদেশ	৩০ এর উপর	২৫ এর নীচে

মৃত্যু ও চিকিৎসা।

যে দেশে এতলোক মরে, সে দেশে সর্ব্বত্রই চিকিৎসক থাকা উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষের একের তিন অংশ স্থানের লোকই চিকিৎসকের সহায়তা পায়না। এই দেশের

লোক সাধারণত বসন্ত কলেরা আমাশায় প্লেগ ও জ্বরে বেশী মরে। ভাল চিকিৎসার অভাবও—ইহার মুখ্য কারণ।

শতকরা হিসাব।

জ্বরে	১৭.৬৩ মৃত্যু
প্লেগ	৩.০৭
কলেরা	১.৪৮
আমাশায়	১.০৬
বসন্ত	.২৫

অর্থাৎ ভারবর্ষে জ্বরে প্রতিবৎসর প্রায় ৪কোটি ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার, প্লেগে ৭লক্ষ ৩৩ হাজার, কলেরায় ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার, বসন্তে ৫৮ হাজার ৫ শত মরিয়া থাকে। কি ভয়ানক মৃত্যু সংখ্যা!

কলিকাতা নগরের মৃত্যু সংখ্যা।

প্রধান প্রধান রোগে কলিকাতা নগরে ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে যত লোক মরিয়াছে তাহার তালিকা এই :—

রোগ	১৯১৫।	১৯১৬।
ব্রঙ্কাইটিস	৩১৫০ প্রায়	৩১৫০ প্রায়
বসন্ত	২৩৫০	৩
যক্ষ্মা	১৫০০	প্রায় ১৫০০
আমাশয়	১৬৫০	১৯৫০
কলেরা	১৩৫০	১৩৫০
জ্বর	১৩৫০	প্রায় ১৩৫০
ম্যালেরিয়া	১২০০	১৩৫০
নিউমোনিয়া প্রায় ৯০০		প্রায় ১০০০
টিটেনাস অর্থাৎ ধনুষ্টঙ্কার ৯৭০ এর উপর		৭৫০ এর উপর।
প্রসব জন্য	প্রায় ৪৫০	প্রায় ৪৫০

সিমলা যাত্রীর পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বেলা ১।।টা বাজিয়াছে, অফিসে জলখাবার ছুটী হইয়াছে। এই অবকাশে আমি চতুঃপার্শ্বস্থ বাগিচা দেখিয়া বেড়াইতেছি। খুব রৌদ্র—কিন্তু এখানে তপনদেবের কিরণ তত প্রখর বোধ হয় না; এই রৌদ্রে সঞ্জীবনী সুধার বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি জনৈক গৃহস্থের কুটীর পার্শ্বেও ২।১টা এই বৃক্ষ লক্ষিত হয়। আমি অফিসে ফিরিবার সময় পথি পার্শ্বে এক অপূর্ব্ব গোলাপ উদ্যান দেখিতে পাইলাম। এক একটী বৃক্ষ প্রায় ৪।৫ হাত লম্বা, ইহার শাখা প্রশাখাগুলি প্রায় ½ ইঞ্চি মোটা, বৃক্ষের মূল গুড়িটী প্রায় ১ইঞ্চ মোটা এরূপ গোলাপ বৃক্ষ ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় নাই। এইরূপ একত্রে শতাধিক বৃক্ষে প্রায় চারি পাঁচ শত গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। এক একটী পুষ্প প্রায় ৬ইঞ্চ গোলাকার, আবার মধ্যে মধ্যে পবন হিল্লোলে ঐ পুষ্পের রাশি রাশি পাপড়ি ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাতে উদ্যানটী যে কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে আমার লেখনী হার মানিল। সে যাহা হউক যেখানে ৪০০ শত সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ একত্রে সমাবেশ, তাহার সুগন্ধে দিগন্ত আমোদিত হয়; কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব বিধি! এখানকার গোলাপে সৌরভের লেশমাত্রও নাই।

এদেশের জল বায়ু।

এখানকার জলবায়ু, অতিশয় স্বাস্থ্যকর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'বেলু' এবং 'কেলু' বৃক্ষের বাতাসে মানব শরীরে নূতন শোণিত সঞ্চারিত হয় এবং দেহের মাংস বৃদ্ধি করিয়া শরীরকে ওজনে বৃদ্ধি করে। আর পাহাড়ের ঝরণার জল মানব দেহের পক্ষে যে কত উপকারী, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এই জলে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকায় ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। জল এবং বায়ু এই দুইটাই মানবজীবনের প্রধান উপাদান; এখানে এই দুইটী উপকরণই সমানভাবে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহা হইলেও এখানে সকলেরই সচরাচর একটু কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেও কাহারও স্বাস্থ হানি হইতে দেখা যায় নাই।

এখানে সমুদয় বৎসরের মধ্যে সেপ্টেম্বর অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসই পরিবর্ত্তনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়।

সিমলা মিউনিসিপ্যালিটি এখান হইতে ৮১০, মাইল দূরস্থিত পাহাড়ের ঝরণা হইতে পাইপে করিয়া জল আনয়ন করিয়া একস্থানে জমা করিয়া রাখেন এবং সেই জল সমগ্র সিমলায় পাইপের ভিতর দিয়া সরবরাহ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এখানকার জল সোডা, চুণ প্রভৃতি দিয়া রিফাইন করা হয় না।

সিমলার অধিবাসী।

এখানকার আদীম নিবাসী অধিকাংশই পাহাড়ী। ইহারা প্রায় সকলেই অশিক্ষিত, ইহাদের ভাষা আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না। মহিষ ছাগাদি পালন ও কৃষিকার্য্য ইহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এখান হইতে ৫।৬ মাইল নিম্নে ইহারা বাস করে; এই পাহাড়ী জাতি বড়ই পরিশ্রমী। ইহারা স্ত্রী পুরুষে তাহাদের ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা প্রত্যহ প্রভাতে তাহাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য এই সিমলার বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে। ইহাদের মধ্যে এখনও সৌখিনত্ব প্রবেশ করে নাই, ইহারা বেশ মোটামুটি চালে জীবন কাটায়। ইহাদের

পুরুষদের কোন পরিচ্ছদের পারিপাট্য, নাই কেবল একটী পায়জামা একটী ফতুয়া তাহার উপর একটা চাপ্‌কান কিম্বা কোট, মস্তকে একটি পাগড়ী, আর কাহারও পায়ে নাগোরা জুতা, কেহ বা রিক্ত পদেই ভ্রমণ করিতেছে, স্ত্রীলোকেরাও পায়জামা পরিধান করে এবং ফতুয়া গায়ে দেয়, কেবল চাপ্‌কানের পরিবর্ত্তে একখানি ওড়না ব্যবহার করে। ইহারা স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা মুক্তালঙ্কার ব্যবহার করে না। অলঙ্কারের মধ্যে গলায় পলার কণ্ঠহার, কর্ণে সেই পলার কুণ্ডল, হস্তে কংশ নির্ম্মিত বাউটি এবং চরণে কংশ নির্ম্মিত বাঁক। ইহারা মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোক। রাজা, জমিদার প্রভৃতি উচ্চ বংশীয় ব্যক্তিদিগের চাল চলনে ইহাদের অপেক্ষা কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ইহাদের স্ত্রীলোকেরা দেখিতে বেশ সুশ্রী, সচরাচর একটু খর্ব্বাকৃতি। রং ফর্শা, দেহ বেশ বলিষ্ঠ। তবে দুঃখের বিষয় এই ইহাদের খগরাজ বিনিন্দিত নাসিকাও নাই আর খঞ্জন জিনিয়া নেত্রও নাই। ইহাদের ললাট প্রশস্ত, মস্তকের কেশদাম ফণিনী বেশে পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান, কর্ণ দুইটি লম্বা, চক্ষু দুইটী ক্ষুদ্র ও রক্তবর্ণ। নাসিকাটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং একটু চেপ্টা, ওষ্ঠ যুগল বেশ রক্তাভ কিন্তু কিঞ্চিৎ মোটা, গণ্ড-দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতেছে। পাঠক আর অধিক কি বলিব, ইহাতেই বোধ হয় আপনার তাহাদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইয়াছে।

হিন্দুনীতি।

কুতে বিশ্বহিতে দেবী বিশ্বেশঃ
পরমেশ্বরী।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো
বিশ্বং তদাশ্রিতম্॥

মহানির্ব্বান তন্ত্রে ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন, হে দেবী! পরমেশ্বরী! বিশ্বের হিত অর্থাৎ উপকার করিলে বিশ্বের ঈশ্বর প্রীত হয়েন, কারণ তিনিই বিশ্বের আত্মা, এই বিশ্ব কেবল তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। সুতরাং পরের প্রতি দয়াই শ্রেষ্ঠ পুণ্য।

"আলোচ্চ সর্ব্বশাস্ত্রানি
বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ
পরপীড়নে॥" কবিবাক্য।

সর্ব্ব শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ইহাই স্থির হইয়াছে যে, পরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়নই পাপ।

নির্গুণেষ্বপি সত্বেষু দয়াং
কর্ব্বন্তি সাধবঃ।
নহি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্র-
শ্চণ্ডাল বেশ্মনি।
(হিতোপদেশ)

সাধুগণ নির্গুণ ব্যক্তিকেও দয়া করিয়া থাকেন, কারণ চন্দ্র চণ্ডাল গৃহ হইতে কখন জ্যোৎস্না রশ্মি হরণ করেন না। দয়াই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যে ব্যক্তির হৃদয়ে দয়ার অভাব, সে নররূপী পিশাচ। দয়ালু ব্যক্তি সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল! সহজে দয়ালু ব্যক্তির অপরের সহিত মনান্তর ঘটে না। অতি পাষণ্ডও দয়ার গুণে পদানত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করে।

মনু বলিয়াছেন :—

নারুন্তদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি
ন পরদ্রোহ কর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যো দ্বিজতে বাচানালোক্যং
তামুদীরয়েৎ॥

কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইলেও তাহার মর্ম্ম পীড়াকর দোষ উল্লেখ করিবে না। যাহাতে পরের অপকার হয়, এমন কোন চিন্তা বা কার্য্য করিবে না। অথবা যে বাক্য কহিলে অন্যের মর্ম্ম ব্যথা জন্মে, কদাচ এমন মর্ম্মপীড়াকর স্বর্গপথ বিরোধী বাক্যও প্রয়োগ করিবে না। কি উচ্চনীতি। আমরা এখন এই সমূহ নীতিমার্গ উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই অশেষঃ ক্লেশভোগ করিয়া শান্তিময় সংসারকেই নরকে পরিণত করিয়াছি।

ডবল বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

বিদ্যারত্নের বাড়ী খানি কাঁচা পাকায় মিশ্রিত। দুইখানি একতলা শয়ন গৃহ পাকা, তাহার কোলে পাকা দালান, দালানের ভিতর ছাদে উঠিবার সিঁড়ি, সিঁড়ির ছাদের পার্শ্বে রাধানাথের একটী ছোট কুঠারী, অধিকাংশ ঠাকুর ঘরের যে আয়তন ইহারও তাই। অন্তঃপুরের অবশিষ্ট ঘর গুলি কাঁচা, অর্থাৎ মৃৎপ্রাচীরের উপর খড়ের চাল। বহির্ব্বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপ ও ছাত্রদিগের একখানি লম্বা দুই চালা ঘর। ইষ্টকের প্রাচীর দ্বারা সমস্ত বাড়ী খানি বেষ্টিত। বাটীর পশ্চাতে বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা একটু ছোট বাগান ছিল। তাহাতে শাক সবজী হইত, আর কতকগুলি ফুল গাছ ছিল। অন্তঃপুরের একখানি ঘরে বিদ্যারত্ন ও অন্য খানিতে অন্নপূর্ণা শয়ন করিতেন। বিদ্যারত্ন বাটীতে না থাকিলে ফটিকের মা দালানে শয্যা পাতিত; নতুবা সে নিজের বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইত না। বহির্ব্বাটীতে ছাত্রেরা শীতকালে চালা খানিতে ও অন্য সময়ে চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিত, বাঁশী খুড়া বার মাসই চণ্ডীমণ্ডপে পড়িয়া থাকিত।

বেলা নাই। ফটিকের মা রাধানাথের বাসনগুলা মাজিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে গিয়াছে, অন্নপূর্ণা দালানের কোলে যে সরু রোয়াক

টুকু ছিল, সেইখানে বসিয়া সলিতা পাকাইতেছেন, এমন সময়ে মাথায় আধ ঘোমটা দিয়া নাপিত বউ প্রবেশ করিল। তাহার বয়স ত্রিশ পার হইলেও তাহার দেহের গঠনের গুণে যে তাহাকে নূতন দেখিত, সে কুড়ির উপর উঠিত না, তাহাকে দেখিতে মন্দ নয়, তাহার প্রাণে রসও যথেষ্ট ছিল। তাহার সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া পাড়ার লোকে তাহাকে বাজা নাপিতনী বলিত, তবে তাহার সাক্ষাতে কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। গ্রামের বউ হইলেও সে সকল পুরুষের সহিতই রসিকতা করিত। এই জন্য মন্দ লোকে তাহাকে মন্দ বলিত, আর ইহাও প্রকাশ ছিল যে, জমিদার বাড়ীর ছোট বাবু তাহাকে দুই তিন খানা সোণার গহনা দিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা তাহার সঙ্গটা বড় পছন্দ করিতেন না, তবে পাছে নাপিত বউ অসন্তুষ্ট হয়, এই জন্য দুই চারিটা কথা কহিয়া পাশ কাটাইতেন।

নাপিত বউ বাটীতে প্রবেশ করিলে অন্নপূর্ণা তাহাকে বসিতে বলিয়া তাহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বিশেষ কোন কারণ না দেখাইয়া বলিল, "দিব্যি পিরতিমে হয়েছে, এখন সাজালেই হয়।" দুই একটা কথা কহিয়া অন্নপূর্ণা সলিতা লইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, অর্থাৎ নাপিত বউকে বিদায় দিতেছেন, এমন সময়ে সে বলিল, "বামুন ঠাকুর ঝি! একটা কথা বলিব? যদি ভাই রাগ না করিস্, তা হলে, বলি; নইলে মিছে কেন মুখ নষ্ট করি?" অন্নপূর্ণা তাহার কথা শুনিতে সম্মত হইলেন। অনেক ভূমিকা করিয়া নাপিত বউ তাহার বক্তব্য বলিল। সে কি কথা, তাহা আর বলিয়া সুরুচির সীমা অতিক্রম করিব না। তৎশ্রবণে অন্নপূর্ণা অতি ঘৃণার সহিত বলিলেন, "দেখ, নাপিত বউ! তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ, সেই জন্যে কিছু বল্লাম না; কিন্তু এ কথা যদি অন্য জায়গায় বলতে, তা হ'লে এতক্ষণ ঐ মুখে ঝাঁটার কাঠি ফুটে থাকৃত। নাপিত বউ রাগে গর গর করিয়া উঠিল এবং যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ঢের ঢের সতী সাবিত্তিরি দেখিছি! নাও, আর বড়াই করতে হবে না, ছোট বাবুর হাত থেকে কেমন করে বাঁচ, দেখা যাবে।

কথাটা ফটিকের মায়ের কাণে গেল। বাসনের গোছা ঘাড়ে করিয়া ভিজা কাপড়ে বাটীতে প্রবেশ করিতেই সে দেখিল, নাপিত বউ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হন্ হন্ করিয়া বাটীর বাহির হইয়া যাইতেছে। ফটিকের মা "কি হয়েছে? কি হয়েছে? ফের, ফের" বলিয়া কত ডাকাডাকি করিল; কিন্তু নাপিত বউ ফিরিল না। অবশেষে অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদি ঠাকরুণ? নাপিত বউ অমন করে কি বল্‌তে বল্‌তে গেল?" অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ও কিছু নয়, তুই কাপড় ছাড়্‌গে যা।" ফটিকের মা যে নাপিত বউয়ের প্রস্তাব ও অন্নপূর্ণার উত্তর একেবারেই বুঝিল না, এমন বোধ হয় না। তাহার অনুমান খণ্ডে এমনও লেখে যে, নাপিত বউয়ের প্রস্তাবের সহিত ভজার বকনা খুঁজিতে আসিবার অবশ্য একটা সম্বন্ধ আছে। গত্য কল্য অন্নপূর্ণার প্রতি প্রতুল বাবুর লোলুপ দৃষ্টিও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। একটু প্রয়োজন আছে বলিয়া সে একবার বাড়ী গেল এবং রাত্রিতে বিশ্বারত্নের চণ্ডীমণ্ডপে ফটিকের শয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিল। ফটিক পূর্ব্বে জমিদার বাবুদের সরকারে লাঠিয়াল ছিল। এ কার্য্যে সে একজন ওস্তাদ, অনেকেই তাহাকে সর্দ্দার বলিয়া মানিত ও ভয় করিত। একবার পাকুড়হাটীর জমিদার কুণ্ডুবাবুদের সহিত হরিপুরের দত্ত বাবুদের একটা হাট দখল লইয়া দাঙ্গা বাধে। তাহাতে কুণ্ডু বাবুদের অনেক লোক জখম ও একটা খুন হয়। পুলিস্ সে মোকদ্দমায় ফটিককে চালান দেয় ও তাহার একবৎসর জেল হয়। ফটিকের বিশ্বাস, দত্ত বাবুরা ভাল করিয়া মোকদ্দমা তদবির করেন নাই এবং তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় অনেকটা বিমুখ ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাহার কারাবাসকালে তাহার পরিবার বর্গের মাসহারা দেন নাই। ইহাতে তাহারা বড় কষ্ট পাইয়াছে; কেবল তাহার মাতা বিশ্বারত্নের সাহায্যে উহাদিগকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই সকল কারণে জেল হইতে খালাস পাইয়া সে আর দত্ত বাবুদের চাকরী করে না, চাষ বাস করিয়া খায়। চাকরী না করিবার কারণ সে বলে, জেল খাটিয়া তাহার শরীরে আর তাকৎ নাই; কিন্তু আমরা জানি, সে তখনও দশজন লাঠিয়ালের মোহাড়া লইতে পারিত।

(৭)

গা ঢাকা অন্ধকার হইবা মাত্র নাপিত বউ এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে দত্ত বাবুদের বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পুকুরধারে ছোটবাবু তাহার অপেক্ষায় পদচারণ করিতেছিলেন। অনুচ্চস্বরে উভয়ে কি কথা বার্ত্তা হইল। তাহাতে ছোটবাবু বড় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন "আচ্ছা, তুই যা, কি করে বাঁকা বাঁশ সোজা করতে হয়, তা আমি জানি। সহজে রাজী হবে না জেনেই আমি ভজাকে দিয়া বাঁকা পথ ঠিক করে রেখেছি।" নাপিত বউ ঘোমটা টানিয়া চলিয়া গেল, প্রতুল বাবু মনে মনে বলিলেন,

"ইক্ষু কি দেয় রস দয়া করিলে?"

রাত্রি প্রহরাতীত হইতেই পল্লী নিস্তব্ধ হইল। ফটিক তখন একগাছি বাঁশের পাকা লাঠি লইয়া আসিয়া মাতাকে ডাকিল। তাহার মাতা সদর দ্বার খুলিয়া দিল, ফটিক বাটীতে প্রবেশ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিল। অন্নপূর্ণা রাত্রিতে ফটিকের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ফটিকের মা বলিল, "বাড়ীতে কতকগুলি কুটুম এসেছে, শোবার জায়গা

নেই, তাই ফটিক এখানে শুতে এসেছে।” অন্নপূর্ণা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

অন্যান্য দিনের ন্যায় অন্নপূর্ণা গৃহ মধ্যে শয়ন করিলেন, আর ফটিকের মা দালানে তাহার শয্যা পাতিল। অল্পক্ষণের মধ্যে অন্নপূর্ণা নিদ্রিতা হইলেন, কিন্তু যে ফটিকের মার নাসিকা ধ্বনির জ্বালায় সাত বাড়ীর লোকের সুনিদ্রা হয় না, সে জাগিয়া রহিল। যত রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল, সে একটা ভাবী অমঙ্গলের গন্ধ পাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত না হইতেই বাটীর পশ্চাতে লোক সমাগমের ও অনুচ্চস্বরে কথা বার্ত্তার শব্দ পাওয়া গেল, তাহাতে কিন্তু অন্নপূর্ণার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না। ফটিকের মা উঠিল এবং নিঃশব্দে দালানের প্রান্তভাগের দ্বার খুলিয়া ফটিককে ডাকিতে গেল; কিন্তু দেখিল, ফটিক তখন দ্বার খুলিয়া বাটীর বাহির হইয়া যাইতেছে। ফটিকও লোক সমাগমের গন্ধ পাইয়াছে, মনে করিয়া বৃদ্ধা দালানের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া অন্নপূর্ণাকে জাগাইল এবং সংক্ষেপে বিপদের কথা জানাইয়া তাঁহাকে বাটী হইতে পলায়ন করিতে বলিল। অন্নপূর্ণা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল, তাহার পা উঠিল না। এদিকে বাটীর পশ্চাতে লাঠির ঠকাঠক শব্দ ও হাঁক ডাক প্রবল হইয়া উঠিল, মশাল জ্বলিল, বিশ্বারত্নের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া একটা গোলমাল হইতে লাগিল; কিন্তু ডাকাতের সম্মুখীন কেহই হইল না, ফটিক একা বীর বিক্রমে আট দশজন লাঠিয়ালের সহিত লড়িতে লাগিল। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া অন্নপূর্ণার জড়তা ভাঙ্গিল, তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, ফটিকের মা তাঁহার অনুসরণ করিল। ফটিক অনেকক্ষণ ধরিয়া লাঠিয়ালগণের সহিত লড়িয়া তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিল; কিন্তু অন্নপূর্ণাকে রক্ষা করিতে সে পারিল না। তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই একজন লাঠিয়াল তাঁহাকে ধৃত করিল। ফটিকের মা চিৎকার করিয়া উঠিতেই আর একজন লাটিয়াল আসিয়া তাহাকে লাঠির দ্বারা প্রহার করিল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণাও চৈতন্য হারাইলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ধৃত করিয়াছিল, সে তাঁহাকে বহন করিয়া প্রস্থান করিল, ফটিকের মাকে যে প্রহার করিয়াছিল, সেও তাহার অনুসরণ করিল। যাইবার সময় সে বলিল “মাসী! বকনাটা পেয়েছি।” সে কথা ফটিকের মার কর্ণে প্রবেশ করিল না। কিয়দ্দূর যাইয়া লাঠিয়ালদ্বয় একটা সঙ্কেত সূচক চিৎকার করিল তৎশ্রবণে যাহারা ফটিকের সহিত লড়িতেছিল, তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ লইয়া যে যে দিকে পারিল, সে সেইদিকে দৌড়িল। ফটিক সেই সঙ্কেত ধ্বনির অর্থ জানিত, সে বুঝিল, বিপক্ষ পক্ষ কার্য্যোদ্ধার করিয়াছে। সে নিরুৎসাহ না হইয়া যাহারা সেই ধ্বনি করিয়াছিল, তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল; কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, নৈরাশ্যে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। পথে আসিতে আসিতে তাহার মৃতবৎ জননীকে ভূপতিতা দেখিয়া তাহাকে বহন করিয়া বিশ্বারত্নের বাটিতে উপস্থিত হইল। তখন অনেক লোক জমা হইয়াছে, তাহাদিগের সাহায্যে ফটিক তাহার জননীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া এবং যে স্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, ছিন্নবস্ত্রের দ্বারা সে স্থান বাঁধিয়া দিল। সেই রাত্রিতেই অন্নপূর্ণার অপহরণ বৃত্তান্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শুনিল, সমস্ত গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, কিন্তু ছোটবাবুর বিরুদ্ধে দুই চারি জন ইতর লোক ভিন্ন আর কেহ একটী কথাও বলিতে সাহস করিল না, বা অন্নপূর্ণাকে তাঁহার পাপ কবল হইতে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইল না। সকলের মনেই কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এক জন বলিল, “গ্রামখানা মগের মুল্লুক হয়ে উঠেছে, এখানে আর ঝি বউ লইয়া বাস করা চলে না।”

(ক্রমশঃ)

কার্পাস চাস।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ।

১নং পত্রিকা, ১৯১৮।

বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়া ও মাটির গুণে তেমন ভাল তুলা না জন্মিলেও আজকাল তুলা, সূতা এবং কাপড়ের মূল্যাধিক্যে তুলার চাষের যাহা হয় মন্দের ভাল বিবেচনা করিয়া বঙ্গের অনেকে কার্পাস চাষ করিতে উদ্‌গ্রীব, হইয়াছেন তাঁহাদের অবগতির জন্য সংক্ষেপে চাষের প্রণালী দেওয়া গেল।

কার্পাস অনেক প্রকার। তন্মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চলের গারো কার্পাস এবং বীরভুম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের বুড়ি কাপাস বঙ্গদেশে উৎপন্ন জাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য; তুলার আঁশের দীর্ঘতা, দৃঢ়তা এবং চিক্কণতার উপর উহার গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। আমেরিকার, ইজিপ্টের এমন কি বোম্বাই প্রদেশের তুলার চেয়েও আমাদের বঙ্গের তুলা ঐ সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট। অধুনা বোম্বাই প্রদেশের ধারোয়ার অঞ্চলে আমেরিকার উৎকৃষ্ট কার্পাস চাষ করিয়া সুফলপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী বাবু ভবতোষ দত্ত, বাবু বিনোদলাল মুখার্জ্জি এবং বাবু সতীশ্চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি যাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধারোয়ার আমেরিকা কাপাসের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা সকলেই বঙ্গে এই জাতীয় কার্পাস চাষের পক্ষ-

পাতী। তাই এ বৎসর বোম্বাই অঞ্চল হইতে বর্দ্ধমান বিভাগীয়-কৃষি-ষ্টোর বঙ্গের নানাস্থানে ন্যূনাধিক চারি সহস্র বিঘার চাষের উপযোগী এই জাতীয় বীজ আনয়নের সহায়তা করিতেছে। ফলাফলের উপর কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে।

জমির পাট।

যে জমিতে জল দাঁড়ায় না এমন উচ্চভূমি, যাহা নাকি অড়হর চাষের উপযোগী, তাহাই কার্পাসের পক্ষেও উপযোগী; বিঘাপ্রতি ৪।৫ গাড়ী গোবর সার প্রয়োগ করিতে পারিলে, ভাল হয়। সম্ভবপর হইলে ছাই ও চূণ, সার প্রয়োগ বিধি। যে প্রদেশে বৃষ্টির পরিমাণ বৎসরে ৩০ হইতে ৪০ ইঞ্চি, তথায় কার্পাস ভাল জন্মে।

সাধারণতঃ বৎসরে দুইবার কার্পাসের বীজ বপন করা যাইতে পারে, যথা বর্ষার পূর্ব্বে এবং শীতের পূর্ব্বে। বর্ষাকালে যে কাপাস হয়, তাহাতে জল সেচনের দরকার হয় না এবং ফলনেও অধিক হইয়া থাকে। এইজন্য শীতকালের চাষ বঙ্গে বন্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ।

লোকে কথায় বলে "শতেক চাষে মূলো, তার অর্দ্ধেক তুলো" অর্থাৎ কার্পাসের জমি আলুর জমির মত অতি সুন্দর চাষ করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে! তারপর মই দিয়া জমি সমান করিয়া তিনফুট অন্তর অন্তর লাঙ্গলের সাহায্যে লাইন করিয়া প্রতি লাইনে দুই ফুট দুর দুর এক এক স্থানে ২।৩টী করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। বপনের পূর্ব্বে বীজগুলি গোবরে ও ছাইয়ে ঘসিয়া লইলে অঙ্কুর তাড়াতাড়ি ফুটিয়া বাহির হয়। বীজ এমন ভাবে বুনিতে হইবে, যেন বপনের পর মই দিয়া জমি সমান করিতে বীজগুলি আনুমানিক মাটির ২ ইঞ্চ নীচে পড়ে। বিঘাপ্রতি দুই সের বীজের দরকার হয়।

গাছের পরিচর্য্যা।

গাছগুলি যখন প্রায় আধ হাত লম্বা হয়, তখন প্রত্যেক স্থলের ২।৩টী চারার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ গাছটী রাখিয়া অপরগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবে। ফলে তিন ফুট সারিতে দুই ফুট অন্তর অন্তর এক একটী সুন্দর এবং সতেজ গাছ রহিয়া যাইবে। আনুমানিক এক হাত লম্বা হইলে মাঝের ডগা ভাঙ্গিয়া দিলে গাছের ঝাড় হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে যখন গাছগুলি বেশ ঝাড়াল হইয়া উঠে, তখন তাহার গোড়ায় কোদালীর সাহায্যে মাটি দিতে হইবে। নচেৎ ডালপালার ভরে গাছ হেলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য যে, মাঝে মাঝে নিড়ান দিয়া জমি পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

কার্পাস সংগ্রহ।

কার্ত্তিক মাস হইতে কার্পাস ফুটিতে আরম্ভ হয়। তিন চারি মাস পর্য্যন্ত ফুটিতে থাকে। কার্পাস সংগ্রহে যদি বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সাহায্য লওয়া হয়, তবে অতি অল্প খরচে তুলা সংগ্রহ হইতে পারে। শিশির সিক্ত কার্পাস সংগ্রহ করা উচিত নয়। খোসা সমেত না তুলিয়া খোসার ভিতর হইতে তুলা তুলিয়া লইবে। ৩।৪ বারে জমির সমস্ত কার্পাস তুলিতে হইবে। বিঘাপ্রতি এরূপ বীজ সমেত তুলা প্রায় তিন মণ ফলে। তন্মধ্যে সাধারণতঃ দুই মণ বীজ ও এক মণ তুলা পাওয়া গিয়া থাকে।

আয়-ব্যয়।

বীজ ছাড়ান এক মণ তুলার দাম প্রায় ৩০৲ টাকা এবং বিঘাপ্রতি খরচ ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা। খরচ খরচা বাদে ভাল চাষে বিঘায় প্রায় ২০৲ টাকা লাভ থাকে। ইহার বীজ হইতে মূল্যবান তৈল হয় এবং খৈল গবাদির পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও জমির পক্ষে মূল্যবান সার।

রোগ ও প্রতিকার।

পোকার উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে কাপাসের জমি সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখিতে হইবে। গাছগুলি পরিষ্কার ও সতেজ রাখিতে পারিলে রোগের আশঙ্কা কম থাকে।

নিম্নলিখিত কয়েক রকম পোকার উৎপাত কার্পাস ক্ষেত্রে অনেক স্থলে দেখা যায়—

১। চুঙ্গিপোকা।

কাপাস গাছের পাতা চুঙ্গির মত জুড়িয়া যাইতে দেখিলেই বুঝিতে হইবে, চুঙ্গি পোকার উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে।

২। জাবাপোকা পাতা ও কচি ডাটার রস চুষিয়া খায়।

৩। ঝাঙ্গা পোকা গান্ধি জাতীয় লাল পোকা বিশেষ, ইহারা দলে দলে কাপাসের গুটির উপর বসিয়া উহার রস চুষিয়া খায়।

৪। গুটিপোকার প্রজাপতি প্রথমতঃ কাপাসের গুটির উপর এখানে ওখানে এক একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিলে পোকা গুটি কিংবা ফুলের কুঁড়ির ভিতর প্রবেশ করে। আক্রান্ত পাতা এবং ডালপালা গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষেত্রের বাহিরে জ্বালাইয়া দিলে কিম্বা মাটির নীচে পুতিয়া ফেলিলে পোকার বংশ বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

শীতকালে যখন তুলা ফোটা বন্ধ হইয়া যায়, তখন কার্পাস গাছ দ্বিতীয় ফসলের জন্য রাখিয়া দিলেও যে গাছে কাপাসের আশা কম। তাহা এবং শুষ্ক ডগা, গাছ ও গুটী জ্বালাইয়া দিতে হয়।

পোকার উৎপাতের সময় কেহ কেহ ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে গামলায় কেরোশিন মিশ্রিত জল রাখিয়া দিয়া থাকে। কেহ কেহ বা রাত্রিকালে ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাকে। পোকা ঝাপিয়া পড়ায় কতকটা নিবৃত্তি হয়।

এফ্, স্মিথ্,

ডেপুটী ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার,
রাইটারস বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

জে, এন্, সরকার।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব এগ্রিকালচার,
বর্দ্ধমান বিভাগ।

বস্ত্রশঙ্কটের সদুপায়।

সম্প্রতি সহযোগী "নায়ক" এ সম্বন্ধে কয়েকটী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বয়কট বা বহিষ্কারের যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দেশের সর্ব্বসাধারণে যদি সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহা হইলে কাপড়ের এই উৎকট দরটা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবার আশা করা যায়। নায়ক বলেন—"কাপড়ের বাজার চড়াইতে নামাইতে এক মারাবড়ীই পারে এবং জানে। এই যুদ্ধের গোড়া হইতে এই কাজটা মারবাড়ি খুব চতুরতার সহিত চালাইয়াছে। সেই চাতুরীর ফলে আজ দুই টাকা জোড়ার কাপড়খানা ছয় টাকা জোড়ায় খরিদ করিতে হইতেছে। আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের মূল্য তিন গুণ চারিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বাবুর দল, গৃহস্থের দল কাঁদুনী আরম্ভ করিয়াছেন; সকলেই বলিতেছে,—"বাপ রে, প্রাণ গেল, এইবার বুঝি দিগম্বর হইতে হয়! আর ত অগ্নিমূল্যে কাপড় কিনিতে পারিতেছি না।" এই কাঁদুনী এক দিকে, অন্য দিকে দরিদ্র কুল-মহিলার মরমে মরম ফাটিয়া যাইতেছে, তাহারা বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিতেছে! এই সব দেখিয়া শুনিয়া সত্যই লজ্জায় হেঁটমুণ্ড হইতে হয়। আমরা যে মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হইতেছি, ভয়ানক দুর্ব্বলতা আমাদের মধ্যে প্রকট হইয়াছে, আমাদের সমাজ নাই, সমাজ ধর্ম্ম নাই, এইটুকু মনে হইলেই লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

আসল কথা বাজারে এখনও পর্য্যাপ্ত বিলাতী বস্ত্র সঞ্চিত আছে, মাঝে মাঝে এক আধ জাহাজ কাপড় বিলাত হইতে আসিতেছে ও বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে পর্য্যাপ্ত কাপড় তৈয়ার হইতেছে। ধুতীর চারি পাঁচ গুণ দাম চড়িয়া যাইবার অবস্থা এখনও বাজারের হয় নাই। যে মাল জমা আছে, তাহাতে ভারতবর্ষের বস্ত্রাভাব এখনও বৎসরকাল স্বচ্ছন্দে দূর হইতে পারে। তবে এ দাম চড়িল কেন? এমন চারি পাঁচ গুণ দাম চড়াইলে কে? উত্তরে বলিব, মারবাড়ীদের তেজীমন্দী খেলায়, বাজে সওদা করার চালবাজীতেই এতটা দাম চড়াইয়া তোলা হইয়াছে। তেমন জোর আমদানী থাকিলে এ চাল চলিত না, অথবা গবর্ণমেণ্ট মারবাড়ীর গলা টিপিয়া ধরিতে পারিলে কোল কন্‌ট্রোলারের মতন কাপড়ের কন্‌ট্রোলার নিযুক্ত করিয়া বাজার কুৎ করিতে পারিলে এ ডাকাতীর কাণ্ড ঘটিত না।

এখন উপায়?

সব্‌সে ভাল উপায় যদি বাঙ্গালী বা ভারতবাসী অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে এককথায় সকল গোল মিটিয়া যায়। প্রত্যহ নগদ টাকার আমদানী না হইলে; প্রত্যহ খরিদ বিক্রয় না চলিলে মারবাড়ী ব্যবসায়ী পক্ষকালও টিকিয়া থাকিতে পারে না। উহাদের যাহা কিছু চালবাজী বা চাতুরী, সবই প্রত্যহ নগদ আমদানীর উপর নির্ভর করে। এক কাজ করিতে পার? এমনেও ছেঁড়া কাপড় পরিতেছ, অমনেও মাসেককালের মধ্যে দিগম্বর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এই সময়ে অন্ততঃ তিন মাসের জন্য মারবাড়ীর দোকানে বিলাতী কাপড় খরিদ করা বন্ধ করিতে পার? মারবাড়ী দোকানদারকে এবং মারবাড়ী দোকানের বিলাতী এবং দেশী কলের তৈয়ারী কাপড় সকলের আবার

বয়কট—বহিষ্কার

করিতে পার? তিন মাস চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলে—মারবাড়ী দোকানে খরিদ বিক্রয় না হইলে সব সায়েস্তা হইয়া যাইবে। কিন্তু এ মতলবে ধনী দরিদ্র সকলে এক হইয়া কাজ করিতে হইবে। বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পূজায়, উৎসবে অতিমাত্রায় নূতন কাপড় কিনিবার নিয়ম তুলিয়া দেও, সামান্য দুই চারি জোড়া তাঁতের ধুতি কিনিয়া, নিয়ম রক্ষা কর। আর যে পুরাতন কাপড় সঞ্চিত আছে, তাহা পরিয়া এই তিন মাস কাটাইয়া দেও। দেখিবে, এক মাসের পরেই বিলাতী ধুতীর দাম অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে। তোমরা খরিদ্দার, ব্যবসায়ী দোকানদের লক্ষ্মী। তোমরা তাহাদের পক্ষে কল্পতরু হইলে তাহারা যে সামগ্রীর যে মূল্য চাহিবে, তাহাই দিতে প্রস্তুত হইলে তাহারা না চাহিবে কেন? যদি দুই টাকা জোড়ার ধুতীর দাম ছয় টাকা বলিলে তোমারা সুবোধ বালকের মত নীরবে ছয় টাকা দিয়া কাপড় খরিদ করিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলে দোকানদার তেমন ফরমাইস তোমার কাছে করিবে না কেন? দোষ ত তোমাদেরই; ভারতবর্ষের খরিদ্দারদিগের ভদ্রতাই তাহাদিগকে এতটা দারিদ্র্যের নিপীড়ন করিতেছে; পার যদি খরিদ্দারের একটা জোট বাঁধিয়া সকলে মিলিয়া কাপড় কেনা বন্ধ কর, ফুল বাবুয়ানী ছাড়, দরিদ্র সমাজের অগণিত দরিদ্রগণের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া স্বীয় ধনৈশ্বর্য্যের বিকট বিকাশ বন্ধ রাখ। লক্ষ্মী-ছাড়া বাবুয়ানীর চাল একেবারে বর্জ্জন কর, দেখিবে, তিন মাসের মধ্যে সমাজের শ্রী বদলাইয়া যাইবে, সমাজের নূতন শক্তি সঞ্চিত হইবে, তোমরা খরিদ্দার, তোমাদের আজ ব্যবসায়ী দোকানদারের গোলামী করিতে

হইবে না। বাঙ্গালার ধনী দরিদ্র সবাই মিলিয়া এই কাজটি তিন মাসের জন্য করিতে পারিবেন কি ?”

সে জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালীর এত দুর্দশা ?

তার্পিণ তৈলের ব্যবসায়।

সম্প্রতি ইম্পেরিয়েল ইনষ্টিউটের বুলেটিনে প্রকাশ, ব্রিটিশ বার্ণিস ব্যবসায়িগণ ভারতবর্ষে উৎপন্ন তার্পিণ-তৈল ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত সন্তোষজনক ফললাভ করিয়াছে। প্রত্যেক হান্দর ওজনের তার্পিণতৈল বিলাতে ও আমেরিকায় ১২৪ শিলিং মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ১৯১২ অব্দে ভারতবর্ষে মোট ৪৯৩৭ হান্দর উঠিয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তার্পিণতৈল প্রস্তুতের কল কারখানা স্থাপনের বিশেষ সুবিধা আছে। দেশীয় ধনিগণ এই সমুদয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে এদেশে বেশ লাভজনক ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি।

মিঃ ফিণ্ডলে শিরাজ ১৯১৭ অব্দের শেষে কলিকাতায় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির কি পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার এক হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। লবণের শতকরা ৪৯৮, সুতার বিভিন্ন প্রকারের ধাতু শতকরা ১৮৮, সুতার জিনিষ ১৭৩ ও তুলা ১৪৯ হারে চড়িয়াছিল। চিনি, কেরোসীন তৈল, কয়লা, নীল, পশম, ঘি, চামড়ার দাম যথাক্রমে শতকরা ৮৮, ৫৩, ১৬০, ৭১, ৩৬, ৩২, ১০ হারে বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে খাদ্য শস্য ও তৈল বীজের মূল্য যথাক্রমে শতকরা ৮ ও ১২ হারে কমে। মফঃস্বলে জিনিষের মূল্যে তদপেক্ষা অধিক চড়িয়াছে। শুধু বঙ্গদেশে নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কোন কোনও প্রদেশে দ্রব্য বিশেষের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, পঞ্জাবে কেরোসিন তৈল প্রতি টিন ১০৲ টাকা বিক্রয় হইতেছে। মূল্য বৃদ্ধির সুযোগে ব্যবসায়ীগণ অতিরিক্ত পরিমাণে লাভবান হইতেছে। কিন্তু খাদ্য শস্যের মূল্য হ্রাস হওয়ায় দেশের জনসাধারণ নিত্য ব্যবহার্য্য অপরাপর দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিতেছে না। চট্টগ্রামে সম্প্রতি সর্ষপ তৈলের মূল্য দেড়গুণ চড়িয়াছে। ক্রমশঃ দ্বিগুণ আড়াই গুণও উঠিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট অগোণে প্রত্যেক ব্যবহার্য্য জিনিষের মূল্য নিরুপণ করিয়া না দিলে দেশে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হইবে। সময়।

Industries of Small Capital.

অল্প পুঁজীর কার্য্য।

CURLING FLUID.

চুল কোঁকড়াইবার আরক।

A piece of Bees-wax, about the size of a piece

Olive oil ... 1 oz.

Attar of Rose 5 drops.

প্রক্রিয়া—প্রথমে মোমোমকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহাতে অলিভ অয়েলটা ঢালিয়া দিয়া মিলাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর আতর দিয়া নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। ব্যবহার প্রণালী অঙ্গুলি দ্বারা চুলের গোড়ায় লাগাইয়া ইচ্ছামত চুল কোঁকড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিতে হইবে, ক্রমে চুল কোঁকড়াইয়া যাইবে। ইহাকে পেটেণ্ট করিয়া বাজারে দিলে বিক্রয় হইবে। আধুনিক বাঙ্গালীর ছেলের চুলের পারিপাট্য বিধানেই দিবসের অৰ্দ্ধেক করিয়া যায়। ক্রেতার অভাব হইবে না।

POMATUM HAIR-DYE.

পমেটম হেয়ার ডাই।

ইহা একটা অভিনব চুলের কলপ। নাইট্রেট অফ্ সিলভার ১ ভাগ, নাইট্রিক অ্যাসিড ২ ভাগ, উথার লোহের যে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ পড়িবে তাহার ২ ভাগ সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রে একটা খলে পিষিয়া ৪।৫ ঘণ্টা এক স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর সমস্তটাকে ২ ভাগ ওটমিল চূর্ণের সহিত মিশাইয়া ঘুটিয়া ক্রিমের মত করিতে হইবে, ইহার সহিত কোনপ্রকার স্নিগ্ধ সুগন্ধ যথা ২।৪ ফোঁটা অটো প্রভৃতি দিলে গন্ধও ভাল হইবে। চুল ফিরাইবার সময় এই পমেটম ব্যবহার করিলে চুলের পারিপাট্য ও সহজসাধ্য হইবে এবং ঘন কৃশবর্ণ চুলের রঙ থাকিবে।

VARNISHES FOR COLOURED PRINTS.

1. Take 1 oz. Canada balsam, and 2 oz. spirits of turpentine. Mix them together. Before this composition is applied, the drawing or print should be sized with a solution of isinglass in water, and when dry, apply the varnish with a camel's-hair brush. 2. Dissolve 1 oz. of the best isinglass in about a pint of water, by boiling it over the fire; strain it through fine muslin, and keep it for use. Dry the size on a piece of paper moderately warm, and if it glistens, it is too thick; add more water. If it soaks into the paper, it is too thin; add or diminish the isinglass till it

merely dulls the surface; then give your drawing two or three coats, letting it dry between each, being careful (particularly in the first coat) to bear very lightly on the brush, which should be a flat tin camel's-hair, and the size should flow freely from it, otherwise you may damage the drawing. Then take the best mastic varnish, and with it give at least three coats, and the effect will answer your most sanguine wishes. This is the method used by many eminent artists, and is found superior to any that has been tried.---3. Dilute ¼lb. Venice turpentine with 1 gill of spirits of wine: if too thick, a little more of the last; if not enough, a little more of the former, so that you bring it to the consistence of milk; lay one coat of this on the right side of the print, and, when dry, it will shine like glass. If it be not to your liking, you may lay on another coat.

Hobby.

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

HYPERICUM.

হাই পেরিকম।

যদি কেহ এই ঔষধের ভৈষজ্য-তত্ব পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার স্মরণ থাকিতে পারে যে, হাইপেরিকম ঔষধটী কোন বিশেষ প্রকারের আঘাত জনিত ক্ষতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাক্তার কেণ্ট—"হোমিওপ্যাথিক এনভয়" নামক পত্রিকায় এই ঔষধ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধে হাইপেরিকমের অন্যান্য ঔষধের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পাঠকগণের জন্য এই প্রবন্ধে তাহারই সারাংশ প্রদান করিলাম। আকস্মিক দুর্ঘটনা সময়ে এই ঔষধটীর কথা মনে হইলে বহু জীবন রক্ষা হইতে পারে।

Sentiment nerves অর্থাৎ যে স্নায়ু-দ্বারা আমাদের স্পর্শজ্ঞান জন্মে, সেই নার্ভ বা স্নায়ু সমূহে কোন বিশেষ প্রকারের আঘাত লাগিলে তাহার পরিমাণ অনেক স্থলে Titanus বা ধনুষ্টঙ্কার—তাহা যে সংঘাতিক, তাহা সাধারণ পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন এই বিপদ হইতে রক্ষার একমাত্র হাইপেরিকম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

হোমিওপ্যাথিক অস্ত্রোপচার বা surgical চিকিৎসায় অধিক পরিমাণে আর্ণিকা, রসটক্স, লেডম্ ষ্টাফিসেগ্রিয়া, ক্যালকেরিয়া এবং হাইপেরিকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোন প্রকার ঘস্ড়ানী লাগিয়া সেস্থানে কাল্‌সিরে পড়া, থেঁতলান, তজ্জন্য সেই স্থানের বেদনা, বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এই সকল স্থলে আর্ণিকা উৎকৃষ্ট, কিন্তু যেখানে মাংশপেশী (Muscles and tendum) আহত, সে হানে আর্ণিকা অপেক্ষা রসটকস ভাল—যদি রস্‌টক্স ব্যবহারেব পরেও বাতের ন্যায় মাংশপেশীর বেদনা টাটান ভাব থাকিয়া যায়, কিন্তু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে তেমন বেদনা বোধ না হয়, তখন ক্যালকেরিয়া দিলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যায়। উপরোক্ত তিনটী ঔষধের আমাদের একটা series আছে, কিন্তু হাইপেরিকমের সহিত ইহাদের পার্থক্য স্থির করাই আবশ্যকীয় বিষয়।

হাইপেরিকম—থেঁসড়ান, থেঁৎলান, মচকান প্রভৃতি আকস্মিক আঘাত সমূহের জন্য Minor remedy নিম্ন শ্রেণীর ঔষধ।

হাইপেরিকম্ এবং লেডাম এই দুই ঔষধ ঠিক পাশাপাশি যায়। স্নায়ু আঘাত প্রাপ্ত হইলে এই ২টী ঔষধের বিষয়ই বিবেচনাধীন হইয়া দাঁড়ায়।

মাংস পেশীর আঘাত এবং বেদনা যেমন আর্ণিকা, রসটক্স এবং ক্যালকেরিয়ার কার্য্যক্ষেত্র, স্নায়ু সমূহের আঘাত জনিত বেদনা এবং প্রদাহ সেইরূপ লেডাম এবং হাইপেরিকমের কার্য্যক্ষেত্র, সুতরাং এই দুটী ঔষধের প্রয়োগস্থল স্থির ও পার্থক্য নিরূপন একান্ত আবশ্যক।

"When the finger end or toes have been bruised or lancerated, or a nail has become pinched between a hammer and the bone, in a blow, and that nerve becomes inflamed, and you can trace the pain up along the nerve and it is gradually extending towards the body from the injured part with stiching, darting pains comming and going, or shooting up from the rigion of injury towards the body a dangerous condition is comming on. In this condition **Hypericum** is above all remedies the medicines to be thought of and hardly any other medicine is likely to come in."

যখন অঙ্গুলীর মাথায় কিম্বা পদের গোঁয়ালীতে আঘাত লাগিয়া ছিঁড়িয়া গিয়া, অথবা কোন প্রকারে হাতুড়ির আঘাত লাগিয়া, অথবা আঙ্গুলের মাথায় চিম্‌টান লাগিয়া স্নায়ু মণ্ডলী আহত হয়, এবং সেই বেদনা বরাবর

সেই বায়ুর গতি অনুসারে শরীরের ঊর্দ্ধদিকে যাইতে থাকে, এবং তৎসঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা সহসা আসে এবং সহসা চলিয়া যায় এবং সেই বেদনা যখন শরীরের ঊর্দ্ধদিকে যাইতে থাকে, তখন সেই অবস্থা অতি ভয়াবহ অর্থাৎ ধনুষ্টঙ্কার, ও চোয়ালবন্ধ হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার কেণ্ট বলিয়াছেন, অন্যান্য ঔষধ মনে হইবার পূর্ব্বে অগ্রেই হাইপেরিকমের কথা চিন্তা করা উচিত। এরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় ইহাই প্রকৃত ঔষধ।

(ক্রমশঃ)

Some Hints

চিকিৎসা সঙ্কেত।

যে সকল কেরাণীকে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হয়, বা যাহারা সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া কাজ করে, তাহাদের পায়ে একপ্রকার ক্ষত হয়। সে স্থলে কয়েক মাত্রা Ruta রিউটা ব্যবহারে আরোগ্য সাধিত হয়।

টীকা লওয়ার পর যে কোনপ্রকার অসুখ যথা পেটের অসুখ, ক্ষীণতা প্রভৃতি উপসর্গ হইলে (Thuja) থুজা ব্যবহারে সে সমস্ত প্রশমিত হয়।

টীকা লইবার পূর্ব্বে যদি মালান্ড্রিয়ম (Malandrum) ১ মাত্রা ব্যবহার করান যায়, তাহা হইলে বাহুতে বেশী ঘা হইতে পারে না।

ডাক্তার স্পেন্সার বলেন Igniatia বিবিধ চর্ম্ম রোগেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Homœopathic Envoy.

ম্যালেরিয়া পীড়িত রোগীর জ্বর বন্ধের পর কয়েক মাত্রা Alstonea ম্যাদার টীংচার এক আউন্স জলে ১ ফোঁটা মাত্রায় প্রাতে ১বার করিয়া দেওয়ায় রোগী বলপ্রাপ্ত হয় এবং আর পুনরাক্রমণ হয় না ইহা আমারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কাঃ সঃ

দ্রব্য-গুণ-সংগ্রহ।

ভাংড়া (Wedelia Calendulacea)

বা

ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তে।

ভাষানাম।

আঃ—হীজীজ, ফাঃ—জমর্দ্দর; হিঃ ও উঃ—ভাংড়া, বাঃ—ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তে; ইং—ট্রেলিংইকলিপ্টা (Trailing Eclipta) তৈঃ -গুণ্টকলগরচেট্ট: বোম্বায়ে—পিবলভাংর; গুঃ—ভাংরো; কঃ -করগমক; উঃ—কালকেশত্তরা।

পরিচয়।

ইহা এক প্রকার লতা। ইহা বাগানে, ক্ষেত্রে এবং জলাশয়ের পার্শ্বে জন্মিয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার যথা,—শ্বেত, হরিদ্রা ও কৃষ্ণবর্ণ। লতার যে বর্ণ, উহার ফুলেরও সেই বর্ণ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণ ভাংড়ার গাছ সচরাচর পাওয়া যায়। ইহা প্রায় এক গজ লম্বা হয়। ইহার পাতা ডালিমের পাতার ন্যায় বা উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, প্রায় পুদিনার পাতার ন্যায়। ইহার বীজ কাসনির বীজের ন্যায় বা উহা অপেক্ষা একটু ছোট ও ত্রিভুজাকার।

প্রকৃতি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে উষ্ণ ও রুক্ষ।

আস্বাদ।

তিক্ত।

অপকারিতা।

উষ্ণ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের পক্ষে অপকারী।

শোধন।

গোলমরিচ, মধু ও আদা।

প্রতিনিধি।

কোন কোন সময় নাকসিকনী ও কোন কোন সময় বামুনী (কাপাসের বীজ)।

ক্রিয়া।

চক্ষুর জ্যোতিঃ ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে।

মাত্রা।

পাতা ৩ মাষা হইতে ৬ মাষা। রস ২ মাষা হইতে এক তোলা।

আময়িক-প্রয়োগ।

ইহার পাতার রস পান করিলে রতিশক্তি ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করে। ইহা শরীরের রস শোষণ করে। ইহার রস দ্বারা কুল্লি করিলে দাঁতের বেদনা ও মুখের রোগ দূর হয়। ইহার রস চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা নিবারণ হয়। ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার দাদ ও চর্ম্ম রোগে উপকারী। কাল ভাংড়ার রস সেবন করিলে মাথার চুল কাল হয়। ভাংড়া পাতার রস ১৩॥০ মাষা সম পরিমাণে লবণের সহিত মিশাইয়া পান করিলে শূলবেদনায় তৎক্ষণাৎ উপকার পাওয়া যায় ও পেটের বেদনা দূর হয়। ভাংড়ার পাতা লবণের সহিত খাইলে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা কাসি, প্লীহা প্রভৃতিতেও উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদীয় মত।

ভৃঙ্গরাজ—কটু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কেশের ও ত্বকের হিতকারক, রসায়ন, বলকারক, ও দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদক। ইহা কফ, বাত, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আমদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ নেত্ররোগ ও শিরোরোগ নাশক। মাত্রা—।০ আনা।

মধুসহ ভৃঙ্গরাজের রস কফকাসে হিতকর। তৈলের দশগুণ ভৃঙ্গ-রাজের রসের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিবে। ইহা সেবনে শ্বাস, কাশ প্রশমিত হয়। যে অম্লপিত্তরোগীর আহারান্তে বমন হয়, তাহাকে হরতকী ও ভৃঙ্গরাজচূর্ণ সমভাগে পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করা বিধেয়। ভৃঙ্গরাজের মূল ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ঘোর বরাহদাশনাহ্ব বিসর্প প্রশমিত হয়।

দুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজের রস মিলিত ৮ সের এবং যষ্টিমধুর কল্ক ৮ তোলা সহ এক সের তিল তৈল যথাবিধি পাক করিয়া উহার নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপকতা নিবৃত্তি পায়। মাছের ডিম কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া কেশরাজের সহিত ভক্ষণ করিলে রাতকানা আরাম হয়।

আমরক্তাতিসার রোগে কেশরাজকে জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন মন্ত্রের সহিত বিল্বমূল ছাল এবং ভৃঙ্গরাজের মূল সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া পান কবিলে, প্রসবান্তে যোনীশূল প্রশমিত হয়।

ভৃঙ্গরাজের স্বরস দ্বারা উপদংশের ক্ষত ধৌত করিবে। লৌহ বা প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্রে ছাগীদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপক করিবে। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ (বেলাবৃদ্ধির সহিত যে শিরোরোগ বর্দ্ধিত হয়) প্রশমিত হয়।

ষড়্বিন্দু তৈল।

এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শলুফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, দারচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, শুঁঠ, তিলতৈল ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; তৈলের চতুর্গুণ ভৃঙ্গরাজের রস দিয়া পাক করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে সকল প্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

গাম্ভারীমূল, নীলঝিণ্টিফুল, কেতকীমূল, লৌহচূর্ণ, ভৃঙ্গরাজও ত্রিফলা দ্বারা তৈল পাক করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া একমাসকাল মাটির ভিতরে পুতিয়া রাখিবে। তৎপরে উত্তোলন করিয়া কেশে লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমপরিমাণে লইয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া নস্য টানিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নষ্ট হয়। ভৃঙ্গরাজের রস একমাসকাল সেবন ও দুগ্ধপান করিলে বল, বর্ণ ও আয়ুবৃদ্ধি হয়। ভৃঙ্গরাজের রস মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশোদ্ভব হয়।

ডাক্তারী মত।

কম্পোজিটী জাতীয় ওয়েডেলিয়া ক্যালেণ্ডুলেসিয়া নাম ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার পত্রের রস দ্বারা নস্য লইলে শিরোবেদনা বিনষ্ট হয়। চর্ম্মরোগে ও শিররোগেও এই ঔষধ ব্যবহার করা হয়। ইহার পাতার রস শুভ্রবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কেশুরিয়ার রস ও নারিকেল তৈল একত্র পাক করিয়া উপদংশীয় ক্ষতে স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। কেশুরিয়ার মূল বিরেচক ও বমনকারক, প্লীহা, যকৃৎ ও উদরীরোগে ব্যবহার করিয়া ডাঃ জে, স্মিথ ও মুডিন শেরিফ উপকার লাভ করিয়াছেন। ইহার পাতার রসের ক্রিয়া ট্যারাক্সিকমের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সদ্য কেশুরিয়া গাছ বাটিয়া ও তিলতৈল মিশাইয়া গোদে লাগাইলে উপকার হয়। ইহাব পাতার রস যমানীর সহিত প্রতিশ্যায়, কাস এবং প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রলেপ গ্রন্থিস্ফীতি, শ্লীপদ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে উপকারী। ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয় এবং এরণ্ড তৈল সহ সেবনে কোষ্ঠাশ্রিত কৃমি পতিত হইয়া যায়। শুভ্রকেশ, কৃষ্ণবর্ণ করণার্থে ভৃঙ্গরাজ ব্যবহৃত হয়।

হাকিম।

নূতন শিল্পবিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

—:০:—

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতা বেলগাছিয়া হইতে The Business World, নামক এক খানি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ইংরাজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। কাগজখানি রয়াল আধ পেজী, আমরা মার্চ্চ এবং এপ্রিল সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ১ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই দুই সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্পাদক মিঃ কে, দ্বি,. সরকার F. I. P. S. (Lond) এবং মিঃ এইচ, এন্ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারী মিঃ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

আমরা এই নব সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি, এদেশে এইরূপ পত্রিকার মত পত্রিকার যত আধিক্য হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

আলোচ্য সংখ্যায়—Self-supporting Education By Captain Petavel R. E. (Retd) Principal of The Maharaja of Kassim bazar's Polytechnical Institute—বিশেষঃ গবেষনাপূর্ণ প্রবন্ধ। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, মহারাজ বাহাদুরের এই স্কুল সম্বন্ধে আমরা বহু বার "কাজের লোকে" আলোচনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে Ice-making in small scale. The mineral wealth of India' Industreis of oil and oil cakes, Coco-nut oil etc. উল্লেখ যোগ্য।

দুঃখের বিষয়, ছাপা ভাল হইতেছে না। পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা এ ত্রুটী সংশোধন হইবে বলিয়া আশা রাখি।

দেশীয় কার্ব্বন পেপার এবং রিবন।

—:০:—

এদেশে অধুনা প্রত্যেক আফিসেই টাইপরাইটীং কল দ্বারা চিঠিপত্র লিখিত হইতেছে, এমন কি বহুগৃহস্থ লোকেও এখন টাইপরাইটীং কল ব্যবহার করিতেছেন। একারণে চিঠি পত্রের

নকল রাখিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে কার্ব্বন পেপার ব্যবহার করিতে হয়। যুদ্ধের জন্য কার্ব্বন পেপার ও রিবন বা ফিতা প্রভৃতির আমদানী, কম সুতরাং বাজারে বিদেশী আমদানী এই সকল দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। আমরা অকস্মাৎ মুর্শিদাবাদ, পরনামপুর, হইতে একখানি টিন্ কার্ব্বন পেপার পাইয়া বিস্মিত এবং বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ইহা দেশী কি বিলাতি, তাহা স্থির করা কঠিন, এতই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। এই কার্ব্বন পেপার দ্বারা আমাদের নিজেদের কলে ছয় আনা কপি করিয়াছিলাম, সমস্ত কপিগুলিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। ইহার আকার ১৮ইঃ×২২ইঃ ডিমাই সাইজ, ব্লু বা নীলবর্ণ। মূল্য ১ রীম ২৫৲ টাকা মাত্র মূল্য বিলাতির প্রায় অর্দ্ধেক। প্রস্তুত কারক মেঃ ব্রহ্মচারী ব্রাদার্স, পরনামপুর, চোয়া পোঃ মুর্শিদাবাদ।

এদেশে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কার্ব্বন পেপার অনেকদিন হইতে প্রস্তুত হইয়া ডাকঘর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এত সুক্ষ্ম Fine কাগজ, এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাগজ যে এদেশে হইতে পারিবে, ইহা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। প্রত্যেক এদেশীয় ব্যবসায়ী, পোষ্টাফিস এবং সরকারী আফিস সমূহে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কার্ব্বন পেপার ব্যবহার করা উচিত নহে কি? আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, ইঁহারা টাইপরাইটীং কলের রিবণও প্রস্তুত করিতেছেন। প্রত্যেক লোকই এই কার্ব্বন পেপার দেখিয়া যুগপথ আনন্দিত এবং বিস্মিত হইবেন। শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর বল মহাশয় এই শিল্পোন্নতির উদ্যোগী এবং পৃষ্ঠ-পোষক দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

যদি এই কার্ব্বন পেপার শিল্প দেশীয় গণের দ্বারা সমাদৃত না হয়, তাহা হইলে বুঝিব যে এদেশের খুবই অধঃপতন হইয়াছে, দেশীয় শিল্প বলিয়া গবেষণা এবং চিৎকারের কোন মূল্য নাই। আমরা এই নূতন কার-খানাটীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। কার্ব্বন পেপার গুলি দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

"To appear rich become Poor."

ধনী সাজিতে যাইয়া গরীব।

-:০:-

আমি যদি প্রকৃতই বড় লোক অর্থাৎ ধনী হইতে চাহি, তাহা হইলে খুব সাধা সিধে ভাবেই চলিতে হয়। কিন্তু আমরা যতটা নহি, ততটা দেখাইতে যাইয়াই দরিদ্র হইয়া পড়ি। "To appear rich, we become poor., ইহা খুবই সত্য কথা। যত প্রকৃত ধনীর ইতিহাস পাঠ করা যায়, তাঁহারা বিলাসিতা বর্জ্জিত—অতি সাধা সিধা চাল চলনেই প্রচুর অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়া বড় বড় জনহিতকর কার্য্য সমূহ দ্বারা অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এদেশের এখন শতকরা ৮০ জন অপব্যয়ী। "Becoming poor to appear rich., ধনী সাজিতে যাইয়া নির্ধন হইয়া পড়িয়া থাকেন। বাস্ত-বিক "Pride costs us more than hunger thirst and cold," আহার বিহার পানাদির ব্যয় অপেক্ষা জাকজমক অহঙ্কারেই আমাদের ব্যয় অধিক। কিন্তু অনুতাপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আসে, ততক্ষণ উপদেশে ঠিক রাস্তায় কেহ চলিতে চাহে না।

এদেশের বহুলোক ধনী, দেশের হিত সাধন করিলে যে অমরত্ব লাভ হয়, তাহাও অনেকে বুঝেন, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহারা to appear rich has become poor, উপরে ঠাট বাট্ বেশ, কিন্তু ভিতর ফাঁপা, সৎকার্য্য করে কে?

অনেক এংলো ইণ্ডিয়ান উপর দেখি য়াই স্থির করেন, ভারতবাসী ধনী, অর্থ থাকিতেও ব্যয় করে না। এ আবার একটা নূতন বিপত্তি—রাজার জাতির এমন ভ্রান্ত ধারণা এদেশের পক্ষে শুভকরী নহে। যাহারা ধনী সাজিতে যাইয়া দরিদ্র হইতে-ছে প্রবাসী, তাহারা নিজের, অপরের এবং দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধন করে। যে ধনী সে দরিদ্রের বেশে মিতব্যয়ী হইয়া বেড়ায়, কিন্তু যাহার সারত্ব নাই—সে সাজিয়া বড়লোক বলাইতে চায়। এই রোগটা অধুনা এদেশে বিকট আকারে উৎকট—দাঁড়াইয়াছে। মিত ব্যয়ী হইয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় কর, সেই অর্থ দ্বারায় দেশের ও দশের হিত সাধন কর, ইহাই উৎকৃষ্ট নীতি—এই নীতি যাহারা উপেক্ষা করে, তাহাদের দ্বারা দেশের হিত প্রত্যাশা করা যায় না। সঞ্চয়ী না হইলে ধনী হওয়া অসম্ভব। ধন না থাকিলে নিজের বা দেশের মঙ্গল হইতে পারে না। কিন্তু আমরা দেশের যে সকল ছেলে মেয়ের উপর ভাবিশুভ আশা করিয়া থাকি, তাহারা ঘোর বিলাসী এবং অপব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই ধনী সন্তান এবং নিজের অবস্থার কোন পার্থক্য দেখিতে পায় না। ধনী সহিত সমানভাবে চলিতে যায়—ধনী সাজিতে যাইয়া প্রকৃতই দরিদ্র হইয়া পড়ে। সেই সকল যুবক সংসারে ঢুকিয়া রিক্তহস্তে আর কি করিতে পারে? তখন চাকরী ভিন্ন গতি থাকে না। দরিদ্র, কিন্তু অভ্যস্তচাল ছাড়িতে পারে না। সেই চাল দেখিয়া যাহারা ধনী ভাবে, তাহারা ভ্রান্ত।

এই যে অপব্যয়িতা বিলাসিতা আমাদের যুবকগণের মধ্যে এতটা বিকট হইয়া দাঁড়া-ইয়াছে, ইহা কতকটা বর্ত্তমান শিক্ষার

...কর্ত্তব্য পিতামাতার দোষে। ...শিক্ষার Economy বা মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেওয়াই হয় না বরং বিলাসিতার ও অপব্যয়েরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শিশুদিগকেও সঞ্চয় শিক্ষার উৎসাহদান কল্পে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। এদেশে তেমন উৎসাহ দেওয়া হইলে দেশে মিতব্যয়িতা শিক্ষা হইত, কিন্তু তেমন পদ্ধতি এ দেশের শিক্ষার অবলম্বিত হয় নাই।

দ্বিতীয় অপরাধ পিতা মাতার, শৈশব হইতে বিলাসিতা ও অপব্যয়িতা আমরা নিজেরাই শিক্ষা দিয়া থাকি। দীন হইলেও ছেলেকে রাজপুত্র ও ধনী সাজাইতে না পারিলে বরং আমরা কাতর। সেই যে বিকট বিলাসিতার ও অপব্যয়িতার রোগবীজ তাহা আমরা অতি শৈশব কালেই সযত্নে ছেলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিই—সে ছেলে—যে আশৈশব বিলাস সাগরে ডুবিয়া ছিল, সে কি যৌবনে সে অভ্যাস ভুলিতে পারে? সে আর সঞ্চয় করিতে পারে না—"To appear rich becomes poor., ইহাদের আবার থাকিবে কি, ইহারা আবার করিবে কি? চাল ঠিক রাখিয়া যাইবে কিন্তু অন্তঃসার শূন্য। এমন লোকের দ্বারা বড় বড় বচন ভিন্ন কাজ পাইবে না বরং ইহারা কিছু হাতাইবার চেষ্টায় ফিরিবে এবং সুবিধা হইলে কিছু লইয়া সরিয়া পড়িবে।

টাকা না থাকিলে কিছু হয় না—হইবে না। সেই জন্য বলি, সাজা ধনী হইয়া কাজ নাই, ধনবল বৃদ্ধি কর, সেই অর্থে নিজের গ্রামের স্থানীয় উন্নতি কর, নিজেদের স্থানীয় উন্নতি করিয়া দশজন মিলিয়া নিজেরাই যেমন সেকালে ছিল, সেরূপ মধ্যস্থ থাকিয়া বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া মামলা মোকদ্দমার ব্যয় কমাইতে পারিলেই দেশ ধনশালী হইবে, তখন এ দেশের বিলাসিতা, জড়তা দূর হইবে। সকল লোকেই তখন এদেশের মূল্য বুঝিবে। ধনী সাজিতে যাইয়া দরিদ্র হওয়া ঠিক নয়।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ।৹ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাম ও চাকুরী থাকা সত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। সামান্য যে কয়খানা আছে, কেবল ।৹ আনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে। ডাঃ মাসুল ভি, পি, স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং চাকুরীজীবীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, অনায়াস সাধ্য উপায় সবই বর্ত্তমান [illegible] উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে [illegible] আমাদের আনীত এই পুস্তক [illegible] করিবেন। মূল্য ১৷৹ [illegible] স্বতন্ত্র। [illegible] [illegible]

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৶৹ আনা। ভি, পি, স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ১৷৹।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। [illegible] পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের [illegible] পুস্তকও অর্ডার করিলে আনাইয়া করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজার পুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
আমুলেবেড়িয়া পোঃ, জেলা নদীয়া।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩॥০ "
¼ "	৩৲ "	৩॥০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১॥০ "	১।০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং ঠাকুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

Registered No. C. 431.
THE
BUSINESSMAN
কাজেরলোক
১২শ বর্ষ,
৭ম সংখ্যা।
New Series,
July 1918.
নূতন সংস্করণ।
জুলাই ১৯১৮।
Vol. XII.
No 7.
OD CHEM CO
শানমেট্টো।
SANMETTO.
স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।
নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ায় প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রণায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ায় অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।
আফিং আদি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত। প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৷৵০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।
আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।
অড কেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।
OD CHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.
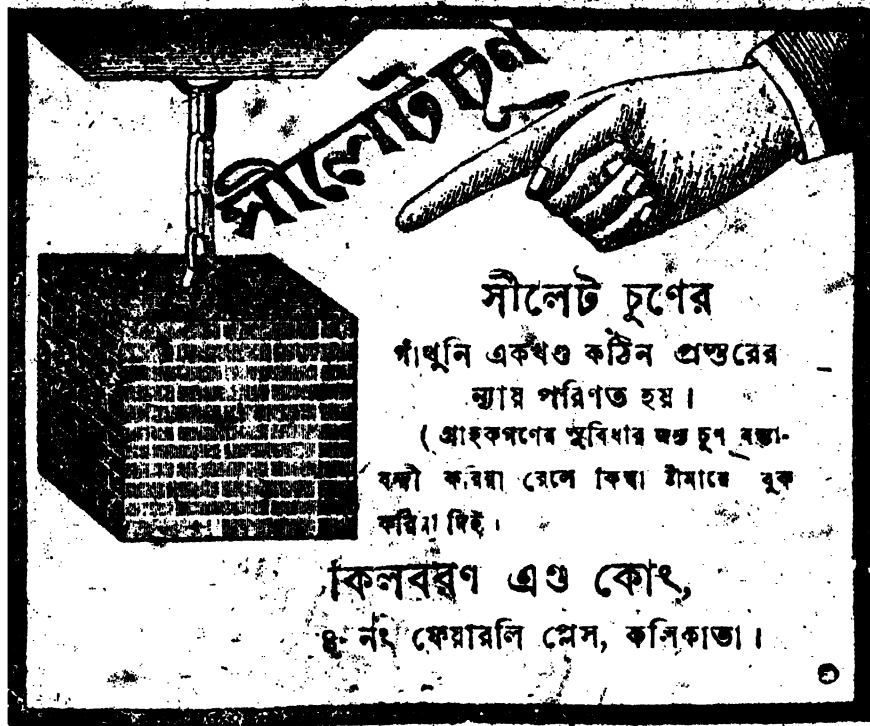
সীলেটচূণ
সীলেট চূণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তা-
বন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক
করিয়া দিই।
কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২৷৷০ এবং মাত্র ৷৷০ অধিক দিলেই ১৯১৭ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

কাজের লোক, কলিকাতা।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্লাক প্রত্যেক ৵০ ডজন ২৲

গোলাপ " ৵১০ " ৸০

ফ্লুয়াক পাইট প্রত্যেক ।০, ডজন ২৸০, কোয়ার্ট প্রত্যেক ।৵০, ডজন ৪৸০, লাল পাইট প্রত্যেক ৵০, ডজন ২৲, কোয়ার্ট ।৵০, ডজন ৩৲ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না। চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়া সম্ভূত কুইনাইন আটকান জ্বর, যকৃত, প্লীহা, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৲, মাঝারি ৸০, ছোট ।০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাজেও কল্যাণী। এই তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দ্দন করিলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা খাঁটি তিল তৈলে প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেশ ও মস্তিষ্ক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিশির মূল্য ৶০ আনা ডজন ৩৸০ টাকা।

ভিঃ পি খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে। মফঃস্বল খরিদ্দারদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

পি, এম, মিত্র এণ্ড কোং, সোল প্রোপ্রাইটার ডি, সি, চাটার্জ্জী, ৮৭ নং সাঁকারিটোলা লেন, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ। New Series নব পর্য্যায়। Vol. XII

৭ম সংখ্যা। July 1918. জুলাই ১৯১৮। No. 7

The world is one big family. We get from it what we give to it. A smile for a smile, a frown for a frown; good for good evil for evil.

The brightest jewel in the crown of life is that of service, for service means sacrifice, and no character can reach its best without sacrifice.

We may die to-day, but our thoughts live on. Years after we are buried our thoughts may inspire other to rise higher than we can ever rise.

How much we like to be parlor-soldiers! How we shun doing anything that is not according to custom, or that will engender strife of thought!

There is more religion in doing your duty to-day, as well as you can, than there is in pulling a long face and getting upon your knees to tell the Lord how to run things.

When we suspect another of being less holy than we, even though he be picked from the gutter or occupy a felon's cell, we play the part of the Pharisee and tread upon dangerous ground.

Before we can accomplish much for any cause, we must get simply vessels in the service of mankind to an end, our work will not be worth a great deal.

Signogram.

THE REQUISITES TO SUCCESS.

There are three requistites to success in business.

The first is ability to buy, and the second is ability to sell, and the third is ability to attract trade.

It is obvious that the man who can not buy right can never sell with profit, and that the man who can both buy and sell right, and

doesn't know how to get trade, can not do business.

It is evident that the long-time paying buyer can't buy at bottom, and can't compete with the cash buyer.

The profit of business is in right buying—Ex.

WHAT IS BUSINESS ?

What is it to be business-like ? As the American world stands to-day it means, very often, to be shrewd and cunning. What is the business man ? He is, in many men's minds the wide-awake fellow who has discovered a way of getting much more than we earns. What is business ? As very often understood among us, it is the art of juggling money out of your neighbour's pocket into your own. There is a world in which to earn your bread by honest and continuous labor which is not to be business-like—is not even to be "in business." In that world, to take advantage of opportunities, to conceal what you may have learned, and to trade upon your knowledge, is business. Misleading even, if secrecy can not otherwise be obtained ; that is business. In short, in that world to be business-like is to be unscruplous. A lover of fine art may continue to hope that its devotees will not too rapidly become business men in that sense.—*From "A Field of Art," in July Scribner's.*

Failure in business is a great disaster. When a man fails he sees nothing for the time being but a hopeless future. His efforts seem to have been in vain. His ambition receives a death blow, and he too often settles down to a life of uselessness. How many men there are who are examples of this very things ! They do not have the heart to try again and treat their failures as stepping-stones to further effort. We have heard the pessimist a man gets but one trial in business life, and failure places him where he can never hope to rise again. Such a view as this, held by many, would soon increase the class of men who have lost faith in themselves to such an extent that the word "ambition" would cease to be appliaable to concrete cases. Many of the most successful men in the world have made their way to wealth and fame by using their failures as stepping-stones. Men who profit by their failures are those who take the lessons which they gave gained to heart. They do not sit down by the wayside and become inactive, sorrowing over their mistakes, but study the cause of their failure, and proceed to further effort, enriched by experience dearly bought. No one need view and honorable failure as cause for inactivity. It should be an incentive to greater exertion and foresignt. The best plan is to use failures as stepping-stones to further effort.

Social Entertainment as a Business Factor.

The practice of entertaining buyers when they are in town is one which is not at all new. It is as old as the human race, yet many of its features are of recent date. It is well known that in Asiatic countries, Japan in particular, the intending purchaser is shown into a room and is given a cup of tea before any mention is made by either the purchaser or the seller as to goods. In fact, on entering the room, the purchaser sees nothing in sight. The merchant's wares are all contained in boxes, which are very carefully stowed away. Many other countries have this same custom of entertaining their customers preliminary to any business transactions.

The amount of money spent annually in a city like New York for the entertainment of out-of-

town customers is very large. It has been stated as being over 2,000,000, dollers but of course an estimate of the exact amount would be impossible, as the money spent in this way is usually charged to general expenses, and it would be very hard to obtain from a house any precise information as to the amount spent yearly by them in the entertainment of their customers.

There is no question that this method of providing out-of-town customers with amusements during their leisure hours has brought New York City into great popularity. To be sure, the custom is not exclusively a New York one, as many cities in our country do the same thing.

There are two kinds of entertainment; one where the customer is a personal friend of the head of the house, and in other than business ways has been associated with him for years. This kind of entertainment is not what this article refers to, as it is purely social and would be given whether there were to be business transactions or not. The other kind of entertainment is where a customer of the house is is taken in hand immediately upon his arrival, by some member of the firm, who is usually regularly delegated to the work of entertaining out-of-town customers. He is often met at the train and taken to his hotel, all his plans being learned, as far as possible, and every effort is made to insure his comfort and provide him with the necessary informations for his business transactions. Should the buyer have his entire transactions to make at one house, his entertainment is a very simple matter. When evening comes, he is taken in hand by one of the members of the firm, or possibly the salesman who has charge of his territory, and who is supposed to be very well acquainted with him. He is taken to the theaters, and if it is summer time, visits the seaside resorts, where his entire entertainment is attended to by his escort.

Some firms in New York City pay special attention to entertainment. During the season in which their customers come to town, they make arrangements with some locally situated restaurant or hotel and provide daily lunches for their customers. Other firms have become members of large down town clubs, such, for example, as the Merchants' Association at the corner of Broadway and Leonard street. A library, reading room, and in fact, every other club necessity are provided. The quiet and seclusion of the reading-room is especially noteworthy, as it is kept entirely for the use of the costomers and not the members. Soliciting of business is not allowed in the room, as it is entirely set aside for the privacy of customer guests in their hours of relaxation. Here they can not be intruded upon, and they may be sure to find that the rules of the club in this respect are very carefully kept

The custom of entertainng guests has become so universal that the house that does not do it is a great exception. Some firms entertain less than others, as their particular lines of business call for less entertainment, while it is a fact that many others give as much attention to the entertainment of their out-of-town customers as they do to the proper shipment of goods.

The customer is not made to feel at any time that he will pay, indirectly, for his entertainment. At one time, the custom was terribly misused, as guests were very often made to feel that they were under obligations to their entertainers, and sales were often made where the liberality of the customer was made abnormal by too much wine, but now the matter

is entirely different. It is expected that the guest will accept the entertainment whether he buys a large or small amount of goods, and his entertainment on his next visit is in no way lessened, if his last visit did not result in much business to the firm. In other words, it is more a feeling of good-will to-day than a spur to urge the customer to buy larger amounts than he might possibly take under other circumstances. Much of the prominence of New York's position as a good city to buy in is due to the entertaining custom which is now so thoroughly in vogue.

Business, New york.

সহযোগী দর্শন বলেন :—"বর্ত্তমান স্বায়ত্ত-শাসনের কেন্দ্র মিউনিসিপ্যালিটী খাঁটী ইউরোপীয়ান মাল ; এবং কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই নগর ইউরোপের অনেকটা কাছে বলিয়া বোধ হয় জনহিতকর কার্য্যে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিকে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এখন নিত্যব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিষের দাম বাড়িয়া গিয়াছে—গরীব লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এই কষ্ট যথাসম্ভব দূর করিবার জন্য সস্তায় জিনিষ-পত্র বিক্রয়ার্থ দোকান খুলিবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটী ৫০০০৲ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ২৫০০০৲ টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়াছেন। ইহার সুফল ফলিবেই ; কলিকাতাতে ফলিয়াছে। কোল কন্ট্রোলারের নির্দ্দেশ অনুসারে নয় আনা মণ দরে কয়লা বিক্রয়ের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী দোকান খুলিতে না খুলিতে অন্য দোকানদাররা কয়লার দাম কমাইয়া দিয়াছে। কোল কন্ট্রোলারের হুকুমের পরেও খুচরা দোকানদাররা খুঁত খুঁত করিতেছিল, নানা ওজর আপত্তি করিতেছিল, কয়লা নাই বলিয়া খরিদ্দার ফিরাইতেছিল ; কিন্তু যাঁহাতক মিউনিসিপ্যালিটীর দোকান খোলা হইল, অমনি সকলের সুর ফিরিয়া গেল ; আর কোন উপায় না দেখিয়া তাহারাও ঐ দরে কয়লা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। মিউনিসিপ্যালিটী যদি কাপড়ের দোকান খুলেন এবং কেনা দরের উপর দোকান ভাড়া ও লোক-জনের বেতনাদি চড়াইয়া অর্থাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া পড়তা দরে, অথবা নিতান্ত যদি তা না পারেন, তবে সামান্য লাভ রাখিয়া, বস্ত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কাপড়ের দোকানদাররাও এক দিনে সোজা হইয়া যায়। তবে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ও অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে কি না জানি না। মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে কাপড়ের দোকান খোলা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ হইলে, এবং গবর্ণমেণ্ট বস্ত্র-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে যেরূপ অনিচ্ছুক তাহাতে, বস্ত্রাভাবজনিত কষ্ট দূর হইবার আশা অতি অল্প। তবে করিতে পারিলে যে খুবই সুফল ফলিত, সে কথা বলা বাহুল্য। তাহা হইলে করদাতার অর্থপুষ্ট মিউনিসিপ্যালিটী করদাতাদের যথার্থ একটী হিতসাধন করিতে পারিতেন।" আমরা বলি, ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব।

সমর ঋণ।

২৫শে জুন পর্য্যন্ত ১৫,৯২,২০,৪০৯৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা হইতে ৭,৭৭,২৪,২০০৲ ও বোম্বাই হইতে ৩,৮৩, ৮৫,২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

কত কাপড় আছে।

কলিকাতা ও হাওড়ায় কত কাপড় ও সূতা মজুত আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। আগামী ৭ই জুলাই এর মধ্যে ব্যবসায়ীদের সেই হিসাব ডিরেক্টর অব সিবিল সপ্লাইএর নিকট দিতে হইবে। যদি কেহ সত্য খবর না দেন, তবে তাঁহার খানা তল্লাস হইবে। কাপড় সম্বন্ধে তবে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার মুখের দিকে তাকাইয়া কিছু সদুপায় করিবেন না কি ?

বস্ত্র সাহায্য সমিতি।

যাহারা বস্ত্রের অভাবে ক্লেশ পাইতেছে সেই সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ বরিশাল সহরে বস্ত্র সাহায্য সমিতি নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতি অভাবগ্রস্ত-দিগকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। তদ্ভিন্ন এই সমিতি তুলার বীজ বিতরণ এবং চরকার পুনঃ প্রবর্ত্তনে চেষ্টিত হইয়া স্থায়ী কল্যাণ-সাধনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন।

সূতা ও কাপড়।

গত বৎসরের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এই বৎসরের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ৯ মাসে বোম্বাই নগরে ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৪৯ গাঁট সূতা আসিয়াছে গতবৎসর আসিয়াছিল ২৮,১৭,০০৭ গাঁট। প্রতি গাঁটে ৫ মণ। সুতরাং দেখা যায় এই বৎসরের আমদানী গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২৯ এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা ৩৯ কম। এইরূপ আমদানী কম হওয়া সত্ত্বেও বোম্বাই হইতে জাপানীরা গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর ১২,২৪০ গাঁট সূতা বেশী নিয়াছে। ফলে সূতার দর অত্যধিক চড়িয়াছে। গত বর্ষ ১২ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের ভারতীয় কলের কাপড় বিদেশে রপ্তানী

হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর নিয়াছিল ১৬ কোটী পাউণ্ড। ১৯১৭—১৮ ভারতের কলসমূহে ২৭ কোটী টাকায় কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। বিদেশ হইতে আসিয়াছে ৫২ কোটী টাকায়!

ভারতে ধান্যের আবাদ।

ভারতবর্ষের প্রায় ২৪০০০০০০০ কোটী বিঘাতে ধানের আবাদ হইয়া থাকে ও তাহার ফলে সাড়ে তিনকোটী টন (১ টন প্রায় ২৭ মণের সমান) চাউল উৎপন্ন হয়। এই চাউলের অধিকাংশ আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে জন্মে। কত ধান হইতে এত চাউল "ছাঁটাই" হয়, তাহা সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। একজন ইউরোপীয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এত ধান যে 'ছাঁটাই' হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতই বাঙ্গালা দেশে বিস্তর ছাঁটাই কল আছে। ঢেঁকি দ্বারা কখনই এত বড় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না; কিন্তু ঐ ইউরোপীয় ভুল বুঝিয়াছেন। ঢেঁকির সাহায্যেই আমাদের দেশে কোটি কোটি মণ চাউল তৈয়ারী হয়। কারণ আমাদের দেশের গ্রামে ঘর ঘর ঢেঁকি চলে। প্রত্যেক গৃহস্থেই একটা ঢেঁকি অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু ধান ছাঁটাইয়ের কল কয়জনে কিনিতে পারে? বাঙ্গালার যন্ত্রপাতি ও কলের নির্ম্মাণ কৌশল অতি সহজ এবং অতি সুলভ। বাঙ্গালা দেশে জল সেবন হয়, অতি সহজে এবং অতি সুলভে। বস্ত্রবয়ন ও সূতা তৈয়ারী হয় অতি সহজে এবং অতি সুলভে। আমাদের সকল যন্ত্রই এমন ভাবে নির্ম্মিত, যাহাতে বহু লোক স্বাধীন ও অপরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া অন্নের সংস্থান করিতে পারে। সুতরাং ঢেঁকিকে নিন্দা করিলে চলিবে কেন। এত ছাঁটাইয়ের কল আসিয়াছে, কিন্তু ঢেঁকির তিরোভাব এখনও ঘটে নাই, দরিদ্র কৃষক ও গৃহস্থের এখনও ইহাই অবলম্বন। বিশেষ ঢেঁকি ছাঁটা চাউলের সহিত কলে ছাঁটা চাউলের পার্থক্য অনেক।

কলিকাতায় শিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা দান।

একজন ইউরোপীয় কলিকাতার ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় লোকের শিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দাতা কি সার ডেনিয়েল হেমিল্টন?

(১) ঐ টাকা হইতে একজন খাটি ইউরোপীয় বালককে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে।

(২) একজন খাটি ইউরোপীয় বালিকাকে ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে।

(৩) ইউরেশীয় বালক বালিকাদের উন্নতির জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) কলিকাতার বাহিরে বালকদের জন্য অনাথ আশ্রম স্থাপনার্থ আইরিশ ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্স্এর হস্তে টাকা দিতে হইবে।

(৫) কারসিয়ংয়ের ডাউহিল বালিকা বিদ্যালয় বড় করিবার জন্য টাকা দিতে হইবে।

(৬) কলিকাতা সহরে ভারতীয় বালকদের জন্য পাঠশালা নির্ম্মাণ ও রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে।

(৭) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাঠশালা নির্ম্মাণ ও রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে।

(৮) শিবপুর কলেজের ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদিগকে ইংলণ্ডে শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে। দাতা যিনিই হউন, তিনি এদেশবাসীর পরম ধন্যবাদের পাত্র।

শোক সংবাদ।

আমরা অতি সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, "সময়" সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস মহাশয়া গত ৯ই আষাঢ় লোকান্তরিতা হইয়াছেন। এই মহিলা সুশিক্ষিতা ও নানা সদ্গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। "কাজের লোক" সম্পাদক তাঁহার মাতৃবৎ স্নেহের জন্য আজীবন চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। দেশ হিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানে এবং জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৮৯ সালে শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারী দেবী ও ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর সহিত ইনি বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে যোগদানের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। ইনি চিরদিনই স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর ছিল, জ্ঞানেন্দ্রবাবু সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী হারাইয়া আজ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। ভগবান জ্ঞানেন্দ্রবাবুর হৃদয়ে শান্তিদান করুন, এখন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মহীশূর রাজ্যের অবস্থা ও উন্নতির প্রচেষ্টা।

সংপ্রতি মহীশূর রাজ্যে তত্রত্য অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনার নিমিত্ত এক কনফারেন্স হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে প্রধান দেওয়ান সার বিশ্বেশ্বর রায় বলিয়াছিলেন:—

মহীশূর রাজ্যের পরিমাণ ফল ২৯ সহস্র

বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ৬০ লক্ষ। এই দেশের জনসাধারণের অর্থাগমের মূল উপায় এই :—

রাজস্ব	৩৪ কোটি	টাকা।
খাল হইতে আয়	৩৫ কোটি	,,
নূতন পয়ঃপ্রণালীর আয়	৩ কোটি	,,
বনবিভাগ	১০ কোটি	,,
খনিজ দ্রব্যের আয়	৬৫ কোটি	,,
ব্যক্তিগত বাড়ীর আয়	২৩ কোটি	,,
সাধারণ বাড়ীর আয়	৩ কোটি	,,
মণি হজরত ও আসবাব	১০ কোটি	,,
গৃহপালিত পশু পক্ষী কৃষি যন্ত্র ইত্যাদি	২০ কোটি	,,
রেলওয়ে	৫ কোটি	,,
রাস্তা	৩ কোটি	,,
বৈদ্যুতিক কারখানা	১ কোটি	,,
বাণিজ্য দ্রব্য	১৫ কোটি	,,
ব্যাঙ্ক জয়েণ্ট ষ্টক, সমবায় ইত্যাদি	২ কোটি	,,
সোনা রূপার মুদ্রা	৩ কোটি	,,
মোট	২০৩ কোটি	

ইহাতে এই রাজ্যে প্রতি জনের আয় ৩৮৮, হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে মাথাপিছু বার্ষিক আয় গ্রেট ব্রিটেন ৬০০০, কানাডায় ৪০০, অষ্ট্রেলিয়ার ৩৯০০ টাকা ছিল।

কৃষির দ্বারা কোন জাতি সমৃদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং ইহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, জন সংখ্যার চতুর্থ কি পঞ্চমাংশ আধুনিক প্রণালীতে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকে। কৃষি বারিবর্ষণের উপর নির্ভর করে, এই দেশে বারিপাত একান্ত অনিশ্চিত।

অর্থনৈতিক ভাব প্রচার।

অধুনা শিল্প বাণিজ্য কিরূপ পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়, সেই সকল কথা লোক সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। লোকের মন হইতে সে কালের ধারণা উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে।

কিরূপে দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হয়, উহা বক্তৃতা দ্বারা লোকসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের মাথায় যে সকল অপ্রকৃত অস্পষ্ট ভাব আছে, উহার স্থলে জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক শিখা জ্বালাইয়া দিতে হইবে। সমবায়ের ভাব জীবনের সকল বিভাগের কার্য্যমধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যাপারই ক্লাব, লীগ, সমিতি প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইবে। সমবায়ের তত্ত্ব বিদ্যালয়ে, সভাস্থলে, বক্তৃতায়, পুস্তিকায় এবং সংবাদ পত্রে ঘোষিত হউক।

যে স্থলে ছোট ছোট ব্যবসায় আছে, সম্ভব হইলেই সেখানে বৃহৎ কুঠী, কারখানা বা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে সকল ব্যবসায় এখন ব্যক্তি বিশেষের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে, উহা কোন সুগঠিত যৌথ সমিতির হস্তে যাওয়া উচিত।

প্রত্যেক ব্যবসায়, শিল্প বিজ্ঞান কলকারখানা যাহা কিছু আছে, সমস্তই বর্ত্তমানে যতদূর বৃদ্ধি করা যায়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের কৃষিজীবী জনমণ্ডলীকে সুনিয়মিত শিল্প বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।

নগর ও পল্লী নির্ম্মাণ।

যাহাতে লোক সাধারণের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, আমাদের নগর ও গ্রামগুলি উহার উপযোগী করিয়া গঠন করিতে হইবে। পৃথিবীর অন্য সকল দেশের শ্রেষ্ঠ নগরগুলির আদর্শে আমরা নগর নির্ম্মাণ করিব। আমরা যদি শিল্প বিজ্ঞানের যথোচিত উন্নতি সাধন করিতে চাই, তাহা হইলে নগরের অধিবাসী সংখ্যা শতকরা ৫০ বাড়াইতে হইবে। প্রত্যেক নগরেই বাড়াইয়া তুলিতে হইবে, উপকণ্ঠে শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থান নির্দ্ধারিত রাখিতে হইবে।

নগরে কি থাকিবে?

১। টাউন হল।

২। গ্রন্থালয় ও পাঠাগার।

৩। তদন্ত আফিস। স্থানীয় উৎপন্ন কৃষি দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য চিত্রশালিকা।

৪। ব্যাঙ্ক বা মহীশূর ব্যাঙ্কের একটি শাখা।

৫। শাখা বাণিজ্য সমিতি।

৬। বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের উন্নতির বিধানার্থ সমিতি।

৭। কো-অপারেটিভ সমিতি।

৮। কৃষির বীজ, সার, যন্ত্র প্রভৃতির কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার।

৯। বিদ্যালয় সমূহে ব্যবসায় শিক্ষার আয়োজন।

১০। বাহির হইতে যে সকল ভ্রমণকারী, দর্শক ও বিদ্যালয়ের ছাত্র আইসে, তাহাদের বাসোপযোগী বাস ও আহারের স্থান থাকিবে।

১১। উচ্চ বিদ্যালয় হইতে নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয় থাকিবে, যাহাতে শিক্ষার্থীদের অন্ততঃ শতকরা ৭৫ জন বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে।

১২। আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষসাধন জন্য একটি তদন্ত কমিটি বা সব কমিটি থাকিবে।

গ্রাম।

গ্রামেও সভার ঘর, গ্রন্থালয়, কো-অপারেটিভ সমিতি, ভ্রমণকারীদের বাসগৃহ, বিদ্যালয়, গ্রামের উন্নতি বিধায়িনী শক্তি-সঞ্চারের ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকিবে।

মহীশূরের দেওয়ানের মনে যে সকল চিন্তার উদয় হইয়াছে, ব্রিটিশ ভারতের কোন গবর্ণরের মনে কখনও কি ঐরূপ চিন্তার উদয় হইয়া থাকে? সঙ্কিঃ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

"গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন" বিল।

"গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন" বিল পাস হইলে উপবিভাগ সমূহ "লোকালবোর্ড" থাকিবে না; তৎপরিবর্ত্তে দুই একটী থানা লইয়া এক একটী সার্কলবোর্ড হইবে। চৌকীদারী পঞ্চায়ৎ এবং গ্রাম্য সমিতি থাকিবে না; তৎপরিবর্ত্তে গ্রাম্য-কমিটি হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড থাকিবে; কিন্তু এই গ্রাম্য কমিটীর এবং সার্কলবোর্ডের উপর তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তাঁহারা শুধু গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত রোড্সেস বাবদ টাকা গ্রাম্য কমিটী সমূহে বিভাগ করিয়া দিবেন। কিন্তু গ্রাম্যকমিটীর কার্য্য কলাপ পরিদর্শন অথবা কাহাকেও প্রশংসা ও তিরস্কার অথবা বহাল বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে না। গ্রাম্যকমিটী ও লোকালবোর্ড এতদুভয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিবে।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বা তাঁহাদের সভাপতিকে কোন ক্ষমতা না দিয়া তাহা জিলায় মাজিষ্ট্রেটের হাতে দেওয়া স্বায়ত্ত-শাসনের মূলনীতির বিরোধী এই বিষয়টা গ্রামের অবস্থাজ্ঞ ও এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী লোকদের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

এতদিন জিলার মাজিষ্ট্রেট ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং এতদুভয়ের কোন পার্থক্য ছিল না। অধুনা কোন কোন ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে বে-সরকারী লোক বিনা বেতনে এই চেয়ারম্যান পদে নির্ব্বাচিত হইতেছেন। সম্ভবত দশ পনর বৎসর পরে সকল ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডেই বে-সরকারী লোক চেয়ারম্যান হইবেন। গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনে এই জন্যই গ্রাম্যকমিটীর এবং লোকালবোর্ডের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সভাপতিকে না দিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেওয়া হইবে?

এই কথা ঠিক যে, দুই প্রভুকে কেহই সন্তুষ্ট করিতে পারে না। সুতরাং লোকাল-বোর্ড ও গ্রাম্যকমিটী হয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের না হয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যানের অধীন হইবে। কাহার অধীন হইলে গ্রামবাসীদের অধিক কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাই বিচারের বিষয়। গ্রাম্য কমিটীর এবং লোকালবোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য মনোনিত হইবেন; এই সভ্যরাই তাঁহাদের অবৈতনিক সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি এবং বেতনভোগী সম্পাদক বহাল ও বরখাস্ত করিবেন। তাঁহাদের কার্য্য সুশৃঙ্খলারূপে সম্পাদিত হইতেছে কি না, তাহা পরিদর্শন জন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপরিভাগের মাজিষ্ট্রেট এবং সার্কেল অফিসার (সব্ডিপুটী বাবু) নিযুক্ত থাকিবেন; ইহাদের বেতন গবর্ণমেণ্ট দিবেন। যদি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে এই পরিদর্শন কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে বেতন দিয়া এই প্রকার উপযুক্ত লোক রাখিতে হইবে। বিশেষতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি বিষয়ে যে অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে তাহা হইতে এই ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হইবে। যে সে লোক দ্বারা গ্রাম্য কমিটীর এবং লোকালবোর্ডের কার্য্য পরিদর্শন হইবে না। যে সকল লোক সাধারণতঃ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সভ্য হয়েন, তাঁহাদের অনেকের অবসর নাই এবং অবসর থাকিলে পরিদর্শন কার্য্যে যথেষ্ট শিক্ষা নাই এবং শিক্ষা থাকিলেও প্রবৃত্তি নাই যে, ঘরের খাইয়া তাহারা লোকালবোর্ডের ও গ্রাম্য সমিতির কার্য্য পরিদর্শন করেন। এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্টের বেতন ভোগী মাজিষ্ট্রেট, সবডিভিসনের অফিসার এবং সবডিপুটী বাবুকে "গ্রামের স্বায়ত্তশাসন" শাসন করিবার ভার দেওয়া উচিত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখুন।

অপরন্ত যদি মাজিষ্ট্রেট এবং তাঁহাদের বশবর্ত্তী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং সবডিপুটী বাবু গ্রাম্যকমিটী এবং লোকালবোর্ড শাসন করিলেন, তবে তাহাকে "স্বায়ত্তশাসন" নাম দিলে শুধু লোক-ভোলান চেষ্টা করা হয় কিনা, তাহাও সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এই ৩০।৩৫ বৎসর স্বায়ত্তশাসনের নাম দিয়া যে মিউনিসিপালিটী এবং ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড এবং লোকালবোর্ড সমূহে এবং পঞ্চায়তি ও গ্রাম্য সমিতিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এবং তদধীন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের শাসন চলিতেছে; তাহাতে যদি গ্রামবাসীদের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, এবং অন্য কোন প্রণালীতে যদি তৎ-পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে মঙ্গল সাধনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহা পরিবর্ত্তন চেষ্টা হইয়াছে কেন? সৌভাগ্যের বিষয় যে, স্যার এস্, পি, সিংহ মহোদয় তাঁহার পাণ্ডুলিপির উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে গ্রাম্যসমিতির ও চৌকিদারী পঞ্চায়তের এবং লোকালবোর্ডের কার্য্য এখন ভাল চলিতেছে না। এজন্য গ্রাম্য সমিতি ও চৌকীদারী পঞ্চায়েতকে মিলিত করিয়া গ্রাম্য কমিটী গঠন করা হইবে, এবং লোকাল বোর্ডের পরিবর্ত্তে ২।৩টী করিয়া সার্কলবোর্ড হইবে। কিন্তু এই সকল সমিতির দেহে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির শাসন যে প্রবলরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। এই জন্য অনেকে আশঙ্কা করেন, মাজিষ্ট্রেট পরিচালিত গ্রাম্যকমিটীর বা সার্কলবোর্ডের শাসনদ্বারা গ্রামবাসীর মঙ্গল অভিলাষানুরূপ কিছু হইবে না।

মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটীমাজিষ্ট্রেটের পরি-চালিত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড লোকালবোর্ডে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়তি সমূহদ্বারা দেশের বিশেষ—উপকার হয় নাই। ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা বিদেশী। দেশের ভাষা ও আচার নীতি কিছুই জানেন না; অনেকের তাহা জানিবার ইচ্ছাও নাই। তাহারা দেশের লোকের সহিত এক গাড়ীতে চড়েন

না, একসঙ্গে আহার আমোদ করেন না। তাঁহারা বেতনের জন্য এদেশে আসেন; দেশের লোকের মঙ্গল সাধন করিতে গেলে কোন কোন সময় তাঁহাদের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। সার হেনরী কটনের প্রেত আত্মা পরলোক হইতে আমাদের কথায় সায় দিতেছেন। বিশেষতঃ উচ্চবেতনের অনুরোধে কোন মাজিষ্ট্রেট, সবডিভিসনাল অফীসার কোথায়ও গড়পরতা ২।৩ বৎসর অধিক সময় থাকেন না। সুতরাং সদিচ্ছা এবং সাধুচেষ্টা থাকিলেও এ-হেন মাজিষ্ট্রেট এবং জাণ্ট বা ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট পরিচালিত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোকালবোর্ড দ্বারায় এই ৩০ বৎসর দেশের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট তাহা জানেন. এবং সার এস্ পি সিংহ তাহা প্রকাশ্য স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি 'গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন" এই প্রকার লোকবিমোহনকারী নাম দিয়া এই বর্ত্তমান প্রথা জীবিত রাখিবার জন্য নূতন আইন করা হইতেছে। ইহাতে গ্রামের লোকেরা ভুলিবে না এবং সহরের লোকেরাও মুগ্ধ হইবে না, বিলাতের লোকেরা ভুলিতে পারেন।

উপরন্তু যে সকল জজ, সব-জজ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি দেশী লোকেরা সরকারী কার্য্য করিয়া পরিদর্শন কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সাড়েপনর আনা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাড়ী করিয়াছেন; ক্ষুদ্র সহর ছাড়িয়া কলিকাতায় অথবা কাশী, দার্জ্জিলিং, মধুপুর, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বা স্বাস্থ্যকর দেশে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং দেশের যে কার্য্যে বেতন লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহার জন্য তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। বাকী আছেন উকীল মহাশয়েরা। তাঁহারা উপার্জ্জনে উদাসীন হইয়া দেশের কার্য্য করিতে অবসর পান না। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর হইলেও গ্রামের কোন কার্য্যের পরিদর্শন তাঁহাদের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না। তাঁহারা যদি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড প্রভৃতির অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলেই যেন স্বদেশবাসীকে যথেষ্ট কৃতার্থ করিলেন বলিয়া মনে করেন। এই সকল কথা সত্য হইলে যে জিলার বা জিলার উপবিভাগে যাহাদের জন্য যেস্থানের লোক-দের সঙ্গে যাহাদের নিত্য আচার ব্যবহার আদান প্রদান এবং আহার বিহার চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে সেই জিলাবাসীর বা উপবিভাগবাসীর যেমন অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব, নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল মাজিষ্ট্রেট এবং ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি যে অধিক বিশ্বাসযোগ্য, বোধ হয় তাহাতে কোন প্রকারে সন্দেহ করা যায় না। দেশে সাধু লোক এবং কর্ম্মশীল লোক যথেষ্ট আছেন, কিন্তু যে কার্য্যে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা পায় না, তাঁহারা কেহই সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। গবর্ণমেণ্টের চাকুরী হইতে অবকাশপ্রাপ্ত এবং দেশের অন্যান্য চরিত্রবান্ এবং স্বদেশ প্রেমিক লোক এজন্য "স্বায়ত্ত-শাসন" সমিতি সমূহের মেম্বর হইয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট বা ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট মাথা হেট করিতে চাহেন না।

গ্রামের চৌকীদারেরা মাজিষ্ট্রেটের অধীন, গ্রামের চৌকীদারেরা গ্রাম্য সমিতির অধীন না থাকিলে, তাহারা গ্রামবাসীদের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইবে। আমরা এই প্রস্তাবা-রম্ভে বলিয়াছি যে, দুই প্রভুর দাসত্ব করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমাদের দেশের যেমন অবস্থা, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট গ্রাম্য চৌকী দারের দরমাহা সরকারী তহবিল হইতে দিয়া তাহাদিগকে গ্রাম্য সমিতির সভাপতির অধীনে রাখা আবশ্যক, এবং চৌকীদার থানাতে কি মিথ্যা রিপোর্ট দেয়, না সত্যরিপোর্ট দেয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ক্ষমতা গ্রাম্য সমিতির সভাপতির থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

গ্রামের লোকেই রোডসেস্ এবং অন্যান্য নূতন সেস দিবে। তাহারা ইহার অপব্যবহার করিবে না। তাহাদের ভালমন্দ বোঝে না, এবং গ্রামবাসীর মধ্যে কে সৎলোক, কে নিঃস্বার্থ লোক, কে যোগ্য লোক, গ্রামবাসীরা জানে না এবং তাহাদের নেতৃত্ব শিরোধার্য্য করিয়া চলে না, আমরা একথা স্বীকার করি না। এজন্য বলি যে, যদি সমগ্র গ্রামবাসী লোককে গ্রাম্য কমিটীর সকল সভ্য এবং গ্রাম্যকমিটীর সভ্যদিগকে সার্কলবোর্ডের সভ্য, এবং গ্রামের চৌকীদার ও এই সকল বোর্ডের সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের উপর সার্কলবোর্ডের পরিদশন ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা হইলে কোন আশঙ্কার বিষয় দেখিতেছি না।

অবশেষে আমাদের বক্তব্য যে, গ্রাম্য কমিটী এবং সার্কলবোর্ডের সভ্যপদে সম্মান করিবার জন্য এই নিয়ম করা উচিত যে, গ্রাম্যকমিটীর সভ্যেরা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। সঞ্জিবনী।

ডবল বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৭

পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় রামেশ্বর বিদ্যারত্ন প্রতিমার সাজ ও পূজার নানাবিধ সামগ্রী পাইয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। নৌকা হইতে নামিয়া বাটীতে যাইতে যাইতে তাঁহার বিপদের কথা শাখা প্রশাখার সহিত সমস্ত শুনিলেন। বাটীতে পৌছিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে মহামায়ার প্রতিমার

[illegible] বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু স্থির ও মস্তক অবনত হইয়া পড়িল, কাহারও সহিত একটা কথাও কহিতে পারিলেন না। প্রতিবেশীগণ প্রত্যেকেই তাঁহার বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করিল ও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার কর্ণে একটী কথাও প্রবেশ করিয়াছে, এমন লক্ষণ দেখা গেল না।

এমন সময়ে একটা গোলমাল উঠিল যে, বাবুদের বাগান বাড়ীর পুষ্করিণীতে অন্নপূর্ণার মৃতদেহ ভাসিতেছে। তৎশ্রবণে বিদ্যারত্ন যেন কতকটা আরাম পাইলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে এক বিন্দুও অশ্রু নির্গত হইল না। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পুষ্করিণীর দিকে ছুটিল কিন্তু দ্বারবান গেট বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, কেহই বাগানে প্রবেশ করিতে পারিল না, যাহারা পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছিল, রাম সিং লচমন সিং প্রভৃতি ভোজপুরিয়াগণ তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। বৃক্ষতলে পথের ধারে ও লোকের বাটীর সম্মুখে দলে দলে গ্রামবাসীগণ সমবেত হইয়া অনুচ্চ স্বরে ঘটনার সমালোচনা করিতে লাগিল। বিদ্যারত্নের দুর্ভাগ্যে সকলেই দুঃখিত হইল। বাগী খুড়া শব দেখিয়া আসিয়া বলিল, উহা অন্নপূর্ণারই বটে।

থানায় সংবাদ গেল, দলবল সহ দারগা বাবু অকু স্থলে উপস্থিত হইলেন। ছোট বাবু তাঁহাকে বৈঠক খানায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, সেখানে তাঁহার পান খাইবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল; মহামায়ার আগমনের পূর্ব্বেই লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহার পকেটের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দারগা বাবু বুঝিলেন যে, একটা অবশ্য খাটাইয়া কাহাকেও আসামী শ্রেণীভুক্ত করিয়া চালান দিলে আদালতে অনেক গলদ বাহির হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং অন্নপূর্ণা আত্মহত্যা করিয়াছেন, এই প্রকার রিপোর্ট দিতে হইবে। তথাপি তাঁহার মনে হইল যে, যাঁহারা বিচক্ষণ কর্ম্মচারী, তাঁহারা শাঁখের করাতের মত যাইতে আসিতে উভয় দিকেই কাটেন। বিচক্ষণ কর্ম্মচারী হইতে তাঁহার লোভ জন্মিল। তিনি লাস ডাঙ্গায় উঠাইবার হুকুম দিয়া বিদ্যারত্ন, ফটিক ও ফটিকের মাকে থপর দিলেন এবং কৌশল পূর্ব্বক এই মোকদ্দমা সাজাইলেন যে, উহারা তিন জনে অন্নপূর্ণাকে পূর্ব্ব রাত্রিতে হত্যা করিয়া গোপনে বাবুদের পুষ্করিণীতে লাস ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছে। দারগা বাবুর কোন প্রশ্নেরই উত্তর ফটিক ও তাহার মাতা দিল না; তাহারা বলিল, যাহা বলিতে হয় হাকিমের সম্মুখে বলিবে। বিদ্যারত্ন বলিলেন, "হাঁ বাবা! আমিই আমার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল, অন্ধের যষ্টি একমাত্র কন্যাকে হত্যা করিয়াছি, আমাকে চালান দাও, ফটিক ও তাহার মাকে জড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই, উহারা নির্দ্দোষ।" দারগা বাবু বলিলেন, "আপনি কবুল দিতেছেন?"

"হাঁ বাবা! আমি কল্য রাত্রিতে কলিকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে থাকিলেও আসামী আর কেহ নহে, আমিই হত্যা করিয়াছি, আমাকে চালান দাও।"

দারগা বাবু বড় নিরুৎসাহ হইলেন; পানের কোন আশাই ত নাই, একটা বিড়ীর কড়ি আদায় হইবারও সম্ভাবনা দেখিলেন না। এমন সময় অতুল বাবু বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

* * * *

প্রতুল বাবুর পুত্র নীলমণিই একমাত্র বংশের তিলক। সে তাহার জেঠা মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়, তাঁহার নয়নের মণি। তাহার বয়স ষোড়শ বর্ষ হইলেও সে এখনও জেঠা মহাশয়ের সহিত এক শয্যায় শয়ন করে। গত রাত্রিতে তাহার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে এবং জ্বরের প্রাবল্যে কত কি ভুল বকিয়াছে। ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, জ্বরটা একটু বাঁধা হইতে পারে, রোগীর আত্মীয়দিগকে একটু ভয় না দেখাইয়া পকেট অধিক ভারি হইবে কেন? অতুল বাবুর রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই, তাঁহাকে বসিয়া জাগিতে হইয়াছে, প্রাতঃকালে নীলমণি ঘুমাইলে অল্পক্ষণ চক্ষু বুজিয়া ছিলেন মাত্র। সেই জন্য তাঁহার শরীরটা ভাল নহে। অনেক বেলায় বাহিরে আসিয়া অন্নপূর্ণার মৃত্যুর জন্য গোলমাল শুনিলেন ও পুলিশ এবং লোকের জনতা দেখিলেন। নিকটে ভজা ছিল, অতুল বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? ভজা বড় গোলমাল করিয়া ও ঢোক গিলিয়া তাঁহার কথার উত্তর দিল। সে মিথ্যা বলিতেছে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি চাবুক আনিবার হুকুম দিলেন; তখন ভজা সমস্ত কথা প্রকাশ করিল এবং বলিল যে, অন্নপূর্ণা প্রতুল বাবুর বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহা সে জানিত না, অদ্য প্রাতে তাঁহার মৃতদেহ ভাসিতে দেখিয়াছে। অতুল বাবু সমস্তই বুঝিলেন এবং ছোট বাবু যে তাঁহাকে খুন করেন নাই, তাঁহার এমন বিশ্বাসও হইল; কিন্তু তিনিই যে সতী সাধ্বীর মৃত্যুর কারণ, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি প্রতুল বাবুর এই ভয়ঙ্কর অধর্ম্মাচরণ, অত্যাচার ও পশুতুল্য ব্যবহারের জন্য তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, এই পাপে না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে। নীলমণির আরোগ্যের জন্য তিনি মা কালীঘাটের কালীর পূজা মানসিক করিলেন।

যখন পুলিশ আসিয়া প্রথমেই ছোট বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, তখন অন্নপূর্ণার মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার কি পরিণাম হইবে, তাহা তাঁহার মত বিচক্ষণ জমিদারের বুঝিতে বাকী রহিল না; কিন্তু অপরাধের

উপযুক্ত দণ্ড হয়, ইহাও তাঁহার অনভিপ্রেত নহে। ভ্রাতার দণ্ড, কলঙ্ক ও মাথা হেট হইলে তিনি যে সুখী হইবেন, তাহা নহে; কিন্তু অভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত হয় না। সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি বিদ্যারত্নকে ডাকিতে পাঠাইলেন। অদ্য তিনি গ্রামে পৌঁছিয়াছেন, এ সংবাদ অতুল বাবু ভজার মুখেই শুনিয়াছিলেন।

দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অতুল বাবুর সহিত বিদ্যারত্নের অনেক কথা হইল। অবশেষে অতুল বাবু বলিলেন, "আপনি কি প্রতুলকে অমনি ছাড়িয়া দিতে চাহেন? মোকদ্দমা করিবেন না?"

না বাবা! তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অর্থ ব্যয় ও মোকদ্দমার তদবির করিবার সামর্থহীন।"

"আমি অর্থ দিব তদবির করিবার ভারও লইব।" "মনে করুন, ছোট বাবুর বিচারে দণ্ড হইল, আপনি সহোদর ভাই হইয়া তাহার হেতু হইবেন?"

"সহোদর ভাই বলিয়াই হেতু হইতে চাহিতেছি। অপরাধের দণ্ড না হইলে পাপ ক্ষয় হইবে কেন?"

"না বাবা! তাঁহাকে দণ্ডিত করিয়া আমার লাভ নাই, আমার কন্যাও ফিরিবে না, কলঙ্কও ঘুচিবে না।"

"আমার লাভ আছে—আপনি ফরিয়াদী হইয়া তাহার রাজদণ্ডের ব্যবস্থা না করিলে হয় ত কোন গুরুতর দণ্ড অন্য দিক হইতে আসিতে পারে।"

"দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা ভগবান, যাহা করিতে হয়, তিনি নিশ্চিতই করিবেন, আমি তাহার হেতু হইতে পারিব না।"

বিদ্যারত্ন যখন কিছুতেই অতুল বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তখন তিনি দারগা বাবুকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত কি পরামর্শ করিলেন। দারগা বাবু সাব্যস্ত করিলেন যে, অন্নপূর্ণা আত্মহত্যা করিয়াছে এবং মৃতদেহ জ্বালাইবার হুকুম দিয়া থানায় প্রস্থান করিলেন, যথা সময়ে মৃত দেহের সৎকার করিয়া বিদ্যারত্ন শূন্য গৃহে গমন করিলেন। গ্রামস্থ সকল লোকেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল ও বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

পরদিবস বিদ্যারত্ন চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য করিয়া মহামায়ার অসম্পূর্ণ প্রতিমাখানি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার বাটীতে পৈতৃক দুর্গোৎসব বন্ধ হইল—এমন ঘটনা আর কখন ঘটে নাই। গ্রামের সকল লোকেই স্থির করিল যে, কন্যার শোকে ও কলঙ্কের ভারে বিদ্যারত্নের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। বিদ্যারত্ন সঙ্কল্প করিলেন যে, ভদ্রাসন ও জমি জমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশীবাস করিবেন; কিন্তু কেহই উহা ক্রয় করিতে সম্মত হইল না। অতুল বাবু এ কথা শুনিয়া তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি একটী পয়সাও গ্রহণ করিলেন না। কেহই যখন তাঁহার সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে টলাইতে পারিল না এবং বাটী ও জমির ক্রেতা মিলিল না, তখন বাঁশী খুড়ার উপর জমির চাষবাস ও ফটিকের মার উপর বাটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া বিদ্যারত্ন গৃহ ত্যাগ করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। হরনাথ বাচস্পতি রাধানাথের সেবার ভার পাইলেন।

পূজা আসিল। গ্রামের কয়েক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীতে পূজা হয়, কিন্তু জমিদার বাটীতে পূজায় যে প্রকার দানধ্যান, পান ভোজন ও আমোদ প্রমোদ হয়, তেমন আর কোন বাটীতেই হয় না। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও জমিদার বাটীতে ধূম ধাম চলিতে লাগিল; কিন্তু সকল উৎসবই প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইল। তাহার কারণ এই যে, প্রতুল বাবুর এক মাত্র পুত্র কঠিন রোগাক্রান্ত। সেই যে তাহার জ্বর হইয়াছে, তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে, এমন কি রোগ সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় বড় ডাক্তার আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সাহেব ডাক্তারগণ আসিতেছেন যাইতেছেন; কিন্তু রোগের কিছু মাত্র প্রতীকার হইতেছে না। বাটীর সকলে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন, সকলেরই মুখ দুর্ভাবনায় মলিন ও চিন্তাক্লিষ্ট। তাঁহারা পূজারদিকে একবারও দেখিতে পারিতেছেন না, বাঁধা নিয়ম অনুসারে পূজার কার্য্য চলিতেছে, নায়েব গোমস্তা যাহা করিতেছেন, তাহাই হইতেছে। অতুল বাবুর আদেশে সদব্রাহ্মণগণ রোগীর মঙ্গল কামনায় শান্তি স্বস্ত্যয়ন, গ্রহপূজা, তুলসী দান, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি দৈবকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। নবমীর রাত্রিতে নীলমণির অবস্থা বড়ই খারাপ হইল, তাহার নাড়ী ছাড়িয়া গেল, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসাদেই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা হইল। সকলেই সেই শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইতে পারে, সকলেই এইপ্রকার আশঙ্কায় রাত্রি যাপন করিলেন।

অতুল বাবু বুঝিলেন যে, ছোট বাবুর পাপেই এই বিপদ ঘটিয়াছে এবং ব্রহ্মশাপে যে বংশের দুলালকে হারাইতে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহার মনে এই ক্ষীণ আশার উদয় হইল যে, কোন প্রকারে বিদ্যারত্নের হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিলে হয় ত নীলমণি আরোগ্য লাভ করিতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে দশমীর দিন প্রাতে তিনি স্বয়ং বিদ্যারত্নের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার বাটীর দ্বার তালাবন্ধ দেখিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। প্রতিবেশীগণকে বিদ্যারত্নের [illegible]

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৹ [illegible] লইব না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

সমস্ত দিন ডাক্তারদিগের স হত যমরাজার লড়াই চলিল। সকলেই নীলমণির আশায় জল দিলেন। আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পুত্রকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য প্রতুল বাবুকে সংবাদ দেওয়া হইল। পীড়ারম্ভ হইতে তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত নীলমণির গৃহ অপবিত্র করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনিও কেবল একমাত্র পুত্রের অবস্থা শুনিয়া গিয়াছেন, তাহাকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; সমস্ত ঘৃণা লজ্জা ধিক্কার ডুবাইয়া দিবার জন্য এ কয় দিন তিনি কেবল বিলাতি বারুণী দেবীর পূজা করিয়াছেন, মহামায়ার পূজা কোথা দিয়া গিয়াছে, তাঁহার সে জ্ঞান ছিল না। নীলমনিকে দেখিয়া অতুল বাবুর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, এ তো হইয়া গিয়াছে আর দেখিব কি? অতুল বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হাঁ ভাই! ব্রাহ্মণের শাপে দত্তবংশ নির্বংশ হইল, আর মহামায়ার বিজয়ার সহিত মা লক্ষ্মী ও এ পুরী ত্যাগ করিলেন।"

সেই দিন সন্ধ্যা কালে বহুতর আলো, বাজী, বাজনা প্রভৃতি সমারোহের সহিত দত্ত বাড়ী হইতে দুইটী শোভা যাত্রা বাহির হইল। "একদল বলিল বল দুর্গামায়ী কি জয়" "আর একদল বলিল "বল হরি, হরিবোল।" গঙ্গার ঘাটে দশভুজার প্রতিমা নামাইয়া তাহার সম্মুখে চিতা সজ্জিত হইল। দত্ত বাড়ীর সুখ, সৌভাগ্য ও লক্ষ্মীশ্রী আগুণে পুড়িল—ধর্ম্ম, অর্থ, শক্তি জলে ডুবিল।

মহামায়ার প্রতিমার সহিত বংশের তিলক বিসর্জ্জন দিয়া অতুল বাবু দলবল সহ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বেদীর উপর মঙ্গল ঘট রক্ষিত হইলে তাঁহাদিগের বংশের প্রথা অনুসারে একটা বোমায় অগ্নি সংযোগ করা হইল। বোমার দুড়ুম শব্দ মিশাইতে না মিশাইতে একটা পিস্তলের শব্দ হইল। সকলে সভয়ে দেখিলেন, অতুল বাবুর প্রাণশূন্য দেহ দুম করিয়া পূজার দালানে পড়িয়া গেল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়
শীতলাতলা লেন, নারিকেল ডাঙ্গা,
কলিকাতা।

চুট্‌কী।

১। এক চাকর কোন ব্রাহ্ম পরিবারে চাকরী কর্‌তে গেছে। তাহার সহিত কথা-বার্ত্তা পাকাপাকি হইলে গৃহিণী বলিলেন, "তোমার নাম কি? চাকর বলিল—"পানু"।

গৃ—তোমার ভাল নাম কি? আমরা তোমার ভাল নাম ধরে ডাক্‌ব।

চা—আজ্ঞে, আমার ভাল নাম—আপনারা পছন্দ কর্ব্বেন না।

গৃ—খুব পছন্দ কর্ব্ব—বলই না তোমার নাম।

চা—আজ্ঞে আমার ভাল নাম প্রাণনাথ।

গৃ—হ্যাঁ নামটা সকলের সাক্ষাতে বলবার মত সুবিধা জনক নয়।

২। এক নাস্তিক মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তা'র ছেলে বল্লে—বাবা একবার "কালী, কালী" বল। নাস্তিক বলিল—"এখন আর অত কথা কইবার শক্তি নেই বাছা।"

ছেলে বল্লে, বাবা এত কথা বলতে পারলেন আর—"কর্ত্তা চিরতরে চক্ষু মুদিলেন।"

৩। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নৌকা যোগে শিষ্য চলিয়াছেন। পৌছিতে সন্ধ্যা হইবে, তাই পথে নদীর ধারে নামিয়া কিঞ্চিৎ জলাহার করিবার ইচ্ছা আছে। তিনি মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওরে ঐ ঘাটের পাশে মলমুত্র নেই ত? আমাকে জলযোগ কর্ত্তে হবে। মাঝিরা হেঁকে ঘাটের লোককে জিজ্ঞাসা করিল; এ ঘাটে "গু মুৎ" আছে? তাহারা কহিল "কেন?" ঠাকুরমশায় জলযোগ কর্ব্বেন।

৪। জ্যোতিষী মহাশয় সবে মাত্র বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন। এমন সময় সভার ভিতর হইতে এক রুগ্ন ব্যক্তি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "মহাশয়, আপনি কি বলিলেন? চার লক্ষ বছর পরে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হবে, আর আমরা সব পুড়ে যাব?" "আজ্ঞে না, চল্লিশ লক্ষ বৎসর পরে।" "ওঃ তাই বলুন। তবে আর ভয় কি? মা কালী রক্ষা করেছেন।"

৫। শ্যামবাবু রামবাবুর প্রতিবেশী। রামবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রটী মারা গেছে। রামবাবু শ্যামবাবুকে বলিলেন, "ভাই শ্রাদ্ধের দিনে তুমি একবার দাঁড়িয়ে থেক। আমার অবস্থা ত বুঝছ!" নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্যামবাবুর দেখা নাই। পরের দিন সাক্ষাৎ হইলে রামবাবু বলিলেন, "ভাই তুমি এলে না, আমাকে এক্‌লাই সব কর্ত্তে হল।" শ্যামবাবু বলিলেন, ভাই কাল আমার বাহিরে একটা জরুরী কাজ ছিল। তা তোমার দুঃখ কি ভাই, এবার না হয় নাই থাক্‌তে পেরেছি, তোমার ত আরও ছেলে আছে।"

৬। ঘি দুধ খেয়ে রামধন বাবুর শরীরটা বেশ বড়ই হয়েছে। তাঁর বাড়ী রেল লাইনের ওপারে। একটা ছোট গেটপার হয়ে যেতে হয়। রাত্রি ৮টার পর গেট বন্ধ হয়ে যায়। আটটা বোধ হয় বেজেছে। রামধনবাবু ছুটে চলেছেন। একজন চাষা লাইনের ওপার থেকে আস্‌ছে দেখে রামধন জিজ্ঞাসা কর্লেন,

গেছে আমি গেট দিয়ে পেরোতে পার্ব্ব? চাষা তাঁর বিরাট দেহের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বলে, আজ্ঞে, কর্ত্তা বোধ হয় পার্ব্বেন, আজ সকালে মস্ত এক পালুই খড় শুদ্ধ এক গরুর গাড়ী ওর ভিতর দিয়ে পেরিয়ে ছিল।

৭। সাহেব তাঁর এক বাঙ্গালী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বলুন দেখি, আপনাদের দেশের লোকেরা একটা কথার সঙ্গে সেই রকম আর একটা অনাবশ্যক কথা জুড়ে দেয় কেন? ধরুন যেমন "জল টল।" বাবুটী বল্লেন, আজ্ঞে কি জানেন, ওসব কি আর বাবু টাবুরা বলে ও রকম ছোট টোটো লোকেই বলে থাকে।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দে, বি, এ।

ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিলে জর্ম্মণদের সাহায্য করা হয় কিরূপে?

যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আমি কিরূপে সাহায্য করিতে পারি? এই প্রশ্ন আজ কাল প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে উদিত হওয়া উচিত। ফ্রান্সে, মেসোপোটেমিয়ায়, মিশরে, প্যালেষ্টাইনে এবং অন্যান্য স্থানে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য বৃটিশ-বন্ধুগণের সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছে। ভারতীয় লস্করেরা ও ভারতের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত শ্রমিক দল প্রভৃতি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। অবশ্য সকলেই যুদ্ধে যাইতে পারে না, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত সৈন্যগণকে কোন না কোন উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন না, এমন লোক প্রায়ই নাই। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ফ্রান্স ও মার্কিণ রাজ্যের সৈন্যগণ ভারতবর্ষকে শত্রুর মুখ হইতে রক্ষা করিতেছে। শত্রুরা যদি জয় লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করিবে। সুতরাং ভারতবাসীর জন্য যাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, সেই সৈন্যদলকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা ভারতবাসীমাত্রেই কর্ত্তব্য। তথাপি ইহা আশ্চর্য্য জনক হইলেও একান্ত সত্য যে, এখন ভারতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা যুদ্ধজয়ের জন্য সাহায্য করা দূরে থাক, সৈন্যদলের চেষ্টায় বাধা দিতেছে, এমন কি শত্রুকে সাহায্য করিতেছে। তাহারা যে কি অনিষ্ট করিতেছে জানে না। তাহারা ইহা বুঝে না যে, তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলে আমাদের জয়লাভ করা এবং সারা পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি স্থাপন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক যুদ্ধ ব্যাপারে কেবল সৈন্যগণের পারদর্শিতার উপর সাফল্য নির্ভর করে না। তাহাদিগকে বন্দুক, কামান, গোলা, বারুদ, আহার্য্য ও অন্যান্য অনেক জিনিসপত্র যোগাইয়া দিতে হয়। যাহারা গৃহে থাকে, তাহারা এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া জাহাজে বোঝাই দিয়া সুদূরবর্ত্তী সমুদ্রপারে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবে, তবে যুদ্ধ চলিবে। যাহারা এই সকল সামগ্রী, উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা করে, কিম্বা জাহাজে বোঝাই দিয়া যোদ্ধৃগণের নিকট পাঠাইতে অসুবিধা জন্মায়, তাহারা প্রকারান্তরে জর্ম্মণগণকে ও জর্ম্মণ মিত্রগণকে সাহায্য করিয়া থাকে; বস্তুতঃ তাহারা যেন শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে।

বলা যাইতে পারে যে, ভারতে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বদেশের অনিষ্ট সাধন করিবে না, কিম্বা তাহাদের কষ্টভার বাড়াইয়া তুলিবে না। একথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু ইহাও সত্য যে যুদ্ধের সময় যাহারা মাটির ভিতর টাকা পুতিয়া রাখে, বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া টাকা রাখে, কিম্বা টাকা গলাইয়া গহনা প্রস্তুত করে, তাহারা স্বদেশের এবং যাহারা মনুষ্য জাতির স্বাধীনতারক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছে। এমন কি, যে সকল অবিবেচক ব্যক্তি রূপার গহনা খরিদ করে, তাহারাও টাকা গলাইবার প্রশ্রয় দেয়; কারণ গহনা প্রস্তুতের জন্য যে রূপা প্রয়োজন, তাহা এ সময়ে অন্য কোনরূপে পাইবার উপায় নাই। এই সকল ব্যক্তি সম্ভবতঃ জানেন না যে, এদেশে টাকা জমাইয়া রাখিলে ভারত গবর্ণমেণ্টকে সুদূর পররাজ্যে রূপা কিনিয়া আনিতে হয় এবং বহুদূর হইতে তাহা জাহাজে করিয়া এদেশে আনিতে হয়। সেই রূপায় নূতন টাকা প্রস্তুত হইলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য চলে। ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিলে কি হয় তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। ভারতের অবিবেচক ব্যক্তিগণ যে টাকা ঘরে জমা রাখিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে গবরমেণ্টকে দুই বৎসরের মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশ কোটি টাকা মুদ্রণের নিমিত্ত রূপা খরিদ করিতে হইয়াছে। তথাপি গবরমেণ্ট এখন দেখিতেছেন যে, মার্কিণ রাজ্য হইতে আরও পঞ্চাশ কোটি টাকা মুদ্রণের উপযুক্ত রূপা এদেশে প্রয়োজন। এই রূপা বেশীর ভাগ ভারতে চালান আসিতেছে, অবশিষ্ট শীঘ্রই আসিবে।

বিদেশ হইতে এত অধিক পরিমাণ রূপা খরিদ করিয়া আনা নানাদিকে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। প্রথমতঃ এরূপ রূপা খরিদের অর্থ এই যে, কেবল ধাতু দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ভারতের ধন বিদেশে চালান দিতে হয়। এই রূপা খরিদ করিতে যত টাকা লাগে, তাহা যদি ভারত গবর্ণমেণ্ট [illegible] দিতেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বৎসরে পাঁচ কোটি টাকার অধিক সুদ পাইতেন। এই আয় বৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেণ্ট [illegible]

করিতে পারিতেন, অথবা শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি বা অন্য কোন দেশ হিতকর কার্য্যে অধিক ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারিতেন।

এই ব্যাপারে আমরা শত্রুর নিকট একটা শিক্ষা লাভ করিতে পারি। জর্ম্মণী এইজন্য এতদিন যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, তাঁহারা একটা মূল নীতি ধরিয়াছে, কিছুই নষ্ট করিব না। ভারতের ঘরে ঘরে রূপা জমাইয়া রাখা, যুদ্ধের একটা মহা অপব্যয়। সোণা জমাইয়া রাখা সম্বন্ধেও ঠিক এই খাটে। শত্রুর বিরুদ্ধে গোলাগুলি প্রয়োগ করিতে না দিয়া তাহা লুকাইয়া রাখিলে যে দোষ হয়, ইহাও ঠিক সেই দোষ। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, আমরা রূপার গুলি লুকাইয়া রাখিতেছি। ফলে তাহা যুদ্ধ জয়ের সহায়ক হইতেছে না।

এক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক যে, ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর সকল রাজ্যে নোটের প্রচলণ বহুলভাবে হইয়াছে এবং সেই সেই রাজ্যের অধিবাসিগণ তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। ফলে ধাতুমুদ্রার প্রয়োজন তথায় অনেক কমিয়াছে। জাপানের অবস্থাও এইরূপ, সেখানে সত্য সত্যই অধুনা অনেক অল্পমূল্যের নোট চলিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষেই নোটের পরিবর্ত্তে ধাতুমুদ্রা বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ফল হইতেছে যে, বর্ত্তমান নীতি অবলম্বন করিয়া অন্যান্য দেশ প্রভৃত লাভবান্ হইতেছে এবং ভারতের ধনে তাহাদের অদৃষ্ট ফিরিতেছে।

ভারতের অর্থ ঘরে ঘরে জমাইয়া রাখার ফল যে শুধু এই, তাহা নহে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মার্কিণ রাজ্যের খনিসমূহ হইতে রূপা তুলিতে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন। তাহারা রূপা উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত না হইলে যুদ্ধের কার্য্যে লাগিতে পারিত। মার্কিণেরা আমাদের পক্ষে লড়িতেছেন। তাঁহারা যে সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের জন্য প্রচুর খাদ্য ও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম দরকার। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে ঐ সকল সামগ্রী যোগাইতেই হইবে। মার্কিনেরা ভারতের জন্য যে রূপা পাঠাইতেছে তাহা ট্রেণে করিয়া বন্দরে আনিতে হয়। এ সময়ে যুদ্ধের দ্রব্যসম্ভার বহিতে ট্রেণসমূহ ব্যস্ত; কাজেই তাহাতে রূপা আনিতে গেলে মার্কিণ রেলের অসুবিধা ঘটে। তাহার পর রূপা বন্দরে পৌঁছিলে তথা হইতে জাহাজে চড়াইয়া হাজার হাজার মাইল দূরে এদেশে আনিতে হয়। এ সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক জাহাজখানিরই দরকার। তাছাড়া কাপড় লবণ প্রভৃতি জিনিস এদেশে আনিবার জন্য জাহাজ অপরিহার্য্য। জাহাজের অভাবে ঐ সকল জিনিসের আমদানি হ্রাস হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন রূপার পরিবর্ত্তে কাপড় লবণ আনিবার জন্য জাহাজ পাইলে এদেশবাসী আনন্দিত হইত।

ইহা দেখান হইয়াছে যে, গত দুই বৎসরের মধ্যে ভারত গবরমেণ্ট প্রচুর রৌপ্য আমদানি করিয়াছেন। কিন্তু যদি ঘরে টাকা জমাইয়া রাখা বরাবর চলিতে থাকে, তাহা হইলে ইহাতেও কুলাইবে না। ঘরে টাকা জমাইয়া রাখার অভ্যাস যে ভারতবাসীর পক্ষে ও ভারতীয় সৈনিকগণের পক্ষে একান্ত অনিষ্টকর, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রথমতঃ রূপা খরিদের জন্য অর্থ ব্যয় না করিয়া ভারতবর্ষ উহার সুদ পাইতে পারিত এবং সেই টাকা সৈন্যগণের বন্দুকে, কাপড় চোপড়ে এবং খাদ্যে খরচ করা যাইত। এমন কি, আরও জাহাজ প্রস্তুত হইত এবং সেই জাহাজে কাপড় লবণ প্রভৃতি সর্ব্বজন প্রয়োজনীয় দ্রব্য এদেশে আনা চলিত। দ্বিতীয়তঃ ঘরে টাকা মজুত করিয়া রাখায় কাপড় লবণ প্রভৃতি সামগ্রী উত্তরোত্তর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ফলে ঐ সকল জিনিসের দাম ও খাদ্য সামগ্রীর দাম দিন দিন বাড়িতেছে। বস্তুতঃ যাহারা ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা নিজেদের ও বন্ধুবান্ধবের ক্ষতি করিতেছে।

ভারতের অধিবাসিগণের পক্ষে ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিবার হেতু নাই। গবরমেণ্ট ন্যায়পর ও শক্তিশালী। আপাততঃ উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারী ঋণে নিরাপদভাবে দিবার নানা সুবিধা রহিয়াছে। সমৃদ্ধ ও অর্থশালী বৈদেশিক রাজ্যসমূহের অধিবাসিগণ ঘরে টাকা জমাইয়া না রাখিয়া আরও অর্থার্জ্জনের উদ্দেশ্যে তাহা খাটাইয়া থাকে। ইহাতে যে কেবল তাহারাই লাভবান হয় তাহা নহে; পরন্তু সমগ্র সমাজ লাভবান্ হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কে কিম্বা সরকারী ঋণে টাকা লগ্নি করিতে পারে। ইহাতে তাহারা সুদ পাইবে, অথচ টাকা হারাইবার বা চুরি হইবার ভয় থাকিবে না। এদেশে অনেকে ঘরে টাকা জমাইয়া রাখে; তাহাতে কিন্তু টাকা চুরি যাইবার বা হারাইবার আশঙ্কা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিবার কত সুবিধা রহিয়াছে। ঐ পন্থা অবলম্বন করিলে লাভজনক সুদও পাওয়া যায়! কাহারও অতিরিক্ত অর্থ অল্পদিনের মধ্যে আবশ্যক হইবে এরূপ বোধ হইলে তাঁহার পক্ষে উহা ডাক ঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখা উচিত অথবা উহা দ্বারা ডাকঘরের ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করা কর্ত্তব্য। ঐ অতিরিক্ত অর্থ শীঘ্র প্রয়োজন হইবে না, এরূপ বুঝা গেলে তাহা "ওয়ার বণ্ডে" লগ্নি করা উচিত; কারণ তাহাতে উচ্চহারে সুদ পাওয়া যায়। এই উভয়বিধ পন্থার যে কোনটীই টাকার মালিকের পক্ষে যেমন লাভজনক, দেশের পক্ষেও তেমনই হিতকর; কারণ গবরমেণ্টকে যে টাকা ধার দেওয়া হইবে, তাহা এই দেশেই খরচ হইবে।

গবরমেণ্ট ঐ টাকার সৈন্যদলের জন্য গম ও চাউলাদি খাদ্য সামগ্রী, পাট, তুলা, চামড়া, জুতা এদেশ হইতে ক্রয় করিবেন। বাজারে এই সকল জিনিসের টান পড়িলে প্রজারাও উৎপাদনকারীগণ লাভবান্ হইবে। ফলে সারা দেশের অর্থ ও সমৃদ্ধি বাড়িবে।

ঘরে টাকা জমাইয়া রাখা সম্বন্ধে যিনি বুদ্ধিমানের মত বুঝিয়া দেখিবেন, তিনিই বলিবেন যে, ঐ অভ্যাস অত্যন্ত দুষ্য ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিলে ভারতের জন্য যুদ্ধ নিরত সৈন্যগণের ক্ষতি করা হয়; অধিকন্তু ভারতবাসীর শত্রুদলের সাহায্য করা হয়। ইহাতে সুদের দরুণ লাভও পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে টাকার অভাবে গবরমেণ্ট যুদ্ধনিরত সৈন্যদলের জন্য ভারতীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে পারেন না।

বিচার-বুদ্ধির অভাবে পৃথিবীতে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ভারতবাসীর পক্ষে ঘরে টাকা জমাইয়া রাখা ইহার এক নিদর্শন। অবশ্য ইহা বিশ্বাস করা যায় যে, স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসীগণ ঘরে টাকা জমাইয়া রাখার কুফল একবার বুঝিতে পারিলে নিজেরা ত ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেনই; অধিকন্তু তাঁহারা প্রতিবেশিগণকে ঘরে টাকা জমাইয়া না রাখিতে প্ররোচিত করিবেন।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

Johnstone's Artificial Manure.

জনষ্টনের কৃত্রিম সার প্রস্তুত প্রণালী।

Sodium Sulph— শুষ্কচূর্ণ	১১ পাউণ্ড।
কাঠের ছাই	২৮ ,,
সাধারণ লবণ	¾ হণ্ড্রেট ওয়েট্ বা হন্দর।
Crude Ammonium Sulph	১ হন্দর।
হাড়ের গুড়া	৭ ক্রুসেল।

একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া শষ্য ক্ষেত্রে দিলে জমীর উর্ব্বরতা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা বৈজ্ঞানিক সার, উপরোক্ত পরিমাণ এক বিঘা জমীর উপযুক্ত। বর্ষার বহু পূর্ব্বে এই সার প্রয়োগ করা উচিত।

তাহাতে ইহা পচিয়া মাটীর সহিত মিশিয়া শষ্যের পক্ষে হিতকর হয়। বৈজ্ঞানিক সারে জমী সরস থাকে এবং ১ বৎসর দিলে ২।৩ বৎসর কার্য্যকারী থাকে সুতরাং ব্যয় বাহুল্য হইলেও পোসাইয়া যায়।

CRISTALIZED FRUITS.

ফলকে দানাদার করিবার প্রণালী।

যে কোন ফলকে দানাদার করিয়া অনেক দিবস সুন্দর ভাবে রাখা যাইতে পারে এবং বিদেশেও চালান দেওয়া যাইতে পারে। ইহাকে দানাদার মোরব্বাও বলা যাইতে পারে। এদেশে মোরব্বার কার্য্য একটী উৎকৃষ্ট লাভ-জনক ব্যবসায়। বাঙ্গালার মধ্যে বীরভূমের মোরব্বা বিখ্যাত, যদিও বীরভূমের মোরব্বার কার্য্য এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এখনও ইহার পূর্ব্বার্জ্জিত সুনাম নষ্ট হয় নাই।

এদেশে নানা প্রকার ফল মূল পাওয়া যায়। কলিকাতায় সুবর্ণবণিক মহাশয়গণ এবিষয়ে কতকটা অভিজ্ঞ দেখা যায়।

ইহা প্রস্তুতের সহজ উপায় বলিতেছি। ফলের দানাদার মোরব্বা করিতে হইলে ফলটী বেশ সুন্দর নিটোল এবং অর্দ্ধপক—যাহাকে ডাঁসান ফল বলে, সেইরূপ ফলই প্রশস্ত। ফলটী পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া তাহার পর সামান্য জলে ফলগুলিকে সিদ্ধ করিয়া, জল হইতে তুলিয়া খুব গাঢ় গরম চিনির রসে ফেলিয়া দিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় ২ দিন কোন-স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, ২ দিবস পরে সেই রস সমেৎ ফলগুলিকে পুনরায় অগ্নিতে চড়াইয়া ফুটাইতে হইবে, যখন রস পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় হইয়া আসিবে তখন পুনরায় নামাইয়া একস্থানে অন্ততঃ চারিদিন স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হইবে, তাহারপর পুনরায় অগ্নিতে চড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ ফুটাইয়া ফলগুলিকে তুলিয়া অথবা উদবৃত্ত চিনির রস ঢালিয়া লইয়া একটা তাওয়ার উপর ফলগুলিকে সাজাইয়া একটা তাওয়া অগ্নির উপর চড়াইলেই ফলের গাত্রস্থ রসগুলি দানাইয়া যাইবে। কেহ কেহ বলেন, দানাদার চিনি আগে তাওয়ার উপর দিয়া তাহার পর রস হইতে তুলিয়া সেই চিনির উপর ফলগুলি সাজাইয়া অগ্নিতে চড়াইতে হইবে এবং চিনির উপর সেই উত্তপ্ত—অবস্থাতেই গড়াইয়া লইয়া তুলিয়া লইতে হইবে। বেশ শীতল হইলে বাক্সের ভিতর প্যাক করিয়া বা মুখ প্রশস্ত ফাইলে Air tight করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। আম, আনারস, কলা আমলকি, শতমুলী, কাঁচা বেল প্রভৃতি ফলের এই প্রকার শুষ্ক মোরব্বা বাড়ীর মহিলাগণও প্রস্তুত করিয়া ক্ষুদ্র অর্থকরী ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। আমরা ১৯১০ সালের "কাজের লোকে" এই মোরব্বা সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করিয়াছিলাম, এবং বহু প্রণালী শিক্ষা দিয়া ছিলাম। বোধ হয়, অনেক পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

LOTIONS TO REMOVE FRICLES.

ব্রণ বিশিষ্ট মুখের জন্য লোসন।

ইহা ব্যবহারে মুখশ্রীনষ্টকারী ব্রণ বিদূরিত হইয়া মুখশ্রী বর্দ্ধিত হয়।

Alum (ফটকিরী)	১ আউন্স।
Lemon juice	১ আউন্স।
Rose water	১ পাইন্ট্।

উত্তমরূপ ঝাঁকরাইয়া মিশ্রিত করিয়া বোতলে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবে। প্রত্যহ দুই তিন বার এই লোশনে মুখমণ্ডল ধুইলে আর ব্রণ হইবে না।

SUN-BURN LOTION.

সূর্য্যদগ্ধ বা মেছেতার ঔষধ।

স্ত্রীলোকের সু-কোমল মুখশ্রী এই রোগ দ্বারা চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়। নিম্নলিখিত লোশন দ্বারা মেছেতা নষ্ট হইবে এবং মুখশ্রী বর্দ্ধিত হইবে।

গ্লিসেরিন	১ আউন্স।
ডিসটিল্ড ওয়াটার	১৯ আউন্স।

উপরোক্ত ২টী দ্রব্য একত্র মিশাইয়া একটা বোতলে পুরিয়া রাখিবে এবং প্রত্যহ ২।৩ বার মুখমণ্ডল ধুইবে—নষ্ট মুখশ্রী উদ্ধার হইবে।

FRENCH MILK OF ROSE.

Tinct of Benzoin simple) ½ Fluid ounce, Tint Styrax ½ Fl. ounce, Spirit de Rose one or two fluid dram, Rectified spirit 2½ Fluid ounce.

Mix and add gradually with agitation, of Rose Water 16½ Fl. ounce.

MOSQUITO LOTIONS.

Acqua Ammonia	2 oz.
Glycerine	1 oz.
Rose water	8 oz.
Mix and bottle	

এই মিকচার হাতে পায়ে মর্দ্দন করিয়া বসিয়া থাকিলে মশক দংশন নিবারিত হয়।

HOMŒOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

কলিকাতায় বহু ব্যাপকরূপে একপ্রকার জ্বর দেখা দিয়াছে, আমাদের "কাজের লোক" দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে এরূপ জ্বরাক্রান্ত বহু রোগী আসিতেছে। সাধারণে বলিতেছে ইহা ডেঙ্গু, কেহবা বলিতেছেন ওয়ারফিবার, ট্রেঞ্চফিবার ইত্যাদি।

রোগীগণের লক্ষণ—সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় বেদনা, মাথার যন্ত্রণা—শুষ্ক কাশী (কাহারও কাহারও), গাঁটে গাঁটে বেদনা। কিন্তু ডেঙ্গুজ্বরের যে একপ্রকার লাল লাল উদ্ভেদ বাহির হয়, কোন রোগীরই তাহা দেখিতেছি না।

যাহা হউক, আমরা প্রথমেই রসটক্স ৬ দিয়া চিকিৎসা করিতেছি, ইহাতে বেদনা কমিয়া যাইতেছে, প্রবল জ্বরও কমিয়া যাইতেছে—কোন কোন রোগীর—পিত্ত বমন বা গা বমি বমি লক্ষণ থাকায় ইপিক্যাক দেওয়ায় সমূহ উপকার হইয়াছে, অন্য ঔষধ আর আবশ্যক হয় নাই। কোন কোন রোগীর রসটক্স দেওয়ার পরে গাত্র বেদনা এবং জ্বর কমিলেও, বাহের আদৌ চেষ্টা ছিল না, পিপাসা অধিক, কাশিলে মাথা পর্য্যন্ত ঝন ঝন করিয়া উঠে, বুকের পার্শ্বে কাশিবার সময় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল, সেই জন্য ব্রাইওনিয়া ৩০ ।১২ মাত্রা দেওয়াতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিল। "কাজের লোকের" ১৯১২ সালে আমরা ডেঙ্গু জ্বর চিকিৎসা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। ১৯১২ সালের বেশ ব্যাপক রূপে ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ হইয়াছিল, আমাদের পুরাতন গ্রাহকগণ সে সমুদয় দেখিতে পারেন। ডেঙ্গুজ্বরের চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতেই যে সহজসাধ্য হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এবারে অন্যান্য কয়েকটী আবশ্যকীয় অপরিহার্য্য বিষয়—"কাজের লোকে" সন্নিবেশীত হওয়ায় হোমিও প্যাথিক তথ্য অধিক যাইতে পারিল না। তজ্জন্য এই প্রবন্ধের পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

হোমিওপ্যাথিক নূতন মাসিক পত্র।

কলিকাতা ১২৯।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে আমরা "হ্যানিম্যান" নামক এক খানি নূতন প্রকাশিত মাসিকপত্র, পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। "হ্যানিমান" হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্র, বার্ষিক মূল্য ২॥০ প্রতি সংখ্যা ।০ আনা মাত্র। সম্পাদক ডাঃ আর, আর, ঘোষ, এম, বি, সহকারী সম্পাদক ডাক্তার জি, দীর্ঘাঙ্গী। আলোচ্য সংখ্যাটীই প্রথম সংখ্যা। বহুদিন হইতে আমরা বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ একখানি মাসিক পত্রের জন্য আশা করিতে ছিলাম। এই প্রথম সংখ্যাতেই "হ্যানিম্যানের" বিষয় নির্ব্বাচন দেখিয়া আশা করিতে পারিতেছি যে "হ্যানিম্যান" প্রকৃতই বাঙ্গালাভাষায় হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্রের অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইবেন। ভাষা, ছাপা, কাগজ সমস্তই ভাল, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নবসহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

এবর্ষের একটা প্রসিদ্ধ দিন।

১৩২৫।২৪শে আষাঢ় ৮ই মে ১৯১৮। অদ্য প্রাতে ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগ সাহেবের ভারতের শাসন সংস্কার বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

ভূমিকম্প।

...দিন অপরাহ্ণ ৪।১৫ মিনিটের সময় ...ধরা কম্পিত হইলেন। হিন্দু শাস্ত্রে এই ...কম্পন অমঙ্গল জনক লক্ষণ।

কম্পন প্রায় ১ মিনিটের উপর স্থায়ী ...ছিল, কম্পন মৃদু হইলেও কলিকাতার অনেক বড় বড় বাড়ী ফাটিয়া গিয়াছে। ঢাকা সহরেও অনেক বাড়ী কাঁপিয়া ফাটিয়া গিয়াছে এবং ২ জন লোকও বাড়ী চাপা পড়িয়া মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ১৮৯৭ সালের প্রবল ভূমি কম্পের স্মৃতি এখনও লোকের মনে বিদ্যমান থাকায় প্রায় সমস্ত লোকই বিব্রত হইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে বিশেষ ক্ষতির সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই মফঃস্বলের সংবাদ এখনও জানা যায় নাই।

কাপড় এবং কাগজের দুর্ম্মূল্যতায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কাপড়ের ও কাগজের মূল্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, কাপড়ের জন্য গরীব লোকের দুঃখের সীমা নাই, পরিতাপ, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট গরিব প্রজার মুখের দিকে তাকাইয়া এপর্য্যন্ত কোন প্রতিকার করিলেন না। দেশে যে কাপড়ের জন্য হাহাকার উঠিতেছে, তাহার কোন প্রতিকার করায় কি আবশ্যকতা গবর্ণমেণ্ট মনে করেন না?

কাগজের জন্য ছাপাখানায় হাহাকার, কত গ্রন্থকার, কত মাসিক পত্র লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, এই উভয় দ্রব্যের একটা সঙ্গত দর বান্ধিয়া না দিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এই দুইটী অতি অপরিহার্য্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের দর স্থির করিয়া দিয়া ভারতের কোটী কোটী প্রজার হৃদয়ের গভীরতম এদেশের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুণ, ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই শুভ ফল হইবে।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহা-কেও শিখায় না। সামান্য যে কয়খানা আছে, কেবল ॥০ আনা মূল্যে দেওয়া হই-তেছে। ডাঃ মাসুল ভি, পি, স্বতন্ত্র।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরাধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াস সাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংক-লিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তক-খানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ১৷০ টাকা ভি পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাদ্ধান, পরিস্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। সামান্যই আনাইয়াছি, সুতরাং সত্বর অর্ডার করুন।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ১॥০।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমা-দের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমা-দের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য	
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে		৭৲ টাকা প্রতি মাসে		৬৲ টাকা প্রতি মাসে	
½ ,,	৫৲	,,	৪৲	,,	৩॥০	,,
¼ ,,	৩৲	,,	৩।০	,,	২৲	,,
১ কলম	৩৲	,,	২॥০	,,	২৲	,,
½ ,,	১৸০	,,	১॥০	,,	১।০	,,

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কথে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কেশরঞ্জন

গুণের তুলনায় অদ্বিতীয়।

কেশকোমল ও মসৃণ করিতে—কেশরঞ্জনের ন্যায় দ্বিতীয় উপাদান আর নাই। কেশের উন্নতি, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও মসৃণতা সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আবির্ভাব ও নামের সার্থকতা। টাক নিবারণে ও অকালে কেশপক্কতা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা।

বহুমূল্য হীরাগতির অপেক্ষাও একবিন্দু

বিশুদ্ধ শোণিতের মূল্য বেশী।

খুব সোজা কথায় বুঝাইয়া দিই। আপনি হয় ত খুব ধনী ও ঐশ্বর্য্যবান। কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে, কর্ম্ম-ফলে আপনার শোণিত-বিকৃতি ঘটিয়াছে। কবে কোন ঔষধের সঙ্গে পারদ সেবন করিয়াছিলেন—তাহার ফল দেখা দিয়াছে। গাত্রের সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, স্ফোটক, ক্ষত, কষ্টপ্রদ-স্ফীতি অনিদ্রা, অক্ষুধা প্রভৃতি লইয়া আপনি বড়ই ভুগিতেছেন। হয়তঃ—বাহিরের কোন কাজে আপনাকে যাইতে হইল। আপনি বড় জুড়ী চড়িয়া হীরা মতিতে ভূষিত হইয়া বহুমূল্য পোষাকে দেহাবৃত করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে হয়তঃ রোগের যাতনা খুব বৃদ্ধি হইল। তখনই কি আক্ষেপের সহিত আপনি বলিবেন না—"হায়! এ হীরাম‍তি অপেক্ষা লক্ষবিন্দু বিশুদ্ধ-শোণিত আমার শরীরে কেহ আনিয়া দিতে পারে না।" সত্যই আপনি তখন এত অনুতপ্ত। যাহারা আপনার মত কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদেরও বলিতেছি, সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মহা-সালসা অমৃতবল্লী কষায় সেবন করুন। দুই সপ্তাহে শরীরে অমৃত ভক্ষণের ফল দেখিবেন।

এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; মাশুলাদি ৸৹ আনা। তিন শিশি মূল্য ৩৸৹ আনা।

মেডিক্যাল এণ্ড সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অফ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নগদ ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ!

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটীর প্রতিনিধি কৃষি সম্বন্ধীয় ২টী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষি এবং তাহার উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ মৌলিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে উপরোক্ত পুরস্কারের টাকা নগদ প্রদান করিবেন।

প্রথম প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ১০০০৲
২য় পুরস্কার ৫০০৲
৩য় পুরস্কার ২৫০৲

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায়

১ম পুরস্কার ৬০০৲
২য় পুরস্কার ৩০০৲
৩য় পুরস্কার ১৩০৲
৪র্থ পুরস্কার (২টী) প্রত্যেকটী ৬০ হিসাবে
৫ম পুরস্কার (১০টী) প্রত্যেকটী ১০৲ হিসাবে

নিয়ম :—যাহাদের কৃষি কার্য্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ বিচারের জন্য ২ জন বিচারক গুটিকাপাত দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সমস্ত প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম বিচারকগণকে জানিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার শেষে, পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকগণের নাম ঠিকানা এবং প্রবন্ধের নকল কেহ চাহিলে তাঁহাকে পাঠান হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময়, ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত। আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানিতে পারিবেন।

Delegate—
CHILEAN NITRATE COMMITTEE,
1. Royal Exchauge Place, CALCUTTA.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটী,
১ নং রয়াল একস্‌চেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।

[illegible]

THE
BUSINESSMAN
কাজেরলোক
১২শ বর্ষ,
৮ম সংখ্যা।
New Series.
August 1918.
নূতন সংস্করণ।
আগষ্ট ১৯১৮।
Vol. XII.
No 8.
শানমেট্টো।
SANMETTO.
OD CHEM CO
স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।
নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রণায় রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ায় অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।
আফিং আদি কোন নেসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩।৷৹ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।
আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।
অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।
OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

অভাবনীয় সুযোগ ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ৫০টী সেট্

"কাজের লোক"

২৭৲ টাকা স্থলে মাত্র ১২৷৷০ টাকা।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২।৷০ এবং মাত্র ৷৷০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ।	New Series	নব পর্য্যায়।	Vol. XII
৮ম সংখ্যা।	August 1918.	আগষ্ট ১৯১৮।	No. 8

Notes of Interest.

ভারতে গিনি।

:o:

ভারতে টাঁকশালে সোণার গিনি তৈয়ার করাইবার সব ব্যবস্থাই ঠিক হইয়া গিয়াছে। ছাঁচ প্রভৃতি বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জুলাই মাসেরই শেষাশেষি এই মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া বাজারে বাহির হইবার সম্ভাবনা।

সাগরতটে নোট।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষে প্রচারের জন্য কতকগুলি পাঁচ টাকার ও দশ টাকার নোট ইংলণ্ডের দক্ষিণে সাগরতটে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই নোটগুলি বৈধরূপে প্রচারিত হয় নাই; সুতরাং এই সকল নোট এক্ষণে মূল্যহীন। ভারত গবরমেণ্ট ইহার মূল্য দিয়া গ্রহণ ত করিবেনই না, পরন্তু ভারতবর্ষে ইহাদের আমদানীতেও বাধা দিবেন।

নেশান্যাল ইউনিভার্সিটি।

গত ১০ই জুলাই নেশান্যাল ইউনিভার্সিটির প্রো-চান্সেলার শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার মাদ্রাজের নেশান্যাল ইউনিভার্সিটি ও তৎসংলগ্ন কৃষি কলেজ খুলিয়া দিয়াছেন। মিসেস বেসান্ত সময়োপযোগিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নেশান্যাল ইউনিভার্সিটির চান্সেলার স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

আসামে তাম্রখনি।

আসাম-গৌহাটীর ৩৫।৩৬ মাইল দূরে রামরার পাহাড়ে তাম্রখনি আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিমধ্যেই বহু ব্যক্তিই এই স্থানের পাট্টা লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। দেশীয় লোকে নাকে সরিষার তৈল দিয়া ঘুমাইবে, আর বিদেশীয় লোক আসিয়া ঐ তাম্রখনি জমা করিয়া লইবে।

ঢাকায় গবরণর।

পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটী স্থান পর্য্যটন করিয়া বঙ্গের গবরণর লর্ড রোণাল্ডশে গতপূর্ব্ব বৃহস্পতিবার ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন। আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিনি ঢাকাতেই থাকিবেন। ঢাকায় ১৯শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে।

বন্যায় বিভ্রাট।

২৩শে জুলাইয়ের "ইংলিশম্যানে" প্রকাশ, আসাম-শ্রীহট্ট হাইলাকান্দিতে ২৪শে আষাঢ়ের ভূমিকম্পের পর হইতেই অতিবর্ষণের ফলে বন্যা হইয়াছে। জলার ধানজমিসমূহ জলে ডুবিয়াছে। বস্তিবাসিগণ মাচায় বাস করিতেছে। অনেক গবাদি মারা গিয়াছে। অনেক চা-বাগান এবং রাস্তা জলে ডুবিয়া রহিয়াছে।

সব-কমিটির আফিস।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেল কর্তৃক বস্ত্র প্রেরণের বিধি বিধান সম্বন্ধে ডিরেক্টার অব সিভিল সাপ্লাইসকে সাহায্য করিবার জন্য যে সব-কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার আফিসের ঠিকানা,—২১ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২২শে জুলাই হইতে এই কমিটি ওয়াগণের দরখাস্ত গ্রহণ করিতেছেন।

পুত্র-বলী।

মেদিনীপুরের প্রথম অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ এইচ, সি, মেটল্যাণ্ডের এজলাসে হরিপদ কুলভী নামক এক ব্যক্তি পুত্র বলি দিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগে প্রকাশ,—আসামী কালীপূজা কালে তাহার দেড় মাস বয়স্ক ঘুমন্ত পুত্রটীকে বলি দিয়াছে। বিচারান্তে দুই জন এসেসরই বলিয়াছিলেন,—আসামী নির্দ্দোষ, জজ কিন্তু ইহাঁদের সহিত একমত না হইয়া আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

ই-আই রেলওয়ে।

আগামী ইংরেজী বৎসরে অর্থাৎ ১৮১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারত-গবরমেণ্টের সহিত ই-আই রেলের চুক্তির মেয়াদ অতীত হইয়া যাইবে। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী নোটিশ দিয়াছেন। নূতন চুক্তি না হইলে ই-আই রেল কোম্পানির সহিত এই রেলের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে; ই-আই রেল খাস গবরমেণ্ট রেলে পরিণত হইবে। অনেকে ই-আই রেল গবরমেণ্ট রেল হওয়ারই পক্ষপাতী। দেখা যাউক, কিরূপ ঘটে।

মানহানির মামলা।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস অনারেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এক লক্ষ টাকার দাবি দিয়া মানহানির নালিশ করিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও "নায়ক" ও "বাঙ্গালী" সংবাদপত্রে তাঁহার মানহানিজনক বিষয় লেখার অভিযোগে এক এক লক্ষ টাকার দাবি দিয়া নালিশ রুজু করিয়াছেন। পাঁচকড়ি বাবুর নামে শমন জারি হইয়াছে।

রহিমন্।

রহিমন একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি বৈরাম খাঁর পুত্র বলিয়া কথিত "রহমন্ শতক" নামক একখানি পুস্তক ছাপা হইয়াছিল বলিয়াও শুনিয়াছি—দেখি নাই।

রহিমন চিত্রকূটে ফকীর বেশে গেলে কেহ বলেন "তুমি আমীর পুত্র, ফকীরের বেশে 'এখানে' কেন? উত্তর :—

আয়ো রাম রহিমন কহ সীতা সহিত এহি দেশ।

যাকে বিপদ অন্তর হয়

সো আয় এহি দেশ।

"রহিমন বলিতেছেন শ্রীরাম সীতাসহ এখানে আসিয়াছিলেন; যাহার উপর বিপদ পড়ে, সেই এখানে আসে।"

চন্দ্রে কলঙ্কের কারণ রহিমন বলিয়াছিলেন :—

বাকে জনক কে জল পিয়ে নহিকোয়।

তাকো সুতকে হৃদয় মে।

কাহে না কালিমা হোয়।

—যাহার জনকের (=সমুদ্র মন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি—সুতরাং লবণ সমুদ্রই চন্দ্রের জনক) জল কেহ পান করে না (=জল আচরণীয় নহেন—অজাত হইয়া আছেন। তাহার (সেই পুত্রের) হৃদয়ে কালিমা কেন পড়িবে না?

এড়ুঃ

বিহারে কোন সম্রান্ত ভদ্রলোক, সরকারের একজন উচ্চতম কর্ম্মচারী আত্মীয়কে দেখিতে বাঁকিপুর হইতে রাচি যাইতেছিলেন। তিনি হাইকোর্টের জজীয়তীও করিয়াছেন। পথে তিনি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে নিদ্রা যাইতেছিলেন। মধ্যবর্ত্তী একটি ষ্টেশনে একজন য়ুরোপীয় সেই কামরায় প্রবেশ করে। য়ুরোপীয় একটা বড় চাকরী করে। একজন "নেটিভ" যে সত্য সত্যই প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিয়া যাইতে পারে, ইহা য়ুরোপীয়টির কল্পনাতীত। তাই সে সুখাসন সন্ধান করিয়া সুখসুপ্ত বিহারী ভদ্রলোকটির উদরের উপর উপবেশনের চেষ্টা করিল। তাহার স্পর্শে বিহারীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি?" য়ুরোপীয় সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া, পাল্টা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন?" বিহারী বলিলেন, 'ভাড়া দিয়াছি বলিয়া।' য়ুরোপীয় বলিল, "দেখি তোমার টিকিট।" বিহারী টিকিট দেখাইতে অস্বীকার করিলে সে টিকিট কালেকটারকে ডাকিল। গোরার আদেশে টিকিট কালেকটার বিহারীর নিকট টিকিট চাহিলে, তিনি বলিলেন, "এত রাত্রিতে তুমি প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর কাছে টিকিট চাহিতে পার না।" বেচারা দেখিল বিপদ, এক দিকে

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

গোরার আদেশ, আর এক দিকে রেলের নিয়ম। সে ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিল। ষ্টেশনমাষ্টার গৌরাঙ্গের নির্দ্দেশে বিহারীর টিকিট দেখিতে চাহিলে, তিনি প্রথমে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া শেষে দেখাইলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গৌরাঙ্গটির টিকিটও দেখিতে বলিলেন। তাহার পর তিনি গৌরাঙ্গের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ফোঁস করিয়া উঠিল —"আমি কে জান?" বিহারী স্থির ভাবে বলিলেন, "তুমি শয়তান হইলে তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। নামটা বল। তাহার নাম লইয়া তিনি তাহাকে তাঁহার নাম বলিলেন। গৌরাঙ্গের তেজ সহসা অন্তর্হিত হইল। নাম শুনিয়া তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বলিল, "মিষ্টার ই—ম আমি আপনাকে চিনিতাম না, আমাকে ক্ষমা করুন।" বিহারী বলিলেন, "এই ত কলির সন্ধ্যা—এখনই ক্ষমা! তোমাকে আদালতে কাদাইয়া তবে ছাড়িব।" হইয়াছেও তাহাই। তিনি পনের হাজার টাকার দাবিতে নালিশ রুজু করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবেন। যাহারা ভারতবাসীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে পারে, তাহারা ক্ষমা চাহিলেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিলে ক্ষমার অপমান করা হয়। এই বিহারী কে? মিষ্টার হাসান ইমাম হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ। বঙ্গবাসী

চরকা।

--:০:--

আজকাল বঙ্গদেশে অনেকে চরকার খোঁজ করিতেছেন। যাঁহারা চরকার বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা কলিকাতা বাদুরবাগান গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বা ৩৫ নং মণ্ডল ষ্ট্রীট বাইলেনে বি, ব্যানার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্সের নিকট পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।—

বস্ত্রসমস্যা।

সরকার লবণের মূল্যে যেমন সর্ব্বোচ্চ হার বাঁধিয়া দিয়াছেন, কাপড়ের সম্বন্ধে কেন তেমন করেন নাই, লর্ড রোণাল্ডসে সর্ব্বাগ্রে তাহাই বুঝাইয়াছেন—সাধারণতঃ বিদেশ হইতে যে পরিমাণ কাপড় ভারতে আমদানী হয়, যুদ্ধের জন্য তাহা হইতেছে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে কলিকাতায় প্রতিমাসে গড়ে ১৩ কোটী ২০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইত; গত বৎসর মাসে গড়ে ৬ কোটী ৪০ লক্ষ গজ আমদানী হইয়াছিল; বর্ত্তমান বৎসর তাহাও হয় নাই কেবল ৫ কোটী ৪০ লক্ষ গজ হিসাবে আমদানী হইয়াছে। বিলাতে সূতার কাপড়ের দর অত্যন্ত চড়িয়াছে এবং কাপড় আনিবার জাহাজ কমিয়াছে। সুতরাং কাপড়ের দর এ দেশেও চড়িবে। সরকার যদি ব্যবসায়ীদিগকে বলেন, তাহারা নির্দ্দিষ্ট দরের অধিক মূল্যে মাল বেচিতে পাইবে না, তবে তাহারা উত্তর দিবে তাহারা লোকশান দিয়া মাল বেচিবে না, মাল আমদানী করা বন্ধ করিবে। তাহার ফলে যে কয়দিন আমদানী করা কাপড় থাকিবে, ততদিন লোক অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে কাপড় পাইবে বটে; কিন্তু সে সকল মাল ফুরাইলে চড়াদাম দিলেও আর মাল মিলিবে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় যে ধুতীর দাম ১ টাকা ৩ আনা ছিল, এখন তাহার দাম ৩ টাকা ১ আনা। কিন্তু সেই ধুতী এখন বিলাত হইতে আনিলে পড়তা ৪ টাকা ১২ আনা পড়ে। মিহি ধুতীর দাম পূর্ব্বে ছিল ১ টাকা ১৪ আনা, এখন হইয়াছে ৫ টাকা ৮ আনা, বিলাত হইতে আনাইলে পড়তা পড়ে ৭ টাকা ৮ আনা। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, মাল কম পড়ায় দর চড়িয়াছে। যদি মধ্যবর্ত্তী বেপারীরা অন্যায় লাভ করিত বুঝা যাইত—তবে সরকার তাহার প্রতীকার করিতেন। কিন্তু এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমদানী বাড়াইবার উপায় করিতে না পারিলে সরকার এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না।

তবে বাস্তবিক বাজারে কত মাল মজুদ আছে, সরকার সে বিষয়ে সন্ধান লইতেছেন। কাপড়ের আদমসুমারী করা হইয়াছে—কোথায় কত কাপড় মজুদ আছে, তাহার তত্ত্ব লওয়া হইয়াছে। সন্ধানফল আজও জানা যায় নাই। যদি জানা যায় যে, বেপারীরা মাল বাজার হইতে সরাইয়া রাখিয়া কাপড়ের দাম চড়াইতেছে, তবে সরকার সে বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু বোধ হয়, সন্ধানফলে দেখা যাইবে, সাধারণ সময়ে বাজারে যত কাপড় মজুদ থাকে, এমন তত কাপড়ই নাই। তাহা হইলে মাল সরবরাহ বাড়াইতে না পারিলে কাপড়ের দাম কমান সম্ভব হইবে না।

আমদানী মালের পরিমাণ-বৃদ্ধির উপায় কি? বঙ্গদেশে অধিক তুলা উৎপন্ন হয় না, কাপড়ের কলও অধিক নাই। লর্ড রোণাল্‌সের অনুরোধে বঙ্গীয় কৃষি-সমিতি বঙ্গদেশে বয়নশিল্প উটজ শিল্পরূপে পুনরায় প্রচলিত করিবার বিবেচনা করিতেছেন। বাঙ্গালার নানা পল্লীগ্রামে কৃষকরা আপনাদের ব্যবহারের জন্য অল্প পরিমাণে তুলার চাষ করিতে পারে। এক কালে এ দেশে ঘরে ঘরে চরকা ছিল—তাহাতে সূতা কাটা হইত। আবার তাহা কি হয় না?

সে যাহাই হউক, বঙ্গদেশকে কাপড়ের জন্য বিদেশের আমদানীর উপর নির্ভর করিতেই হইবে। বিলাত হইতে কাপড় আনাইবার সুবিধা কম—কাজেই জাপান ও বোম্বাই বাঙ্গালার প্রধান অবলম্বন হইবে। জাপান এ দেশে যথাসম্ভব কাপড় রপ্তানী

করিবে, করিতেছেও বটে, বোম্বাইতে সরকার কাপড়ের মূল্যসম্বন্ধে একটি সমিতি গঠিত করিয়াছেন। সে সমিতির নির্দ্ধারণ এখন সরকারের বিচারাধীন। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষ হইতে যে কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, তাহার রপ্তানী বন্ধ করিলে এদেশে অধিক কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারকে এ কথা জানাইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে সব দেশে ভারতবর্ষ হইতে কাপড় রপ্তানী হয়, ভারতবর্ষে রপ্তানী বন্ধ করিলে সে সব দেশকে অন্য কোন দেশ হইতে কাপড় আনাইতেই হইবে। ষ্ট্রেটস সেটল্‌মেণ্টে ভারতবর্ষ হইতে কাপড় যায়—তাহা বন্ধ হইলে তাহারা জাপান হইতে কাপড় লইবে। সুতরাং জাপান হইতে যে কাপড় ভারতবর্ষে আসিত, তাহাই তথায় যাইবে—ভারতবর্ষে হরে দরে হাঁটু জলই থাকিবে।

আর কাপড়ের সমস্যা-সমাধান-সম্বন্ধে লর্ড রোনাল্ডসের চেষ্টাও সেই হরে দরে হাঁটু জলেই থাকিল। কোন মীমাংসা হইল না। কৃষিসমিতির অধিবেশনে লর্ড রোনাল্ডসে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় কাপড় বাড়াইবার উপায় কি? বাঙ্গালায় যে সব স্থানে বর্ত্তমানে তুলার চাষ হয় না। সে সব স্থানে তুলার চাষ হইতে পারে। কিন্তু সূতা করিতে না পারিলে তুলার চাষে কি ফল হইবে? যদি ঘরে ঘরে আবার চরকার চলন হয়—কৃষক কিছু তুলার চাষ করে ও তাহার স্ত্রীকন্যা চরকায় সূতা কাটে, তবেই এ সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকগুলা "যদি"র বাধা আছে। সত্য বটে, অবসরকালে এদেশে রমণীরা চরকার সূতা কাটিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রমের কোন মূল্য ধরা হয় না। জিনিষের দাম খতাইতে হইলে পরিশ্রমের দাম ধরিতে হয়। নহিলে দামের হিসাব ঠিক হয় না। যদি আমরা সে পরিশ্রমের দাম নাও ধরি, তাহা হইলেই বা কি হয়? কৃষি-বিভাগ হইতে আজও তুলার চাষের পরীক্ষা হয় নাই—পরীক্ষা শেষ করিয়া তুলার চাষ করিয়া সেই তুলায় সূতা কাটা পর্য্যন্ত কি যুদ্ধ চলিবে? আর যে চরকা চলিত আছে, তাহাতে সূতা কাটিয়া কি কখন কলের সূতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইতে পারে। বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থা, তাহা স্থায়ী হইবে না। তবে এই সময় যদি পুরস্কার ঘোষণা করিয়া চরকার উন্নতিসাধন করা যায় এবং এদেশের রমণীরা সেই চরকায় সূতা কাটা অভ্যাস করেন, তবেই যুদ্ধের পরও বঙ্গদেশে তুলার চাষ করিয়া সেই তুলায় সূতা কাটিয়া কাপড় বুনান সম্ভব হইতে পারে।

কিন্তু আপাততঃ বোধ হয় আমাদিগকে পূজার সময় আরও চড়া দরে কাপড় কিনিতে হইবে। কারণ, লর্ড রোনাল্ডসে বলিয়াছেন, যে ধুতী পূর্ব্বে ১ টাকা ৩ আনায় বিকাইত, তাহা এখন ৩ টাকা ১ আনায় বিকাইতেছে, আজকাল তাহারই পড়ন ৪ টাকা ১২ আনা। সুতরাং পূজার বাজারে তাহারই দর ৫ টাকা ৪ আনা হওয়া সম্ভব।

সরকার আশু প্রতীকারের কোন উপায় করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যতের কোন উপায় করিবেন কি? এবার যুদ্ধে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতার ফল দেখিয়া আমরাও শিখিব কি? স্বদেশীর সময় যখন বাঙ্গালার লোক "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" মা'র আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তখন যে জাতীয় ধনভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে কি এ দেশে চরকার উন্নতি-সাধনের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইতে পারে না? সে টাকাটা রাজনীতির চোরাবালুতে না ফেলিয়া তাহার দ্বারা দেশের দারিদ্র-সমস্যার সমাধানোপায় করিলে অকাজ হইবে না। অন্ততঃ গোলদীঘীর পাড়ের আল্টি সারকুলার সোসাইটীতে টাকা দেওয়ার অপেক্ষা আপত্তিজনক কাজ হইবে না!

বিলাতের কলে যদি মার্কিণের ও মিশরের তুলার কাজ চলে, তবে বাঙ্গালাতেও মিশরের বা পঞ্জাবের তুলার কাজ চালাইয়া লাভ হইতে পারে। সেই তুলার সূতা বুনিবার পক্ষে বোম্বাইয়ের যদি অধিক সুবিধা থাকে অর্থাৎ মাল লইবার খরচ কম পড়ে, তবে তেমনই সেই সূতায় কাপড় বুনিবার পক্ষে বাঙ্গালার অধিক সুবিধা আছে। সে সুবিধা প্রকৃতিপ্রদত্ত। বাঙ্গালার হাওয়ায় আর্দ্রতা অধিক বলিয়া বয়নের সুবিধা হয়। কুষ্টিয়া মোহিনী মিলস ১২০ নম্বর সরু সূতার কাপড়ও বুনিতেছেন—কোন অসুবিধাই হইতেছে না। আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কলে সরু সূতার কাপড় বুনিতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে ঘরের হাওয়ার আর্দ্রতা-সঞ্চার করিতে হয়। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যে কয়টা কাপড়ের কল আছে, তাহাতে সূতা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে বা বাড়াইতে হইবে। যাহাতে আপনাদের বয়নোপযোগী সূতা লইয়া সেই সব কল দেশের তাঁতীদের হাতের তাঁতের জন্যও সূতা যোগাইতে পারে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ যুদ্ধের জন্য আমরা এবার যে সুযোগ পাইয়াছি, তাহা যেন আমরা হেলায় না হারাই। চরকা চলে ভাল—চরকার উন্নতি হয়, আরও ভাল—কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিদেশী প্রতিযোগিতা প্রহত করিতে হইলে কল প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। আর তাহার মাহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত। কারণ, এখন ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—আমরা প্রকারান্তরে রক্ষাশুল্কের সুবিধাই পাইয়াছি। আমরা কি এই সময়েও "যে তিমিরে সে তিমিরে থাকিয়া" দারিদ্র্যের গভীরতর পঙ্কে পতিত হইব? (বং)

এই সকল তথ্য তো বুঝিলাম, কিন্তু তুলার চাস করিয়া চরকায় সূতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় বুনিয়া পরিতে তো এখন অনেক দূরের কথা, তাহাতে আবার এদেশের লোক যেরূপ উদ্যোগী তাহাতে তেমন আশা করা এদেশের পক্ষে বাতুলতা বলিলেও অন্যায় হয় না। এখন আপাততঃ উপায় কি? এদেশের ধনশালী ব্যক্তিগণ যত মূল্যই হউক, কিনিয়া পরিতে পারিবেন, কিন্তু যাহারা একবেলাই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের উপায় কি? ৬ মন ধান্য বিক্রয় করিলে তবে একজোড়া কাপড় হয়। ৬ মন ধান্যে একটা লোকের প্রায় ৪ মাসের খোরাক, সুতরাং তাহাদের পক্ষে অনশন ও বস্ত্রভাব উভয়ই শঙ্কট। ইহাদের মুখের পানে তাকাইবার জন্য কি দেশে কেহই নাই?

চৈতন্য হইল কৈ?

কাপড়ের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্য লোকে আশা করিয়াছিল যে, হয়ত গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বেই এই বস্ত্র শঙ্কটের একটা প্রতিকার করিবেন। কিন্তু সেদিন বরিশালে যাইয়া লর্ড রোনাল্‌সে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আশার কথা দূরে থাক, আশঙ্কার কথারই আভাষ পাওয়া যায়, কাপড়ের মূল্য আরও চড়িতে পারে। বস্ত্র সমস্যা প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার বক্তৃতার সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে, বস্ত্র শঙ্কট আরো ঘণীভূত হইয়া আসিতেছে।

বস্ত্র সম্বন্ধে দেশের মাননীয় গবর্ণর সাহেবের উক্তি পাঠকগণ অবগত হইলেন। দেশে তুলার চাষ করিয়া তাহা হইতে সুতা প্রস্তুত করতঃ বস্ত্র পরিতে হইবে। কিন্তু তাহাত সময় সাপেক্ষ, এক্ষণে বর্ত্তমান বস্ত্র শঙ্কটের আশু প্রতিকার না করিতে পারিলে দিগম্বর হইতে হয়, ইহা এদেশের ধনবান লোকে না বুঝিলেও দীন পল্লীবাসী এবং কৃষক সম্প্রদায় হাড়ে হাড়ে তাহা বুঝিতেছে। কিন্তু চৈতন্য হইল কৈ? প্রকৃতই এখনও কার্পাষ চাষের বাঙ্গলা দেশে কি আয়োজন হইতেছে? কৃষকগণ বলে যে, তুলার চাষ এক দুইজন করা চলে না, একটা মাঠে সমুদয় কৃষক একত্র যদি তুলা চাষ না করে, তাহা হইলে ফাঁকা মাঠে গরু ছাগলেই তুলাগাছ খাইয়া ফেলিবে। তুলা এক আধ বিঘা কোন মাঠে থাকিলে চোরে রাত্রে ফুটন্ত তুলা চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, বহুব্যয় হইবে, কিন্তু ব্যয় উঠিবে না এবং মজুরীও পোষাইবে না। কৃষক সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্ত লোকের বস্ত্রাভাবে দুর্দ্দশার একশেষ হইবে, আর নাকে কাঁদিবে, এই হইল এদেশের ধারা। একটা ধুয়া উঠিলে সমগ্র দেশ সেই হুজুকে মাতিয়া উঠিবে, ঘোরতর বক্তৃতা এবং সংবাদ পত্রাদিতে আলোচনা হইবে, কিন্তু একজনও আদর্শ দেখাইতে অগ্রসর হইবে না। এই হইল একদেশের মামুলী চাল। কৃষক সন্তান হাল ছাড়িয়া বরং সহরে আসিয়া ৩৲ বেতন এবং বৎসরে ৪ খানা কাপড়ের আশায় ক্রীতদাসের ন্যায় চাকরী করিবে, তথাপি সে কৃষির উন্নতি করিয়া স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন করিবে না। তাই বলিতে ছিলাম, দেশেরও রোগ অনেক। কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট দেহি দেহি করিয়া শঙ্কট হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা করাকেই যাহারা সার ভাবিয়া লইয়া থাকে, তাহাদের দুর্দ্দশা ঘুচায় কে? গবর্ণমেণ্ট সহসা এ বস্ত্র সমস্যার কোন প্রতিবিধান করিতে সক্ষম নহেন। নিজেদের কিছু Practically করিতে হইবে, তবে দুঃখ ঘুচিবে। এ বৎসরেও লোকে কোনরূপে পুরাতন বস্ত্রাদি দ্বারা না হয় কাটাইতে পারিবে, মানিয়া লইলাম, কিন্তু যদি যুদ্ধ কিছুদিন চলে, যদি বিলাতী বস্ত্র বা সূতার আমদানী কোন কারণে না হয়, তখন কি হইবে? তখন ধনী দরিদ্র সকলের অবস্থাই সমান হইবে; যাহার টাকা আছে সে টাকা দিয়াও বস্ত্র পাইবে না, যাহার নাই, সেত দিগম্বর হইয়াই আছে। সুতরাং আমাদিগকে এখন হইতে পরবর্ষের জন্য প্রস্তুত না হইলেই নহে।

কিন্তু আমরা কৃষকের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একটা উপায় আছে, তবে কৃষকেরা এই তুলা চাষে নামিতে পারে। ইহাতে জমিদার এবং গৃহস্থগণ মনোযোগী হয়েন, তবে উপায় হয়। প্রত্যেক জমিদার যদি প্রত্যেক প্রজাকে অন্ততঃ ২ বিঘা জমীতে তুলার চাষ করিতে বাধ্য করেন, প্রত্যেক গৃহস্থ, যাহারা নিজে চাষ করেন না, প্রজাকে যদি ভাগ জোতে জমী বিলি করেন, প্রজাকে ৫।১০ বিঘা জমী দেন, তাঁহারা যদি অন্ততঃ ২ বিঘা জমীতে তুলা চাষের সর্ত্ত লিখাইয়া তুলা চাষ করাইতে পারেন, তুলা চাষে প্রজা স্বীকৃত না হইলে তাহাকে জমী না দেন, তাহা হইলে অনেক প্রজা একমাঠে একজোটে তুলা চাষ করিতে সম্মত হয়। পরবর্ষে আর প্রজাদিগকে বলিতে হয় না, তাহারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় চাষ করে। যখন বর্দ্ধমানের অনেক গ্রামের প্রজারা আলুর চাষ করিতে সম্মত হয় নাই, তখন অনেক প্রজার নিকট জমী ছাড়াইয়া লওয়ায় তাহারা আলুর চাষে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে আর কাহাকেও আলুর চাষের জন্য বাধ্য করিতে হয় না। বঙ্গের বহুস্থানে আগে খুব অধিক পরিমাণ জমীতেই তুলার চাষ হইত, লেখকও চরকার কার্য্য দেখিয়াছেন, সুতা কাটা কাপড়ও পরিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন, কুণ্ঠিত হওয়া দূরের কথা, আনন্দ প্রকাশ করিতেন। সে কাপড় দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং মোলায়েম হইত, গ্রামের তাঁতি এবং জোলা

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা ছিল, আর লইব না।

দিগকে সুতা দেওয়া হইত, তাহারা কাপড় বুনিয়া দিয়া যাইত। তখন কি সুখের দিনই গিয়াছে! পরমুখপেক্ষীতা ছিল না, বিলাসিতা ছিল না, মান অপমান জ্ঞান ছিল না, ধনী দরিদ্রের সমান দশা। সে দিন আবার কি আসিবে? তাহার পর বিলাতি বস্ত্রের আমদানী হইতে লাগিল, সূক্ষ্ম বস্ত্র দেখিয়া লোকে আয়াসী হইল, তুলা চাষ উঠিয়া গেল, চরকার উনান পুজা হইয়া গেল, এক চক্ষু হরিণের মত আমরা আর ভবিষ্যত ভাবিয়া দেখিবারও আবশ্যকতা দেখিলাম না। ফলে অনেকের আজ কোপিন সার হইয়াছে, বেশ হইয়াছে। এখনও চৈতন্য হইবে কি? ও সকল বাজে আন্দোলনে দেশের দুঃখ ঘুচিবে না। আসল কাজ, তুলার চাষ করিয়া বস্ত্রশঙ্কট হইতে নিজেরা উদ্ধার হওয়া। প্রত্যেক জমীদারের, প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থ, যাহার ১০ বিঘাও জমী আছে, তাঁহারা নিজেরা বা প্রজাদ্বারা তুলার চাষ করুন, আবার মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লউন, তবে বস্ত্র শঙ্কটের কিনারা হইবে, নচেৎ নাকে কান্দিয়া কোন ফল হইবে না। এই আসল কথা।

ঢাকায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রের জন্য যে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত, সেই সুতা ১ সের তুলায় ৫৮০ মাইল লম্বা সূতা হইত, এবং যখন ১৮৫০ সালে আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহামান্য ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বামীর প্রযত্নে বিলাতে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তখন তাহাতে এই সূতা প্রেরিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া বিলাতের নরনারী বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। এই সূত্র দেখিয়া ডাক্তার টেলর বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় রমণীগণের কোমল অঙ্গুলি স্পর্শে যে সূতা প্রস্তুত হয়, তাহা অনুবীক্ষণ সাহায্যে না দেখিলে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। সূতা সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর, সুগোল, এমন সুন্দর সূতা মাঞ্চেষ্টারের শিল্পিগণ বহুচক্র এবং যন্ত্র সমন্বিত কলেও প্রস্তুত করিতে পারেন না। সেই শিল্প বিলাতি আমদানী বস্ত্রের প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইতে পারে নাই। আবার চেষ্টা করিলে যে তেমন না হইবে, এমন নহে, এদেশের লোকে পরমুখাপেক্ষীতা পরিত্যাগ করিলেই আবার সুখের দিন দেখা দিবে, কিন্তু প্রকৃত চেষ্টা এবং আন্তরিকতার সহিত কাজ করিতেই আধুনিক লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই এদেশের এত দুর্দ্দশা।

স্বাস্থ্য।

HEALTH. *

"Better to hunt in the field
for health unbought.
Than fee for Doctors
for a nouseous draught.
The wise of cure on excise depends,
God never made his work
for men to mend."

DRYDEN.

"ডাক্তারের ফি দিয়া নকারজনক ঔষধ খাওয়া অপেক্ষা বনে জঙ্গলে শিকার করিয়া বিনা মূল্যের স্বাস্থ্যলাভ ভাল। আরোগ্য পরিশ্রম বা ব্যায়াম দ্বারা লাভ হয়, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা, পরমেশ্বর তাঁহার কার্য্য মানবের দ্বারা সংস্কৃত হয়, এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নাই।" কবি ড্রাইডেন এই সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন আর্য্য স্বাস্থ্যনীতিতে—অহরহ শ্রমশীল থাকিবার উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে পুষ্প চয়ণ হইতে হটযোগাদি বহুপ্রকার শ্রমের ব্যবস্থাই ছিল, সেই জন্য বিনা ঔষধেও মানব শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিত, জরা বার্দ্ধক্য দ্বারা আধুনিক ডাক্তার এবং ঔষধবাহুল্য নবযুগের মত অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিত না। আপনারা অল্পবয়স্ক বালক এবং যুবকগণ যে স্বাস্থ্যের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, এজন্য আনন্দের সীমা নাই। আমি যে অত্র কিছু অধিক বলিতে সক্ষম হইব, তাহা মনে করি না, কারণ এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়, দুঃখের বিষয় আমি তেমন প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারি নাই এবং আমার সময়েরও নিতান্ত অভাব।

নিয়মিত শ্রম, পরিমিতাহার, মিতাচার, হিংসা, রাগ, দ্বেষ পরিত্যাগ এই গুলির উপরই সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে। সেকালে এইগুলি ধর্ম্মের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া লোকে মানিত এবং নিরোগী থাকিত। অধুনা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মও অসংখ্য, রোগও অসংখ্য। কেন এমন হয়?

আধুনিক চিকিৎসা সম্বন্ধে আধুনিক বহু ধন্বন্তরী-কল্প পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং ডাক্তারগণ বড় হতাশাপূর্ণ মন্তব্য সকল প্রকাশ করিয়াছেন। সেগুলি পাঠ করিলেই মনে হয় যে, আধুনিক চিকিৎসা বা ঔষধ দ্বারা স্বাস্থ্যলাভের আশা কতদূর ভীত্তিহীন।

স্যার এডওয়ার্ড রিচার্ডসন এম্, ডি, বলিয়াছেন যে, মানুষের স্বাভাবিক পরমায়ু ১১০ বৎসর। যদি কেহ স্বাত্তিকভাবে উপদ্রবশূন্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিন বাঁচিতে সক্ষম হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন, পীড়ার জন্য ধর্ম্ম এবং মিতাচারই প্রকৃষ্ট গণ্ডী। অধর্ম্ম এবং অমিতাচার করিবামাত্র রোগ সেই গণ্ডী পার হইয়া আক্রমণ করে।

---

* ১০ নং বাবুরামশীলের লেনস্থ শান্তি ইনষ্টিটিউটের দ্বিতীয় শাখার অধিবেশনে "কাজেরলোক" সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ।

মহামাননীয় প্রোফেসর জোসেফ্ এস্, স্মাইল, এম্, ডি, বলিয়াছেন "ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না, রোগ আরোগ্য হয় প্রকৃতির (Nature's) আরোগ্যকারী ক্ষমতায়।"

মেডিক্যাল কাউন্সেলের ডাক্তার পল নিমেয়ার বলিয়াছেন, "মানুষের যখন পীড়া হয়, তখন ঔষধ যে দিন হইতে বন্ধ হয়, সেই দিন হইতেই প্রকৃত আরোগ্যের সূত্রপাত হয়।"

বেকন বলেন,—যাহারা পান ভোজনে মিতাচারী, ঔষধ তাহাদের অনাবশ্যক বস্তু। রিচার্ড বলিয়াছেন,—আমি বলি, তুমি তোমার অর্দ্ধেক ডাক্তারকে বিদায় দিয়া কেবল বায়ু, আকাশ, এবং জল এই তিন চিকিৎসকের চিকিৎসায় থাক, আরোগ্য হইবে।

কবি লংফেলো বলিয়াছেন :—

"Joy, temperance and repose,
Stamp the door on Doctor's nose."

মিতাচারী হও এবং ডাক্তারের নাকের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া থাক।

প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাক্তার এস্‌লি কুপার বলিয়াছেন,—"The science of medicine was founded on conjecture and improved by murder." অর্থাৎ অনুমান হইতেই ভেষজ সমূহের উৎপত্তি এবং নরহত্যা দ্বারা উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে।

Dr. Dickenson wrote that the ancients endeavoured to elevate Phisics to the dignity of a science, the moderns have reduced it to the level of a trade.

সেকালের চিকিৎসকগণ ইহাকে বিজ্ঞানের পদবীতে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেন, আধুনিকগণ ইহাকে অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রকে ব্যবসা দারীতে পরিণত করিয়াছেন।

Professor Clerk বলিয়াছেন,—"In their zeal to do good, Physicians have done much harm. They have hurried thousands to the grave who would have recovered if left to the nature. উপকার করিবার আগ্রহাতিশয্যে চিকিৎসকগণ হাজার হাজার লোককে অকালে শমন ভবনে প্রেরণ করেন কিন্তু তাহারা স্বভাবের উপর নির্ভর করিলে বাঁচিয়া যাইত। নেপোলিয়ন যখন সেণ্টহেলেনার পীড়িত, তখন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার চিকিৎসকগণকে বলিয়াছিলেন, "এই ওষুধ পত্রগুলা ফেলিয়া দাও, ইহা না ব্যবহার করাই মানবের পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ মানবজীবন একটা দুর্গবৎ, সেই দুর্গের তুমিও কিছু জান না, আমিও কিছু জানি না, তবে কেন তাহার আত্মরক্ষার পথে বাধা দাও, আত্মরক্ষার্থে তাহারই মধ্যে যে শক্তি, বল, উপায় আছে, তাহা তোমাদের সমুদয় অস্ত্র, শস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

বাস্তবিক বন্য ইতর প্রাণীদের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা সুন্দর ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। সাঁওতাল ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের নরনারীর স্বাস্থ্য দেখিলে কি মনে হয়? যত চিকিৎসা হইতে দূরে থাকা যায়, ততই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পরমেশ্বর এই দেহেই এমন সকল দ্রব্য দিয়াছেন যে, তাহা দ্বারায় স্বভাবের নিয়মে চলিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে। সভ্যতা বিস্তারের সহিত ঔষধ ও চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু অকাল মৃত্যু কমে না কেন? নিত্যই নূতন রোগের সৃষ্টি হইয়া গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর উজাড় হইতেছে কেন?

ঔষধ পত্র দ্বারা, খুব গরম খাদ্যে, কাপড় চোপরে বস্তা সাজিয়া থাকিলে স্বাস্থ্য থাকে না, অসভ্য বন্য জাতি সামান্য শাক পাত খাইয়া ঔষধ বা ডাক্তার না পাইয়াই তো বেশ ভাল থাকে।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাখাদ্যের বিচার উঠিয়া গিয়াছে, অনুকরণই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য অনুকরণে আমরা এখন হোটেলে খাইতে শিখিয়াছি, একই উচ্ছিষ্ট চুরুট, বিড়ী দশজনে খাইতে শিখিয়া ভ্রাতৃভাবের পরকাষ্ঠা দেখাইয়া নানা ব্যাধিকে দেহ মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছি, তাই আজ আমাদের এত অকাল মৃত্যু। মান্দ্রাজ বোম্বে এবং পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা আমাদের বাঙ্গালার মৃত্যুসংখ্যা অধিক, ইহার কারণ বাঙ্গালী স্বধর্ম্মত্যাগী, যথেচ্ছাচারী, আহার বিহার, পরিচ্ছদে বাঙ্গালী অমিতাচারী স্বাস্থ্য, তাই আমাদের ভাল নহে, পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সমূহের লোকে এখনও স্বধর্ম্মে আস্থাবান, এখনও স্বাত্বিক আহার বিহারে শ্রদ্ধাবান, এখনও বিলাসিতা হইতে দূরে অবস্থিত, তাই তাহাদের আমাদের অপেক্ষা স্বাস্থ্য ভাল। বাঙ্গালী সকল দিকেই মরিয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীই অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত, এই অজীর্ণতাই সকল রোগের আকর, ইহা আমাদের বিলাসিতা প্রসূত যথেচ্ছাচারিতার বিষময় ফল, হে ধীমানগণ! পুনরায় প্রাচীন রীতিনীতিতে আস্থাবান হইয়া মিতাচারী হও, দেখিবে; বাঙ্গালার স্বাস্থোন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

রাসায়নিক কৌতুক।

—:০:—

নিম্নলিখিত কৌতুক দেখাইতে যে সমস্ত জিনিস ও ঔষধাদি আবশ্যক হইবে, তাহা যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বিক্রেতার দোকানেই পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, যাহারা সামান্য মাত্রও Chemistry পড়িয়াছেন, এই সমস্ত দ্রব্য তাহাদের নিকট সুপরিচিত।

১। ঔষধ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করণ।

(ক) চারিটী পর্সিলেন বেসিন্ (Porcelain Basin) বা পাত্র লইয়া প্রত্যেকটীতে অল্প পরিমাণ পারমেঙ্গেনেট্ অব পটাসের সূক্ষ্ম চূর্ণ রাখ এবং ৩।৪ ফোঁটা জলদ্বারা তাহা আর্দ্র কর। ২।৩ ফিট লম্বা একটি যষ্টির অগ্রভাগে একটি টেষ্টটিউব (Test tube) বাঁধিয়া লও। এই টিউব দ্বারা অর্দ্ধড্রাম ষ্ট্রং সালফিউরিক এসিড এক নম্বর পাত্রে ঢাল। দেখিতে পাইবে, পাত্রে কি একটা রাসায়ণিক কার্য্য চলিতেছে এবং কাল কাল ধুম উঠিতেছে। ইহাতে অল্প-পরিমাণ গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিলে হঠাৎ সমস্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

(খ) দ্বিতীয় পাত্রে পূর্ব্ববৎ সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া টেষ্টটিউবের সাহায্যে তাহাতে কয়েক ফোঁটা এলকোহল ঢালিয়া দিলেও আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে।

(গ) তৃতীয় পাত্রে পূর্ব্ববৎ এসিড ঢালিয়া তাহাতে কলাই প্রমাণ ফস্ফরাস্ নিক্ষেপ করিলে আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে।

(ঘ) চতুর্থ পাত্রে ও পূর্ব্ববৎ সালফিউরিক এসিড ঢাল। যদি একটি রবারের নলদ্বারা গ্লাসজেট্ (Glassjet) এক প্রান্ত সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট গ্লাসের নল ও গ্যাসের পাইপ সংযুক্ত করিয়া গ্লাস জেট পাত্রের উপর ধরা যায়, তবে নলের মুখে আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে। দুই আঙ্গুল দ্বারা রবারের নল সজোরে ধরিলে গ্যাস বন্ধ হওয়াতে আগুণ নিবিয়া যাইবে কিন্তু আবার আঙ্গুল ছাড়িয়া দিলেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

(ঙ) প্রায় অর্দ্ধ ড্রাম ইথার ঘরের মেজের উপর ঢালিয়া দাও। ১টী গ্লাস রড্ ৪ নম্বর পাত্রে ডুবাইয়া ইথার স্পর্শ কর। অমনি ইথার জ্বলিয়া উঠিবে, কিন্তু মেজের কাপড়ের কোন অনিষ্ট হইবে না।

(চ) ৪ নম্বর পাত্রে আবার গ্লাস রড্ (Rod) ডুবাইয়া একটি নির্ব্বাপিত স্পিরিট ল্যাম্পের সলিতায় ধর। ল্যাম্প জ্বলিয়া উঠিবে।

২। চিনিতে অঙ্গারের অস্তিত্ব প্রমাণ—

একটি পাত্রে কিছু চিনি রাখিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া দিলে ইহা হইতে প্রথমতঃ ধূম নির্গত হইতে থাকিবে। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত চিনি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

৩। অদৃশ্য লিখা—

ডাইলিউট্ সালফিউরিক এসিড দ্বারা সাদা কাগজের উপর কিছু লিখিলে লিখা অদৃশ্য থাকিবে, কিন্তু আগুণের উপর ধরিলে লিখা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে।

৪। সয়তানের আগুণ বা আলেয়া

একটী ফ্লোরেন্স-ফ্লাস্কের (Floronce-Flask) ভিতরে $\frac{1}{8}$ আউন্স ভিজা চূন রাখ এবং একখণ্ড মটর প্রমাণ ফস্ফরাস্ তাহাতে দিয়া ভালরকম কর্ক বন্ধ কর! এই কর্কের মধ্য ভাগে পূর্ব্বেই একটী ছিদ্র করিয়া লইবে। এই ছিদ্রে একটি ডেলিভারি টিউব(Delivery tube) বসাইয়া টিউবের মুখ অন্য পাত্রস্থ জলের নীচে ধর। এক্ষণে ফ্লাস্ককে (Flask) আস্তে আস্তে গরম করিতে থাকিলে ফস্ফুরেটেড্ হাইড্রোজন গ্যাস উৎপন্ন হইয়া জল মধ্য হইতে বহির্গত হইতে থাকিবে এবং বায়ু সংস্পর্শে প্রজ্বলিত হইয়া অঙ্গুরি আকারে উপরে উত্থিত হইতে থাকিবে। অন্ধকারে ইহা বড়ই সুন্দর দেখায়।

৫। বিনা আগুণে গ্যাস প্রজ্বলিত করণ।

কয়েক গ্রেইন প্লেটিনাম্ ক্লোরাইড কয়েক ফোঁটা জলে দ্রব কর। অল্পপরিমাণ সূত্রবৎ এসবেসটোস (Asbetos) লইয়া তাহার এক প্রান্তে ক্ষুদ্রতার দ্বারা (ব্রাসের মত) একখণ্ড তামার তারের অগ্রভাগে বাঁধ। উপরোক্ত প্লেটিনাম সলিউসনে এই এস্বেশটোস ব্রাস ডুবাইয়া আগুণের মধ্যে ধরিলে সমস্ত পুড়িয়া যাইবে এবং প্লেটিনাম ধাতু অতি সূক্ষ্মাকারে ইহাতে লাগিয়া থাকিবে। এই প্লেটিনামের নাম Spongy platinum, ঠাণ্ডা হইলে ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। কোল গ্যাসের (Coal-gas) মধ্যে ধরিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া লাল হইবে এবং গ্যাস প্রজ্বলিত করিবে। আজ কাল বাজারে সিগার লাইটার নামক যে যন্ত্র আমদানী হইয়াছে, ইহাতেও উপরোক্ত প্লেটিনাম আছে এবং তাহা এলকোহলের গ্যাসে গরম হয়।

৬। বর্ণহীন জল দ্বারা নীলবর্ণ করণ।

হীরাকস জলে দ্রব করিয়া কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক এসিড মিশাও! কিছু তুলা ইহাতে ডুবাইয়া শুকাইয়া লও। তুলার বর্ণ সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তিত হইবে। একগ্লাস জলে অল্প পরিমাণ পটেসিয়াম ফেরিসাইয়েনাইড দ্রব করিলে জলের বর্ণ প্রায় বর্ণ হীন থাকিবে। এইজলে পূর্ব্বোক্ত তুলা ভিজাইলে গাঢ় নীলবর্ণে রঞ্জিত হইবে।

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দাস।
নিলামি বাজার (সিলেট)।

Informations for the people.

সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়।

টেলিগ্রাফের মাশুল বৃদ্ধি।

তার বিভাগেরকর্ত্তৃপক্ষ আদেশ করিয়াছেন যে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে টেলিগ্রাফের

এক টাকাবৃদ্ধি করা হইবে। ঐ তারিখ হইতে আর্জেণ্ট বা জরুরি টেলিগ্রাফের মাশুল এক টাকার স্থানে দেড় টাকা এবং এবং অভিনারি বা সাধারণ খবরের মাশুল আট আনার পরিবর্ত্তে বার আনা করা হইবে। আর প্রত্যেক অতিরিক্ত শব্দের মাশুল দুই পয়সার পরিবর্ত্তে এক আনা হইবে।

১। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস।

মূলধন ৫০ লক্ষ, কিন্তু ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার মাত্র শেয়ারের টাকা পাওয়া গিয়াছে। ৭৩ হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে জমাইয়া রাখা হইয়াছে জমী ও কল কারখার সমস্ত দাম ৩ লক্ষ, ৮৩ হাজার। নগদ টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার আছে; প্রায় ১০।।০ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হয় এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচা বাদে লাভ হয়। শতকরা ১২৲ হিঃ সুদ দেওয়ায় প্রস্তাব হইয়াছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, বাঙ্গালার যৌথ কারবারের গৌরব।

Household inforations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মুষ্টি-যোগ।

—:০:—

১। আহারের পূর্ব্বে আদা এবং লবণ ভক্ষণ করিলে অরুচি ভাল হয়।

২। ছাগের সেবা, ছাগ মাংস, ছাগ দলের মধ্যে শয়ন, ছাগঘৃত, ছাগদুগ্ধ খাইলে যক্ষা রোগ আরোগ্য হয়।

৩। আম আঁটির শাঁস ১০ তোলা, আমলকী ফল ২ টা, হরিতকী ২টা, বহেড়া ১টা লৌহচূর্ণ ২ তোলা, জল সহ উত্তমরূপে বাটিয়া লৌহ পাত্রে মুটিতে থাকিবে, ১ দিন এক রাত্র লৌহপাত্রেই রাখিয়া দিবে। পরদিন তাহা লইয়া পাকাচুলে প্রলেপ দিয়া ১ ঘণ্টা পর কেশ ধৌত করিলে দেখিবে, চুল ঘন ঘন কৃষ্ণ-বর্ণ হইয়াছে, এই কলপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা শাস্ত্রীয় চুলের কলপ।

৪। মুখে যৌবণ পীড়কা বা বয়সব্রণ হইয়া মুখশ্রী নষ্ট করিয়া ফেলে। তীক্ষ্ণ সিমুলের কাঁটা ২।৩টী দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া ২।৩ দিন মুলে প্রলেপ দিলে মুখ প্রফুল্ল অরবিন্দের ন্যায় সুন্দর হইবে।

৫। বরুণ ছাল ছাগী মুত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মেছেতা ভাল হয়। মসুরের ডাল দুগ্ধে বাঁটিয়া ঘৃত মিশাইয়া এক সপ্তাহ কাল মুখে প্রলেপ দিলে মুখের বিকৃত চিহ্ন দূরীভূত হইয়া পুষ্পোপম মুখশ্রী হইয়া থাকে।

৬। শুঁট ও হরিতকী গুড় অথবা লবণের সহিত প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এবং অজীর্ণ রোগ প্রশমিত হয়।

৭। ঝুনা নারকেলের মধ্যে পাঙ্গা লবণ ভরিয়া মুখ আঁটিয়া ঘুঁটের পোড়ে পোড়াইয়া ফেলিবে, ইহা কয়েকদিবস থালিপেটে ঈষৎ পরিমাণে ভক্ষণ করিলে ক্রিমির জড় মরিয়া যায়।

৮। মরিচের সহিত অগস্ত্য ফুলের রসের নস্য গ্রহণ করিলে গৃহণী আরোগ্য হয়।

করলা।

'করলা'র গুণাগুণ সম্বন্ধে ঋষি নামক পত্রে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে 'করলা' চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। করলা ও উচ্ছে একজাতীয় বলিয়া উভয়কেই করলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। উক্ত প্রবন্ধ-লেখকও ঐরূপ অর্থে 'করলা' অর্থে 'উচ্ছে' একথাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু 'করলা' বলিলেই আমরা সাধারণতঃ লম্বা করলাই বুঝিয়া থাকি। 'করলা' লতা জাতীয় গাছ। অপরিপক্ক ফল রন্ধন করিয়া আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ফলগুলি গোল ও ১০।১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। উচ্ছে ছোট ছোট গোল গোল হয়। খুব বড় গুলি ৩।৪ অঙ্গুলির বেশী বড় হয় না।

ফলের রং ঘোর সবুজ, পাকিলে কমলা-লেবুর ন্যায় রং হয়। পাকা ফল কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফলের আস্বাদন তিক্ত। যে তরকারী করলা বা উচ্ছে দিয়া রন্ধন করা যায়, তাহাও তিক্ত লাগে—তবে বেশী তিক্ত নহে। এইরূপ সামান্য তিক্ত তরকারী অনেকেই পরিতৃপ্তির আহার করিয়া থাকেন।

বপনের কাল।—ফাল্গুন হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত।

সাধারণ দোয়াঁস সারযুক্ত মৃত্তিকায় ইহার গাছ বেশ জন্মে।

দুই হাত অন্তর 'মাদা' বা গর্ত্ত করিয়া, প্রত্যেক মাদায় ৩।৪টী বীজ বপন করিতে হয়। পরে গাছ বড় হইলে কঞ্চি বা গাছের ডাল পালা পুতিয়া তাহাতে গাছ লাগাইয়া দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হয়।

বাঙ্গালা নাম—করলা বা করেলা, উচ্ছে; হিন্দি নাম—করোলী; ইংরাজী নাম—মমর-ডিকা চরণসিয়া (Momordica Charantia) সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কারবেল্লং স্যাৎ কারবেল্লী, ততো লঘুঃ। সংস্কৃত নাম—কারবেল্ল, কঠিল্ল। অন্যনাম—কঠিল্লকা, সুষবী, শুষী, কারবেল্লক, উর্দ্ধসিত, তোয়বল্লী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড উগ্রকাণ্ড, নানাস- বেদন, পটু। ক্ষুদ্র উচ্ছের সংস্কৃত নাম—কারবেল্লী। ইহা সচরাচর 'উচ্ছে' নামেই প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ "পুটলে উচ্ছে" ও বলিয়া থাকে।

উভয় প্রকার উচ্ছেই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। করলা উচ্ছে সচরাচর ১০।১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইয়া থাকে। উর্ব্বরা ভূমি হইলে ১৭।১৮ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু, খুদে উচ্ছে প্রায়ই ৩।৪ আঙ্গুলের অপেক্ষা বড় হয় না।

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডু মেহ ক্রিমিন্ হরেৎ॥
তদ্‌গুণা কারবেল্লী স্যাদ্ বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ।

(করলার) রস তিক্ত, বিপাক—কটু; বীর্য্য, শীত; গুণ—কফপিত্ত নাশক, বায়ুর অবিরোধী, লঘু জ্বর পাণ্ডু ও ক্রিমি (তিক্তত্ব-হেতু) নাশক। প্রভাব—ভেদক, মেহ নাশক। উচ্ছের গুণাদি করলার ন্যায় বিশেষতঃ ইহা অগ্নিদীপক ও করলা অপেক্ষা লঘু।

প্রয়োগ—করলা উচ্ছে ও পুটলে উচ্ছের মূল, পাতা, ফুল প্রভৃতি সমস্তই ঔষধ বা পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফল—উৎকৃষ্ট তরকারী; তিক্ত বলিয়া সকলের প্রিয় না হইলেও ইহার কফপিত্ত নাশক, রুচি ও বলকারক গুণ থাকাতে, জ্বরান্তে দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার ফুল—ধারক ও রক্তপিত্ত নাশক। রক্তপিত্তরোগে ঘৃত সৈন্ধবযুক্ত করলাফুলের তরকারী খাওয়ার ব্যবস্থা করিলে পথ্য ও ঔষধ উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

উচ্ছে পাতার রস আধছটাক, একটু গরম করিয়া /০ আনা বিটলবণ সংযোগে পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। শুষ্ক লতার প্রলেপে ক্ষত শীঘ্রই আরোগ্য হয়। নিমপাতার অভাবে ইহার শুষ্ক পাতালতা সিদ্ধ জলে ঘা ধোয়ান চলিতে পারে। পাতার রস জ্বরঘ্ন। কবিরাজগণ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে অন্য ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন জ্বরেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অনেক পালাজ্বরের ঔষধে ইহার ভাবনা আবশ্যক হয়।

সুষবী পত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণ সংযুতম্।
রোমান্তী জ্বর বিস্ফোট মসূরী শান্তয়ে পিবেৎ॥

করলা পত্রের রস হরিদ্রাচূর্ণসহ সেবন করিলে, হামজ্বর, বিস্ফোট ও বসন্ত উপশমিত হয়।

সুষবী পত্র পত্তূর কর্ণমোট কুঠারকাঃ।
পৃথগেতে প্রলেপেন গম্ভীরব্রণরোপণাঃ॥

করলাপাতা, শালিঞ্চশাক, কর্ণমোট ও কুঠারক এই কয়টীর কোন একটী বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই ব্রণ আরোগ্য হয়।

নবজ্বরের বৈদ্যনাথ বটী, জীর্ণ জ্বরের শীতারি রস, বিদ্যাবল্লভ রস প্রভৃতি ঔষধে উচ্ছেপাতার রসের প্রয়োজন হয়।

লাক্ষা ও গালা।

—:০:—

গালার সংস্কৃত নাম লাক্ষা ও জতু। হিন্দীতে লাক্ বলে। ইংরাজীতেও ইহাকে লাক্ বলিয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় লাক্ষা শব্দের অপভ্রংশে লা কিম্বা লাহা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

লাক্ষা একটি ভারতবর্ষীয় প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। ছোটনাগপুর হইতে মধ্যভারতবর্ষ পর্য্যন্ত লাক্ষার জন্মভূমি। এই সকল প্রদেশের কুল, অশ্বত্থ, পলাশ, কুসুম প্রভৃতি বৃক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাক্ষা জন্মিয়া থাকে। এই লাক্ষা হইতে গালা প্রস্তুত হইয়া, ইউরোপ প্রদেশে প্রেরিত হয়।

লাক্ষা-কৃষি অদ্যাবধি অশিক্ষিত জঙ্গলাজাতির মধ্যেই আছে; ইহাতে কোন বাঙ্গালী কৃষক এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এরূপ কথা শুনি নাই। অল্প ব্যয়ে অধিক আয়ের কৃষিকার্য্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা লাক্ষা। লাক্ষার আবাদ করাকে "লাহা চালা" বলে। এক বৃক্ষের লাক্ষা কীট অন্য বৃক্ষে পরিচালন করাই লাহা চালা। লাক্ষা কীট দেখিতে অতি ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ পিপীলিকার ন্যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত এই কীটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে পরিলক্ষিত হয় না। আমরা চশমা দ্বারা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে অতি ক্ষুদ্র পক্ষবিহীন ভাঁয়ানির ন্যায় বোধ হয়। এই কীট-সমষ্টি বিষ্ঠা ও মুখের লালা দ্বারা বৃক্ষশাখায় যে গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহাই লাক্ষা নামে অভিহিত। ইহার কৃষি অতিশয় সুলভসাধ্য। একটি বৃক্ষে লাক্ষার আবাদ করিতে হইলে বৃক্ষের খাজনা একবার লাহা চালার জন্য বার্ষিক আট আনা। ঐ একটী বৃক্ষে যে বীজ বাঁধিতে হয়, তাহার মূল্য চারি টাকা। এই সাড়ে চারি ব্যয় করিতে পারিলেই, চারি মাস অন্তে ঐ বৃক্ষে অন্যূন পাঁচ মণ লাক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাজারের অবস্থা সাতিশয় মন্দ হইলেও, এই পাঁচ মণ লাক্ষার মূল্য ৩০৲ বা ৩৫৲ টাকা হইয়া থাকে। এই কৃষিকার্য্যে কৃষকের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইলে, ফলের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে মাত্র। আমরা যেরূপ ফলের কথা লিখিলাম, ইহা ন্যূনকল্পেই বুঝিতে হইবে। এই কৃষির আর একটী ঈতি আছে, তাহা পূর্ব্ব-বায়ু। পূর্ব্ব-বায়ু সমুদ্র হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া, ঐ বায়ুর সহিত লবণকণা থাকে; সুতরাং লবণাক্ত বায়ু কর্ত্তৃক লাক্ষা কীটগুলি সত্বরেই কালগ্রাসে পতিত হয়, ইহাই তৎপ্রদেশের কৃষকদিগের বিশ্বাস।

এক বৃক্ষ হইতে বীজগুলি লইয়া, অন্য বৃক্ষে বাঁধিয়া দিলে, তাহার কীটগুলি তাহাদের পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন বৃক্ষে গৃহ নির্ম্মান করে। ঐগুলি 'ফুকী' লাহা নামে অভিহিত হয়। আষাঢ় মাসে লাক্ষা চালন করা হয়, কার্ত্তিকমাসে তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই লাক্ষার নামই 'কুসুমী' লাহা। ইহা কুসুম বৃক্ষে উৎপন্ন হয়। মাঘ মাসে কুলবৃক্ষে যে লাহা চালান হয়, বৈশাখ মাসে তাহার ফল

পাওয়া যায়, ইহাকেই সাধারণে 'বৈশাখী' লাহা বলে।

যেমন প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা ইক্ষুরস হইতে গুড় চিনি মিছরী প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ লাক্ষা হইতে গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। মানভূম, হাজারিবাগ, রাঁচি, চাঁইবাসা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার বাঙ্গালিদিগের অনেকগুলি গালার কুটি আছে। ইংরেজগণও এই গালার কার্য্যে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। মৃজাপুর ও কলিকাতা রাজধানীতে ইংরেজদিগের কয়েকটী কুঠি আছে, তাহাতে গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেমন বাঙ্গালির নীলকুঠিজাত নীল হইতে ইংরেজের নীল অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা যায়, তেমনি বাঙ্গালীর গালা হইতে ইংরেজের গালা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। লাক্ষাগুলি যখন বৃক্ষশাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিবেষ্টিত থাকে, তখন তাহাকে 'খাড়ি' লাহা বলে। পরে উহাকে যখন কাষ্ঠখণ্ড হইতে পৃথক করা হয়, তখন উহাকে 'ডাইল' নামে অভিহিত করা হয়। ঐ ডাইলগুলি উত্তমরূপে জলে ভিজাইয়া রাখিলে, উহা হইতে এক প্রকার রক্তবর্ণ ক্বাথ নির্গত হয়, তাহাকে রঙ্গজল বলে। ঐ রঙ্গজল হইতে নীলবড়ীর মত এক প্রকার রঙ্গবড়ী প্রস্তুত হয়। বাজারে ইহা প্রতি মণ ৭০৲ বা ৮০৲ টাকা মূল্যে পূর্ব্বে বিক্রীত হইত। এখন আর কুসুমী রঙ্গের বড়ী বাজারে বিক্রীত হয় না। ফ্রেঞ্চ রঙ্গের আমদানি হওয়ায় কুসুমী রঙ্গের কাটতি এককালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন ঐ রঙ্গজলগুলি মজুর দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে পূর্ব্বোক্ত ভিজা লাক্ষাখণ্ডগুলি উত্তমরূপে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া সাজিমাটির জলে ভিজাইয়া, পুনরায় উহাকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। যখন দেখা যাইবে যে, উহা উত্তম পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন উহাকে অগ্নিসন্তাপ দ্বারা মোটা কাপড়ে ছাকিয়া কলাগাছের খোলার সাহায্যে, চাঁচ গালা বা বড় গালা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইতে থাকে।

লাক্ষার আড়াই গুণ মূল্যে গালা বিক্রিত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে ইহা হইতে বার্ণিশ রঙ্গ প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠের কার্য্যে এই এই বার্ণিশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(বঙ্গবাসী)

HOMEOPATHIC NOTES. POINTERS.

গুল্ম বায়ুগ্রস্থা হিষ্টিরিয়ার রোগিনী যখন গলদেশে গোলা উঠিতেছে এইরূপ উপসর্গের কথা প্রকাশ করে, সে স্থলে ইগ্‌নেসিয়াই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যে সকল রোগিনী মস্তকের নিম্নে হস্ত-স্থাপন করিয়া শয়ন করে, তখন আর্সেনিক বেলেডোনা, প্লাটিনা এবং জেলসিমিনমের কথা স্মরণ করা উচিত। প্লাটিনমের রোগিনী মস্তকের উপরে হস্ত-স্থাপন করিয়া শয়ন করে, তাহার জননেন্দ্রিয়ে অতিশয় টাটানী ভাব (Tenderness) থাকে, তাহা স্পর্শ করিতেও সে কাতর। ক্রিমি রোগে যখন শিশু তাহার মস্তক পশ্চাদ্দিতে হেলাইয়া শয়ন করে (Throws backward) তখন তাহাকে সিনা দেওয়াই প্রশস্ত।

স্পঞ্জিয়ার রোগীও যখন নিদ্রা যায় বা বসিয়া থাকে, তখন তাহার পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইয়া দেয়। যে সকল রোগীর (Heart deseasc) হৃদ-যন্ত্র পীড়িত, তাহারাও পশ্চাৎদিকে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকে।

ষ্টাফিসেগ্রিয়ার রোগী সম্মুখদিকে ঝুকিয়া থাকে, মুখ হইতে জীহ্বা বাহির হইয়া পড়ে, এবং ইহাদের জীহ্বায় বেদনা এবং ফুলা বিদ্যমান থাকে।

পীড়ার সময় স্ত্রীলোকেরা মাথার উপর হাত স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায়। এই অবস্থার জন্ত অন্যান্য ঔষধের এই লক্ষণ থাকিলেও Pulsatilla পলসেটিলা একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঔষধ।

পুরুষের এইরূপ অবস্থায় Nuxvomica একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

American Physician.

HYPERICUM.

হাইপেরিকম।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)।

কোন পুরাতন ক্ষত কোন দ্রব্যে লাগিয়া আহত হইলে তাহার পর সেই ক্ষত স্থানে যন্ত্রনা আরম্ভ হইয়া যদি তাহা শরীরের মধ্যে একটী স্নায়ু ধরিয়া ছুঁচ ফুটানর মত তীব্র বেদনা প্রশারিত হইতে লাগিল, ঘাড় ও পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড বেদনাযুক্ত হইতে লাগিল তখন হাইপেরিকমই উৎকৃষ্ট ঔষধ (the medicine)। তাহার পর এইরূপ ক্ষতের জন্য অন্যান্য ঔষধও অনেক আছে, তাহার মধ্যে আর্ণিকা একটী ঔষধ, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু যেখানে ঘর্ষণে বা আঘাত লাগিয়া বেদনা, সে বেদনা পূর্ব্বকথিত বেদনার ন্যায় উর্দ্ধদিকে স্নায়ু ধরিয়া যেখানে না যায়, সেখানে আর্ণিকা দ্বারা উপকার হয়। কিন্তু ক্ষত মুখে কদাচ আর্ণিকা ব্যবহার করা উচিত নহে, ইহা দ্বারা ইরিসিপ্লাস বা বিসর্প রোগ আনয়ন করা হয়, তাহাও সাংঘাতিক পীড়া। অনেক অজ্ঞ লোক না বুঝিয়া এই সর্ব্বনাশ করিয়া বসে।

"Bruises of Bone and Bruises of Cartilages, Bruises of tendons, of

the insertion of tendons, bruises about cartilages, about joints *Ruta* is better remedy than any other medicines; if we study the proving of *Ruta*, we will not be surprised, because it produces such things. Lingering sore, bruised places on bones, in joint and upon cartilages. But *Lendum* comes in very often as preventive medicine. It is a preventive medicine which an accident happens in the fingers. If some body steps on a nail or tack or sticks a splinter under a finger-nail or into the foot. If a horse picks up a nail, pull it out and give him a dose of *Ledum*; there will never be trouble, he will not go into lock-jaw. These punctured wonnds rat-bites, cat-bites &c. are all Ledum; that is Ledum prevents the shooting pains that naturally comes and nerves will never be involved, again if the pain is dull aching in that part that was injured, in the wounds *Ledum* still is the remedy, if it shoots from the wound up the nerve of the arms, it is more like *Hypericum*.

(ক্রমশঃ)।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

পিত্তলের উপর বিবিধ প্রকার রং ফলাইবার প্রণালী।

পিত্তলের জিনিষের উপর নানা প্রকার রং করিবার কতকগুলি উপায় আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি পাঠকগণের জন্য প্রদত্ত হইল।

পিত্তলের উপর কমলালেবুর ন্যায় অথবা খাটী স্বর্ণের ন্যায় রং করিবার উপায়। প্রথমে পিত্তলের দ্রব্যকে উত্তমরূপে পালিশ করিয়া লইতে হইবে, তাহার পর Nutral solution of crystalized copper accetate নিউট্রাল সলুশন অব ক্রিষ্টালাইজড্ কপার এসিটেট্ এ কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ডুবাইয়া তুলিয়া লইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই ঠিক খাঁটী স্বর্ণের ন্যায় পিত্তলের রং হইয়া যাইবে।

২। যদি পিত্তলকে শুদ্ধ কপার সলুশনের বাথে ঐরূপ ডুবাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে Grayish green রং হইয়া যায়।

৩। পিত্তলের উপর ভাওলেট্ বা—বেগুনী রং করিতে হইলে পিত্তলকে এমন ভাবে গরম করিয়া লইতে হইবে যে, তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায়, এইরূপ উত্তপ্ত করিয়া লইয়া Chloride of Antimony, ক্লোরাইড্ অফ্ আণ্টিমোনির সলুশনে চুবাইয়া লইয়া একটা কাষ্ঠখণ্ডে কাপড় জড়াইয়া পালিস করিলে Violate colour হইয়া যায়।

STEEL BLUE COLOUR ON BRASS.

সলফাইড্ আণ্টিমনি	৩ ড্রাম।
ক্যালসাইড্ সোডা	৪ আঃ

১॥০ পাইট জলে দ্রব করিয়া একটা সলুইসন কর।

এই সলুইশনে ৫॥ ড্রাম Kermes দিয়া ফিলটার করিয়া লও। এই সলুইসনটাকে টারটার, ১১ ড্রাম সোডা হাইপোসলফাইড্ সলুইসনে মিশাইয়া লও, যদি পিত্তলের পালিশ করা পাতকে, উপরোক্ত সলুইশনকে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে চুবাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ইস্পাতের যেমন একটা উজ্জ্বল নীলাভ রং থাকে, পিত্তলের উপর সেই প্রকার রং হইয়া যাইবে।

উইপোকার দৌরাত্ম্য নিবারণের উপায়।

এই উইপোকার বিনাশ সাধন মানববুদ্ধির অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে কতকগুলি উপায়ে ইহার দৌরাত্ম্য অনেকটা নিবারণ করিতে পারা যায়। অনেকে আমাদিগকে ইহাদের বিনাশ সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু একেবারে ইহা সবংশে বিনাশের উপায় জানি না বলিলেই ঠিক সত্য কথা বলা হয়।

দৌরাত্ম্য নিবারণের উপায়।

১। কিটিংস পাউডার—পুস্তকাদির আলমারী বাক্সে ছড়াইয়া রাখিলে উই ধরে না।

২। ন্যাপ্থালিন দিয়া রাখিলে ইহারা সে দিকে ঘেঁষে না।

৩। ক্যারোসিন, আল্কাতরা।

৪। ক্রসোলিনম "Brunolinum" ইহা কাষ্ঠে দেওয়ালে মাখাইয়া দিলে উই ধরে না। কলিকাতায় ইহার সোল এজেন্টস্ Messrs. Grandage, Moir & Co. Ld., *15, Clive Row, Calcutta.*

Collections.
সারসংগ্রহ।

বিলাতি বেগুণ—

এখন আমরা তরকারিতে বা চাটনি প্রস্তুত করিয়া টমাটো খাইতে শিখিয়াছি। য়ুরোপীয়গণ টমাটো অতিবিস্তর ব্যবহার করেন। অনেকের ধারণা টমাটো খাইলে চেহারা লাল হয়। এ ধারণা, অমূলক নহে। রক্ত পাতলা হইলে রক্তে লৌহভাগ কমিয়া গেলে লোকের চেহারা ফ্যাঁকাসে হইয়া যায়। খাদ্যে লৌহের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই তখন একমাত্র উপায়, ডাক্তারেরা বলেন—

"Tomato—As a food for supplying iron, it is far superior to many of the combination of iron so commonly used as a means of enriching the blood" অর্থাৎ রক্তের সংশোধন মানসে লৌহের সংমিশ্রনে যত প্রকার ঔষধাদি ব্যবহার করি, টমেটো তাহাদের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা আহার এবং ঔষধ—দুই। টমেটো বা বিলাতি বেগুণ এদেশেও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে।

মূলধন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সেক্রেটারি, ধাত্রিগ্রাম
কৃষি-ব্যাঙ্ক লিখিত।

ধনাৎ ধর্ম্মং ততঃ সুখম্।

আমরা পরের কাজ বেশ গুছাইয়া করিতে পারি, পরের কাজে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু আপনার কাজে যে দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইতে হয়, যে অধ্যবসায়ের আবশ্যক হয়, যেরূপ সকল দিকে চক্ষু রাখিয়া চলিতে হয় আমাদের সেই অভ্যাসগুলি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা পরমুখাপেক্ষী হইয়া এই সদ্‌গুণগুলি হারাইতেছি। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন কাজে সিদ্ধিলাভ হয় না। কাজে না নামিলে আমাদের কি অভাব আমরা বুঝিতে পারি না। ঠেকিয়া না শিখিলে মানুষের চরিত্র গঠন হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রেই আমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্র। কাজ করিতে করিতেই আমরা কাজে দড় ও দৃঢ় হই—এক কথায় কাজের লোক হই। পরের আজ্ঞাবাহী হইয়া থাকিলে এ সকল গুণ অর্জ্জনের অবসর কোথায়?

ত্যাগীর কথা স্বতন্ত্র। সংসারে থাকিতে হইলে অর্থের নিত্য প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দিন এখন আর নাই। আমাদের (বাঙ্গালীর) মধ্যে সুত্রধারী ব্রাহ্মণ বা মসী জীবী ক্ষত্রিয়ের অভাব না থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে আমাদের অধিকাংশই এখন বৈশ্য ও শূদ্র।

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্র স্যাবি স্বভাবজম্॥
গীতা ১৮।৪৪

আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই উল্লিখিত কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। আমাদের বাহ্যিক চাকচিক্য ভাল হইলেও বৈদেশিক বিলাস দ্রব্যে প্রলুব্ধ হওয়ায় সঞ্চয়ের অভ্যাস একবারে লোপ পাইয়াছে। ফলে দিন মজুরি করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। আত্ম নির্ভরশীল হইয়া শিল্প বাণিজ্যাদির যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলেই প্রথম আবশ্যক মূলধনের। ধন বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে তিনটী জিনিষের আবশ্যক:—

১। স্বভাবদত্ত সুবিধা
২। পরিশ্রম।
৩। (Capital মূলধন অর্থাৎ যে ধন হইতে অন্য ধনের উৎপত্তি হয়।

প্রথম দুইটী অর্থাৎ স্বভাবদত্ত সুবিধা ও পরিশ্রম ইচ্ছা করিলে সকলেরই আয়ত্বাধীন কিন্তু মূলধন মিলাই কঠিন কথা। মূলধন সঞ্চয় সাপেক্ষ! আমাদের শাস্ত্রেও অর্থ সঞ্চয়ের নানা উপদেশ আছে যথা—

অর্থেনহি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্প চেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃসর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥
যস্যার্থস্তস্য মিত্রানি যস্যার্থস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
যস্যার্থঃ স মহাবাহু যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ॥
রামায়ণম্।

কর্ত্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যম্··· ॥
অর্থাগমো নিত্যম্···জীবলোকেষু
সুখানি রাজন্॥
ন বন্ধু মধ্যে ধন হীন জীবনম্... হিতোপদেশঃ।
দারিদ্র দোষঃ গুণরাশি···। ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তি স্বভাবদত্ত বনজ পুষ্প সংগ্রহে পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া এবং সেই সংগৃহীত পুষ্প বিক্রয় দ্বারা (মূলধন ব্যতিরেকে) অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। তাঁহার আহারাদির ব্যয় বাদে ঐ উপার্জ্জিত অর্থের যে অংশ ভবিষ্যতে অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে নিয়োগের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাই মূলধন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সঞ্চয় ব্যতীত কেহ আত্ম নির্ভরশীল হইতে পার না।

শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক গৃহস্থকে আয়ের চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিতে উপদেশ দিতেছেন। সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক সংসারের কল্যাণে অসময়ে ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, অপরার্দ্ধ যোগ, দান, অতিথিসৎকার ও স্বদেশ সেবায় নিয়োজিত হইবে। এই প্রকার প্রণালী মত কৃষি বা ব্যবসায় যাহাতে যে মূলধন নিয়োগ করা হইবে, তাহা ৩ অংশে ভাগ করিয়া একাংশ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে, দ্বিতীয়াংশ সাময়িক অভাব পূরণের নিমিত্ত নিয়োজিত থাকিবে এবং লভ্য মুনফা হইতে তাহা যথা-

সম্ভব পূরণ করিয়া রাখিতে হইবে। অবশিষ্টাংশ সঞ্চিত থাকিবে। অভাবনীয় কোন বিঘ্ন বিপদ হেতু অন্য কার্য্যে ক্ষতি খাঁসারাৎ হইলে তবে তাহা হইতে ঋণস্বরূপ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে এবং সুবিধা পাইলেই সুদ সমেত সেই ঋণ পরিশোধ করা হইবে। উচিত সময়ে আবশ্যক মত অর্থ না মিলিলে কার্য্যের বিশৃঙ্খল হয়। মূলধনকে এ প্রকার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিলে কোন কাজেই নিষ্ফল প্রয়াস হইবে না।

শুনিতে পাওয়া, যায় জাপানে প্রত্যেক ছাত্রকে বিদ্যালয় সংলগ্ন সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং যাহাদের সঞ্চয় অধিক হয়, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ পারিতোষিক দিয়া উৎসাহিত করেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় সে দেশের ছাত্রগণ পাঠ সমাপনান্তে যখন জীবন সংগ্রামের দ্বার দেশে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকে আমাদের ন্যায় ভবিষ্যত অন্ধকারময় দেখিতে হয় না।

অর্থ উপার্জ্জন অপেক্ষা সঞ্চয় করা কঠিন তর কার্য্য। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, নগদ টাকা হাত ছাড়া না করিলে তাহার যেন "হাত পা" হয় অর্থাৎ কোন দিক দিয়া যে খরচ হইয়া যায়, তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। সেই জন্যই লোকে নিম্নলিখিত উপায়ে হাতের টাকা জোড়া করিয়া ফেলে।

১। অলঙ্কার তৈয়ারী করা।

২। তেজারতী বা ধার দেওয়া।

৩। কোন মহাজনের (ব্যবসাদারের) নিকট জমা রাখা।

৪। কোন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া।

৫। ডাক ঘরে জমা দেওয়া।

৬। জমি খরিদ।

উল্লিখিত কার্য্যগুলির সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে আমরা একে একে আলোচনা করিব।

১। অলঙ্কার তৈয়ারী—সঞ্চয় উদ্দেশ্যে অলঙ্কার তৈয়ারী করার আমরা পক্ষপাতী নহি, —কারণ (ক) স্বর্ণকারকে বাণি পান মরতা হিসাবে যেমন করিয়াই হউক শতকরা ২০৲ টাকা দিতেই হইবে। সুতরাং গড়ানির সময়ই একশত টাকার দ্রব্য ৮০৲ টাকা হইয়া গেল। (খ) শিল্প বাণিজ্যের অভাবে আমাদের দিন যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, একমাত্র শোভা বর্দ্ধন ছাড়া আয়কর নহে। এমন কোন কাজে অর্থ নিয়োগ করা অনুচিত। (গ) ইহাতে বিলাস বাসনা বর্দ্ধিত হয়। শতকরা ২০৲ ২৫৲ টাকা লোকশান দিয়া এরূপ মানষিক অবনতি ক্রয় করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। ইত্যাদি।

২। তেজারতী বা টাকা ধার দেওয়া— এই কাজটীতে লাভ বা আয়ত্বসুখ আছে, কিন্তু সুদের লোভে টাকা ধার দিয়া অনেক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িভূত হইতে হয়।

৩। কোন ব্যবসাদারের মারফত টাকা খাটাইলে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু (যে দেশে শতকরা ৮০ জন লোক পল্লীগ্রামবাসী ও কৃষক শ্রেণীস্থ) পল্লীগ্রামের লোকের সে সুবিধা অত্যন্ত অল্প, কারণ সেরূপ নামজাদা, বড় ও বিশ্বাসী ব্যবসাদার সহর বাজারেই পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া দুই এক টাকা করিয়া জমা দিয়া যাহাদিগকে সঞ্চয় করিতে হইবে, সেই সকল লোকের সহিত এই শ্রেণীর মহাজনেরা কারবার করিতে প্রস্তুত হন না।

৪। কোন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া—এরূপ ব্যাঙ্ক সহরেই আছে সুতরাং পল্লীগ্রামের লোকের উহাতে টাকা জমা দেওয়া সকল সময়ে সুবিধা হয় না। ইহা ব্যতীত তাঁহারা দুই এক টাকা লন না। সুদের লোভ "কোথাকার কে ঠিক নাই" এমন স্থানে আমাদের মত লক্ষ্য শিক্ষানবিশের টাকা রাখিতেও সাহস হয় না। সে দিন বর্ম্মা ব্যাঙ্ক, পিপলস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ফেল হওয়ায় কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

৫। ডাকঘরে টাকা জমা রাখা নিরাপদ সন্দেহ নাই কিন্তু সুদ নাম মাত্র। যে টাকা চাহিবা মাত্র (At call) পাওয়া যায়, তাহা সঞ্চয় করা কঠিন বা অসম্ভব।

৬। জমি খরিদ নিরাপদ সত্য, কিন্তু খাজনার হিসাবে সাধারণতঃ বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকার বেশী আয় হয় না। দুই এক টাকায় জমি খরিদ হয় না? সে কারণ প্রথমতঃ সঞ্চয় না করিলে একার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব।

সঞ্চয়ের সদুপায়—১৯১২ সালের ২ আইন অনুসারে প্রতি পল্লীতে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী স্থাপন করিয়া অন্ততঃ দুই এক টাকা করিয়াও তাহাতে সঞ্চয় করুন।

সুবিধা।

১। এরূপ অধিক হারে সুদ কোন ব্যাঙ্কই (কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ব্যতীত) দিতে পারে না।

২। আমানতকারীগণ ইহার কার্য্য পরিচালনা করায় ইহার শুভাশুভ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারেন।

৩। ব্যাঙ্ক সংগৃহীত অর্থ সাধারণ কুসীদ জীবিগণ অপেক্ষা অল্প সুদে দাদন করিয়া গৃহ-শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

৪। এইরূপ ব্যাঙ্ক (of unlimited liability) স্থায়ী আমানত (fixed deposit) ভিন্ন অন্যরূপ আনামতের নিয়ম না থাকায় সঞ্চিত অর্থ সহসা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

৫। ঋণ করিতে হইলে অধিক সুদ দিয়া কুসীদজীবির দ্বারস্থ হইতে হইবে না, এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ লইবার চক্রবৃদ্ধি সুদ, ব্যাগার, ওয়াশীল ছাট প্রভৃতির ভয় নাই।

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

৬। এইরূপ ব্যাঙ্কের লাভের টাকা হইতে যে রিজার্ভ ফণ্ড খোলা হয়, তদ্দ্বারা গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি নানা দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

৭। গ্রাম্য বারওয়ারি প্রভৃতি নানা তহবিলের টাকা অনেকে আত্মসাৎ করে। এইরূপ একটী ব্যাঙ্ক নিকটে থাকিলে ঐ সকল তহবিলের টাকা উহাতে জমা রাখিয়া উহার তচ্ছ্রূপ বন্ধ করিয়া অনেক সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

আমরাও বলি, এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রত্যেক গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কাঃ সঃ।

রঙ করিবার গাছ গাছড়া।

উত্তর সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই কাঁঠাল বৃক্ষ জন্মায়, ইহার কাষ্ঠে নানাপ্রকার আসবাব তৈয়ারি হয়। নানাপ্রকার খোদা দ্রব্য ও ব্রুসের তলা তৈয়ারি জন্য এই কাষ্ঠ বহুল পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে, ইহার ফল, কি কাঁচা কি পাকা উভয় অবস্থাতেই আমাদের যত উপকারে লাগে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। আবার অন্যান্য ফলের বীজ বা আঁটী যেমন ফেলিয়া দেওয়া হয়, ইহার তদ্রূপ নয়। কাঁঠাল বীজ, কেবল আমরা কেন, সাহেবেরাও আদর পূর্ব্বক খাইয়া থাকেন, কিন্তু খাদ্য ও আসবাব ছাড়া আরও কোন্ বিষয়ের জন্য কাঁঠাল কাঠ আবশ্যক তাহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। কাঁঠাল কাঠে সুন্দর পীত রঙ তৈয়ার হয়, কাষ্ঠ ছাড়া কাঁচা ফলও কখন কখন রং করিবার জন্য দরকার হয়। অযোধ্যায় ইহার ছাল এবং সুমাত্রা ও যব দ্বীপে ইহার শিকড় হইতে ও এই দেশে ইহার ফল ও কাষ্ঠে নানা প্রকার রং প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশীয়দিগকে অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে সকল রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা যায়, তাহার মধ্যে পীত বর্ণের বস্ত্র বা চাদরই অধিক। বিশেষতঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পুরোহিত মাত্রেই পীতবসন পরিধান করিয়া থাকেন, এই পীত বর্ণ প্রধানতঃ কাঁঠাল কাঠ হইতেই তৈয়ারি হয়।

প্রোম, বাসিল ও পেগু জেলাত্রয়ে কাঁঠাল কাঠের সারভাগকে "পানে নাই" বলে, এই সারভাগ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ও জলে সিদ্ধ করিয়া ও ছাঁকিয়া পরে তাহাতে অষ্ট্রেলিয়া দেশোৎপন্ন "য়্যাপেল ওয়াট" নামক বৃক্ষের ছাল সিদ্ধ করিয়া অম্ল জলের কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিলেই পাকা পীত বর্ণ তৈয়ার হয়, ইহাতে রেশমী সুতা ছোপাইলে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে।

বঙ্গ দেশের মধ্যে রাজসাহী ও মালদহ জেলায় অনেক রঙরাজ আছে, ইহারা কখন শুদ্ধ কাঁঠালের করাতের গুঁড়া, কখনও বা গুঁড়া ও ফটকিরী একত্রে সিদ্ধ করিয়া রঙ প্রস্তুত করে। চট্টগ্রামে করাতের গুঁড়ার পরিবর্ত্তে কাঁঠালের ছাল এবং অসার অংশ বাদ দিয়া সার ভাগ টুকুকে গুঁড়া করিয়া সিদ্ধ করা হয়। ত্রিশ সের জলে পাঁচ পোয়া হইতে দেড় সের করাতের গুঁড়া অল্প ঢিমা জ্বালে সিদ্ধ করিয়া আন্দাজ বার সের থাকিতে নামাইয়া জলটুকু বেশ ঠাণ্ডা হইলে উহাতে রেশমী সুতা দুই ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। দুই ঘণ্টা পরে সুতাকে নিংড়াইয়া ও ছায়ায় শুকাইয়া লইলেই পীতবর্ণ হয়, কিন্তু একবার ছোপাইলে ভাল রঙ হয় না। এজন্য উপর্য্যুপরি ২।৩ বার ঐরূপ করা দরকার। শুদ্ধ কাঠের রঙ অধিককাল স্থায়ী হয় না, এজন্য কাঠ সিদ্ধ করিবার সময় একটু ফটকিরী বা অপর কোন অম্ল জল দেওয়া আবশ্যক। রঙ গাঢ় করিতে হইলে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাও মিশাইতে পারা যায়।

ফটকিরী না মিশাইয়া অন্য প্রকারেও রঙ করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ যে কাপড় বা সুতাগুলিকে রঙ করিতে হইবে, তাহা গরম জলে একটু সাজিমাটী দিয়া সেই জলে ধুইতে হয়, তারপর তাহাকে শুকাইয়া আবার ফটকিরী জলে ডুবাইয়া শুষ্ক করিতে হয়, অবশেষে পূর্ব্ব কথিত গুঁড়া ও খুব ছোট টুকরা কাঠ সিদ্ধ করিয়া ঐ জলে সুতাগুলিকে আবার দুইবার ছোপাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলেই আবশ্যকীয় রঙ প্রস্তুত হইতে পারে।

নীলবড়িও কাঁঠালের গুঁড়ায় সবুজ রঙ তৈয়ার হয়, ইচড়ের রস ও আইচের শিকড় একটু চুণের সহিত সিদ্ধ করিলে এক প্রকার লাল রঙ তৈয়ার হয়।

লটকানে ক্ষার মিশাইলে রং শীঘ্র গলিয়া যায়, কিন্তু বর্ণটা একটু হলদে হইয়া পড়ে, কিন্তু এইরূপ হলদে রঙযুক্ত রেশমকে ভিনিগার, ফটকিরীর জল বা লেবুর রসে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলেই উহা পুনরায় জরদা রঙে পরিণত হয়। বঙ্গদেশে কেবলমাত্র বীজভিজান বা সিদ্ধ করা জলে দেশী রঙরাজেরা রেশমী সুতা বা বস্ত্রাদি রঙ করে তাহা অধিক দিন থাকে না। কোন কোন স্থলে ১ ভাগ বীজ ২৪ ভাগ জলে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিয়া নরম হইলে তাহা অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ১ অংশ জল মরিয়া গেলে জলটী নামাইয়া তাহাতে ফটকিরী ও কিঞ্চিৎ নারিকেল জল মিশাইয়াও ছাঁকিয়া তাহাতেই বস্ত্রাদি রঙ করা হয়, কিন্তু এ সকল উপকরণ অপেক্ষা ফটকিরী ও লেবুর রসই রঙ স্থায়ী করিবার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়।

পলাশ, লটকান, সাজিমাটীও ফটকিরীতে জরদা রঙ প্রস্তুত হয়, কিন্তু ইহা অধিক দিন থাকে না। কমল গুঁড়ির সহিত লটকান মিলিত হইতে যে সুন্দর জরদা রঙ তৈয়ার হয়, তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা ছিল, আর লইব না।

আচ থা দারুহরিদ্রায় রঙ করিবার পূর্ব্বে কাঁটাকালের ছাল সিদ্ধ করা জলে সেই বস্ত্রের "জমি" করিয়া লইলে আচের লাল রঙ ভাল রকম ধরে। সর্ব্বজয়ার বীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে সিদ্ধ ও কিঞ্চিৎ ফটকিরী মিশাইলে লাল রঙ প্রস্তত হয়। আর শেফালিকা ফুলের হরিদ্রাভ বোঁটা গুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরে ফটকিরীসহ জলে সিদ্ধ করিলে সুন্দর পীতবর্ণ হয়। ইহাতে কাপড় ছোপাইলে দীর্ঘকাল রঙ থাকে। ক্রঃ

লেঃ—শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত
কৃশিদা (মুরশিদাবাদ।)

Lvery man is bound by every law of life to do the best for himself. It will not prevent him from doing his best for other people, but we must remember this fact: there is one great principle governing the world, which is that of self-interest.

—*Joseph Lyons*

হস্তিদন্ত জুড়িবার সিমেন্ট।

উত্তপ্ত জলে ফটকিরি দ্রবীভূত করিয়া অতিশয় ঘন কর। অতঃপর ভগ্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটির অংশের মুখে লাগাইয়া বেশ করিয়া দুইটি মুখ জুড়িয়া যতক্ষণ না শুষ্ক হয়, ততক্ষণ টিপিয়া ধর। এইরূপে জুড়িলে জোড় অনেক দিন ঠিক থাকে।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক
১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ||০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্ত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ডিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বান্ধান, পরিস্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধি ও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৷৶০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র সকলেরই প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এন্, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
আন্দুলবেড়িয়া পোঃ, জেলা নদীয়া।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ „	৫৲ „	৪৲ „	৩॥০ „
¼ „	৩৲ „	৩।০ „	২৲ „
১ কলম	৩৲ „	২॥০ „	২৲ „
½ „	১৸০ „	১॥০ „	১।০ „

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। | New Series. September 1918. | নূতন সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ১৯১৮। | Vol. XII. No 9

কাজের লোক আফিস, ১৭ নং ঠাকুর দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

মূল্য ৷৷০ আনা, ডজন ৫৲ টাকা।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

জারমলীন বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানুন।

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ভারত বিখ্যাত দ্রব্য সমূহ।

কালী।

ব্লাক প্রত্যেক ৵০ ডজন ২৲

কোয়ার্ট " ১০ " ৷৵০

ব্লু ব্ল্যাক পাইট প্রত্যেক ।০, ডজন ২৸০, কোয়ার্ট প্রত্যেক ।০, ডজন ৫।০, লাল পাইট প্রত্যেক ৷৵০, ডজন ৩৲, কোয়ার্ট ।৵০, ডজন ৭৲ টাকা।

চণ্ডী পাঁচন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ছাড়িয়া যায় কুইনাইন খাইবার আবশ্যক হয় না। চণ্ডী পাঁচন আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত, ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়া সম্ভূত কুইনাইন আটকান জ্বর, যকৃত, প্লীহা, ন্যাবা, জ্বর উদরী প্রভৃতি অতি অনায়াসে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

মূল্য—বড় বোতল ১৲, মাঝারি ৸০, ছোট ৷৷০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

কল্যাণী তৈল।

নামেও কল্যাণী কাজেও কল্যাণী। এই তৈল সামান্য পরিমাণে মস্তকে মর্দ্দন করিলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দায়িকা সুগন্ধি প্রতিভাত হয়। ব্যবহারের পরেও দুই দিবস স্থায়ী গন্ধ থাকে। বাজারের চলিত তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা খাঁটি তিল তৈলে প্রস্তুত, কেমিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেশ ও মস্তিষ্ক পীড়ার উৎকৃষ্ট সামগ্রী।

প্রতি শিশির মূল্য ৸০ আনা, ডজন ৮৷৷০ টাকা।

ভিঃ পি খরচ স্বতন্ত্র জানিবেন। মফঃস্বল খরিদ্দারদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

পি, এম, মিত্র এণ্ড কোং, সোল প্রোপ্রাইটার বি, সি, চ্যাটার্জ্জী, ৬৬ নং সাঁকারীটোলা লেন, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা।

Registered No. C. 401.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ। ৯ম সংখ্যা। | New Series — নব পর্য্যায়। | September 1918. * সেপ্টেম্বর ১৯১৮। | Vol. XII. No. 9

Selections.

EYE-CATCHERS.

There are advertising experts who hold that the use of "eye-catchers" is out of date, and that the advertiser's whole effort should be directed toward convincing the reader. This is a very pretty theory, but lacks practical efficiency when generally applied. Eye-catchere are useful in all cases and essential in many cases. The mamoth ads of the large department stores do not find them a necessity, because those ads. are largely watched for each day by a big army of bargain hunters; but there can be no reasonable doubt that the surest way for a small ad. to compete successfully with the gigantic announcements by which it is surrounded is by the employment of what are termed "eye-catchens" An ad. must catch the eye of the reader before it has an opportunity to proceed with the good work of convincing him.
—*Profitable Advertising.*

ADVERTISING POINTERS.

There is the story told of the man who once came out of the pangs of doubt with the firm resolve to advertise. He did so conscientiously for five consecutive days and began to figure industriously on results as soon as his contract with the publisher had been entered into. At the end of this abbrebiated test he was astounded to find that he had not grown rich and prosperous in business. He was just as sensible and sanguine as the youthful granger, who planted corn in the evening with a view to having roasting ears for breakfast. So this man stopped his advertising, returned to the old rut, soured on the community because it did not give him a paying patronage, and finally closed his mercantile establishment at the suggestion of the sheriff.

Such is very apt to be the fate of back numbers. Another instance of what is liable to befall the man who does not advertise is shown in the story of the worthy bachelor who would now have been the happy head of a family had not fate dealt with him through a merchant who would probably have been up to date a century ago. The bachelor purchased a pair of socks. This is not mentioned as anything unusual even on the part of a man who has no wife to look after him, but in the toe of one of the stockings was found a note which read: "I am a young lady of 20, and would like to correspond with a bachelor, with a view to matrimony." This struck the recipient as a direct interposition of providence and he at one entered the lists in response to the ditect invitation. He wrote her a perfumed letter, carefully studied and prepared with a view to making the best possible impression. Back came an answer by return mail: "I was married five years ago last Christmas. The man with whom I was formerly employed did not advertise." The unfortunate bachelor who had it thus "socked" to him has never since found a fitting object for his affections, and is living through a gloomy, comfortless old age.

The *Book-Keeper* has no intention of betraying state secrets, but it has had experience with many of the short-sighted men who will not advertise. They may take chances on all other kinds of investments, even to the buying of goods that are out of date or to accepting prices in accordance with quotations that are from a week to sixty days of age, but they can not be induced to make that one sure investment that is to be had in the judicious use of printer's ink. They will cling tenaciously to a dollar that would make them ten, if judiciously used in the direction indicated, or, in case they make a venture, are disgruntled if returns are not both numerous and enormous. A certain dealer recently plunged to the extent of putting a single advertisement in the *Book-Keeper* at a cost of $6. As soon as practicable after the issue was out he wrote that he had received but 292 replies to the ad., and for that reason concluded that the publication was a snare and delusion. It was evident that he expected an order from every one of our subscribers, and as the returns did not exceed five or six hundred times the amount he expended, we would not be surprised to have him commence a damage suit at any time. —*The Book-Keeper.*

A LESSON IN ADVERTISING.

A wholesaler in this city had one of the brightest and most impressive lectures on advertising read to him by a country merchant last week that he has ever heard in his life. This country merchant is not one of the ordinary merchants. He is a character in his way, a Hibernian, and with his full share of the proverbial wit. This merchant lives in a small city of the State, and buys the better part of his goods in this city. He was in on a buying trip, and passing a wholesale house, he observed paper napkins in the windows. He went to look at them, for he had sale for such things in his store.

"An' do ye have paper napkins to sell?" he asked of the wholesaler. He did have them, he said: "An' how the devil do I be knowin' that ye have paper napkins to sell, if I don't come down here and happen to see them in the windy? Why don't ye tell a man ye have paper napkins? Why don't ye advertise in the *Commercial Bulletin*? Then we'd know what ye had to sell." The merchant told him that he did advertise in the *Bulletin*, which was true.

"Ah, yis," said the merchant, "An' how do ye advertise? Ye put

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা ছিল, আর লইব না।

a cut of your buildin' in the paper. Now, what the devil do I be wantin' to see the cut o' yer building for ? I don't care for yer old buildin'. It's what's in yer buildin' that interests me. If ye have paper napkins, say ye have paper napkins, and don't be a showin' us a picture of your big sthore. That's the way I'm a goin' to sell these paper napkins. I am buyin' of ye. I put an advertisement in me paper at home to tell the people of me town that I have paper napkins to sell and the price they have to pay for thim." This wholesaler told me that he had more good advertising sense rubbed into him in ten minutes by this merchant than he had found in books in the past ten years.—*Hardware Trade.*

CIRCUMSTANCES.

Circumstances make the successful advertiser, as well as the statesman, and the man who makes his announcements at the right time and in the proper manner, hits the popular vein. Such a man does not need to rely on the suggestion of superannuated ad-smiths. He studies his surroundings, observes the characteristics of the people, and puts on sale those articles which will suit them and at prices they can afford to pay.—*National Advertiser.*

SUCCESS IN ADVERTISING.

It is but seldom that success in advertising is attained by accident. Intelligent, persistent effort is the main factor in its achievement.

There is no other one thing with which I have so much trouble as this lack of persistency among advertisers. They lack the nerve to fight long and hard. While they will expend a good deal of cash and energy in making a single plunge, they will grow tired if called upon to expend the same amount through a campaign of six months. The road to success is an uphill road all the way. Do not try to spurt. For a little way it goes easy and you get over the ground fast ; but the goal seems all the further way when the nervous energy in that spurt is spent. There are but 40 per cent. of advertisers who make their advertising pay. The rest never learned that persistency in advertising is the one vital necessity. They jumped into advertising without preparation in the way of the money to meet the expense or the experience to keep from wasting it. They failed to consider that the creation of trade through advertising was long process. They plunged, got a little business for a time, and failed ultimately, or soon found that advertising was costing them far too much for the amount of business they did.—*Inland Printer.*

DON'T OVERDO.

Don't overdo a thing. It is better to be your plain self and tell the truth, than put on too many airs and try to deceive the public. A smooth-faced man might look prettier with a full beard, but his friends wouldn't recognise him till they learned the truth of the sudden growth of whiskers. So, if you are running a smooth-faced business don't parade with a whole train load of goods at 33 cents on the dollar, until you prepare the public for the astonishing revelation. The public doesn't like surprises. It is liable to run away from them.—*Exchange.*

মৃত্যু-নিবারণ ও পুনরুজ্জীবন।

প্রায় প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে, আমাদের শরীরে এরূপ কতকগুলি যন্ত্র আছে,—যথা মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ইত্যাদি—যাহাদের সুচারু কার্য্যকারিতাশক্তির উপরেই জীবন নির্ভর করিতেছে। ইহাদের অভাব হইলে বা ইহারা প্রচণ্ডরূপে আহত হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। আবার আমাদের শরীরে এমনও কতকগুলি যন্ত্র রহিয়াছে যে, তাহাদের সম্পূর্ণ অভাব বা তাহারা গুরুতররূপে আঘাত

প্রাপ্ত হইলেও আমাদের জীবন বিনষ্ট হয় না। উপরোক্ত অভিমত অবশ্য কতক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যাহাকে আজ কাল মৃত্যুজনক আঘাত বলিতেছি, ভবিষ্যতে হয়ত এমন একদিন আসিতে পারে যে, তখন এই সমস্ত আঘাত এরূপ ভাবে আদৌ বিবেচিত হইবে না। আমরা বর্ত্তমানে জানি, যদি কোন ব্যক্তি হস্ত বা পদ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এই সমস্ত যন্ত্র থাকিলে যতকাল জীবিত থাকিত, এই সমস্ত হারাইয়াও ততকাল নিরাপদে জীবিত থাকে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে লোকে জানিত যে, পাকস্থলী এবং প্রস্রাবস্থলী জীবন রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে জানি যে, এই দুই যন্ত্র অপসারিত করিলেও সহসা মৃত্যু হয় না। তবে ভবিষ্যতে খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তির অভাবে এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় এই দুই যন্ত্র-বঞ্চিত মানব অকালে প্রাণত্যাগ করিতে পারে। শ্বাসস্তম্ভ (Asphyxia) বা শ্বাস অবরোধ জনিত মূর্চ্ছা, হৃদপিণ্ডের ক্ষত, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জীবনের সাংঘাতিক ব্যাধি বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনও প্রায় তাহাই বটে, তবে যদি আশু প্রতিকার করিবার উপায় থাকে, ঔষধাবলী, যন্ত্রাবলী এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে জীবন রক্ষা সম্ভব হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত লোকে জানে যে য়্যাব্‌ডো-মিনাল য়্যাওর্‌টা (Abdominal aorta) বা তলপেটের বৃহৎ রক্ত প্রণালীতে অস্ত্রাঘাত করিলে, এবং সহসা ভয়ঙ্কর রক্তস্রাব হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য ; কিন্তু নিম্নে একটি ঘটনা বর্ণিত হইবে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, হৃৎযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইবার ৯ মিনিট পরেও জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে।

অধুনাতনকালে বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, মানুষ মৃত হইলে তাহার শরীরের অন্য যন্ত্রাদি মৃত না ও হইতে পারে। এই যন্ত্রগুলির অধিকাংশই অন্যের শরীরে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে এবং এই নূতন আশ্রয়ে তাহারা অনেক কাল জীবিত থাকিতে পারে। অতএব "জীবন" বা "আমরা বাঁচিয়া আছি" বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যে সমস্ত যন্ত্রাদির দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত, সেই সমস্ত যন্ত্র একযোগে কর্ম্ম সাধন করিতেছে এবং "জীবন" তাহাদেরই একত্রে স্বতঃ কর্ম্মকারিতার ফলস্বরূপ। "স্বতঃ" এই কথাটির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। কেননা কৃত্রিম উপায়ে শরীরের কোন অংশের বা প্রায় সমগ্র অংশের জীবন রক্ষার ব্যাপার বাস্তবিক জীবন রক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাউক, কোন লোকের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবার পরে কিয়ৎকাল যাবৎ এই মস্তকবিলীন লোকের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া, ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া ইত্যাদি জীবনের লক্ষণ সূচক যাবতীয় ক্রিয়া পরিচালিত হইলেও এই মস্তকশূন্য লোকটিকে কিছুতেই জীবিত বলিতে পারা যায় না। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যন্ত্র সমূহের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে শরীরে অনেক কাল জীবিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আমরা জীবিত, পশু পক্ষী জীবিত, এরূপ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, সমস্ত যন্ত্রের একযোগে স্বতঃ কার্য্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এরূপ একযোগে এবং স্বতঃ কার্য্যকারিতার প্রয়োজন কি ?—প্রত্যেক যন্ত্র কার্য্য করিয়া অন্য যন্ত্রের কর্ম্মে সহায়তা করে বা তাহাতে শক্তি সঞ্চালিত করে এবং আমাদের স্নায়ু সন্নিবেশ অন্য যন্ত্রাদির কার্য্যের সুব্যবস্থাপক।

☞ কোন কোন অংশে জীবিত শরীরকে একটা মোটর গাড়ীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মোটর গাড়ীর নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু ইহা যদি নিজে স্বাধীনভাবে না নড়ে, তাহা হইলে ইহাকে "জীবিত" মোটর কার বলিতে পারা যায় না। তুলনাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মোটরকার নড়িলেই, মোটর কারের সমগ্র যন্ত্রাদির কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা ঠিক নহে, কেননা অন্য কোন কল বা জন্তুর দ্বারা ইহা চালাইতে পারা যায়। এরূপ অবস্থায় মোটরকার চলিতেছে বটে, কিন্তু মোটরকারটি "মৃত" কারণ স্বয়ং চলিতে অক্ষম। মস্তকবিহীন মানবের শারীরীক অন্য যন্ত্রাদির কার্য্যশীলতাও ঠিক "মৃত" মোটরকারের ন্যায়। মোটরকারের অন্য যন্ত্রাদি ঠিক থাকিলেও কোন বিশেষ একটি যন্ত্র অপসারিত হইলে বা বিশৃঙ্খল হইলে বা কোনওরূপে নষ্ট হইলে মোটরকার "মরিয়া" যায়। মনে করুন, কারবুরেটর বা ম্যাগনেটো কিম্বা মোটরের কোন অংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া হইয়া পড়িল ; এ অবস্থায় গাড়ী অবশ্য অল্পক্ষণ চলিতে পারে বটে, কিন্তু শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, গাড়ী একবারে থামিয়া যাইবে। আবার মনে করুন গাড়ী ঠিক আছে, কিন্তু পরিচালক জ্ঞানশূন্য, মদোন্মত্ত বা অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন অথবা গাড়ীর ষ্টিয়ারিং গিয়ারটির অবস্থা ভাল নহে। এরূপ অবস্থায় গাড়ী "জীবিত" বটে, কিন্তু গাড়ী যে কখন "মরিবে" তাহার স্থিরতা নাই, ইহার "অপমৃত্যু" অনিবার্য্য। কখন কাহার সহিত সংঘর্ষে আসিয়া গাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। ইহার ব্যবস্থাপক ভাল করিয়া কাজ করিতে পারিতেছে না। এখন শরীরের স্নায়ু সন্নিবেশ এই পরিচালক বা ষ্টিয়ারিং গিয়ারের সহিত তুলিত হইতে পারে। আমাদের স্নায়ুমণ্ডলি যদি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবধারিত। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি

স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিলেও করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের কার্য্য পরস্পরের সহায়তা না করিয়া পরস্পরের কার্য্যে বিষম প্রতিবন্ধকতা প্রদান করে, ফলে একতায় কার্য্য করিবার প্রণালী বিনষ্ট হয়, কাজেই অল্পরে তাহাদের কাহারও স্বতঃ কার্য্যকারিতা শক্তি থাকে না, অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে। শ্বাসস্তম্ভে মৃত ব্যক্তির ঘটনা হইতে স্নায়ুমণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে। মনে করুন ক্রমাগত কোন গ্যাস শ্বাস গ্রহণ করায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কৃত্রিম উপায়ে নানাবিধ চেষ্টা করিয়া তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পুনঃ স্থাপিত হইল, নিশ্বাস বহিতে লাগিল, নাড়ী দেখা দিল, শরীর উত্তপ্ত হইল, কিন্তু অল্প পরেই আবার মারা গেল। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রতি সহরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, অন্য যন্ত্রাদির কার্য্য পরিচালিত হইলেও স্নায়ুমণ্ডলী এত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে এই কার্য্য সুব্যবস্থিত হইতেছে না। কাজেই যন্ত্রাদির কার্য্য পুনরায় আপনা আপনিই বন্ধ হইতেছে, অর্থাৎ লোকটি বাঁচিতে পারিতেছে না। একদা এক যুবক একখণ্ড তার সংযোগে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল যে, তাহার জীবনের কোন লক্ষণই বর্ত্তমান নাই---শ্বাস প্রশ্বাস বা হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন অর্থাৎ নাড়ীর বেগ ইত্যাদি সমস্ত তিরোহিত হইয়াছে। এক টুকরা রবারের নল একটা অক্সিজেনের আধার হইতে তাহার নাসিকা গহ্বরে সংযোজিত হইল, তাহার শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ তালে তালে দোলাইতে আরম্ভ করা হইল--আশা, যদি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস আরব্ধ হয়। এক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর হৃৎপিণ্ডের এবং ফুসফুসের কার্য্যশক্তি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। বাস্তবিক মোটামুটি জীবিত বলিলে যাহা বুঝায়, যুবকের অবস্থা সেইরূপ হইল। তাহার শরীরে সূচিকা বিদ্ধ করিলে, শরীরে প্রতিক্রিয়া হইল। কিন্তু যুবকের জ্ঞানোদয় হইল না, বা নয়নের পলক পড়িল না. এক্ষণে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন পদ্ধতি স্থগিত করা হইল এবং গাড়ীতে করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। পথে তাহার শরীরে প্রচণ্ড আক্ষেপ উপস্থিত হইল, তাহার শরীর উত্তরোত্তর অধিকতর উওপ্ত হইতে লাগিল, নাড়ীর বেগ এত বৃদ্ধি পাইল, যে গণনা করা অসম্ভব। হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলে শারীরিক আক্ষেপ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য স্থগিত রহিল, কিন্তু নাড়ীর বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শারীরিক তাপমাত্রা ১১০ ডিক্রি হইল। থারমোমিটারে ইহা অপেক্ষা অধিক তাপমাত্রা পরিমাণ করা যায় না। রোগী মাঝে মাঝে অনেকবার শারীরিক আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হইল, এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাকে উদ্বন্ধন অবস্থায় প্রাপ্ত হইবার ৬ঘণ্টা পরে তাহার পুনরায় মৃত্যু ঘটিল। শরীর ব্যবচ্ছেদে শারীরিক যন্ত্রের কোনরূপ বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

উপরোক্ত ঘটনায় অনেকগুলি ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। জীবনের যাবতীয় লক্ষণ, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া, নাড়ীর ক্রিয়া, উত্তাপ ইত্যাদি যা কিছু সমস্তই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি খুব সম্ভবতঃ vagi nerves সন্নিবেশ এরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল যে, স্নায়ুমণ্ডলী অন্যান্য যন্ত্রাদির কার্য্যসমূহ ব্যবস্থিত করিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই হৃদযন্ত্র অদম্য হইয়া উঠিল। এইরূপ ঘটনাসমূহে মৃত্যুর কারণ, জীবন রক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দুই বা ততোধিক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা বা অপচয় অথবা স্নায়ুমণ্ডলী ক্ষমতা পুনর্লাভ করিতে পারে না। অতএব জীবনের শেষ হয়। যদি হৃৎযন্ত্রের কার্য্যকারিতা শক্তির ব্যত্যয় ঘটে, যদি হৃৎপিণ্ডের রক্ত প্রণালীর রীতিমত শোণিত সরবরাহ হয়, তাহা হৃৎকোষে কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী না হয়, তাহা হইলেই কেবল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

অতএব যে সমস্ত স্থলে কেবল হৃদযন্ত্রের স্পন্দন করিবার শক্তির অভাব হইয়াছে, তত্তৎস্থলে পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। এই পুনরুজ্জীবন দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে:—(১) সাময়িক, (২) স্থায়ী। সাময়িক পুনরুজ্জীবন এই বাক্যের অর্থ এই যে, জীবন সংরক্ষার জন্য বা জীবন রক্ষা কল্পে অবশ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে কার্য্যে উদ্দিক্ত করা। ইহাতে এই ফল হয় যে, যে মুহূর্ত্তে এই কৃত্রিম উত্তেজনা বা কৃত্রিম শক্তি অপসারিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। স্থায়ী পুনরুজ্জীবন অসম্ভব নহে, এক্ষেত্রেও জীবনরক্ষার প্রধান প্রধান যন্ত্র গুলিকে কৃত্রিম উপায়ে কর্ম্মশীল করিয়া তোলা হয়। প্রথমে এই সমস্ত যন্ত্রের যে বিকৃতি সংঘটিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা পুনঃ সংশোধনীয়; কাজেই কৃত্রিম উপায়ে একবার এই সমস্ত যন্ত্রকে কর্ম্মশীল করিয়া তুলিতে পারিলেই, তাহারা আবার স্ব স্ব স্বাভাবিক শক্তিলাভ করে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, যদি স্নায়ুর মর্ম্মস্থানের কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে, তাহা হইলে পুনরুজ্জীবন অসাধ্য নহে।

এই পুনরুজ্জীবন ব্যাপারে হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় কর্ম্মক্ষম করাই সর্ব্বাপেক্ষা আয়াসসাধ্য। বাম হৃৎপিণ্ডে কোন বস্তু প্রবেশ করাইতে হইলেই ইহার অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডে যেরূপে অনায়াসে কোনরূপ উত্তেজক দ্রাবণ প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে,

বাম হৃৎপিণ্ডেও যদি সেইরূপ সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা আদৌ কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হইত না। ইহার কারণ কি দেখা যাউক। হৃদযন্ত্রের বাম ভাগে একটী ধমনী বা রক্ত প্রণালী রহিয়াছে; ইহাই হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে। হৃদযন্ত্রের গতিরোধ, কর্ম্ম শক্তিহীনতা, রক্তহীনতাই জীবের মৃত্যু বলিয়া গণ্য। কাজেই আজকাল যে পদার্থ প্রযুক্ত হয়, তদপেক্ষা যদি আরও উৎকৃষ্টতর কোন দ্রাবণ পাওয়া যায়, এবং এই দ্রাবণ হৃদযন্ত্রস্থ ব্যবহার দ্বারা অপচিত ও অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থকে অপসারিত করিয়া যন্ত্রকে নূতন উত্তেজনায় উদ্রিক্তি করিতে পারে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে পুনরুজ্জীবনে যে ফল পাওয়া যাইয়া থাকে, তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট নিশ্চিতও ফল পাওয়া সম্ভব। যদি পূর্ব্বোক্ত রক্ত প্রণালীকে কোন উত্তেজক দ্রাবণ দ্বারা বিধৌত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মরফিন, কোকেন, ইথার, ক্লোরেফরম ইত্যাদি দ্বারা অথবা শ্বাসরোধ, রক্তস্রাব ইত্যাদি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে কিয়ৎকালপরে পুনরুজ্জীবিত করা আদৌ অসম্ভব নহে। এ সমস্ত স্থলে কেবল হৃদযন্ত্রের অবসন্নতা বা শক্তিহীনতা বা রক্তহীনতা ইত্যাদি মৃত্যুর কারণ, আবার যদিও যন্ত্রের কোনরূপ বিকৃতি হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও যদি অতি শীঘ্র উৎকৃষ্ট বিকৃতি নষ্ট করা হয়, বা যন্ত্রের ভগ্ন অংশ মেরামত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও রক্ষা সম্ভব।

নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত তরল পদার্থ দ্বারা হৃদযন্ত্রের কর্ম্মশীলতা পুনরুদ্দীপিত করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে শোণিতই সর্ব্ব প্রধান। যে সমস্ত জীব রক্তস্রাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে হৃৎযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া রীতিমত সুফল পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উরুদেশীয় রক্তবহা নাড়ীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রক্তস্রাব করাইয়া কোন জীবকে হত্যা করা হইল। বায়ু নালী দ্বারা বাতাস বা অন্য কোন বায়বীয় পদার্থ তাহার শরীরে পাম্প দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকিল। থোরাক্স (thorax) বা বক্ষঃস্থল এমন সময়ে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া হৃদযন্ত্রকে প্রকাশিত করা হইল। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন যখন স্থগিত হইয়া গিয়াছিল, কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন কার্য্যও সময়ে সময়ে স্থগিত এবং পুনরাবদ্ধ করা হইল। বহিঃস্থ গলদেশীয় শিরা দ্বারা অন্য জন্তুর রক্ত পরিচালিত হইতে লাগিল। জীবন নষ্ট হইবার ৭ মিনিট পরে পুনরায় হৃদয়ের স্পন্দনও জীবন পুনঃস্থাপিত হইল। রক্ত ব্যতীত অন্য কোন দ্রাবণ পরিচালিত করিলে কোন ফলই হইত না। আরও অনেক প্রাণী এই রূপ রক্তমোক্ষণ দ্বারা হত করা হইল। কিন্তু তাহাদের থোরাক্স ব্যবচ্ছিন্ন হইল না। কাজেই তাহারও মৃত্যু লক্ষণের ৯ মিনিট পরে পুনঃ-সঞ্জীবিত হইল। অ্যাওরটা (aorta), এবং হৃৎ প্রকোষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিয়া ভয়ানক রক্তস্রাব দ্বারা কতকগুলি জীবকে হত্যা করা হইল। এবং মৃত্যু লক্ষণের ৯ মিনিট পরে এই ক্ষত মেরামত করিয়া দিয়া হত প্রাণীকে পুনরায় জীবিত করা হইল। এক অভিনব প্রথায় এই ক্ষত সেলাই করা হইয়া থাকে। সুবর্ণের তারকে বক্র করিয়া অতি ক্ষুদ্র ধনুকের মত করা থাকে, ইহার ভিতরে স্প্রিংএর ন্যায় দুইটি ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে। এই ধনুকের মত ক্ষুদ্র সুবর্ণ তারা দ্বারা রক্ত স্থালীর কাটা মুখদ্বয় এরূপ ভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয় যে, আদৌ ফাঁক থাকে না, এবং ছিন্ন অংশ গুলি পরস্পরের ঠিক মুখা মুখী থাকে। কৃত্রিম নানা উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। কখনও জিহ্বা টানিয়া, কখনও বক্ষঃস্থল চাপিয়া, কখনও বা বাষ্প সহযোগে বায়ু নালিতে বায়ু প্রবেশ করাইয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালিত করিতে হয়।

মৃত্যু নিরাকরণের জন্য হৃদযন্ত্রের কার্য্য লক্ষ্য করাই প্রধান এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। অনেক স্থলে ইহার কার্য্য বন্ধ হওয়ার জন্যই মৃত্যু প্রতীয়মান হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নিউমোনিয়ার কথা বলা যাইতে পারে। যদি এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদপিণ্ডের কার্য্য কয়েক দিবস বেশ অক্ষুন্ন রাখা যাইতে পারে, তাহা হইলে মৃত্যু নিরাকরণ অসম্ভব নহে। হৃদযন্ত্র বিষাক্ত শোণিত দ্বারা আপ্লুত হইতে থাকে। কাজেই বিশুদ্ধ শোণিত অতি অল্পই প্রবাহিত হয়, অথচ হৃদযন্ত্রকে পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর কার্য্য করিতে হয়। কোনও চিকিৎসক ইহা লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত গলদেশীয় শিরা দ্বারা কোন নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীর রক্ত নিস্রাব করাইয়া পরে অন্য সুস্থ ব্যক্তির রক্ত রোগীর হৃদয়ে পরিচালিত করিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়াছিলেন। প্রায়ই দেখা যায় যে অধিক রক্তস্রাব জনিত মৃত্যু হইলে সুস্থ ব্যক্তির রক্ত সঞ্চালিত করিয়া মৃত্যুর অনেক কাল পরে পুনরায় জীবিত করা যাইতে পারে। অতএব যদি এরূপ বুঝা যায় যে, স্নায়ুমণ্ডলীর কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই; তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত গলদেশীয় শিরা দ্বারা আশু মৃতের শরীরে যদি অন্য ব্যক্তির সুস্থ এবং নীরোগ রক্ত মৃতের হৃদযন্ত্রে প্রবাহিত করান যায়, তাহা হইলে, অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যুরোধ করা সম্ভব।

(বিজ্ঞান)

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বিপথগামিনী।

কাঁটালগাছির গোপাল ধাড়া জাতিতে কৈবর্ত্ত। এক সময়ে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ আবাদ করিয়াছে এবং ফল মূল ও শাক শবজীর চাঙ্গারী মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে। পাটের ব্যবসায় ও তেজারতি কারবার করিয়া সে এখন বেশ গুছাইয়া লইয়াছে। গ্রামের মধ্যে তাহার তুল্য সম্পন্ন ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। সংসারে তাহার স্ত্রী ও কন্যা এবং বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও তাহার একটী পুত্র ভিন্ন আর কেহই ছিল না। কন্যাটীর নাম হরিমতি কিন্তু হরি নামটা 'ছ'কড়া ন'কড়া' হইয়া পড়াতে সকলে তাহাকে মতি বলিয়া ডাকিত। আর ভ্রাতৃপুত্রের নাম ভুবন। তাহারা উভয়েই প্রায় সমবয়সী।

হরিমতির জন্মের আট বৎসর পরে গোপালের স্ত্রী একটী পুত্র প্রসব করিল কিন্তু সূতিকাগারে সেই যে কাশপীড়া ধরিল, তাহা হইতে আর আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না। এক বৎসরের উপর রোগ ভোগ করিয়া ইহসংসার ত্যাগ করিল। শিশুর জেঠাই মা রোগে শোকে জীর্ণ ছিল, তাহার উপর সংসারের সমস্ত ভার এখন তাহার স্কন্ধে পড়াতে তারিণীকে দেখিবার তাহার অবকাশই হইয়া উঠে না। সংসারে আপনার লোক আর কেহ না থাকাতে হরিমতিই ছোট ভাইটীকে মানুষ করিতে লাগিল, তাহার বালিকা হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিল।

হরিমতি দেখিতে বড় সুন্দরী ছিল, কৈবর্ত্তের ঘরে তেমন মেয়ে কদাচিৎ জন্মে; তবে সে বড় খর্ব্বাকায়া, তাহাকে দেখিয়া নয় বৎসরের বালিকা বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিত না। হরিমতি এই বয়সেই বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া গোপাল ধাড়া তাহাকে বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। সে অতি মনোযোগের সহিত লেখা পড়া করিত এবং কায়স্থ ব্রাহ্মণের কন্যাদের সহিত মিলা মিশা করিয়া অনেকটা মার্জ্জিত স্বভাবও পাইয়াছিল। তাহার ভাগ্যে অধিক লেখা পড়া শিক্ষা করা ঘটিল না—যে দিন হইতে ছোট ভাইটীর লালন পালনের ভার সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর পড়িল, সেই দিন হইতে তাহার বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হইল। সময় পাইলে সে গৃহে বসিয়া বিনা সাহায্যে লিখিত পড়িত; কিন্তু তারিণী যত বড় হইতে লাগিল এবং উঠিয়া হাঁঠিয়া বেড়াইতে শিখিল, ততই মতির সময়াভাব ঘটিতে লাগিল। এই প্রকারে চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

মা থাকিতেই হরিমতির বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়স নিতান্ত অল্প বলিয়া গোপাল তাহাকে এ পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে পাঠায় নাই। এখন তাহার বয়স তের উত্তীর্ণ হইয়া চৌদ্দয় পড়িয়াছে; দেখিতে ছোট হইলেও স্বামীর ঘর করিবার সময় আসিয়াছে। তাহার শ্বশুর পুত্রবধুকে নিজালয়ে লইয়া যাইবার জন্য গোপাল ধাড়াকে ধরিয়া বসিল। গোপাল বড় বিপদেই পড়িল—মতিকে পাঠাইলে তারিণীকে দেখে কে? হরিমতিকে ছাড়িয়া সে এক দণ্ডও জেঠাইমার কাছে থাকে না, মতি না হইলে তাহাকে স্নান করান, খাওয়ান কিছুই হয় না। এ দিকে বেয়াইও ছাড়ে না, আর চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যাকে ঘরে রাখাও ভাল দেখায় না। ভ্রাতৃজায়ার সহিত পরামর্শ করিয়া তারিণীকে লালন পালন করিবার জন্য গোপাল তাহার এক বালবিধবা শ্যালিকাকে গৃহে আনিল, কিন্তু তাহাতে কোন দিকেই ফললাভ হইল না, কুলোকে গোপালের নিন্দা করিতে লাগিল।

তারিণী মাসীর কাছে গেল না। নিঃসন্তান মাসীও স্নেহ মমতার ধার ধারিত না, সুতরাং কোন মতেই তারিণীকে সে আপনার করিতে পারিল না, তাহার চিন্তাও ছিল অন্য দিকে। তারিণীকে আপনার করিতে না পারিলেও অল্প দিনেই তাহার দুর্ব্বল চিত্ত বিপত্নীক পিতাকে আপনার করিয়া ফেলিল। লোক নিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া সে মৃত ভগ্নীর স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সেই এখন গৃহিণী, ভুবনের মা যেন কেহই নহে। গোপালও তাহার কথায় উঠে বসে। এই সকল কারণে হরিমতি মাতৃহীন ছোট ভাইটীকে সঙ্গে লইয়াই শ্বশুরালয়ে গেল।

হরিমতির শ্বশুরালয় কামারপাড়া গ্রামে। তাহার শ্বশুর চাষী গৃহস্থ এবং সংসারটী নিতান্ত ছোট নহে। মাঠের, গোলার ও হাটের কাজ কর্ম্ম পুরুষেরা করে, আর ঘর সংসারের কাজ স্ত্রীলোকদিগের হস্তে। দাস দাসীর পাট সেখানে ছিল না। বাটীর সকলেই অশিক্ষিত—যিনি বড় পণ্ডিত, তিনি বানান ভুল করিয়া কোন মতে নামটী সাক্ষর করিতে পারিতেন।

হরিমতি ভাইটীকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিল বটে; কিন্তু পরিজনবর্গ তাহাকে বড় সুনজরে দেখিল না। দুটী ভাত দিতে তাহারা কাতর না থাকিলেও তাহাকে লইয়া হরিমতির দিন কাটিয়া যায়, সংসারের কাজ তাহার দ্বারা তেমন হয় না। ইহাতে তাহারা বালকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। মাতৃহীন বালকের আবদারও কম নহে। তাহার উপর সে দিন দিন বড় অশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে একে মারে, ওরে গালি দেয়, এটা ভাঙ্গে, ওটা হারায়, ভালমন্দ সামগ্রী পাইলে চুরি করিয়া খায়। পক্ষিণী যেমন শাবককে পক্ষ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে, হরিমতি তাহাকে তেমনি করিয়া রক্ষা করিত। ইহাতে বাটীর স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিতে ও গালি দিতে আরম্ভ করিল। সে অকাতরে

সমস্ত সহ্য করিত; কিন্তু তারিণীর যখন নির্য্যাতন আরম্ভ হইল, তখন সে বাঘিনীর মত সকলের সহিত ঝগড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ক্রমে তারিণীর ন্যায় হরিমতিও সকলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল, তাহার স্বামীও তাহাকে সুনজরে দেখিত না। সংসারের যত কঠিন কাজ এখন তাহার উপর পড়িল। সমস্ত দিনে তাহার কাজ ফুরাইত না। অম্লান বদনে সে সমস্তই করিয়া যাইত এবং উহারই মধ্যে অবসর করিয়া তারিণীর প্রতিও দৃষ্টি রাখিত। ইচ্ছা করিয়াই পরিজনবর্গ তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। অন্যান্য বউ ঝির মত তাহাকে খাইতে পরিতে দেয় না। কোন কাজে একটু ত্রুটী পাইলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না, সময়ে সময়ে তাহাকে প্রহারও খাইতে হইত, অনেক পাচন বাড়ী তাহার পৃষ্ঠে ভাঙ্গিত। চারি বৎসর সে এই প্রকার কষ্টে শ্বশুরালয়ে কাটাইল, আর সহ্য করিতে পারিল না, তাহার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হইল। যে দিন সামান্য একটু দোষের জন্য তারিণী একটা চোরের মার খাইল, সেই দিন সে একটা লোক সঙ্গে দিয়া তারিণীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। তারিণী এখন বড় হইয়াছে একটু তাহার জ্ঞানও জন্মিয়াছে, সে কাঁটালগাছিতে যাইতে কোন প্রকার আপত্তি করিল না। যে লোক তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, সে সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিল। তারিণী নির্ব্বিঘ্নে পিতার নিকট গিয়াছে শুনিয়া মতি নিশ্চিন্ত হইল এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আস্তে আস্তে নিজেও শ্বশুরালয় ত্যাগ করিল; মহা অশুভ মুহূর্ত্তে বাটী হইতে পা বাড়াইল।

কিয়দ্দূর পথ চলিয়া হরিমতি একটা বৃক্ষতলে রাত্রি কাটাইল। পরদিন প্রাতঃকালে সে একটা বড় রাস্তা দেখিতে পাইল এবং ঐ পথে বরাবর পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিল। যখন মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শুষ্ক পল্লবের মত অবনত হইয়া পড়িল এবং ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে তাহার আর পা উঠিল না, তখন সে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইয়াছে। পথ ঘাট তাহার কিছুই জানা ছিল না, কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিল না। কয়েক জন বারাঙ্গনা সেই সময় চুঁচুড়ার বাবু ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছিল। হরিমতি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেই চতুরা এক নারী তাহাকে পাইয়া বসিল এবং বহুকালের পরিচিত আপনার লোকের মত তাহাকে ভুলাইয়া নিজালয়ে লইয়া গেল। সেখানে সে আহারাদি করিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিল। কুক্ষণে তাহাকে শয়তানের চর লুফিয়া লইল।

অনেক দিন হরিমতি প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিল, কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে শেষে মজিতে হইল। পিতার ও মাসীর যে চরিত্র দেখিয়া তাহার ঘৃণা হইয়াছিল এবং যাহার জন্য তাহার পিত্রালয়ে পলাইয়া যাইবার প্রবৃত্তি হয় নাই, এখন তাহাকে সেই চরিত্র অবলম্বন করিতে হইল। তাহার রূপ ছিল, সে এখন সেই রূপের ব্যবসা খুলিয়া বসিল। শ্বশুরালয়ের নির্য্যাতনের অপেক্ষা এ পথ তাহার মন্দ বোধ হইল না। কত লোককে যে তাহার অবস্থায় পড়িয়া কুলত্যাগিনী হইতে হইয়াছে, তাহার সংবাদ কে রাখে? অভাগিনী হরিমতি রূপবতী, ষোড়ষী, একটু লেখা পড়াও জানে এবং নিতান্ত অসভ্যাও নহে; সুতরাং শীঘ্রই সে বিস্তর টাকা জন্মাইয়া ফেলিল। তাহাকে সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে রত ও তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লোকে মনে করিত, সে বড় সুখে আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পাপাগ্নিতে অহর্নিশ তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইত, আর ছোট ভাইটীর জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। গোপাল ধাড়ার ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু হইয়াছে। মাতার অবর্ত্তমানে নানা প্রকার কষ্ট পাইয়া ভুবন তাহার মাতুলালয়ে বাস করিতেছে। গোপাল ধাড়া তারিণীকে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং প্রথমে সে অতি মনোযোগের সহিত বিদ্যার্জ্জন করিল কিন্তু যত তাহার জ্ঞানোদয় হইতে লাগিল ততই তাহার পড়া শুনায় অবহেলা দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অসৎ সংসর্গে মিশিল, পিতার চরিত্র দেখিয়া নিজের চরিত্র গড়িয়া তুলিল, অধিকন্তু সুরাপনে করিতে শিখিল। তাহার টাকার প্রয়োজন হইলেই গোপালকে সরবরাহ করিতে হয়, না দিলেই পিতাকে ও মাসীকে কাটিতে যায়। কখন কখন সে সিন্দুক পেটরা ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পলায়ন করিত, এমনও শুনা গিয়াছে।

পাঁচ জনের পরামর্শে একটী বড় মেয়ে দেখিয়া গোপাল ধাড়া তারিণীর বিবাহ দিল। কন্যাটী সুন্দরী ও বুদ্ধিমতীও মিলিয়াছিল; কিন্তু তারিণী কিছুতেই ঘরবাসী হইল না। তাহার স্ত্রী তাহার চরিত্র সম্বন্ধে অনুযোগ করিলেই মার খাইয়া তাহার প্রাণ যাইত। অন্যান্য বিষয়েও তারিণী তাহাকে এত সুখে রাখিয়াছিল যে, বিনা চক্ষের জলে তাহার দিন যাইত না।

(ক্রমশঃ)

কেমন করিয়া বৃদ্ধ না হওয়া যায়।

—:০:—
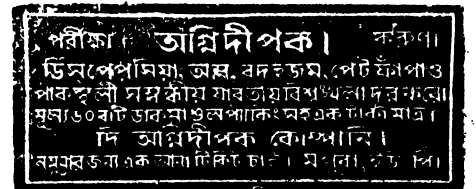
মানুষ বয়সে বৃদ্ধ হয় না, মনে বৃদ্ধ ভাবিয়াই অধিকাংস সময় বার্দ্ধক্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। বৃদ্ধ হওয়াটা মনের ধারণার কাজ। "As a man thinketh in his heart., so he is" যদি কেহ যৌবনের সীমা উত্তীর্ণ হইয়াই মনে করেন যে, আমি বৃদ্ধ হইতেছি, তাহা হইলে প্রকৃতই তাঁহাতে বার্দ্ধক্যের সমস্ত লক্ষণই একে একে প্রকাশ পাইবে। মানষিক শক্তির উপর শারিরিক শক্তি নির্ভর করে। যাঁহারা জীবনকে দুই হাতে ধরিয়া ঝুলিতে থাকেন, তাঁহাদের অদৃষ্ট তাঁহাদের উপর সদয় হয়। আর যিনি অনায়াসে জীবনকে যাইতে দেন, মৃত্যু তাঁহাকেই অচিরে আশ্রয় করিয়া থাকে। যখন মানব কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করে, অধ্যয়নে পরিশ্রমে বিরত হইয়া কল্পত্যায় বার্দ্ধক্যের করে আত্মসমর্পণ করিতে থাকে, তখন আতপতপ্ত শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া মৃত্যুর সন্নিকট হইতে থাকে। চিরযৌবন রক্ষা করিতে মনের বল চাই, বহু অশিতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ব্যক্তি নব যৌবন সম্পন্ন যুবাকেও পরিশ্রমে উৎসাহে পরাস্ত করিয়া থাকে। অনেক যুবকও যৌবনে বৃদ্ধ হইয়া যায়, মনের শক্তির তারতম্যই ইহার কারণ। দীর্ঘ জীবন লাভের প্রধান উপায়, মনের শক্তি সঞ্চয় (The will power)—বৈজ্ঞানিক আমেরিকাগণ বলেন, "To keep oneself decrepitude is some what a matter of will power."

অভিজ্ঞের উপদেশ।

মানুষ কখন শক্তিহীন হয়? যখন সে কাজ দেখিয়া ভয় পায়।

অপরকে সুখ না দিলে সুখ পাওয়া যায় না। যদি নিজে সুখী হইতে চাও, অপরের সুখেও উদাসীন হইও না।

নর চরিত্র চক্ষু এবং কর্ণ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, কেবল দেখ, শুন, আর বহুদর্শিতা দ্বারা চরিত্র পুষ্ট কর।

দুঃখ কষ্ট চিরকালই আছে, স্বার্থপর! কেবল নিজের দুঃখ ভাবিয়া কাতর হইবে, আর বিষাদ-কালিমা-মণ্ডিত মুখ দেখাইয়া জগতকে বিষাদিত করিবে?—যাও—একবার রাজপথে যাইয়া দাঁড়াইয়া দেখ, তোমাপেক্ষা কত দুঃখী, কত শোকাতুর, কত অনাথ-ধুলায় ধুষরিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সুখের সঙ্গে দুঃখ এত জড়িত যে দুঃখ বাদ দিয়া কদাচ সুখ পাইবে না। সর্ব্বদা আনন্দে রহ—কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর। ছি! ছি! দুঃখের ভাবনায় কাতর হইও না!

যাহারা দুর্ব্বল, তাহারাই জীবনের মমতা বেশী করিয়া থাকে। ইহাদের রোগ সংক্রামক, দুই দিন অতি বড় সাহসীর নিকট থাকিলেও তাহাকে সংক্রামিত করিয়া তুলে। যে দেশে এইরূপ শ্রেণীর লোক বৃদ্ধি পায়, সেজাতি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। নামে মানুষ থাকে মাত্র।

আত্মবিশ্বাসই দুর্ব্বলের হৃদয়ে বলধান করে। পিপিলিকা অতি ক্ষুদ্র, মানবের সঙ্গে তুলনায় অতি দুর্ব্বল, কিন্তু তাহারা তাহাদের দলসমষ্টি অপেক্ষা প্রকাণ্ড এক খণ্ড মিষ্টান্নকে বহিয়া লইয়া যাইতে সাহসী হয়, এবং প্রকৃতই বহিয়া লইয়া যায়, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। ইহাদের আত্মশক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাষ।

মানুষ অনেক সময় আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমাদের বোধ হয় পরমেশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নয়; কারণ তিনি জীব মাত্রকেই আত্মরক্ষার জন্য শরীরের মধ্যে কিছু কিছু শক্তি দিয়াই সৃজন করিয়াছেন। একবার মহম্মদের শিষ্যবর্গ মহম্মদের সহিত এক প্রান্তরে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া আসিয়া পড়েন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, মহম্মদ সঙ্গীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! তোমাদের উষ্ট্রগুলিকে সাবধানে রাখিয়াছ ত? শিষ্যগণ উত্তর করিলেন, খোদাবন্দ! সাক্ষাৎ ঈশ্বর যখন সঙ্গে রহিয়াছেন, তখন আর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যক কি? মহম্মদ উত্তর করিয়াছিলেন, না ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, তাহার জ্ঞান এবং বুদ্ধিতে মানুষ আগে আপনাকে, নিজ সম্পত্তিকে রক্ষা করিবে, তবে সে ভগবানের অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য হইবে।" সকল জীবই বিপদকালে নিজের যথাসাধ্য শক্তি দেখাইতে ছাড়ে না। যে নিজে আত্মরক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করিবে না, ভগবান কেন তাহাকে রক্ষা করিবেন?

অনেকে অপকর্ম্ম করে, কিন্তু তাহাদের নিজের নিজের বিবেক যখন কশাঘাত করিতে থাকে, যখন সমাজ সহস্র জীহ্বায় কৃতকর্ম্মের

তীব্র সমালোচনা করিতে থাকে, তখন এই সকল কাপুরুষ বলে, কি করিব—আমি কি করিব? পেটের দায় বড় দায়, পেটের দায়ে স্বদেশ স্বজন বুঝি না। কিন্তু এ দুষমন পেট ত সকলেরেই আছে, সকলেই এমন করে না কেন? ক্ষুদ্র পেট কি মানুষকে দুষ্কর্ম্মে রত করে—তাহা নয়—স্বভাবে। সকলের স্বভাব সমান নয় সেইটাই রক্ষা।

কখনও পর-নিন্দাকারীকে প্রশ্রয় দিও না। ইহা দ্বারা তুমি দেশের সমাজের ও নিজের যে অতি বড় অনিষ্ট করিতেছ—অতি অবশ্য তাহা স্মরণ রাখিবে। এদেশের লোক শিক্ষার গৌরব করে বটে, কিন্তু যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন করিতে পারে নাই, সে শিক্ষার কোন গৌরবই নাই। উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে—যাহারা দেশমান্য উপযুক্ত ব্যক্তির গ্লানি করিয়া বেড়ায়, শিক্ষিত বলিয়া অভিমান থাকিলে এইরূপ ব্যক্তিগণের কথায় সতর্ক হইয়া কর্ণপাত করা উচিত। পরনিন্দাকারী দুরাত্মাগণ তোমারও নিন্দা করিতে ছাড়িবে না।

পরের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করিও না—চক্রবৎ মানবের দশা পরিবর্ত্তনশীল—তোমারও বিপদ হওয়া অসম্ভব নয়। পতিত ব্যক্তির হস্ত ধরিয়া উঠানই মহত্ব।

জল মগ্নোন্মুখ ব্যক্তিকে আরও নিমজ্জিত করিয়া যদি কাহারও পাশবিক হৃদয় উল্লাসিত হয়, তাহাকে উদ্ধার করিয়া যে কি অপার আনন্দ, সেটা—দেখিলে পাশবিক স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

পরদুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে বাঙ্গালী সর্ব্বদাই পশ্চাৎপদ—স্বজাতিপ্রেম কি বস্তু ইহা বাঙ্গালীর হৃদয়ে নাই। সেই জন্য অপরের দুঃখে সে দুঃখিত হয় না। সেই জন্য একতাও বাঙ্গালীর জন্মেও না। বচনে জাতীয়তা আসে না, জাতীয় উন্নতি ও হয় না। আগে নীচতা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে থাক, তুমি আগে আমার জন্য প্রাণ দাও, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিই, এইটা আগে অভ্যাস করিতে শিখ। পরে দেশের কথা—দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া তো এখনও অনেক দূরে।

সময় বিশেষে মানব একটু বাক্য সংযম করিয়া থাকিতে পারিলে অনেক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়।

বাক্যের অপব্যয়ী অনেক সময় সত্যেরও কাঙ্গাল।

পরীক্ষাই সফলকাম হইবার উপায়, প্রত্যেক পরীক্ষার সম্মুখে বাধা থাকেই, সেই বাধায় কাতর হইয়া ফিরিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না—ধৈর্য্যই সেখানে একমাত্র আশ্রয়।

যাঁহারা সুসময়ের আশায় বসিয়া থাকে, সুসময় তাহারা পায় না, কিন্তু যাহারা কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া সুসময়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করে, সুসময় প্রকৃতই তাহাদিগকে আলিঙ্গন করে। এই বুঝিয়া যাহা ভাল হয় করিও।

অন্ধ বিশ্বাসও অনেক সময় মানুষকে সর্ব্বনাশ করে। মানুষ বেশী ভাবিয়া চিন্তিয়া হীন সাহস হয়—মুক্তিপ্রার্থী অন্ধ বিশ্বাসেই মুক্তি পায়।

কাহারও মতের সহিত কাহারও মতের ঠিক না হইলেই মানুষ তাহার প্রতিবাদীকে মূর্খ বলিয়া ফেলে, ইহা ত স্বাভাবিক, ইহাতে আশ্চর্য্য হইও না।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'Every fox praises his own tail' প্রত্যেক শৃগালই তাহার নিজের পুচ্ছটীর প্রশংসা করে। বাঙ্গালীর সকলেই 'হামবড়া' সে যখন তাহার নিজের যুক্তি দেখাইবে, ভুল বুঝিলেও তাহা স্বীকার করিবে না। স্বাভাবিক বুদ্ধিই উৎকৃষ্ট বুদ্ধি।

প্রবলের চক্ষু রাঙ্গাণী অপেক্ষা দুর্ব্বল দীন হীনের অশ্রুজল প্রকৃতই ভয়ানক। দীনের ক্রন্দন একবারে ঠিকানায় পৌঁছিয়া যায়, জগতে এমন কেহ আছেন যিনি অহরহ দীনের মুখের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

Home industries.

গার্হস্থ্য শিল্পপ্রস্তুত প্রণালী।

টাকের জন্য তৈল।

ইহা বিক্রয়যোগ্য জিনিস।

প্রস্তুত প্রণালী।

সুইট অয়েল	৵৷৷ আধসের
বাদাম তৈল	৵৷৷ ,, ,,
ওরিগেনম	আধ কাঁচ্চা
রোজমেরি	৬০ ফোঁটা
ল্যাভেণ্ডার তৈল	৪০ ফোঁটা

একত্র মিশ্রিত করিয়া ছোট শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিলে লাভ হইবে। এই সকল দ্রব্য ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

ফেস্ পাউডার।

ষ্টার্চ—১ পাউণ্ড
অক্ সাইড্ অফ্ বিসমথ ৪ আউন্স
উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ২।৪ ফোঁটা যে কোন এসেন্স বা আতর দিলেই মুখে মাখিবার পাউডার হইল। তারপর কৌটায় পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে পার।

পারল পাউডার।

ইহাও মুখে মাখিবার জন্য ব্যবহার হয়।

অক সাইড্ অফ্ বিষমথ—১ আউন্স
অক সাইড অফ জিঙ্ক—১ আউন্স
ফ্রেঞ্চ চক্ ১ পাউণ্ড

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই পাউডার হইল।

হেয়ার রেষ্টোরেটীভ ফ্লুড।

ইহা দ্বারা চুলের কলপের ন্যায় চুলে দাগ হয় না বটে, কিন্তু চুলের স্বাভাবিক রং ফিরিয়া আসে। ইহা বেশ বিক্রয় হইতে পারে। ইহাকে মুড্স্ হেয়ার রেষ্টোরেটিভ বলে।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া :—

ল্যাক সল্ফার ৪ ড্রাম
সুগার অফ্ লেড্ ২ ড্রাম
১ পাইণ্ট রোজ ওয়াটার

একত্র মিশ্রিত করিয়া চুল উত্তমরূপে সাবান দিয়া ধুইয়া লাগাইলে কিছু দিন পরে চুল ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে।

ভস্ম হইতে রবার বা মারবেল।

পাথুরিয়া কয়লা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইলেই তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কয়লা হইতে গ্যাস, কোক, আলকাতরা, এ্যামোনিয়া সালফেট, বেনজোল ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ পূর্ব্বেই বাহির করিয়া লওয়া হয়। এবং ইহা হইতে বহুবিধ কারখানা ও কারবার পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ কয়লায় ভস্ম হইতেও যে একরূপ অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। যে পদার্থ উৎপাদিত হয়, তাহা রবার এবং মারবেলের ন্যায় সুদৃশ্য ও অনুরূপ। আর্দ্রতা, উত্তাপ বা দ্রাবক ইহাকে আদৌ আক্রমণ করিতে পারে না এবং ইহা সম্পূর্ণ তাপ ও তড়িৎ অপরিচালক। কাজেই এরূপ কার্য্যে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার মূল্যও অত্যন্ত সুলভ। উৎপাদন করিবার প্রণালীও সেরূপ ব্যয়-সাধ্য বা জটিল নহে। প্রথমতঃ ভস্মকে ছাঁকিয়া লইয়া, শীতল সোডার জল ও কোপাল বার্ণিশ দিয়া দলিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়, অবশেষে মারবেল বা রবারের ন্যায় রং করিয়া লইতে হয়; আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

কৃত্রিম মর্ম্মর।

কোন আমেরিকান পত্রিকার মতে কৃত্রিম মর্ম্মরের প্রধান উপাদান জিপসাম। ইহা এরূপ কঠিন হওয়া উচিত যেন ইহা পালিশ করা যায়। ধূলিবৎ চূর্ণ ছাঁকা জিপসামে প্রায় সম পরিমাণ মর্ম্মর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাহাকে জল দিয়া দলা হয়, অতঃপর তাহাতে কোন আঠাল পদার্থ বিগলিত করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই কৃত্রিম মারবেলে আসল মারবেলের ন্যায় অবিকল দাগ করা এবং রং করাই কারিকর গণের মুখ্যচেষ্টা। সময়ে সময়ে শুষ্ক উপাদানে ধাতব বর্ণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় অথবা যে সময়ে কৃত্রিম মারবেল শুষ্ক হইয়া কঠিন হইতে থাকে, সেই সময়ে কোন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। রেখা রঞ্জিত মারবেল প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায়ই বড় বড় জিপসাম তালের সহিত বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাল মিশ্রিত করিয়া পৃথক পৃথক দলা হয়। এই সমস্ত তাল হইতে পাতলা পাতলা পাত কাটিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখা হয় এবং তাহাদিগকে একটা আর্দ্রস্থানে রক্ষা করিয়া অতি অধিক চাপ প্রয়োগে একত্রীভূত করা হয়। পরে যন্ত্র সহযোগে সমতল করা হয়। এইরূপে সমতল করিতে যে দারুণ পরিশ্রম হয়, সেই দারুণ পরিশ্রমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা হয়। একটা কাচের চাদর লওয়া হয়। ইহা অতিশয় পালিশ করা। ইহার উপরি ভাগ তৈলাক্ত করা থাকে। ইহাতে মারবেলের ন্যায় রঞ্জিত রেখা সকল পাত করা থাকে। তৎপরে ¼ ইঞ্চ মোটা করিয়া ইচ্ছানুরূপ রং মিশ্রিত জিপসাম বিছাইয়া দেওয়া হয়। সেই খানেই ইহাকে দৃঢ়ীভূত করা হয়। কঠিন হইয়া যাইলে এই জিপসাম্ মারবেলকে অতি সাবধানতার সহিত অপসারিত করা হয়। কাচের চাদরে সংস্পৃষ্ট অংশ রীতিমত পালিশ হইয়া যায় এবং তাহাকে আর সমতল করিবার প্রয়োজন হয় না।

বিবিধ তথ্য।

মজার কল। মার্কিণের সবই অদ্ভুত। টার্ণার নামক জনৈক মার্কিণ ব্যবসায়ী একটা বড় মজার কল আবিষ্কার করিয়াছেন। কলটির নাম ডিক্টো-গ্রাফ; কলটি দেখিতে ঠিক একটি বাক্সের মত; ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই বাক্সটী যে ঘরে থাকিবে, সে ঘরের লোক যে সমস্ত কথাবার্ত্তা বলিবে, কলটি সে সব কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবে! পরে আবার কলটি ঘুরাইয়া দিলেই সে পূর্ব্ব কথিত কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করিবে। এই কলটি 'মনিব' লোকদের খুব কাজে লাগিবে, সন্দেহ নাই: কর্ম্মচারীরা যেখানে বসিয়া কাজকর্ম্ম করে, মনিব সেখানে এই কলটী রাখিয়া দিলে কলের মুখে কর্ম্ম-

চাষীদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবেন। অনেক অফিসে এখন ডিক্টোগ্রাফ প্রচলিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা কাজের সুবিধা হইয়াছে।

সর্পাঘাতের ঔষধ। সিরাজগঞ্জ বাগবাটী হইতে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,—ক্ষুদে মানকুনের ডাটা সর্পদষ্ট ব্যক্তির দুই কানের মধ্যে দিয়া, যে পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তি যাতনা বোধ করিতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কানের মধ্যেই রাখিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই গাছের ডাঁটা, সর্পবিষ রক্তে না থাকিলে, কানের মধ্যে দিলে কোনও যন্ত্রণা বোধ হয় না। "ক্ষুদে মানকুনের কোন প্রদেশে নাম 'ক্ষুদ মামুদ' কোন প্রদেশে নাম "মানকুনী"। ইহা ময়না জাতীয় পাখীর কান উঠিবার সময় যে ব্যাধি হয়, তাহারও বিশেষ উপকারী বলিয়া ব্যবহৃত হয়।—সঞ্জীবনী।

কড়া এবং আঁচিল প্রভৃতি রোগে পেঁপের আটা ১২ গ্রেণ, সোহাগা ৫ গ্রেণ, জল ১ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলি দিয়া দুইবার লাগাইয়া দিলে আঁচিলের মাংস গলিয়া গিয়া ভাল হয়। দদ্রু রোগে পেঁপের আটা দিলেও দাদ ভাল হয়।

জনৈক ডাক্তার বলেন, ৬০ ফোঁটা পেঁপের আটা দিয়া একটু চিনিকে কর্দ্দমের মত করিয়া ২১টী বটিকা প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ ২ বা ৩ টী করিয়া সেবন করিলে দুরারোগ্য প্লীহা ও যকৃত আরোগ্য হয়।

গেন্দাফুল ও মশক।

গেন্দাফুলের গন্ধে মশক আসিতে পারে না। কৃষক।

আঁচিলের ঔষধ।

আঁচিলের উপর প্রত্যহ একবার রেড়ীর তৈল মালিস করিলে ২।৩ সপ্তাহ পরে আঁচিল পড়িয়া যায়।

আঁচিলের গোড়ায় চুল বান্ধিয়া কাগজের ধোঁয়া দিলেও পড়িয়া যায়।

ছেলেদের কাপড় চোপর অদাহ্য করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ ইহারা অসাবধান, প্রায় ল্যাম্পের ও প্রদীপের ধার দিয়া যাইয়া কাপড়ে আগুণ ধরাইয়া মারা যায়। যে সংসারে ছেলে আছে, সে সকল ঘরে দেওয়ালে টাঙ্গান ল্যাম্প ব্যবহার করা উচিত। বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ইহাদের কাপড়কে খানিকটা গরম জলে ফট্‌কিরি গলাইয়া সেই জলে কাপড় ভিজাইয়া শুখাইয়া পরিতে দেওয়া উচিত। কাপড়ে লাগিবে না। কারণ ফট্‌কিরি অদাহ্য পদার্থ।

লেবুর গুণ।

কয়েকজন ভৈষজ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলেন যে, লেবুর কলেরার বিষ নষ্ট করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। লেবুর রসে কলেরার বিষ ১৫ মিনিটের মধ্যে নষ্ট হইয়া রোগী রক্ষা পায়। পল্লীগ্রামে জল পরিস্কৃত করিবার ফিল্‌টার প্রভৃতি কেহ রাখে না, কিন্তু জলে ফোঁটা কতক লেবুর রস দিলে জল বিশুদ্ধ এবং পরিস্কৃত হইয়া যায়।

সর্প বিষে।

আলকুশ শাকের রস্।

ডাক্তার জে, বিশ্বাস বলেন, সাপে কাটিলে আলকুশ শাকের রস খাওয়াইয়া দিলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, পরীক্ষা করা উচিত।

পেঁপের আঠা।

জনৈক সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন:—পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীর বৃহৎ প্লীহা ও যকৃৎ রোগে পেঁপের আঠা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতিদিন এক ছটাক আন্দাজ চিনির সরবতের সহিত ২ ফোঁটা পেঁপের আটা সেবন করিলে। প্লীহা ও যকৃত ভাল হইয়া যায়।

টাকার বাটা।

টাকা ভাঙ্গাইতে দুই এক পয়সা বাটা দিতে হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বে-আইনী কার্য্য নিবারণের জন্য ভারতরক্ষা আইনে এই-রূপ এক ধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, কেহ টাকা, সবারেণ, মোহর প্রভৃতির যে দাম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অপেক্ষা বেশী দাম কেহ চাহিতে পারে না। যদি বাটা চায়, তবে শাস্তি পাইতে হইবে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই অনুরোধ করিতেছি, কেহ যদি বাটা চায়, তবে তাহার নাম পুলিসের নিকট প্রেরণ করিবেন।

সর্পাঘাতে ও বন্যজন্তুর আক্রমণে মৃত্যু।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত বৎসরে একমাত্র সর্পাঘাতে ভারতে ২৪০০০ লোক মরিয়াছে। আর হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ২০০০ লোকের প্রাণ গিয়াছে। হাজার লোককে বাঘে খাইয়াছে, ৩০০ লোক চিতাবাঘের কবলে পড়িয়াছে, আর নেকড়ে বাঘ ও ভালুকের উদরে ২৮০ জন গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হাতি ও হুমো বাঘের দৌরাত্মে ও চারি কুড়ি লোক নষ্ট হইয়াছে। ৭৪০০০ সর্প, ১২০০ ব্যাঘ্র, ৬০০০ চিতা বাঘ, ২০০০ ভালুক ও ২০০০ নেকড়ে বাঘ শীকারীরা নিহত করিয়া সরকারের নিকট পুরস্কার পাইয়াছে।

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

Agricultural Notes

কৃষি তথ্য।

মৎস্য টাট্‌কা (তাজা) রাখিবার উপায়।

বরফের পরিবর্ত্তে কারবণিক এসিডের গ্যাস (Carboinic Acid Gas) দ্বারা মৎস্য টাট্‌কা রাখিবার একপ্রকার নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই নূতন উপায়ে বরফের খরচার ৮ ভাগের ১ ভাগ খরচায় মৎস্য টাট্‌কা রাখিতে পারা যায়। কেবলমাত্র একটী কারণে এই প্রণালী কার্য্যে পরিণত করা যাইতেছে না। এই নূতন প্রণালী রডলফ (H. T. Roudolph Hemming Cheltenham) নামক একজন আইনজ্ঞ দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। মাছ টাট্‌কা রাখিতে হইলে, মাছ হইতে সমস্ত হাওয়া বাহির করিয়া দিলে মাছ টাট্‌কা থাকে। নিম্নলিখিতপ উপায়ে মাছ হইতে সমস্ত হাওয়া বাহির করিয়া দিতে পারা যায়। একটী আবদ্ধ পাত্রে মাছ রাখিয়া ১ বর্গ ইঞ্চে ৬০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ সের পরিমিত চাপে এই গ্যাস পাত্রে প্রবেশ করাইতে হয়। ইহার সফলতা প্রমাণের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

গোবর ও গোমূত্র সংরক্ষণ।

যেরূপ ভাবে পল্লীগ্রামে গোবর সঞ্চিত হয়, তাহাতে মূত্রের ভাগ অতি কমই থাকে, ও বাহিরে ফেলিয়া রাখার দরুণ উহার সারাংশ অনেক পরিমাণে ধুইয়া যায়। যত্নপূর্ব্বক সঞ্চিত ও সংরক্ষিত গোবর ও মূত্রের গুণ সাধারণ গোবরের অপেক্ষা অনেক বেশী।

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবে লোকে ঘুঁটে ব্যবহার করে। গোবর জ্বালাইলে উহার অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ সার পদার্থ নষ্ট হয়, ছাই মাত্র থাকে। ছাইয়েও সার থাকে, কিন্তু গোবরের অপেক্ষা কম। গোবর সার ও গোবরের ছাই সার পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, ছাই অপেক্ষা গোবর ক্ষেতে দিলে ফসল মাত্র ১৷৷০ বা কখন কখন দুইগুণ বাড়িয়া যায়। সুতরাং গোবর মিলিলে আর গোবরের ছাইয়ের অপেক্ষা করা উচিত নহে। যেখানে গোবর পুড়াইতে হয়, তথায় অগত্যা ছাই ব্যবহার করিতেই হইবে। যেখানে জ্বালানি কাঠ বা পাথুরে কয়লা সস্তা পাওয়া যায়, সেখানে গোবর কদাচ জ্বালাইয়া নষ্ট করা উচিত নহে। যত্ন করিলে বেড়ার ধারে ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে অথবা স্বতন্ত্র জমিতে জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য নানা রকম গাছ জন্মাইতে পারা যায়।

আমাদের দেশে সারের উদ্দেশ্যে গোমূত্র রাখিবার ব্যবস্থা নাই। বস্তুতঃ গোবরের অপেক্ষা গরুর চোনায় বেশী সার পদার্থ থাকে। সুতরাং যাহাতে গোমূত্রের অপচয় না হয় উহার ব্যবস্থা করা উচিত। গরু চরিতে গিয়া যে মূত্র পরিত্যাগ করে, উহা ধরিয়া রাখা অসম্ভব, কিন্তু গোয়ালের ভিতর যে চোনা পড়ে, উহারও অধিকাংশ মাটীর ভিতর চলিয়া যায় ও নষ্ট হয়, ইহা আক্ষেপের বিষয়। ইচ্ছা করিলে গোমূত্রের সারাংশ অল্প আয়াসেই ধরিয়া রাখা যায়। গোয়াল ঘরের মেজের উপর এক স্তর ধুলা মাটী ছড়াইয়া রাখিয়া দিলে, উহা চোনা শুষিয়া লয়। এক স্তর মাটীতে যত পারে চোনা শুষিয়া লইলে, উহা সরাইয়া আর এক স্তর গুঁড়া মাটী ছড়াইয়া দিতে হয়। ভিজা মাটী শুকাইয়া বার বার উহার ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোয়াল ঘরের মেজের মাটীতেও অনেক চোনা শুষিয়া লয়, মধ্যে মধ্যে চাঁচিয়া লইলে এই মাটীও উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে। কোন কোন লোকে এইরূপে চোনার সার সংগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্তু এই প্রথা আপাততঃ অতি বিরল।

আমাদের দেশের লোকে ভাল করিয়া গোবর রাখিতে জানে না, অথবা জানিয়াও রাখে না। সাধারণতঃ দেখা যায়, গোয়ালের বাহিরে একটা গোবরের গাদা থাকে, উহার উপর রোজ গোবর ফেলা হয়; রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য চালা বা কোনরূপ আচ্ছাদন থাকে না। ফলে এই হয়, গোবরে যে সার পদার্থ থাকে, উহার অধিকাংশ বৃষ্টিতে ধুইয়া যায়, অথবা রৌদ্রের তেজে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। যদি একটা বড় গর্ত্ত করিয়া উহাতে গোবর রাখা যায়, বৃষ্টি ও রৌদ্র না লাগে, এরূপ ভাবে গর্ত্তের উপর একখানা চাল তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোবরের সারংশের প্রায় সমস্তই সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। চাল ঘরের চালের মত পুরু করিয়া না ছাইলেও চলে। দুচার ফোঁটা বৃষ্টি এবং সামান্য রৌদ্র পাইলে ক্ষতি না হইয়া বরং উপকার হয়। গোবরস্তূপ খুব শুকাইয়া গেলে অল্প জলের ছিটা দিয়া সরস করিতে হয় এবং গোময় পচাইবার জন্য তাপের আবশ্যক, সেইজন্য সামান্য রৌদ্র পাওয়া ভাল। বৃষ্টির জল গড়াইয়া গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ না করে, এই হেতু গর্ত্তের চারিধারে আইল বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যহ গোয়াল হইতে গোবর আনিয়া গর্ত্তে ফেলিতে থাক, মধ্যে মধ্যে কোদাল দিয়া গোবরের স্তূপ সমতল করিয়া পিটাইয়া দেও। দেখিও, যেন বেশী আলগা না থাকে। গর্ত্তের চারিধারে ও তলায় খুব আটাল মাটী পুরু করিয়া লেপিয়া দিলে ভাল হয়, কেননা তাহা হইলে গোবরের রস চারি পাশের ও তলার মাটীর ভিতর সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ

দুইটা বা ততোধিক গর্ত্ত থাকা উচিত, কারণ পুরাতন গোবরের সহিত নূতন গোবর মিশান ঠিক নহে। গর্ত্ত ভরিয়া গেলে গোবরের উপর এক স্তর মাটীর আচ্ছাদন দিলে ভাল হয়; নতুবা সারের কিয়দংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালায় পূজা-সঙ্কট।

—:০:—

দেখিতে দেখিতে পূজা ত আসিয়া পড়িল। মহামায়ার পূজার আর একমাসও দেরি নাই, সমস্ত দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য। বস্ত্র প্রায় ৮৲ টাকা জোড়া হইতে চলিয়াছে, এই ঘোর সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায়ই নাই। বহু মন্বন্তর গিয়াছে, বহুসঙ্কট ভারতের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ জনিত ঘোর সঙ্কট দরিদ্র ভারতবাসীর অস্থি মজ্জা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে বসিয়াছে, এমন দুর্দ্দিন আর কখনও আসে নাই। ভারতবাসী দুর্ভিক্ষে, অজন্মায় ম্যালেরিয়া প্লেগাদি অসংখ্য রোগের আক্রমণে মৃতপ্রায় হইয়াই আছে, ভারতবাসী কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে মাত্র। এইরূপ অবস্থায় বস্ত্র ও আহার্য্য সঙ্কট যে কি ভয়ঙ্কর ভাবে ভারতের মর্ম্মস্থল আক্রামণ করিয়াছে, তাহা এদেশের প্রত্যেক লোকেই বুঝিতেছেন। এ হেন দুর্দ্দিনে সকল দিকেই মিতব্যয় ব্যতিত পরিত্রাণের উপায় নাই। কিন্তু আমরা বিলাসিতায় নিমজ্জিত, চাল বাড়াইয়া ফেলিয়াছি "To appear rich becoming poor" সাজা বড় লোক হইয়াই মারা যাইতেছি। এই পূজার তত্ত্ব তল্লাসাদিতে হাল ফাশানের চাল দেখাইতে গিয়া প্রত্যেক সংসারে বহু পরিবারের বস্ত্রের আবশ্যক। কিন্তু বস্ত্রের মূল্য অগ্নিতুল্য। চাকুরে বাঙ্গালী খাবি খাইতে বসিয়াছে। কেমন করিয়া চাল বজায় হয়। বাজারের দোকানদার বুঝিয়াছে, বাঙ্গালী এ পূজায় মামুলী চাল কখনই হঠাৎ বুদ্ধিমান হইয়া ছাড়িতেই পারে না চাল বজায় রাখিতে, to appear rich তাহাকে যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া পূজার বস্ত্র কিনিতেই হইবে, তাই খুচরা দোকানদার, বড় দোকানদার সকলেই উত্তরোত্তর মূল্য বৃদ্ধি করিতেছে।

এই সঙ্কটে একটু মিতব্যয়ী, মিতাচারী হইলে কতকটা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা। চিরদিনই কুটুম্ব সজ্জনকে বস্ত্রাদি দিয়া তত্বতল্লাস করিয়া আসিয়াছি, আজ সঙ্কটের দিনে, ঘোর মহার্ঘ্যতায় দিনে যদি এক বৎসর না পারি, তাহাতে কি ক্ষতি হয়? এইটুকু মনে করিয়া লইতে একটু ন্যায়বুদ্ধি ও সৎসাহসের দরকার। যদি সকলেই এবৎসরের জন্য যাহা না কিনিলেই নয়, যাকে না দিলেই নয়, তাহাকে ছাড়া এখন বস্ত্র ক্রয় বন্ধ করি, তাহা হইলে এই সঙ্কটের কতকটা নিরাকরণ হয় বৈকি?

সে কথা প্রায় ২ মাস পূর্ব্বে আমরাও বলিয়াছিলাম এবং নায়ক সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুও নায়কে বলিয়াছিলেন যে ৩ মাস সকলে একযোটে কাপড় কেনা বন্ধ করিয়াও দাও, তাহা হইলে বস্ত্র সঙ্কটের সমাধান হইবে। বস্ত্র বিক্রেতাগণ বহুলাভ করিয়া বড় লোক হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা ব্যবসার রক্ষার জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত মূল্য কমাইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু তাহারা বেশ জানে যে, ধুতি শাড়ী বাঙ্গালীকে চাল বাজায় করিবার জন্য কিনিতেই হইবে। বাঙ্গালার এক যোগে কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, একতায় অভাবেই বাঙ্গালার "স্বদেশী অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর মুখসর্ব্বস্ব, কাজে সে মরিয়া যাইলেও চাল ছাড়িতে পারিবে না। এদিকে গবর্ণমেণ্ট বস্ত্র সঙ্কটের যে কোন উপায় করিতে পারেন, এমন আশাই দিতে পারিলেন না। অধিকন্তু মাননীয় গবর্ণর বাহাদুরের বরিশালের বক্তৃতার পর ক্ষুদ্র দোকানদার হইতে বড় দোকানদার পর্য্যন্ত ব্যাপার বুঝিয়া গেল, মূল্য বৃদ্ধি করিয়া এখন কাপড় অগ্নি মূল্যে উঠিয়াছে। মধ্যবিত্তলোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত, কোন একটা জিনিসেরও মূল্য যদি সুবিধা জনক আছে। এমন অবস্থায় চক্ষুলজ্জা খাটাইয়া এবারের মত লক্ষ্মই চওড়াই না দেখাইয়া যাহা না হইলেই নয়, যাকে না দিলেই নয়, তাহাকে দিয়া কোন রূপে লজ্জা সরম রক্ষা করিয়া চলিলেই ভাল হইবে। যে কুটুম্ব এই ঘোর দুসময়ে তত্বের কাপড় না পাইয়া নিন্দা কুৎসা করিবেন, তাঁহারা আর মানুষ নন্, তেমন লোক কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবার নহে। যাহারা অর্থশালী ধনী, তাঁহারা কিনুন, কিন্তু আমার যদি অবস্থা তেমন না হয়, তবে আমি আমার অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে যাওয়াটা পাপ নহে বরং পুণ্যের কাজ। সঙ্কট ত এখনও অনেক বাকী। যদি আশু যুদ্ধের শেষ না হয়, তবে এই দরিদ্র দেশকে এখনও বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে বুঝিয়া না চলিলেই নয়।

মহামায়ে! কতদিনে আমাদের এই সঙ্কট দূর হইবে, কতদিনে আমরা মানুষের মত হইব, আমরা "নিজ কর্ম্ম দোষে মজালু রাক্ষসকুল মজিনু আপনি" নিজেদের দুঃখ আমরা নিজেরাই আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া থাকি, অথচ দারিদ্রের দুর্ব্বিসহ ভারে যখন নিপেষিত হইতে থাকি, তখন নাকে কান্দি, চৈতন্য হয় কৈ। আমাদের পরিত্রাতা কেহ নাই,—আমরা নিজেরা না বাঁচিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিলাসিতার অনুকরণে না

[illegible] নিজেদিগকে [illegible] করিয়া ফেলিয়াছি—কাহারও কিছু নাই, শুদ্ধ উপরে চিকন চাকন, বিলাস বিভ্রম। ইহা দেখিয়া একদিকে এংলো ইণ্ডিয়ানগণ বলিতেছেন, ভারতবাসীর বহু টাকা মাটিতে পোঁতা আছে। কিন্তু দেশের যে কি দুরবস্থা, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। এ সমস্তই আমাদের অবস্থার বাহিরে চলার বিষময় ফল। চাল ছাড়, যেমন অবস্থা, সকলে সেইরূপে চলিতে শিক্ষা কর—চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ কর—মিতব্যয়ী হও—আপনি বাঁচিলে বাবার নাম, তা যদি না পার, তাহা হইলে দারিদ্রের কঠোর নিষ্পেষণে মর—নাকে কান্দিও না। তোমার ঘরে ভাত নাই, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন দুবেলা দুমুঠো খাইতে পায় না, আর তুমি যদি ৮৲ টাকা জোড়া জুতা, ১০৲ টাকা জোড়া কাপড়, রুমাল, এসেন্স, সাবান, থিয়েটার, বায়স্কোপ, মটরগাড়ী না চড়িতে পাইয়া কান্দ, তবে তোমার দশা বিধাতা স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন—তুমি না মরিবে তো মরিবে কে? খরচ খাটাইয়া দাও দেখি, দেখিবে অল্প আয়েও তুমি বেশ চালাইয়া যাইতে পারিবে। তোমার অভাব হইবে না। নাকে কান্দিতে হইবে না, সভা সমিতি করিতে হইবে না, ভিক্ষা করিতে হইবে না। সুখেই দিন কাটিয়া যাইবে। সেকালের লোকের এখনকার মত আয় ছিল না—কিন্তু ৫৲ টাকা বেতনের ভদ্রলোক কত দোল দুর্গোৎসব, কত অতিথিশালা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তুমি পাঁচশত টাকা মাহিনা পাইয়াও দ্বারের ভিখারীকে দ্বারবান দিয়া তাড়াইয়া দাও কেন? তোমার দরজায় দুখানা পাতা পড়ে না কেন? তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা সব মজাইয়াছি। আমরা মরিলে জগতে কোন চিহ্ন থাকে না—একটা উল্লেখযোগ্য রেকর্ড থাকে না। এই সকল কারণে [illegible] আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, আমরা মায়ের সন্তান, তাঁহার পূজায় আজ বিষাদিত, পূজায় আমাদের আনন্দ নাই—ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে। বিলাতে বিলাস দ্রব্যের উপর টাক্স বসাইয়াছে, এদেশে তেমন একটা কিছু হইলে মন্দ হয় না, অন্ততঃ কলে পড়িয়াও মিতাচার শিক্ষা হয়। আমাদের শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই, কৃষির সুবিধা নাই, বিষয় বুদ্ধি নাই, আমাদের পক্ষে অপব্যয় সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ রোগের চিকিৎসা কে করিবে?

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক নোট্‌স।

১। সাধারণ উদরাময়ে প্রায়ই Chinimum ars 3 x ট্যাবলেট ২।১ মাত্রা দিলেই সারিয়া যায়।

২। শূল বেদনায় যেখানে রোগী যন্ত্রণায় পা গুটাইয়া বা হাঁটুর উপর বুক দিয়া (Bends double) কাতর হইয়া থাকে, সেখানে কলোসিন্থই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩। কলেরার মত উদরাময়, আক্ষেপ বা উদরে খাল ধরা, তৎসঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম লক্ষণে ভিরেট্রাম আল্‌ব ৩ ব্যবস্থা করিলে মহৎ উপকার হইয়া থাকে।

৪। রক্তামাশয়ে যেখানে রক্তের পরিমান অধিক, সেখানে মার্কিউরিয়াস কর ৬ দিলেই আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায়।

৫। কখন উদরাময়, কখন কোষ্ঠবদ্ধতা অথচ বাহ্যে পরিষ্কার হইতেছে না এবং বারবার বিফল মলত্যাগের প্রবৃত্তি, রোগীর [illegible] এমন সময়ে [illegible] ১ মাত্রা দিলেই উপকার হইবে।

৬। কোষ্ঠবদ্ধতা—যেখানে রোগীর জীহ্বা সাদা, সেখানে আণ্টিম ক্রুড্ দ্বারা মহৎ উপকার হইবে। এই ঔষধ বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধতায় যেখানে জিহ্বা সাদা নাও থাকে, সেখানেও উপকারী।

৭। আলুমেন্—বৃদ্ধ এবং বয়স্ক ব্যক্তিগণের Bronchial Catarrh নামক সর্দ্দির জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। There is apt to be a sense of dryness and constriction into the throat.

৮। আলুমিনা—ঔষধটীও শুষ্ক, শীর্ণ, বৃদ্ধ যাহাদের জৈবনীক উত্তাপের অভাব হইয়াছে, সেরূপ স্থলে হিতকর। ইহা অকাল বৃদ্ধেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৯। স্নায়বিক অজীর্ণতা (Nervous Dyspepsia) বিশেষতঃ যেখানে আহার করিলে রোগের উপশম বোধ হয়, সেখানে আনাকার্ডিয়ম ৩০ দিলেই উপকার হইবে।

১০। প্রায় যে কোন অবস্থায় যেখানে শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে, সেখানে ভিরাট্রম আল্‌ব দ্বারা উপকার হইবে।

১১। থিয়েটারের অভিনেতাগণ যাহারা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্ব্বে ভীত হয়, তাহারা প্রবেশের পূর্ব্বে ২।১ মাত্রা আনাকার্ডিয়ম সেবন করিলে এই Stage fright বিদূরিত হয়।

১২। বাড়ীর বাহিরে যাইতে ভয়, রাস্তায় যাইতে, ভীড়ের ভিতর যাইতে ভয়। একোনাইট।

১৩। সহসা গরম বোধ, গাত্র দাহ—বিশেষতঃ পায়ের তলা ও হাতের তলা জ্বালা, সলফার।

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা ছিল, আর লইব না।

১৪। [illegible] ঘোর শূল, [illegible] লালি, ফুলা, তৎসহ বেদনা, কর্ণমূল পর্য্যন্ত চিড়িক [illegible] মত বেদনা, গিলিতে বেদনা, কাইটো-[illegible]—জ্ঞাপক লক্ষণ।

১৫। Echinacea Five drops a dose is the best remedy for boils and badblood, take twice in water.

Homœopathic Envoy.

ধাঁধা।

কেহ বলিতে পারেন ?

১। সিকিতে ত্রয়ানীতে মোট নয়টা।
গোটা টাকা হয় কয়টা॥

২। এমন একটা নাম করুন, যাহা কলিকাতা হইতে হুগলি যায়, কিন্তু আদৌ স্থান হইতে নড়ে না। "What goes from Calcutta to Hoogly without moving ?"

৩। এমন একটা জিনিসের নাম করুন, যাহা অপরে খুব ব্যবহার করেন, কিন্তু নিজের দরকারের সময় খুব কম ব্যবহার হয়। উত্তর গুলি পাঠাইলে "কাজের লোকেই" তাহা প্রকাশিত হইবে।

সাময়িক তথ্য।

ক্রেটন সাহেবের পদচ্যুতি।

বিহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কস বিভাগের সেক্রেটারী অনারেবল মিঃ এফ ক্রেটন এক ট্রেণে যাইতে কলিকাতা হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মিঃ সৈয়দ হাসান ইমামের গায়ের উপর বসিয়াছিলেন, এই [illegible] হন। ১৫ই আগষ্টের 'ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজে' প্রকাশ, বিহার উড়িষ্যা গবরর্ণমেণ্ট মিঃ হাসান ইমামকে অকারণে উপরিউক্তরূপে অপমানিত করার জন্য মিঃ ক্রেটনকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন।

নিকেলের দু আনি।

বর্ত্তমান ইংরাজি বর্ষের প্রথম ৩ মাসে কলিকাতা টাকশালে ২৩ লক্ষ ৮০ হাজার নিকেলের দু-আনি নির্ম্মিত হইয়াছে।

পাটের দর ১৭৲ টাকা হইয়াছে।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে ৬৷৷০ টাকা হইতে ১৭৷/৫ দরে পাট বিক্রয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ দিনে পাটের দাম ৫৷০ হইতে ৮৮৴০ ছিল।

ময়মনসিংহে চরকা প্রদর্শনী।

লর্ড রোণাল্ডসে গত ১১ই আগষ্ট পূর্ব্বাহ্নে ময়মনসিংহের চরকা প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। কটন কমিটীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ আবদুল আলির উৎসাহে এই প্রদর্শনী হইয়াছিল। নানা প্রকারের চরকা দেখান হইয়াছিল। বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার এম, এ, বি, এল তাহার নির্ম্মিত চরকার কার্য্য স্বয়ং দেখাইয়াছিলেন। প্রায় ২৪টি বালক বালিকায় সূতা কাটিয়াছিল। চরকা কাটা সূতার প্রস্তুত রুমাল, ধূতি, মশারি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

[illegible]তা।

২৫ বৎসর হইল, ইংলণ্ডের রাজা জর্জ ও রাণী মেরীর বিবাহ হইয়াছে। তাঁহাদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক বিবাহ উৎসব মহা সমারোহে নির্ব্বাহ করার প্রস্তাব হইয়াছিল। রাণী বলিয়াছেন, বাজে কাযে অর্থব্যয় করার প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের নারীগণ উৎসবের জন্য যে টাকা সংগ্রহ করিবেন, তাহা ভারতের সৈন্যদের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য যদি ব্যয় করা হয়, তবে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিবেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে সৈন্যের মন্ত্রী সার হেনরী হুইলারের পত্নী লেডি নারজারি হুইলার অর্থ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষা দানের মত উৎকৃষ্ট দান কমই আছে, বাঙ্গালার নারীগণ এই মহৎ কার্য্যে অর্থদান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না।

মার্কিণ জেনারাল মার্চ্চ বলেন, প্রতি ডিবিসনে ৪৫ হাজার সৈন্য হিসাবে ৮২ ডিবিসন সৈন্য হইলেই এই যুদ্ধ শেষ করিয়া দেওয়া চলিবে। মার্কিণে আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে।

কাশ্মীরে চাউলের মূল্য অত্যধিক রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে তথায় চাউল প্রতি মণ ১০৲ হিসাবে বিক্রীত হইতেছে।

গত ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বৃটিশ ভারতে ৫০ লক্ষ ৮১ হাজার ১শত টাকার ওয়ার বণ্ড ডাক বিভাগ কর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়াছে।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোক, কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়,

নিরানন্দের আনন্দকর।

সংবৎসরব্যাপী নিরানন্দের পর আনন্দময়ীর শুভাগমন হইবে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। জবাকুসুম তৈল সকলেরই আনন্দদায়ক। উৎসবের দিনে জবাকুসুম তৈল সংগ্রহ না করিলে উৎসবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল।৹ আনা। ভিঃ পিতে ১।৵৹ আনা। ডজন (১২ শিশি) ৮৶৹ আনা।

সুরবল্লী কষায়

রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক সালসা।

দূষিত বিষ জন্য যাঁহাদের রক্ত খারাপ হইয়াছে, শরীরে নানাপ্রকার ব্রণ বা ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার অন্তরায় হইয়াছে, শরীরের কান্তি ও পুষ্টির হ্রাস হইয়াছে তাহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন। সুরবল্লী কষায় সেবন কালে বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না। সুরবল্লী কষায় সেবনে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

১ শিশি ১॥৹ টাকা। ভিঃ পিতে ২।৹ আনা। ৩ শিশি ৩৸৹ টাকা। ভিঃ পিতে ৪।৵৹ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক, "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸৹ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ক্ষৌর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকুরী থাকা স্বত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৷৶০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপারটরী সমেৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য।

৺ পি, এম, বাকচি প্রতিষ্ঠিত
সন ১৩২৫ সালের
পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।
মূল্য প্রতি শত ৪৫৲, প্রত্যেকখানি ॥৵০।

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।
২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এট্‌লাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মেসার্স ইজ্‌হার এণ্ড সন
ক্যাবিনেট্‌ মেকার্স এণ্ড কন্‌ট্রাক্টর্স।
বেণ্ড সরাই।

শিশু, শাল, কাঁঠাল, প্রভৃতির গৃহসজ্জার সমস্ত সামগ্রী ও দরজা জানলা ইত্যাদি অতি সুলভে বিচক্ষণ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া থাকি। অর্ডার দিবামাত্র বা এষ্টিমেট চাহিলে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিই। প্রত্যেক অর্ডারের সহিত অন্ততঃ মূল্যের অনুমান অর্দ্ধেক অগ্রিম পাঠাইতে হয়। বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে আদায় হয়। দরে ও এখানে সুবিধা হইবে।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার:

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩৷৷০ "
¼ "	৩৲ "	৩৷৷০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২৷৷০ "	২৲ "
½ "	১৷৷০ "	১৷৷০ "	১৷০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

THE
BUSINESSMAN
কাজেরলোক
New Series.
October 1918.
Vol. XII.
No 10
শানমেট্টো।
SANMETTO.
স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।
নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্টোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা অন্যবিধ স্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে মানসিক, যান্ত্রিক বা দেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বার্দ্ধক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের নববিধান করিতে শানমেট্টোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র নিশ্চিত ও নিরাপদ ঔষধ।
আফিং আদি কোন নেসার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার্য্য। প্রতি গৃহেই শানমেট্টো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩।৵০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
আমরাই শানমেট্টোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।
আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকের উপরে দেখিয়া লইবেন।
অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ।
OD CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A
কাজের লোক আফিস, ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত আজিও ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মের সেই সুখ্যাতি অক্ষুন্ন। ইহা সহজে খারাপ হয় না। ইহার সুর অতীব মধুর। গুণের তুলনায় ইহার দাম অতি অল্প।

৩ অক্টেভ, একসেট রীড়, ৩ বা ৪ ষ্টপ মূল্য ২০৲ ও ২৫৲
ঐ দুই সেট রীড়, ৪ বা ৫ ষ্টপ মূল্য ৩০৲ ও ৫৪৲
দক্ষিণাবাবু প্রণীত হারমোনিয়ম শিক্ষা, মূল্য „ ২৲।

Write for Illustrated Catalogue.

DWARKIN AND SON

No. 8 Dalhousie Square, Calcutta.

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২৷৹ এবং মাত্র ৷৹ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc , etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Accoun

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
[illegible] Abchurch Lane, Lodon, E.C.
Address : "ANNUAIRE, LONDON"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থান পরিবর্ত্তন।

মেসার্স নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স ১ নং বেন্টিং ষ্ট্রীট হইতে ৮১।২ নং বেন্টিং ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। লালবাজার চৌমাথার মোড় হইতে বাম ধারের ফুটপাথের উপর ৫।৬ খানা মাত্র বাড়ী পরেই দেখিতে পাইবেন। মোড় হইতে অতি নিকটেই।

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং গ্রামোফোন।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। ১ সেট্ রিড্ যুক্ত ১৫৲, ২০৲ এবং ২৫৲। ২ সেট্ রিড্ যুক্ত ২৫৲, ২৭৷৹, ৩০৲, ৩৫৲, ৪০৲, ৫০৲ এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থে আছে।

গ্রামোফোন এবং বিবিধ নূতন রেকর্ড—আবু হোসেন পালা ১৩ খানা রেকর্ড সম্পূর্ণ ৩২৷৹ টাকা, ডিসমিস ৪ খানা রেকর্ড (ডবল সাইডেড) ১০৲ এতদ্ভিন্ন অসংখ্য সুগায়ক গায়িকার বাছা বাছা গান রাখাই আমাদের বিশেষত্ব। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

নিরদবরণ সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

৮১।২ নং নং বেন্টিং ষ্ট্রীট, (লালবাজারের মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে বাম ফুটপাথে)
কলিকাতা।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনাম এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস, নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৶০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০; ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রোয়জন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল ও উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান হয়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল

টেরিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্সপাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হইবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।

যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০, টাকা মাত্র। যাঁহাদের গ্রামোফন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা বিনামূল্যে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬।৶ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

[illegible] মূল্য ২।০ টাকা। | Registered No. C-[illegible]

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ। | New Series | নব পর্য্যায়। | Vol. XII
১০ ম সংখ্যা। | **October 1918.** | অক্টোবর ১৯১৮। | No. 10

শ্রী শ্রীদুর্গা।

শরণম্।

চিরন্তন প্রথানুসারে মহামায়ার পূজোপলক্ষে আমরা আমাদের প্রিয় সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট কয়েক দিবসের জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি।

আপনারা আনন্দময়ীর আগমণে কয়েকদিন সমস্ত কঠোরতা, সমস্ত অতিত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া আনন্দ উপভোগ করুন। আবার আগামী নবেম্বর মাসে বিজয়ায় সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন হৃদয়ে ধারণ করিয়া "কাজের লোক" শুভ আশীর্ব্বাদের জন্য আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইবে। অদ্য কয়েক দিবসের জন্য আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"কাজের লোক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

সেকালের পূজা ও একালের পূজা।

—:০:—

মহামায়ার পূজা এখন নামে পূজা মাত্র, এখন আর পূজার সে আনন্দোৎসব নাই, সে শক্তি নাই, ভক্তি নাই, কোন রকমে টানিয়া আমোদ আহ্লাদ করা মাত্র।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, প্লাবন, অন্নসঙ্কট, বস্ত্র সঙ্কট, ঘরে ঘরে হাহাকার, হৃদয়ে হৃদয়ে দাবানল। এতে আর কি উৎসব আনন্দ সম্ভবে?

সেকালে লোকে অল্প উপার্জ্জন করিয়াও দেশের দুঃখ মোচন করিয়া দশকে লইয়া মহামায়ার পূজায় অপার আনন্দ উপভোগ করিত। ঘরে ঘরে তিন দিন অন্নছত্র বসিয়া যাইত, উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিগণ দীন দুঃখীগণের মুখের পানে তাকাইতেন, অন্ন বস্ত্র মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া, বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া, দশকে লইয়া মহামায়ার পূজার মহোৎসবে কয়েকদিন স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেন। পূজায় আনন্দ হইত, পূজা সার্থক হইত।

এখন সকলে আত্ম সুখেই মজগুল, Self-Sufficient, নিজের ছাড়া পরকে কাছেও ঘেষিতে দেয় না।

নিজে খায়, নিজে নাচে, নিজে গায়। পরস্পর পরস্পরের দ্বারেও যায় না, ঘরজামাই দুখানা পাতাও পড়ে না, কেঁহ দুটা মিষ্টান্ন, দুমুঠো অন্ন, একখানা পুরাতন বস্ত্রও পায় না। তাই আনন্দময়ীর পূজায় আনন্দ নাই, পরস্পরে মিল নাই, বিপদে সম্পদে সহানুভূতি নাই।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

[illegible] আমাদের আনন্দময়ী, যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে তিনি থাকেন না। তাই আমাদের পূজাও তামসিক, আমাদের সংকল্পও তামসিক। অভিষ্টসিদ্ধ হয় না। মা মা বলিয়া ডাকিলে সে ডাক আর তাঁহার হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে না, তাই আমাদের শান্তি নাই, সুখ নাই।

প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি শুদ্ধ আমি আমার নিজের ভোগ সুখেই সীমাবদ্ধ করিলে পাওয়া যায় না। দশকে লইয়া সংসার, দশের চক্ষে হাসি ফুটাইতে না পরিলে শান্তি সুখ লাভ হয় না।

সেকালের লোকের আত্মসুখ, আত্মস্বার্থ বোধ ছিল না। সুদূর রাজপথ পার্শ্বে সর্ব্বস্বার্থ ত্যাগ করিয়া জলাশয় করিয়া দিত, বাগান করিয়া দিত, লোকে ফল জল খাইয়া যাইবে, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিত, লোকে ছাওয়ায় বসিবে, পূজা উৎসব করিত, লোকে ভালমন্দ যাহা জোটে খাইয়া আনন্দ করিবে। নিজের বিলাসিতা, শুদ্ধ নিজের ছেলে মেয়ের সুখ বলিয়া ভাবিত না, তাই সেকালে সংসার সুখের ছিল। হায় হায়, কোথায় সেদিন ? কোথায় সেকালের মহাপূজা, কোথায় সেই হৃদয়ভরা ভক্তি-ভরা মা মা ধ্বনি ? সব আমাদের অসার স্বার্থের জন্য, কুশিক্ষার জন্য, অনুকরণ প্রিয়তার জন্য বাঙ্গালার সংসার হইতে চির-বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। এখন পূজার প্রকৃত আমোদ হইয়াছে কবে দাসত্ব হইতে অবকাশ পাইয়া যে যাহার আপনার গ্রামে যাইয়া "বাবুত্ব" দেখাইব, বিলাসিতা প্রদর্শন করিব, নিজে খাইব, নিজের কৃতিত্বের গুণগান করিব, নিজে পরিব ইত্যাদি। বাস্ মহামায়ার পূজা হইয়া গেল।

এইরূপ একটা বিকট তামসিক [illegible] যেদিন হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই বাঙ্গালার অশেষ দুঃখের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

সেকালের লোকের পারলৌকিক সুখের, অমরত্ব লাভের দিকে লক্ষ্য ছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তে লোকের সংকীর্ণ ক্ষণিক সুখের দিকে লক্ষ্য হইয়াছে।

আমাদের সর্ব্বস্ব বিলাসিতায় যাইতেছে, পাশ্চাত্য Luxuryর জন্য লক্ষ্মী ছাড়িতেছে, শুধু গলা বাজী, সভা সমিতি করিলে কি হইবে ? সহানুভূতি, মতসমষ্টির অভাব, এই স্থানেই বিষম গণ্ডগোল, এই স্থানেই গলদ।

সেকালে এই সহানুভূতি, সমবেদনা, মত-সমষ্টির মূল্য জ্ঞান ছিল, প্রকৃত মনুষ্যত্বের দেবতার আসন হৃদয়ে বিরাজিত ছিল, কর্ত্তব্য জ্ঞান ছিল, তাই সুখে দিন কাটিত। কীর্ত্তি থাকিয়া যাইত, লোকে যুগ যুগান্তর সেই অমরকীর্ত্তির জন্য অমর হইয়া থাকিত। বাঃ কি সুখের দিনই ছিল।

আজ মরিলে কাহারও রেকর্ড থাকে না, সৎকাজ নাই, কীর্ত্তি নাই, দান নাই, শুদ্ধ পশু পক্ষীর ন্যায় নিজের সুখেই আত্মহারা। আমাদের আবার অমরত্ব! কীর্ত্তি! আমাদের আবার পূজা, আমাদের আবার আনন্দোৎসব!

আমরা কি আবার পূজা করিব ? মহামায়ার প্রকৃত পূজা করিয়া আবার সেই সেকালের আনন্দোৎসবে সুখী হইতে পারিব না ? আবার কি আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে, স্নেহ মমতা বিলাইয়া আপনার করিতে পারিব না ? আবার কি আমরা বিলাস বিভ্রম ভুলিয়া অন্যায় ভোগ সুখে অর্থ ব্যয় না করিয়া, প্রকৃত সঞ্চয়ী, সাত্ত্বিক হইয়া সৎকার্য্যে অমর কীর্ত্তি রক্ষার জন্য যত্নবান হইতে পারিব না ? আমরা ত অনেক ঠেকিলাম, আমরা ত অনেক শিখিলাম, তবু কি আমাদের চৈতন্য হইবে না ?

স্বাধীনে অধীনে কিছু আসে যায় না। আমরা নিজের সংসারের, নিজের সমাজের নিজের বাসস্থানের রাজা। যদি আমরা আবার সেকালের সাদাসিদে চালচলন ধরি, দেব-কীর্ত্তি পিতৃকীর্ত্তি বজায় রাখি, সকলে মিলিয়া মিশিয়া আপনার ক্ষুদ্র সংসারকে, আপনার গ্রামকে সুখী করি, তাহা হইলে সংসার রাজত্ব বেশ সুখে চলিয়া যায়। মিতব্যয়ী হইলে, অর্থ সংস্থান হয়, রাজকর দিতেও কাতরতা আসে না, কোন কিছুতেই কষ্ট হয় না। ইহাই কি প্রকৃষ্ট মুক্তির পন্থা নয় ? এই সংসার সমস্যা মিমাংসার জন্যই ঋষি, তপস্বীগণ হিন্দুর প্রত্যেক কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সংযোগ রাখিয়াছিলেন, আত্মসুখ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা বিলাস পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিতেন, যেদিন হিন্দু ধর্ম্মের গণ্ডি পার হইবে, সেইদিনই অনৈক্যতার সৃষ্টি হইয়া প্রত্যেক সংসার শান্তির আগার হইতে দাবানলে পরিণত হইবে। আমরা সেই সমুদয় আর্য্যনীতি পরিত্যাগ করিয়া কেমন সুখে শান্তিতে আছি, প্রত্যেকেই এখন তাহা অনুভব করিতেছি। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই শয়তানের প্রেত ভূমিতে এখন আর সে পূজা নাই, আর সে উৎসবও নাই।

বাঙ্গালী আজ বস্ত্র শকট দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইতে বসিয়াছে। মূর্চ্ছা ত যাইবারই [illegible], কেবল উপরে চিকন চাকন, [illegible] বাঙ্গালীর আবার আছে কি ? বাঙ্গালী প্রকৃতই অতি দরিদ্র, কেবল মুখে কাষ্ঠহাসি মাত্র সার।

তবু এস মা, সর্ব্বদুঃখহারিণী, সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী, আমাদের সর্ব্বদুঃখ দূর কর, আমাদের মঙ্গল কর, আমাদিগকে ঘোর বিভীষিকা হইতে রক্ষা কর। বাঙ্গালীকে কর্ত্তব্যপরায়ণ কর, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের শক্তি দাও, বাঙ্গালী মানুষ হোক, আবার বাঙ্গালী তোমার পূজা করিতে শিক্ষা করুক। বিশ্বজননী! সেকালে পূজার স্মৃতিতেই যদি এত আনন্দ, প্রকৃত পূজার তবে কি আনন্দ ছিল। আবার তোমার করুণায় সাধনা সিদ্ধ হোক, তোমার করুণায় আমাদের সর্ব্ব অর্থ সাধিত হোক, হে কল্যাণী, হে নারায়ণী, আমরা তোমার সর্ব্বার্থ-দায়িনী, রাজীব চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আবার ধন্য হই।

কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গা।

৮ই, ৯ই এবং ১০ই কলিকাতায় মুসলমান দিগের এক সভা হওয়ার স্থির ছিল। কিন্তু সম্প্রতি যে সকল সভা হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আপত্তিজনক বিষয় উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া হয়। সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট সভা নিষেধ করিয়া দেন, ৮ই হইতে ফৌজের ব্যবস্থা করেন। ৯ই সন্ধ্যাবেলায় জাকারিয়া মসজিদের নিকট পরামর্শ চলিতে থাকে এবং মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। গবর্ণ মেণ্টের নিষেধ সত্বেও জাকারিয়া মসজিদে এবং জাকারিয়া ষ্ট্রীটের নূতন মঞ্চে মুসলমানেরা ১০।৯।১৮ তারিখে সভা করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেয়। গুণ্ডারা লাঠি হস্তে মসজিদের নিকট ঘুরিতে থাকে। দুই প্রহরের সময় কয়েকজন মুসলমান নেতা গবর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সভার জন্য আদেশ আনিতে যান। সহস্র মুসলমান জাকারিয়া ষ্ট্রীটে আদেশের অপেক্ষা করিতে থাকে। বিলম্ব দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত তাহারা যাইবার জন্য অগ্রসর হয়। লালবাজারের পুলিস বাধা দেওয়ায় ফিরিয়া আসে। ২৫ নং জাকারিয়া ষ্ট্রীটে একজন ধনী মাড়োয়ারী থাকেন, দরজায় বন্দুকধারী শিখ পাহারা দেয়। গুণ্ডারা ১২টার সময় সেই বাড়ীর সম্মুখে জনতা করিতে থাকে। মাড়োয়াড়ী জনতা দেখিয়া ভীত হইয়া গুলি করিবার আদেশ দেন বলিয়া প্রকাশ। গুলিতে কয়েকজন আহত হয়। মুসলমানদিগের চীৎকারে শত শত লোক জড় হইয়া উক্ত বাড়ীতে ইট ও প্রস্তর ফেলিতে থাকে এবং বাড়ীতে ঢুকিবার জন্য বৃথা আয়াস করিতে থাকে। পুলিশ আসিয়া বাধা দেওয়ায় রাস্তার উভয় পার্শ্বের মুসলমানদিগের বাড়ীগুলি হইতে তাহাদের উপর ইট ও জুতা ফেলিতে থাকে। একজন মাড়োয়াড়ীকে ছোরা মারিয়া গুণ্ডারা হত্যা করে এবং ময়লা ফেলা টিনের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। ধর্ম্মতলা হইতে বাগবাজারের ট্রাম আসিলে আরোহীদিগকে নির্ম্মম ভাবে প্রহার করা হয়। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদেরও বাদ দেওয়া হয় নাই। একজন ইউরোপীয় সার্জ্জেনকে বিশেষরূপ প্রহারে আহত করা হয়। গুণ্ডারা নিরক্ষর এবং 'নেংটী' পরা। মাড়োয়ারিরা ধনী। লুণ্ঠন করার জন্য গুণ্ডারা প্রলোভিত হইয়া উঠে এবং কয়েকটি দোকান লুণ্ঠন করে। এই অরাজকতা ক্রমশঃ বড়বাজারের কতক অংশে, মেছুয়া-বাজার এবং খিদিরপুরে বিস্তৃত হয়। আড়াই-টার সময় মোটরে করিয়া পলটন আসিয়া পড়ে। হ্যালিডে ষ্ট্রীটে ডেপুটী কমিশনর বার্টলের ঘাড়ে গুণ্ডারা ছোরা বসাইয়া দেয় এবং ডেপুটী কমিশনর ইটের আঘাতে আহত হন। এই স্থানে তিনজন ইন্সপেক্টর, পাঁচজন দারোগা এবং ২৩জন কনেষ্টবল আহত হয়। মেছুয়াবাজারে দাঙ্গা ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে। তথায় গুলি চালান হয়। এইস্থানে দাঙ্গাকারীদের তিনজন হত পাঁচজন সাংঘাতিকরূপ আহত এবং দশজন সামান্যরূপ আহত হয়। মোট চারি শত লোক ধৃত হইয়াছে। রাত্রে মুসলমানেরা মাড়োয়ারীর দোকান এবং মাড়োয়ারীরা মুসলমানের দোকান লুণ্ঠন করিয়াছে। রাত্রেও অনেক হত ও আহত হইয়াছে। চাঁদনী ও নূতন বাজারে কিছু কিছু লুণ্ঠন হইয়াছিল। দোকান-দারেরা তাড়াতাড়ি দোকানপাট বন্ধ করিয়া ফেলে।

প্রায় দুই সহস্র মুসলমান আড্ডা করিয়া জাকারিয়া মসজিদটীকে দুর্গের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল।

হাওড়ার মিলের কুলীরা সন্ধ্যাকালে লুটের জন্য কলিকাতা প্রবেশ চেষ্টা করে, তাহাদের পুলের মুখে আটকান হয়।

১০।৯।১৮ তারিখ।—পুলিশকে দাঙ্গা থামানর কার্য্য দেখিয়া বদমায়েসেরা নানাস্থানে লুটপাট আরম্ভ করে।

বন্দুকের গুলিতে আহত ৫৪ জন এবং অন্যরূপে আহত একশত লোক মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল। অনেক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

৫০০০০ হাজার কুলি মেটিয়া বুরুজ হইতে কলিকাতা সিন্দুরিয়া পটীর সভায় যোগদান করিবার জন্য রওনা হইয়াছিল। গার্ডেন রিচের পুলিস তাহাদের আটক করে। সামাব-সেট গোরা সৈন্য আসিলে কুলিরা যুদ্ধবাদ্য এবং "দীন দীন, আলি আলি" রব তুলিয়া তাহাদের আক্রমণ করে। কিন্তু গুলির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই সংঘর্ষে কুলীদের ২১ জন হত এবং ১৫ জন আহত হইয়াছিল।

সকাল ৬টার সময় দাঙ্গাকারীরা বেলে-ঘাটা লুট করিয়া মেছুয়াবাজার এবং লোয়ার

সার্কুলার রোডের মোড়ে গাছপালা দিয়া দুর্গ প্রস্তুত করিয়া লাল নিশান তুলিয়া দিয়াছিল। লিনকলন রেজিমেণ্ট তাহাদের গুলি চালাইয়া হঠাইয়া দিয়াছিল।

ভারতরক্ষী সৈন্যদল দুই দিন এবং দুই রাত্রি সহরের সর্ব্বত্র উপস্থিত হইয়া শান্তি-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল।

লুঠকারীরা দোকান পাট লুট করিয়া স্থানে স্থানে কেরোসিনের দ্বারা বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়াছিল। ফায়ার ব্রিগেড অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছে, দাঙ্গাকারীরা তাহাদের কিছু বলে নাই—নতুবা কলিকাতার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত।

হ্যারিসন রোডের ট্রাম হইতে দুইজন শিখকে বাহির করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

বক্‌রঈদ্ নিরাপদে

সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আর কোথাও হাঙ্গামা হয় নাই। সমস্তদিন পুলিশ ও সৈন্যগণ সশস্ত্র শান্তি রক্ষার জন্য পথে পথে ঘুরিয়াছিল, কোন স্থানে আর কোন গোলযোগ হয় নাই। অনেকের বদ্ধমূল ধারণা ও ভয় ছিল যে, হয়ত বক্রিদ উপলক্ষে ভয়ানক গোলোযোগ হইতে পারে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় পুলিশ এবং সৈন্যগণের চেষ্টায় কোনরূপ অশান্তিই ঘটিতে পারে নাই। এজন্য কলিকাতাবাসীগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট বহুকৃতজ্ঞ তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন সমস্ত দোকান খুলিয়াছে, বড়বাজারে কেনা বেচা চলিতেছে।

কলিকাতার বাজার দর।

(৭।৯।১৮) চাউল বালাম মোটা ৫।০ মন; নাগরা মোটা ৪॥০; গম (দুধিয়া) ৬।০; মুগের ডাল (কৃষ্ণ) ৮৲; অরহর ডাল ৫।০; কলাইডাল ৭॥০; লবণ ২৸৵০ চিনি (জাভা) ১১৸০; সরিষার তৈল ২১।০ ময়দা ৭৲; আটা ৫॥০; ঘি (মুটকি) ৭৯৲ ৮০৲ আলু ৬৶০; রুইমাছ ৩০৲ মন।

মৃত্যু।

বিখ্যাত পার্সী বংশের সার রতন টাটার ৪৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালোরের বিজ্ঞানাগার তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিবে। শিক্ষার জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

বীজ বিতরণ।

বর্দ্ধমানের কালেক্টর আট মণ তুলার বীজ বিতরণ করিবেন, যাহাদের প্রয়োজন,আবেদন করিতে পারেন। বিঘা প্রতি দুই সের বীজ লাগে। তুলার জন্য এই সময় জমি প্রস্তুত করিতে হয়।

সমর ঋণ।

বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সমর ঋণে মোট ৩৭ কোটী ৯৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কোন প্রদেশে মোট কত টাকা উঠিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

বঙ্গদেশ	১৫,১৭,৯৮,৮০০
বোম্বাই	১১,৩৪,৬৫,৪০০
যুক্তপ্রদেশ	২,৬১,৮৩,১০০
মান্দ্রাজ	২,৩৫,৫৬,২০০
পাঞ্জাব-	২,২৭,৭০,০০০
ব্রহ্মপ্রদেশ	১,৩৪,৩৯,০০০
মধ্য প্রদেশ	৪৬,৬৪,৭০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৪৪,৫২,৩০০
আসাম	৫,৫৫,৭০০
অন্যান্য	১,০৪,৫৬,০০০
নিজাম বাহাদুর	৫০,০০,০০০
বরদা রাজ্য	৩০,০০,০০,

মোট—৩৭,৯৪,৩৮,৫০০ টাকা।

বস্ত্র সঙ্কটে মাড়োয়ারী।

বঙ্গদেশে ইদানীং যে সকল দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে,তাহাতেই আমরা কলিকাতা-বাসী মাড়োয়ারীদিগের সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছি। জলপ্লাবণে ও দুর্ভিক্ষে বহু মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী রায় শিবপ্রসাদ ঝুণ ঝুণ ওয়ালা বাহাদুর উত্তর বঙ্গের বস্ত্রাভাব পীড়িত নর নারীর সাহায্যার্থ পাঁচ হাজার যোড়া নূতন বস্ত্র দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা কি বলিয়া রায় বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা জানিনা। তাঁহার বদান্যতার কথা চিরকাল বাঙ্গালী গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

বস্ত্র-আইন।

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে সিমলায় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভাতে, সার জর্জ্জ বার্ণেস, বস্ত্র-সঙ্কটের প্রতিকারের জন্য একটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। দেশীয় কলের কাপড় যাহাতে দরিদ্র ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পাইতে পারে, এই বিধানে তাহারই ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে। আমরা এই বিধানের সমর্থন করিতেছি এবং শীঘ্র যাহাতে বাজারে সুলভ বস্ত্র পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি কিন্তু কেবল দেশীয় কলের বস্ত্রের উপর আইনের বিধান চালাইলে চলিবে না। অন্য দেশ হইতে আমদানি কাপড়ের উপরও এই বিধান চালান আবশ্যক। কেবল দেশীয় কলের কাপড়ের দ্বারা'ত বস্ত্রাভাব দূর হইবে না। বিদেশাগত বস্ত্রের বর্ত্তমান মূল্য থাকিলে আইন করা নিষ্ফল হইবে। হিঃ

বস্ত্র সম্বন্ধে আত্মনির্ভরতা।

অর্থাৎ

ধুতি ও শাড়ি সম্বন্ধে আমরা কি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর হইতে পারি।

(যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর কর্তৃক লিখিত)

১। সমগ্র বঙ্গদেশের নগরের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহাতে অল্প লোক বাস করে। এই সকল নগরের কথা ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালী সাধারণতঃ নিজের বাস্তুতে বাস করে ও প্রত্যেকেরই শাকশব্জি তৈয়ারের নিমিত্ত বাস্তু সংলগ্ন কিছু না কিছু জমি আছে। ঐ সকল বাস্তুসংলগ্ন জমিতে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থান ব্যতীত অত্যন্ত বন্যার বৎসরেও সাধারণতঃ বন্যার জল উঠে না।

২। তুলা নিম্ন ভূমিতে জন্মান যায় না। কিন্তু সকল রকম উচ্চ ভূমিতে উহা জন্মাইতে পারা যায়। এক প্রকার তূলা আছে, যাহার চাষ প্রতি বৎসর করিতে হয়। আর এক প্রকারের তূলা আছে, যাহা একবার রোপণ করিলে ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। প্রথমোক্ত প্রকারের তূলার চাষ করিতে হইলে গভীর করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়। সার দিতে হয় এবং শেষোক্ত প্রকারের তূলা অপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে হয়। এই জন্য আমি বাৎসরিক তূলার চাষ করিবার পরামর্শ দিই না। দীর্ঘস্থায়ী তুলার গাছের আবাদ করিতেই পরামর্শ দিই।

৩। বাঙ্গালার কাপাস, যথা দেব কাপাস, রাম কাপাস বাঙ্গালার জমিতে ভাল জন্মে; ধারওয়ালের কাপাসও লাগান যায়। তুলার বীজ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ঠিকানা:—সুপারিণ্টেডেণ্ট সীড ষ্টোর, ২৭নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা অথবা সুপারিণ্টেডেণ্ট গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্র, রামনা, ঢাকা। গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগ হইতে বীজ পাওয়া না যাইলে স্থানীয় বাজার কিম্বা লোকের নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩। তুলার বীজের মূল্য মণ প্রতি প্রায় ১০৲ টাকা। এক বিঘা জমিতে ১২১টী গাছের জন্য তিন ছটাক বীজ লাগে।

৫। উচ্চ ভূমিতে ১০ ফুট কিম্বা ১২ ফুট অন্তর বীজ পুতিবে। বাড়ীর সীমানাতে কিম্বা বাগানে, কিম্বা উঠানে পুতিতে পারা যায়। কিন্তু ছাওয়ায় কোন গাছ জন্মাইবে না।

৬। পুতিবার পূর্ব্বে যে স্থানে বীজ পুতিবে, সেই স্থানে গোবর পচা সার দিবে। একস্থানে ৩।৪টী করিয়া বীজ পুতিবে। কারণ সকল বীজই অঙ্কুরিত হয় না। গাছের গোড়া বৎসরে একবার খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। এবং একবার সার দেওয়া আবশ্যক।

৭। গাছগুলি ৮।১০ ফুট লম্বা হয় এবং ৮।১০ বৎসর থাকে।

৮। এক বৎসর হইলে গাছগুলিতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং সারা বৎসরই ফল ধরে। যখনই ফলগুলি ফাটিবে, তখনই তাহাদের তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা মাটিতে পড়িয়া কিম্বা বৃষ্টি ও হিমে তুলা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

৯। প্রতি বৎসর প্রতি গাছে এক সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত বিচি সমেত তুলা উৎপন্ন হয়। এই তুলাতে বিচি ও আঁশের পরিমাণ ২।১ অনুপাতে না থাকিলেও অন্ততঃ ৩।১ অনুপাতে থাকে। যদি ধরা যায় যে, প্রতি গাছে বীজ সমেত এক সের করিয়া তুলা উৎপন্ন হয় এবং বীচি ও আঁশের পরিমাণ যথাক্রমে তিন ভাগ ও একভাগ হয়, তাহা হইলে এইরূপ সর্ব্বনিম্ন হারে হিসাব করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একটা গাছ হইতে অন্ততঃ এক পোয়া তুলার আঁশ পাওয়া যায়। উপরোক্ত হিসাব অতি কম এবং উহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভাল গাছ হইতে প্রতি গাছে আধসের পর্য্যন্ত তুলার আঁশ পাওয়া যাইতে পারে।

১০। মোটামুটি দেখা যায় যে, একজন বাঙ্গালী পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের বৎসরে ১০ হাত করিয়া ৬ খানির অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয় না। বরং বালকদের তদপেক্ষা ছোট কাপড় লাগে। যদি সকলেই পরিণত বয়স্ক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে যে পরিবারের দশটী লোক আছে, এমন পরিবারে বৎসরে ৪০ হইতে ৪৪ ইঞ্চি বহরের ৬০ খানি দশ হাত কাপড়ের আবশ্যক হয়।

১১। ৪০ নম্বরের ঐরূপ একখানা ধুতির জন্য ⁄।৹ আধ সের সূতার প্রয়োজন। চল্লিশের অপেক্ষা অধিক নম্বরের ধুতির জন্য আধ সেরের চেয়ে কম সূতা লাগে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ৮০ নম্বরের একখানা ধুতির জন্য এক পোয়া সূতা লাগে।

১২। ৮০৪০ গজে এক ফেটি হয়। যদি ১০ ফেটি সূতা ওজনে আধ সের (১ পাউণ্ড) হয়, তাহা হইলে ঐ সূতাকে ১০ নম্বরের সূতা বলে। যদি ৪০ ফেটি সূতা ওজনে আধ সের (১ পাউণ্ড) হয়, তাহাদের নম্বর ৮০ হইবে।

১৩। আমি ৪০ নম্বরকে সূতার ভিত্তি ধরিয়া হিসাব দেখাইব। ৪০ নম্বরের সূতার ধুতি তত মোটা নহে। উহা ভদ্রলোকেরা

অনায়াসে পরিতে পারেন। আজকাল ইহা অপেক্ষাও কম নম্বরের সূতার ধুতি ভদ্রলোকেরা পরিতেছেন। সূতার নম্বর যত কম হইবে, ধুতি তত অধিক টিকিবে।

১৪। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে পরিবারে ১০ জন লোক আছে, এমন পরিবারবর্গের বাৎসরিক ৬০খানি ৪৪ ইঞ্চি বহরের ১০ হাত ধুতির প্রয়োজন এবং উক্ত পরিমাণ কাপড়ের নিমিত্ত ৩০ ত্রিশ সের তুলার আঁশ আবশ্যক হয়। ১২০টা গাছ অন্ততঃ ত্রিশ সের তুলার আঁশ দেয়। এবং ইহার দ্বিগুণ পরিমাণও দিতে পারে।

১৫। যদি কেহ এক বিঘা জমিতে আগামী সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শেষে তুলা আবাদ করেন, তাহা হইলে তিনি এখন হইতে দেড় বৎসরের মধ্যে নিজ পরিবারের কাপড়ের জন্য যতখানি তুলা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক না হউক, অন্ততঃ ততখানি তুলা পাইতে পারেন।

১৬। ৩০ ত্রিশ সের তুলার দাম প্রায় ৩০৲ টাকা অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। তুলা উত্তমরূপে পিঁজিয়া লইয়া চরকার দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিতে হয়।

১৭। ভাল চরকা শ্রীরামপুর গবর্ণমেণ্ট বয়ন বিদ্যালয় হইতে প্রত্যেকটী ৪৲ চারি টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। এবং নমুনানুযায়ী চরকা স্থানীয় ছুতারের দ্বারা তৈয়ার করাইলে ২৲ টাকা কিম্বা ২॥০ কিম্বা কম ব্যয় পড়ে।

১৮। গাছ কাপাসের তুলার আঁশ বীচি হইতে সহজে পৃথক হয় এবং স্ত্রীলোকেরা কাঁকুই বা খাউই কিম্বা কোন পিঁজিবার যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া হাত দিয়াই পিঁজিতে পারেন।

১৯। তুলা পিঁজিয়া চরকা দ্বারা সূতা কাটা যায়। অর্দ্ধসের তুলায় একখানা ও এক সের তুলায় একজোড়া চল্লিশের ধুতি তৈয়ার হয়। দৈনিক ৪।৫ ঘণ্টা খাটিলে একজন স্ত্রীলোক একদিনে ১ ছটাক অথবা মাসে প্রায় ২ সের সূতা প্রস্তুত করিতে পারে। এইরূপে একজন স্ত্রীলোক মাসে দুই জোড়া অর্থাৎ বার্ষিক ২৪ জোড়া ধুতির পরিমাণ সূতা প্রস্তুত করিতে পারে। দৈনিক ৬।৭ ঘণ্টা খাটিলে ৩০ জোড়া ধুতি অর্থাৎ "১০টী লোক পরিবারের" ব্যবহারোপযোগী সূতা কাটিতে পারে। ১৫ দিন চেষ্টা করিলে সূতা কাটা শিক্ষা করা যায় এবং একমাস চেষ্টা করিলে একজন স্ত্রীলোক ৪০ নম্বর সূতা কাটা শিখিতে পারে। প্রদীপের আলোতেও সূতা কাটা যায়।

২০। ৩০ সের সূতা কাটা হইলে তাহা কোন তাঁতি বা জোলাকে দিলে সে জোড়া প্রতি ॥৵০ হইতে ১৵০ মজুরি লইয়া কাপড় বুনিতে পারে। এই মজুরি অধিক ধরা হইল, কারণ সাধারণ কাপড় গজ প্রতি এক আনা মজুরিতেও বুনিয়া থাকে। নিজের জমিতে তুলা হইলে, ঘরে স্ত্রীলোকেরা সূতা কাটিলে ৩০৲ টাকায় ৬০ খানা ধুতি পাওয়া যাইতে পারে। উহা বর্ত্তমানে ১৮০৲ তে খরিদ করিতে হয়। যুদ্ধের সময়ের পূর্ব্বেও ইহা ৬০৲ টাকায় খরিদ করিতে পারা যাইত, এবং যুদ্ধের পরে দর কমিয়া গেলেও ইহাতে লোকসানের আশঙ্কা নাই; কারণ জমিতে তুলা প্রস্তুত করিয়া ঘরে সূতা কাটা হইলে মাত্র বুনিবার খরচ ৩০৲ টাকায় ৩০ জোড়া ধুতি হইতে পারে। নিজের জমিতে তুলা প্রস্তুত ও ঘরে সূতা কাটা হইলে মানচেষ্টার ও বোম্বাই সহরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন বাধা জন্মাইতে পারিবে না; কোন দেশে এখনও বহুসংখ্যক তাঁতি জোলা আছে, যাহার কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে। হিমালয় প্রদেশে, আসাম, মণিপুর, বর্ম্মায় এখনও ভদ্রলোকেরা নিজেদের ঘরে সূতা কাটিয়া থাকে। মেদিনীপুর চন্দ্রকোণায় এখনও ব্রাহ্মণেরাও কাপড় বুনিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে প্রত্যেক পরিবারে সূতা কাটার প্রথা ছিল এবং এখনও ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকেরা উপবীতের জন্য সূতা কাটিয়া থাকেন। যখন ইংরাজেরা প্রথম এদেশে আসেন, তখন সূতা ও কাপড় বাঙ্গলা দেশের ধনের আকর ছিল এবং ইউরোপীয় বণিকেরা রেশম ও তুলাজাত দ্রব্যের জন্যই এই দেশে আসিতেন। ১৮১৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে কাপড় রপ্তানি হয়, তাহার অধিকাংশ বাঙ্গালা দেশ হইতে গিয়াছিল এবং তাহার মূল্য বর্ত্তমান বিনিময়ের অনুযায়ী ১৯৫ লক্ষ টাকা। তাহার পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বকালে বাঙ্গলা দেশে চরকার কত আদর ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পল্লী-গান হইতে জানা যায়।

"চরকা আমার ভাতার পুত,
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার
দরজায় বাঁধা হাতি।"

বাস্তবিক চরকাই বাঙ্গলার ধনের আকর ছিল। আসুন, আমরা আবার তুলার চাষ, চরকা ও তাঁত ব্যবহার করি; ইহাতে চিরকালের জন্য কাপড়ের কষ্ট দূর হইবে এবং আমরা দেশ বা বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিব।

এ বিষয়ে আমার জ্ঞান কম, যাহারা এ বিষয়ে পারদর্শী, সুদক্ষ, বিশেষতঃ সরকারী দক্ষ কর্ম্মচারীগণের সমালোচনা আহ্বান আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় ইহা মুদ্রিত করিয়া ইহার সমালোচনা করেন ইহাই আমার অনুরোধ। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই এবং সমস্ত জমিদারবর্গ তাঁহাদের নিজ নিজ কর্তৃত্বাধীনে তুলার চাষ এবং সূতা প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভাদ্র মাস এবং এপ্রেল অর্থাৎ বৈশাখ মাস তুলার চাষের উপযুক্ত সময় এবং এখন হইতে তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তুলার বীজেও লাভ করা যায়। ৩০ সের আঁশে দুই মণ বীজ পাওয়া যায়। এইরূপে ৩০৲ টাকা মূল্যের ৩০ সের তুলা ব্যতীত ২০৲ টাকার পরিমাণে বীজও পাওয়া যাইবে। যদি বীজ ভাল না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ১০৲ টাকা পরিমাণে গরুর খাবার হইতে পারে।

ঘানিতে মাড়িলে তুলার বীজে তৈল হয় এবং দুই মণ তুলার বীজে অন্ততঃ ১৬ সের তৈল পাওয়া যায় এবং তাহা জ্বালান যাইতে পারে ও অবশিষ্ট খইল দ্বারা সার ও গরুর খাবার হয়।

নূতন সংস্করণ ২৫ ভলিউম ২২৪ পৃষ্ঠায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দ্রষ্টব্য। ইহাতে বীজ, সার, গরুর খাদ্য, পরিস্কৃত তৈল এবং সাবান প্রস্তুতের জন্য তৈল প্রস্তুত করণ বর্ণিত আছে।

কাপাসের গাছ অদ্য লাগাইলে অদ্যই তুলা বা কাপড় পাওয়া যায় না, কিন্তু অদ্য লাগাইলে দেড় বৎসর পরে তুলা পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধ কতদিন থাকিবে, বলা যায় না। যুদ্ধের প্রথমে এই উদ্যোগ করিলে আরও ভাল হইত। এই সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিলে, যুদ্ধ বেশী দিন চলুক বা না চলুক, ইহাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে। যুদ্ধের শেষেও আমাদের পর মুখাপেক্ষী না না হওয়াটা কি ভাল নয়? আপাততঃ যাহারা সুতা চান, তাহাদের তুলা কিনিয়া উহা করিতে হইবে। আর কাপড়ের খরচ কমা-ইতে হইলে, মাদ্রাজীদিগের ন্যায় আমাদের কাছা আর কোচা খাট করিতে হইবে। গরিবদিগের ১০।১১ হাত কাপড় পরিলে চলিবে না। বড়লোকের স্বতন্ত্র কথা। গরীব স্ত্রীলোকদিগেরও ঘাঘরা করা আবশ্যক হইবে। ১০।১১ হাত লম্বা কাপড় গরিবের পরিধানের পক্ষে অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা।

ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত পদ্ম-পুকুর গ্রামে স্বয়ম্বরী দাসীর শ্বশুরালয়। সংসারে স্বামী তরুণচন্দ্র মণ্ডল ও একমাত্র কন্যা কিরণবালা ব্যতীত তাহার আর কেহ ছিল না তাহার খাটা খাটুনির উপর কোনরূপে তাহা-দের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। ইতিমধ্যে হঠাৎ অরুণচন্দ্র ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। স্বামীর মৃত্যুর পর গ্রামবাসীর অত্যাচারে সেখানে বাস করিতে না পারিয়া সে তাহার পিত্রালয় গড়খালী গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সেখানে ভ্রাতৃবধুদিগের সহিত একদিন ঝগড়া হওয়াতে তাহার ভ্রাতারা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। স্বয়ম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বালিকা কন্যার হাত ধরিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শিবপুর গ্রামে উত্তরা নাম্নী জনৈকা বৃদ্ধার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। পরের ধান্য ভানিয়া ও চাউল বিক্রয়াদির দ্বারা তাহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। গত জ্যৈষ্ঠমাস হইতে চাউল ও ধান্যের ক্রয় বিক্রয় কিছু কম হওয়াতে স্বয়ম্বরী ও তাহার দশম বর্ষীয়া কন্যা এক বেলা করিয়া খাইত, কিন্তু কাপড় আর কিনিতে পারে নাই। একখান মাত্র কাপড় ছিল, তাহাই পরিয়া বেড়াইত ও কন্যাটী উলঙ্গ থাকিত। কিছুদিন পরে সে কাপড় খানিও এরূপ ভাবে ছিড়িয়া গেল যে, আর বাহিরে যাতায়াত করিতে পারিল না। খাদ্যাদি যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহা ৩।৪ দিনের মধ্যে শেষ হইয়া গেল। গত ১লা শ্রাবণ দিন রাত্রির মধ্যে আর খাওয়া হইল না। সমস্ত রাত্রি ক্ষুৎপিপা-সার কাতর হইয়া কন্যাটী বারম্বার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—মা ক্ষুধা পাইয়াছে, খাইতে দাও। স্বয়ম্বরী সব শুনিল কিন্তু একটীও কথা বলিল না; কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, যদ্যপি একখানি ছোট কাপড় থাকিত, তাহা হইলেও ভিক্ষা করিয়া কন্যাকে খাওয়াইতাম। এইরূপ ভাবনার পর স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সকল জ্বালার অবসান করিব। এইরূপ

কষ্টে ও দুঃখে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। বেলা ৮॥ ঘটিকার সময় স্বয়ম্বরী নিকটবর্ত্তী একটি করবীগাছ হইতে কয়েকটী ফল আনিয়া মেয়েকে বলিল, তুমিএই ফলটা খাও ত মা। কন্যা ইহাতে অস্বীকার করিল। এমন সময়ে গ্রামের কোন একটী স্ত্রীলোক দয়া পরবশ হইয়া গুটী কতক মুড়ি তাহাদিগকে দিয়া গেল। স্বয়ম্বরী করবীর ফল গুলি বাটিয়া মুড়ির সহিত মিশ্রিত করিল ও সেই মিশ্রিত মুড়ি উভয়ে খাইতে লাগিল তারপর সত্বরেই কন্যাটীর শরীরে বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। হাত পা খিঁচিতে লাগিল ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে ১॥ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়াগেল। কন্যাটি মারা যাইবার ঠিক আধঘণ্টা পূর্ব্বে হইতে স্বয়ম্বরীর শরীরেও বিষক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দের নিকট সে কি করিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলীর ভিতর হইতে কয়েকজন ভদ্র লোক তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বেলা ১২টার সময় হতভাগিনী সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। তারপর গ্রামের একজন লোক মগরাহাটে থানায় সংবাদ দেওয়ায়, থানার সবইন্‌স্পেক্টর সাহেব লাসের বিলি বন্দোবস্তের হুকুম দিলেন। "বার্ত্তাবহ

ত্রিপুরার ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী এক প্রকার নূতন সূতা কাটিবার চরকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই চরকা পা দ্বারা ঘুরাইয়া সহজে সূতা প্রস্তুত করা যায়।

গত ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট ট্রেজারি ও ব্যাঙ্ক সমূহে ২৮ কোটী ৭২ লক্ষ ৮১ হাজার ৮ শত টাকার ওয়ার বণ্ড বিক্রীত হইয়াছে।

যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।

৬১।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের বাবু মন্মথনাথ বলিতেছেন, গত জানুয়ারী মাসে আমি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে গণনার দ্বিতীয় ফল প্রকাশ করি। তাহাতে বলিয়াছিলাম যে, ১৯শে জুলাই তারিখের পর জার্ম্মাণগণ ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হইবে। আমার সেই গণনা যে মিথ্যা হয় নাই তাহা সকলেই দেখিতেছেন। কারণ এখন মিত্রশক্তি প্রত্যহই জার্ম্মাণদিগকে পরাস্ত করিতেছেন। ১৩ই আগষ্টের পর মিত্রশক্তি ফ্রান্সের সীমান্তের মীরস লীল মবার্জ্জ, শার্লভিল প্রভৃতি নগর উদ্ধার করিবেন, ফ্রান্সের সীমান্তে কয়েকটা ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম মাত্র জার্ম্মাণ অধিকারে থাকিবে। ২ রা ডিসেম্বর পর ফ্রান্সের সীমান্তে আর জর্ম্মাণ সৈন্য থাকিবে না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে এপ্রিলের মধ্যে বেলজিয়ম শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইবে। আগামী জুনমাসের ৫ই তারিখের পূর্ব্বেই মিত্রশক্তির সেনারা জর্ম্মাণ সাম্রাজ্যে রেহেনিপ রুশিয়া অধিকার করিবে এবং ১লা জুলাই তারিখের পূর্ব্বেই জর্ম্মাণীর প্রধান সামরিক কেন্দ্র কলোন নগরে প্রবেশ করিবে। আগামী বৎসরের ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইংরাজ জর্ম্মাণগণকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তারিখের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধের ফল গণনা করিয়াছেন, সুতরাং সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে উহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিবেন। (হিতবাদী)

পায়ে হেঁটে গঙ্গাপার।

সন্ন্যাসীর অদ্ভুত লীলা।

"ষ্টেটস্‌ম্যানে" ছাপা হইয়াছে—গত পূর্ব্ব শুক্রবার এক জন নবীন সন্ন্যাসী—ব্রহ্মচারী মুঠামুয়া প্রভাতে বেলা সাতটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত গঙ্গার তরল বক্ষে এক ঘণ্টাকাল অবলীলাক্রমে পায়চারী করিয়াছিলেন। "ষ্টেটস্‌ম্যান" বলেন,—He is very wonderful yogi. কাজেই বলিতে হয় :—

"কোঽপ্যেষ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারঃ ?"

যোগী পদব্রজে পতিতপাবনী সুরধনীর তরল প্রবাহে পর্য্যটন করিয়াই নিরস্ত হন নাই; তিনি গঙ্গাবক্ষঃ হইতে সহসা অদৃশ্য হইয়া এক মিনিটের মধ্যে একটি কালীমন্দিরে উপনীত হন।

ইহাও শেষ নহে। তাহার পর, যোগী মুঠানইয়া কালীমন্দির হইতে নগরে যাইবার পথে এক রোগীকে দেখিতে পান। বেচারা সাংঘাতিক রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। যোগীবর তাহাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। এক মিনিট রোগীর অঙ্গে যোগীর 'পদ্মপাণি' নিবিষ্ট ছিল। তাহাতেই রোগীর রোগ সারিয়া গেল। সে সাধারণ ভোগীর মত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যে যোগীর চরণকমলে লুণ্ঠিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই লীলার পর যোগীবর শিষ্য ও সেবকবর্গ সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

যিনি এই অদ্ভুত সংবাদটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি বলেন, আমি ভারতে আর কখনও এমন অদ্ভুত যোগী দেখি নাই!— তিনি তবু একবার দেখিয়াছেন, আমরা যে আদৌ দেখিতে পাইলাম না। "রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাম্।" কিন্তু এক্ষেত্রে প্রজাকেও কর্ণ দ্বারা দেখিতে হইতেছে।

গোমুখী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার কোথায় এঘটন ঘটিয়া ছিল, কালীমন্দির কোথায় অবস্থিত, কোন নগরের পদ প্রবাহিনী সুরধনীর পুলিনে যোগশক্তির এই অভিনয় হইয়াছিল, তাহা অপ্রকাশ। যোগীবর এখন কোন দেশ পবিত্র করিতেছেন, তাহাও আমরা জানিতে পারিলাম না। (নায়ক)

গার্হস্থ্যশিল্প।

BLACK BOARD WASH OR LIQUID SLATING.

স্কুলের ব্লাকবোর্ড প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

——:০:——

স্কুলের ব্লাকবোর্ড, যাহাতে ছেলেরা খড়ি দিয়া লিখিয়া থাকে, শিক্ষকগণ অঙ্ক কসিয়া দেখান, সেই বোর্ডের কথা বলিতেছি। পুরাতন বোর্ড খারাপ হইয়া যাইলে সহরে মেরামত হয়, কিন্তু বিলাতি বোর্ডের মত হয় না। চক্ চক্ করে, খড়ি ফুটে না। তাহার কারণ, যেরূপে ইহা পুনরায় পেণ্ট বা রং করা হয়, এদেশের অশিক্ষিত মিস্ত্রীগণ তাহা জানে না, খানিকটা ব্লাক জাপান নামক কাল রং মিশাইয়া দেয়, তাহাতে তেলা ও চক্‌চকে হয়, খড়ী ধরিতে চাহে না, ইত্যাদি প্রকারের নানা দোষ হয়। ঠিক বিলাতি ধরণের করিতে হইলে বোর্ডের গাত্র ঠিক শ্লেট পাথরের মত হইবে। পল্লী গ্রামের স্কুলের বোর্ড নষ্ট হইলে তাহা আর মেরামতই হইতে পায় না। ক্রমে অকর্ম্মণ্য ও নষ্ট হইয়া যায়। তাই আমাদের কোন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত একনিষ্ঠ অনুরক্ত মহোদয়ের অনুরোধ মত আমরা এ সম্বন্ধে যতদূর জানি, তাহাই এই প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বোর্ড নূতন হইলে তাহাকে বারম্বার শিরিস কাগজ দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া সমতল এবং মসৃণ করিতে হইবে, যেন কোন স্থানে উচু নাম না থাকে, হাত বুলাইলে যেন কাচের আর্সির উপর দিয়া হাত চলিতেছে এইরূপ বোধ হয়। পুরাতন বোর্ডেরও পুরাতন রং তুলিয়া উপরোক্ত প্রকারের নূতনের মতই করি[illegible] হইবে।

তাহার পর নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় তাহাকে পুনরায় পেণ্ট্ বা রং করিতে হইবে। বোর্ডকে রং করিতে হইলে ফ্লাট ব্রুস বা চাওড়া ব্রুস ব্যবহার করিতে হয়, দুই একখানায় রং দিতে দিতে অভিজ্ঞতা জন্মে। ব্যবসায় হিসাবেও ইহা ভাল কাজ। ভাল বোর্ডের দামও কম নয়। কেহ এই বোর্ডের কাজ দ্বারাও জীবিকা ও ধনোপার্জ্জনের একটী উৎকৃষ্ট পন্থা দেখিতে পাইতে পারেন। যাক্, এখন পেণ্টিংএর মাল মসলা ও প্রক্রিয়ার কথা বলিতেছি।

১। প্রথম প্রকার।

শতকরা ৯৫ % পার্সেণ্ট আল্‌কোহল।

চাঁচগালা	১ পাউণ্ড।
ভাল আইভরি ব্লাক	৮ আঃ
খুব সূক্ষ্ম এমিরি চূর্ণ	২ আঃ
আলট্রা মেরিণ ব্লু	২ আঃ

এই মাল মসলা গুলির মধ্যে প্রথমে গালাকে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিয়া আল্‌কোহল বা সুরাসারে গলাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর অন্যান্য দ্রব্য গুলি মিশাইয়া পাথরের খলে উত্তমরূপে ঘুঁটিয়া খাঁচ শূন্য এবং মোলায়েম – ঠিক মাখমের মত করিয়া লইতে হইবে। ইহা অবশ্য তরল পেণ্ট্। একখানা Flat glass বা কাচের সার্সির উপর আবশ্যক মত ঢালিয়া Flat Vernish Brush দ্বারা বোর্ডের উপর অল্পে অল্পে মাখাইয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক হইতে কয়েক দিবস ফেলিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। যখন শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন পুনরায় ঝামা ও শিরিস দিয়া অল্প ঘষিয়া লইয়া পুনরায় আর এক কোট্ রং মাখাইয়া দিতে হইবে, তাহার পর শুষ্ক হইলে বেশ ভাল ব্লাক্ বোর্ড হইবে। এই পালিস বোতলে পুরিয়া ভালরূপে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে সহজে নষ্ট হইবে না।

দ্বিতীয় প্রকার।

Shellac varnish বা

চাঁচ গালা বার্ণিস	আধ গালন
ভুঁষা	৫ আউন্স
লোহ চূর্ণ (খুব সূক্ষ্ম)	৩ আউন্স।

একত্র বেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঘুটিয়া ঘুটিয়া মিশাও। যদি অধিক গাঢ় হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহাতে কিঞ্চিৎ আল্‌কোহল বা সুরা সার মিশাইলেই পাতলা হইয়া যাইবে। বোর্ডে ৩ কোট মাখাইলেই সুন্দর বোর্ড হইবে। Shellac varnish বাজারে পাওয়া যাইবে।

SHELLAC VARNISH.

চাঁচগালা বার্ণিশ।

ঘরে এই বার্ণিস প্রস্তুত করিয়া লইতে হইলে নিম্ন লিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

চাঁচগালা চূর্ণ	৮ আউন্স
আলকোহল	১ কোয়ার্ট

একটা বোতলের মধ্যে পুরিয়া রৌদ্রের উত্তাপে ৩।৪ দিন রাখি[illegible] দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিতে হইবে। গালা গলিয়া মিশিয়া যাইলে একটা পরিষ্কার বোতলে ছাঁকিয়া পুরিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

বোর্ড পেণ্ট করিবার আরও অসংখ্য ফরমুলা আছে। উপরোক্ত দুই প্রকার সহজসাধ্য বলিয়া দেওয়া হইল। দুঃখের বিষয় বাজারে এখন অনেক মাল মসলা পাওয়া যায় না – সেই জন্য অনেক দ্রব্যের ফরমুলা অনেক বুঝিয়া সুজিয়া তবে "কাজের লোকে" প্রকাশ করা হইতেছে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মেকী টাকা।

ইংরেজী ১৯১৭-১৮ বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩,২০৮টী মেকী টাকায় বিষয় কারেন্সি বিভাগের গোচর হয়। তন্মধ্যে রেলওয়ে ক্যাস আফিস সমূহে ৪১,০২৮টী মেকী টাকা ধরা পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আফিস হইতে ৮৬৭৩, বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে হইতে ৪১২৮, নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে হইতে ৩৮৮৩ এবং মান্দ্রাজ সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে হইতে ৪০৭৩টী মেকী টাকা কারেন্সী অফিসে প্রেরিত হইয়াছিল। অথচ রেলওয়ে টাকা লইবার খুব কড়াকড়ি।

বিপথগামিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গোপাল ধাড়ার দিন ফুরাইয়া আসিল, সে চলিয়া গেল। তারিণীর মাসী কিছু নগদ টাকা ও অলঙ্কার হস্তগত করিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল, কেহই আর সে সন্ধান পাইল না। তারিণীর এখন স্বেচ্ছাচারের পথ মুক্ত, সে মুক্ত হস্তে কষ্ট সঞ্চিত অর্থ উড়াইতে ও অধঃপতনের স্রোতে ভাসিতে লাগিল। তেজারতি কারবার উঠিয়া গিয়াছে, পাটের ব্যবসাই বা চালায় কে? গোপাল যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিল, তারিণী প্রথমে তাহা উড়াইল, তৎপরে যাহার নিকট যাহা পাওনা ছিল, তাহাও আদায় করিয়া নষ্ট করিল। অবশেষে ঋণ করিতে আরম্ভ করিল এবং ঋণের দায়ে স্থাবর সম্পত্তিতে হাত পড়িল।

ভুবন এ পর্য্যন্ত তারিণীকে একটা কথাও বলে নাই এবং তাহার কোন কার্য্যেই বাধা দেয় নাই। এক্ষণে তারিণী যখন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বসিল, তখন সে আসিয়া জমি জমা ভাগ করিবার প্রস্তাব করিল। তারিণী দিও জানিত যে, সম্পত্তিতে তাহার যে অধিকার, ভুবনেরও সেই অধিকার, কিন্তু দলিল পত্র সমস্ত তাহার হাতে থাকাতে সে ভুবনকে হাঁকাইয়া দিল এবং বলিল যে, বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র ভূমিও দিবে না।

কয়েক জন মাতব্বরের পরামর্শে ভুবন আদালতের আশ্রয় লইল। গ্রামে বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কতক লোক ভুবনের পক্ষ অবলম্বন করিল, কতক তারিণীকে সলা পরামর্শ দিতে লাগিল, কেহ বা নিরপেক্ষ রহিল। অনেক দিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। যাহারা কোন পুরুষে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে নাই, এমন সব সাক্ষী ও তদবিরকারী গাড়ী চড়িয়া চুঁচুড়ার কাছারীতে যাতায়াত করে, ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা জল খাবার খায় এবং বাড়ী আসিবার সময় ছেলে মেয়ের জন্য কাপড় খানা, ছাতাটা, জুতাটা পরের পয়সায় ক্রয় করিয়া আনে। ভালয় হউক, আর মন্দয় হউক, গ্রামে সজীবতা আসিল। যেখানে যাও, সেই খানেই মোকদ্দমার কথা, হাকিমের কথা, উকীল মোক্তারের সওয়াল জবাবের গুণপনার কথা। উভয় পক্ষ ঋণগ্রস্থ হইয়া বিস্তর টাকা উড়াইতে লাগিল। এমনটী আর গ্রামে কখন হয় নাই। পরস্পর কোন বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে কেহ আদালতে যাইয়া উকীল মক্তার আমলা পেয়াদার পেট ভরাইত না, গ্রামের জমিদার বা মাতব্বর প্রজাগণ সে সকল মীমাংসা করিয়া দিত।

ভুবন ও তারিণী উভয়েরই কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে কেহই নিরস্ত নহে। এখন আর ফিরিবার পথ নাই, অগ্রসর হইলেও সর্ব্বস্বান্ত, পশ্চাৎপদ হইলেও সর্ব্বস্বান্ত সাপে যেন পুঁচা ধরিয়াছে। তাহার উপর প্রত্যেকেরই জিদ হইয়াছে যে, অন্যকে ধ্বংশ করিবে প্রত্যেকেরই মাথায় যেন খুন চাপিয়াছে।

(৪)

১৪৭ নম্বর মোকদ্দমার অদ্য রায় দিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা না দিয়াই হাকিম এজলাশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন কল্য, রায় দিবেন। এখন গ্রীষ্মকাল, সুতরাং মর্ণিং কাছারী। রায় শুনিবার জন্য তারিণী ও রজনী নামে তাহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু চুঁচুড়ায় আসিয়া আছে। তাহারা রমণী মোহন নামে এক নব্য তন্ত্রের মোক্তারের ফাঁদে পড়িয়াছে, তিনি অতিশয় আদর যত্ন করিয়া তাহাদিগকে নিজ বাসায় স্থান দিয়াছেন। তিনিও তারিণী ও তাহার বন্ধুর চরিত্রের লোক, তাই সাপের হাঁচি বেদেয় চিনিয়া ফেলিয়াছে।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা অতি মনোরমা, বিশেষতঃ গঙ্গার ধারে। তিনজনে বেড়াইতে বেড়াইতে একটা পল্লীতে আসিয়া পড়িলে রমণী মোহন বলিলেন, "ওহে তারিণী বাবু! পথে পথে মিছে ঘুরে কি হবে, চল একটু আমোদ করে আসা যাক্। এইখানে মনোরমা বলে একজন আছে, সে যেমন দেখতে, তেমনই নাচতে, গাইতে, আলাপ সালাপ করতে. আদর অভ্যর্থনা সকল দিকে সমান। তার বিস্তর পয়সা, তবু আমাদের কি খাতিরটাই না করে।" তারিণী ও রজনী সম্মত হইল। তাহারা তিন জনেই মনোরমার বাটীতে প্রবেশ করিল। মনোরমা তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাহার গৃহে লইয়া বসাইল। ঘরটী বড় সুরুচির সহিত সাজান, সমস্ত আসবাবই বহুমূল্য। মনোরমা বাস্তবিকই সুন্দরী বটে! তাহার বয়স বোধ হয় বাইশ তেইশ বৎসর হইবে। রমণী বাবুর সহিত তাহার আলাপ ছিল, তাহার দিকে চাহিবামাত্র সে চক্ষের ইঙ্গিতে তারিণীকে দেখাইয়া দিল। সে তারিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য বিদায় দিন, আপনারা পান তামাক খান, আমি উপরে যাচ্ছি। আর যদি টাকাটা দেন, তা

হলে রেখে আসি।" তারিণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "টাকা!" রমণী বাবু বলিলেন, "হাঁ হাঁ টাকাটা আগে দিতে হয়, মনোরমার নিয়মই এই। যে কয়জন এখানে আমোদ প্রমোদ করবে, প্রত্যেকের দশ টাকা।

মনোরমার দাবীটা বড় বেশী বোধ হইল, কিন্তু স্ত্রীলোকের সম্মুখে খাটো হইতে না পারিয়া তারিণী চল্লিশ টাকার নোট বাহির করিয়া রমণী বাবুর হস্তে দিল। দাবীর মাত্রা অধিক বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাওয়া, আর মাথাটা কাটা পড়া উভয়ই সমান। তদ্ভিন্ন সে মনোরমার রূপে ও কথা বার্ত্তায় কি এক রকম মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রাণ যেন তৎপ্রতি তাহাকে টানিতেছিল। মনোরমা উপরে চলিয়া গেল। "একটা কথা বলি" বলিয়া রমণী বাবু তাহার নিকটে আসিলেন এবং তাঁহার প্রাপ্য কমিশন দশ টাকা আদায় করিলেন।

মদ্য আসিল, মাংস প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য্য আসিল, গান বাজনা হইল, যাহা যাহা দস্তুর আছে, সবই হইল। আমোদ প্রমোদের মাত্রা যতই চড়িতে লাগিল এবং মদ্যের নেশা জমিয়া উঠিল, মনোরমা তারিণীর প্রতি ততই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। গান বাজনা বন্ধ হইলে রমণী বাবু তারিণীর পরিচয় দিয়া বলিলেন, "তারিণীবাবুকে তুমি কি যেসে লোক পাইয়াছ? কাঁটাল গাছির গোপাল ধাড়ার ছেলে এই তারিণী বাবু রোজ পুকুর ধারে বসিয়া টাকার ছিনি মিনি খেলেছেন। এখন সেদিন না থাকলেও মরা হাতী লাখ টাকা।"

মনোরমা মূর্চ্ছিত হইয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে করিলেন, সে অধিক মদ্য পান করিয়াছে, তাহার নেশাটা বড় বেশী হইয়াছে। চক্ষে জলের ছিটা, মাথায় ল্যাভেণ্ডার ও বাতাস দিতে দিতে তাহার চৈতন্যোদয় হইল। এদিকে দশটা বাজিল, রজণীকে সঙ্গে লইয়া রমণীমোহনবাবু বাসায় গমন করিলেন।

(৫)

মনোরমা প্রকৃতিস্থ হইয়া তারিণীর সহিত আলাপ করিতে বসিল। সে যেন সহজ মানুষ, আদৌ তাহার নেশা হয় নাই; কিন্তু তারিণী তখন নেশায় মজগুল। তবে মনোরমা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তাহার উত্তর দিবে অক্ষম নহে। তারিণীর পিতা ও জেটাই মা মারা গিয়াছে, তাহার মাসী টাকা ও অলঙ্কার পত্র লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, তাহার আর ভাই ভগ্নী আছে কি না, পাটের ব্যবসা ও তেজরতি কারবার উঠিয়া গিয়াছে, সে বিবাহ করিয়াছে ও সন্তানাদি হইয়াছে কি না, ভুবন এক্ষণে মাতুলালয়ে থাকে, তাহার সহিত মামলা মোকদ্দমায় তারিণী ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, মামলায় তাহার হার হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহাকে পথে বসিতে হইবে, সে লেখা পড়া না শিখিয়া কুসংসর্গে পড়িল কেন? কি প্রকারে মদ্যপান করিতে শিখিল, চরিত্র হীন হইল কেন, এই সকল ও অন্যান্য নানা কথা মনোরমা অনেক কৌশল করিয়া একে একে জানিয়া লইল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার হরিমতি নামে এক দিদি ছিল বল্লে না? সে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে ত?"

"না, সে গঙ্গা স্নান করতে এসে ইচ্ছা করে জলে ডুবে মরেছে।"

"এমন ইচ্ছা তার হল কেন?"

"সে আমারই জন্যে। আমাকে সে বড় ভালবাসিত, তাই আমি তার কাছে তার শ্বশুর বাড়ীতে থাকতাম; কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পারতো না, মারতো ধরতো। সেই জন্যে তার সঙ্গে বাড়ীর সকলেরই ঝগড়া হত, তাকে বড় কষ্ট দিত।

"হুঁ তার গঙ্গায় ডুবে মরাই মঙ্গল বটে।"

মনোরমা আর কিছু বলিল না, কাছে বসিয়া তারিণীকে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী খাওয়াইল। তৎপরে তারিণীকে শয়ন গৃহে লইয়া যাইয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করাইল। তারিণী ত্বরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। মনোরমা তাহার মুখের দিকে একবার কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মনোরমা উপরে গেল এবং নিরাভরণা হইয়া একখানি মলিন বিলাতী ধুতি পরিল। টাকা কড়ি অলঙ্কার পত্র যেখানে যাহা ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া তাহার সিন্দুকে পুরিল। সমস্ত বাক্স পেটরা বন্ধ করিল এবং সকল ঘরে তালা লাগাইল। তারপর বাটী হইতে বাহির হইল।

(৬)

বাবুগঞ্জে রামচরণ ঘোষাল নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তিনি পরম ধার্ম্মিক ও পরোপকারী। পূর্ব্বে সেরেস্তাদার ছিলেন, এখন পেন্‌সন্ লইয়া গঙ্গা তীরে বাস করেন। একবার কাশীধামে মনোরমা তাঁহাকে পিতৃ সম্বোধন করে। তিনি মনোরমাকে পাপ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কাশী বাস করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু মনোরমা তাহা শুনে নাই। এই রাত্রিতে মনোরমা তাঁহার বাটীর পার্শ্বে যাইয়া ডাকিল, "বাবা! বাবা কি ঘুমিয়েছেন?" ঘোষাল মহাশয় ছাদে শয়ন করিয়াছিলেন, গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত নিদ্রিত হন নাই। তিনি বলিলেন, "কে গা, মনো নাকি?" মনোরমা বলিল, "হাঁ বাবা! একটা বড় দরকারে এই রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গাতে এসেছি।"

ঘোষাল মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং বৈঠকখানায় যাইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। মনোরমা বৈঠকখানায় যাইয়া তাঁহার পদ প্রান্তে বসিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এত রাত্রিতে কি দরকার গা মনোরমা?" মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি আর মনো-

রমা নই বাবা। আমি অভাগিনী হরিমতি। মনোরমা মরেছে।"

"কি হয়েছে কি ?"

"হাঁ বাবা! রেজিষ্টারী না করলে কি দান পত্র সিদ্ধ হয় ?"

"রেজিষ্টারী করলেই ভাল হয়, না করলে যে অসিদ্ধ হয়, এমন নয়, তবে ভাল সাক্ষী থাকা চাই।"

"তবে বাবা! হরিমতি ওরফে মনোরমা দাসীর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কাঁটালগাছি নিবাসী ৺গোপালচন্দ্র ধাড়ার পুত্র তারিণীচরণ ধাড়ার নামে লিখে দাও।"

"কি রে বেটী হয়েছে কি ? সব না বল্‌লে আমি লিখবো না।"

"লিখবে না ? তবে শোন বাবা! আমি আজ রাত্রিতেই কাশী যাব, এ পাপ ব্যবসা করব না। তুমি যখন বলেছিলে, তখন না গিয়ে ঝকমারি করেছি।"

"হঠাৎ তোর মনে এত রাত্রিতে বৈরাগ্যোদয় হল কেন বল দেখি ? আমাকে কিছু লুকাস নে।"

"না বাবা! লুকাব কেন ? আর বেশ্যার লজ্জাই বা কি ? এই তারিণীচরণ আমার সহোদর ভাই, পেটের সন্তানের মত আমি তাকে তার জন্মাবধি মানুষ করেছি। তার চরিত্র ভাল নয়, তাই সে আজ আমাকে চিনতে না পেরে আমার ঘরে রাত্রিযাপন করতে এসেছে। কলিতে এখনও এক রত্তি ধর্ম্ম আছেন, তাই তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আমিও না চিন্‌তে পেরে তার সঙ্গে বসে মদ খেয়েছি, গান বাজনা ও আমাদের মামুলি আমোদ প্রমোদ করেছি। এমন পাপ ব্যবসা না করলে ত আর এমনটী ঘটতো না। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।"

ঘোষাল মহাশয় অবাক্ হইয়া সকল কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল চিন্তার পর বলিলেন, "ভগবানের লীলা বোঝা ভার, তিনি কিসে কি করেন, আমরা কীটাণু কীট, কি বুঝবো ? তা এত তাড়াতাড়ি কেন, দুদিন পরে কাশী গেলেই বা ক্ষতি কি ?"

"না বাবা! আমার মনে বড় ঘেন্না হয়েছে, এ পোড়া মুখ আর এ সহরে কাকেও দেখাব না, আমি রাতারাতি চলে যাব।"

অনন্তর ঘোষাল মহাশয় দানপত্র লিখিলেন, এবং সেই রাত্রিতেই দুইজন গণ্যমান্য লোককে ডাকিয়া হরিমতি ওরফে মনোরমা দাসীর স্বাক্ষরের সাক্ষী করিলেন, নিজেও একজন সাক্ষী হইলেন। হরিমতি একবার দানপত্রখানি পাঠ করিল, তৎপরে রামচরণ বাবুর হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা! আর একটী কাজ আপনাকে কর্‌তে হবে, তারিণীকে এই দানপত্রখানি কাল সকালে দিবেন। আমার ঘরেই তাকে পাবেন, যদি না পান, তবে রমণীবাবু মোক্তারের বাসায় তার সন্ধান নেবেন। এই আমার শেষ অনুরোধ, আর কোন দিন আপনাকে বিরক্ত করতে আস্‌বো না।"

ঘোষাল মহাশয় তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে হরিমতি তাহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া বিদায় লইল।

অতঃপর কি হইল ?

পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গায় ভাটা পড়িলে একটী সুন্দরী নারীর মৃতদেহ দেখা গেল। অনেকেই উহা মনোরমা দাসীর শব বলিয়া সনাক্ত করিল।

এই ঘটনার পর তারিণী সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারের ভরণপোষণের ভার ভুবনের হস্তে সমর্পণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, কেহ আর কোন দিন তাহার সাক্ষাৎ পাইল না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।
নারকেলডাঙ্গা।

জয়রাণী-গার্হস্থ্য-তাঁত।

এই তাঁতটী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, ইহার আবিষ্কার কর্ত্তা শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, নিবাস ৫৬ নং বিডন ষ্ট্রীট। আবিষ্কার কর্ত্তা এই তাঁতটী পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছেন। মূল্য—কাষ্ঠ নির্ম্মিত ১৭৫৲ টাকা, লোহারটী ২২৯৲ টাকা। জয়কৃষ্ণ বাবু আমাদের আফিসে আসিয়া দর করিয়া এই কল সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য সমুদয় আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন।—আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে দুই প্রকার তাঁত প্রচলিত আছে; এক সাবেক ধরণের, দুই হাতে মাকু চালিত করিয়া কাপড় বোনা হয়, ২য় প্রকার ঠক্‌ঠকি তাঁত, একটা দড়ির ন্যায় আছে, সেইটা এদিক ওদিকে টানিয়া মাকু চলাচল করা হইয়া থাকে। সাবেকের তাঁতের একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। জয়কৃষ্ণ বাবুর তাঁতের বিশেষত্ব একটী চাকা ঘুরাইলেই ৮ ঘণ্টা সময়ে ২০।২২ হাত কাপড় প্রস্তুত হয়, কলের কলকব্‌জা অতি সরল একটী বালিকাও চালাইতে পারে।

স্বদেশীর সময় যখন লোকে মনের আবেগে লোকে বিলাতি বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, সেই সময় সহরের অলিতে গলিতে তাঁত বসিয়াছিল, কিছুদিন পরে, সমস্ত আবেগ থামিয়া গেল। সেই সকল মূল্যবান তাঁত দ্বারা উনান পূজা হইল। স্বদেশীর অনুরাগ চিরতরে কালের অনন্ত গর্ভে নিহত হইল। এই সময় যাঁহারা তাঁত করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট জয়কৃষ্ণ বাবু উঠিয়া যাইবার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, যে দেশের তাঁতির দৌরাত্ম্যেই এই সকল কাজ চলিতে পারে নাই। নব অনুরাগে উন্মত্ত হইয়া যাঁহারা তাঁত ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাঁতির সাহায্য ব্যতিত তাঁহাদের কাজ চালান অসম্ভব। তাঁতিরা
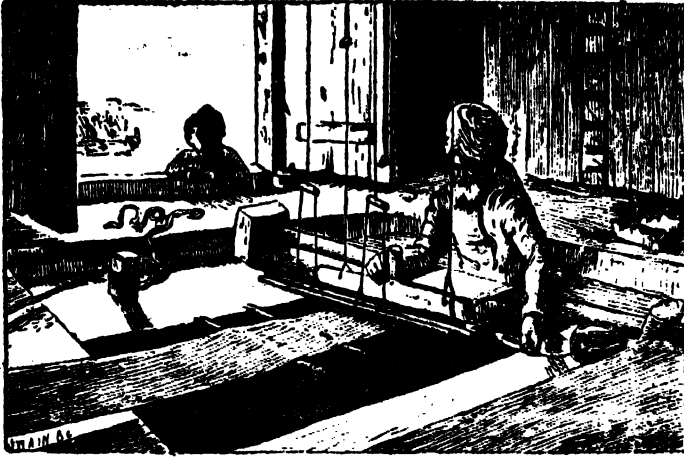
সেকালের তাঁত।

এই সুযোগে অসম্ভব উচ্চ হারে বেতন ও দাদন লইতে লাগিল, কাজেই লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষতি হইতে লাগিল। সমস্ত তাঁত উঠিয়া গেল। এই সকল তথ্য অবগত হইয়া তাঁতির বিনা সাহায্যে শুদ্ধ বাড়ীর মহিলাগণের দ্বারা যাহাতে সহজে বস্ত্র বয়ন হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে জয়কৃষ্ণবাবু বহু অর্থ ব্যয়ে শেষে কৃতকার্য্য হইয়া বর্ত্তমান "জয়রাণী" বস্ত্র বয়ন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ কলে সরু মোটা সকল প্রকার বস্ত্রই বয়ন হইতে পারিবে। সরু ও মোটা সূতার স্থুলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব অনুসারে চিরুণী বা যাহাকে সানা বলে, তাহার আবশ্যক হয়। প্রত্যেকবার প্রত্যেক প্রকারের কাপড়ের জন্য সানা কিনিলে ব্যয় বাহুল্য হয়, সেইজন্য কোন এক প্রকার কাপড়েরই বয়ন কার্য্যে প্রথমে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ এরূপ করিতে ২।৩ প্রকারের সানা রাখিলেই কাজ চলিতে পারে। থান হউক, গামছা হউক, বিছানার চাদর হউক প্রথমে একই সূতার কাপড়, একই প্রকারের কাপড় বুনা উচিত। এই নবাবিষ্কৃত বয়ন যন্ত্রে সকল প্রকারের কাপড়ই প্রস্তুত হইবে কিন্তু প্রত্যেকবার নূতন সানা কিনিতে ব্যয় আছে, সেটা লক্ষ্য রাখিবার বিষয়।

জয়কৃষ্ণ বাবুর কল খুব সহজ। কিন্তু তথাপি তিনি বলেন যে, অপরাপর বিদ্যার ন্যায় এ বিদ্যাও ২।৪ দিন দেখিয়া শিখিতে হয়, তিনি ক্রেতাকে শিক্ষা দিতেও প্রস্তুত আছেন।

বিলাত বা জর্ম্মানীর বহু চক্রবিশিষ্ট কলেও সূতা ছিঁড়িয়া থাকে। বিলাতি কল হইতে আমাদের দেশের সেকেলে তাঁতেও সূতা ছেঁড়া রোগ আছে। এ রোগ কলের নয়, তাঁতের নয়, সূতার দোষ। যে সকল তুলার আঁশ দীর্ঘ, তাহার সূতা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়, সহজে কলে বা তাঁতে তাহা ছিঁড়ে না। এদেশের তুলার আঁশ দীর্ঘ নহে, সেইজন্য সূতা দৃঢ় হইবার বড় বেশী আশা করা যায় না, কলের আমদানী সূতারও ভালমন্দ আছে। সেইজন্য কলে বা তাঁতে সকল স্থানেই সূতা ছিঁড়িয়া যায়, সেইগুলি জোড়া এবং টানার কাজ প্রভৃতি এখনও তাঁতির নিকট ১০।১২ দিন শিখিলেই হইবে। তিনি টানার জন্যেও একটা কল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কৃতকার্য্য হইলেই তাহাও সাধারণে প্রকাশ করিবেন। জয়কৃষ্ণ বাবুর তাঁত কয়েকটী গবর্ণমেণ্ট বয়ন বিদ্যালয়েও গৃহীত হইয়াছে। তিনি নিজেও কাশীতে কাশীর সিল্ক দ্বারা এই কলে বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে ছিলেন। আমরাও কলটী দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। সূতা ভাল হইলে ৮ ঘণ্টায় ২২।২৪ হাত কাপড় অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। যদি গৃহলক্ষ্মীগণ অবকাশ সময়ে দিনান্তে একখানা কাপড়ও প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা হইলেই গৃহস্থদের কম লাভ কি? যদি প্রত্যেক সংসার এইরূপ উপায়ে নিজেদের বস্ত্র শঙ্কট দূরীকরণের জন্য মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে বস্ত্র সমস্যায় অতি সহজেই মীমাংসা হইয়া যায়। নচেৎ পরমুখাপেক্ষীর যাহা দশা, আমাদেরও তাহাই হইবে, এজন্য কান্দিলে ককাইলেও উপায় হইবে না। কিন্তু এখনও কাহাকেও মনোযোগ দিতে দেখিতেছি না। ৭।।০, ৮৲ কাপড়ের দাম দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা চৈতন্য হইবে, এখনও তাহা হয় নাই। বার টাকা জোড়া হইলে তবে যদি চৈতন্য হয়। তাহাও পাছে যুদ্ধাবসানে কাপড় সুলভ হইলে স্বদেশীয় সময়ের অনুরাগের ন্যায় এ অনুরাগও কালগর্ভে নিহীত হয়, আমাদের সেই ভয়। কাকের গলায় গাবফল নাম্মিলে তাহার আর পূর্ব্ব সঙ্কট মনে থাকে না।

যাক্, এই কল যাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি উপরোক্ত ঠিকানায় বেলা ৭টা হইলে ৯টার মধ্যে যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারেন, তবে তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে সময় নির্দ্দেশ করিয়া যাওয়াই সঙ্গত।

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

অ্যাল্‌ষ্টোনিয়া কন্‌ষ্টিক্‌টা।

ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশের ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীকে আমি Alstonia আল্‌ষ্টোনিয়া কন্‌ষ্টিক্‌টা ম্যাদার টীংচার এক আউন্স জলের সহিত প্রাতে ১ ফোঁটা মাত্রায় মাত্র ৪।৫ দিবস দিয়া বহুরোগীকে আরোগ্য করিয়া ছিলাম।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ইহা সেবন করিয়া রোগীগণ বলে যে, ইহা দ্বারা অবিলম্বে বল পাওয়া যায় এবং পায়ের দুর্ব্বলতা দূর হয়।

ডাক্তার ডিউই বলেন:—Low malarial fevers: camp diarrhœas of undegisted food, when of Malarial origin: Malarial aneamia, debility dependent on lack of digestive power." "অর্থাৎ ঘুস ঘুসে ম্যালেরিয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাঁবু প্রভৃতিতে বাসের জন্য, ম্যালেরিয়া জনিত উদরাময়, রক্তাল্পতা, ম্যালেরিয়া জনিত পরিপাক শক্তির অভাব বশতঃ দুর্ব্বলতায় উৎকৃষ্ট ঔষধ।"

যাহারা প্রচুর কুইনাইন খাইয়া অ্যালোপ্যাথিক টনিক ব্যবহার করিয়াছিল এবং যাহারা কুইনাইন সেবন করিয়া টনিক না খাইয়া এই অ্যাল্‌ষ্টোনিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিল, একই সংসারের মধ্যে আমি দুই শ্রেণীর রোগীও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, টনিক বন্ধ হওয়ার পরই, পুনরায় রোগী জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু আল্‌ষ্টোনিয়ার রোগীর আর জ্বর হয় নাই এবং অ্যালোপ্যাথিক টনিক সেবী অপেক্ষা শীঘ্রই বলবান হইয়াছিল, সেই জন্য আমার ধারণা, ম্যালেরিয়া গ্রস্ত রোগীর প্রায় সর্ব্বপ্রকার উপসর্গেই ইহা উৎকৃষ্ট টনিক।

ডাক্তার কিপাক্‌স্ বলিয়াছেন, ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশের লোকে যদি জ্বরের বহুব্যাপকতা কালে কুইনাইন (৩x) জেলসিমিনম্ (৩x) বা অ্যালষ্টোনিয়া কনষ্টিকটা (১x) সকালে ও সন্ধ্যায় মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। আমি ইহার ম্যাদারটীং ১ ফোঁটা কেবল একবার প্রাতে রোগীদিগকে দিয়া বেশ সুফল পাইয়া থাকি, ক্রমাগত দিই না, মধ্যে মধ্যে দিয়া থাকি। অতিরিক্ত পরিশ্রম, স্ত্রী সহবাস, ঠাণ্ডা লাগান, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ। জল গরম করিয়া ফিল্টার করিয়া ব্যবহার করা উচিত। খালী পেটে প্রাতঃভ্রমণ করা উচিত নহে। এই সকল সাধারণ নিয়ম অবশ্যই রক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

ক্রিমি ও ক্রিমি জনিত উপসর্গ।

একটী বালিকার বয়স ৭ বৎসর। আমাদের দাতব্য ঔষধালয়ে চিকিৎসিত হইবার জন্য আসে। তাহার জ্বর ১০২, পেটে বেদনা, রাত্রিতে দাঁত কড় মড় করে, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অন্যান্য ক্রিমিজ্ঞাপক লক্ষণ সমূহ বিদ্যমান ছিল। আমি তাহাকে সাইলেসিয়া ৩০ ব্যবস্থা করি। পরদিন ৩টী বড় বড় ক্রিমি বাহির হয়। জ্বরও মগ্ন হইয়া যায়। আর জ্বর হয় নাই, ক্রমে বালিকা বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। আমি ঐ সাইলেসিয়া ১ মাত্রা মাত্র ২০০ শক্তির দিয়াছিলাম, আর কোন ঔষধ দিতে হয় নাই। এই সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত লক্ষণও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমার মন্তব্য।

সাইলিসিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা সহ ক্রিমি উপসর্গে উৎকৃষ্ট, ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সিনার বাহ্যে Loose পাতলা, সাইলেসিয়ার কোষ্ঠ বদ্ধতা, কঠিন মল। এই জন্যই বোধ হয় একমাত্র ঔষধেই বালিকা সমস্ত উপসর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল।

বেলেডোনা।

ডাক্তার সরকার বলিয়াছেন, সামান্য Brain Conjectionএ বেলেডোনা প্রয়োগ করা উচিত নহে, তাহা দ্বারা মস্তিষ্ক প্রদাহ আনীত হয়। বেলেডোনার লক্ষণ থাকিলেই বেলেডোনা ব্যবহার করা উচিত।

ডাক্তার রাইমোহন বাবু তাঁহার সরল ভৈষজ্যতত্বে একথা উল্লেখে করিয়াছেন।

APIS—এপিস্।

রজঃরোধে এই ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার আর একটী গুণ, গর্ভবতীকে এপিস্ কদাচই দেওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভবনা। কিন্তু গর্ভাবস্থার প্রথমাবস্থায় রজরোধ বিদ্যমান থাকে, গর্ভবতী কিম্বা তাহা উত্তমরূপে স্থির না করিয়া রজরোধ দেখিলেই এপিস দেওয়ায় গর্ভস্রাব হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য সতর্কতা সহকারে আগে গর্ভবতী কি প্রকৃত রজরোধ তাহার স্থির করিয়া তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

কলেরায় গন্ধক।

কলেরা সংক্রামক স্থানের লোকে যদি জুতা ও মোজার মধ্যে গন্ধকচূর্ণ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এই সংক্রামকতা হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। ডাক্তার জার, ডাক্তার হেরিংসের এই মতের পোষকতা করিয়া গন্ধক চূর্ণ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন।

মজ্‌লিস্।

যজমানের বাবার শ্রাদ্ধ।

এক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের স্ত্রী বল্লেন, ঘরে একটা বালিস্ নাই, শোবার কষ্টের একশেষ। এত চাষা যজমান, একটু তুলার যোগাড় কর না।

দিন চার পরে একজনের বাপের শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ ফর্দ্দ কল্লেন—

তিল ...	আধমন।
তুলসী ...	১ ঝাঁকা।
সিমুল তুলো	২ বস্তা।
সুতো ...	আধসের।

কাপড় থেরো না হয় টিকিন্ আধ থান্।

গামছা	আধ থান।
দক্ষিণে	৪৲ টাকা।
সোণা	আধ ভরি।

যজমান বল্লেন—আজ্ঞে তুলো কেন?

কেন তা তোর বুদ্ধিতে যদি আস্‌বে, তবে আর আমরা কি কর্ত্তে আছি। ওরে ব্যাটা এযে তুলো কাঞ্চন শ্রাদ্ধ, তোর বাপ কি যেমন তেমন লোক ছিল। তোর বাপের ছাদ্দ তুলো আর কাঞ্চন দিয়ে হবে।

পুরুতঠাকুর আর একজন বামুন সঙ্গে শ্রাদ্ধে বসে গেলেন। এখন সঙ্গের বামুন বল্লে, বাপ, এত তুলো কেন? তাই সংস্কৃত করে বল্‌চেন্—

ভশ্চার্য্যং ভশ্চার্য্যং

ছাদ্দে কেন কাপ্পাসং।

ভট্‌চাজ দেখ্‌লেন বেটা দেখ্‌ছি গোল বাদ্ধায়। তাই সংস্কৃত করেই বল্লেন—

চুপ্পং চুপ্পং

তুমর্দ্ধং মুমর্দ্ধং

ব্রাহ্মণ বল্লেন—কিং মহত্ব!

যজমান বুঝ্‌লে—ওঃ, কি পণ্ডিত আমার পুরুত! বাবার স্বর্গ আর না হয়েই যায় না।

খাজনার নিকেস্।

এক জমিদারের গোমস্তা মুচী বাড়ী খাজনা আদায় কত্তে গিয়েছেন, মুচীর নাম হরিদাস। সে সময়ে খাজানা দিতে পার্‌তো না, গোমস্তারও জুতা ছিঁড়ে গেলেই হরের উপর তাগাদা হতো। হরে জুতোর দাম খাজনার কাটান দিত। একদিন গোমস্তা মশায় হরের বাড়ীতে যেয়ে খুব তাগাদা কত্তে লাগলেন। হরে বল্লে "প্রণাম হই ঠাকুর মশায়, আমার খাজনার জন্ম ভেবো না, এক বছরের মধ্যেই জুতোয় জুতোয় তোমার নিকেশ কর্‌বো।"

সাত বোকার কাণ্ড, অংসার লণ্ড ভণ্ড।

এক নির্ব্বোধেই রক্ষা নাই, যে দেশে অনেক নির্ব্বোধ, সে দেশের সবই লণ্ড ভণ্ড। একটা গ্রামে একটা নয়, একেবারে সাতটা নির্ব্বোধ। বসে বসে খায়, তাদের কষ্টের সীমা নাই। কোন মহানুভব লোকের মনে হলো, এগুলোকে কেউ সৎপরামর্শ দেয় না? এ অকর্ম্মণ্যগুলোর কষ্টের সীমা নাই; একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

সাত জনের কাছে যেয়ে বল্লেন, ওরে নির্ব্বোধের দল না খেয়ে কি মর্‌বি? বিদেশে যেয়ে এতলোক খেটে খাচ্চে, আর তোরা হেলায় জীবনটা হারাবি? বোকারা বল্লে, তাওতো বটে। কেন খেটে খেতে পার্ব্বোনা? অমনি সকলে কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়্‌লো।

সামনে একটা হাটে ঢুকে যতসামান্য যা ছিল, তাই দিয়ে সকলে খাবার জিনিস কিনে হাটের বাহিরে এল। এসে মনে হলো হাটে সবাই বলে মানুষ হারিয়ে যায়। গুন্‌তে আরম্ভ কল্লে। সবাই গোনবার সময় নিজেকে বাদ দিয়ে গোনে, সুতরাং একজন কম্ পড়লো। এই যা!—স্থির হলো, তাদের একজন হারিয়েছে। সব মাথায় হাত দিয়ে মড়া কান্না জুড়ে দিলে। হাটের লোক সব কান্না শুনে কি হলো কি হলো বলে চারদিক ঘেরে ফেল্লে। বোকারা বল্লে, আমরা ৭জন এসেছিলাম, ছজন বই দেখ্‌তে পাচ্চি না। এক ব্রাহ্মণ দেখ্‌লেন যে, যে গুন্‌ছে, সে নিজেকে বাদ দিচ্চে। একটু কৌতুক দেখবার জন্যে তিনি বল্লেন, যদি তোদের সাতজনকে বের করে দিতে পারি, তা হলে কি হবে?

"ঠাকুর মশায়, আমরা ২ বছর বিনা মাইনেয় খেটে দেব।"

ঠাকুর মশায় বল্লেন, বেশ, কথা ঠিকতো? বোকারা পায়ে হাত দিয়ে দিব্বি কল্লে।

ব্রাহ্মণ সকলকে দাঁড় করিয়ে গুণে সাত জন ঠিক করে দিলেন। সাত জনই খুসি হয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গেল।

* * *

ব্রাহ্মণ একদিন যজমান বাড়ী যাবেন, সাত জনকে বলে গেলেন, দ্যাখ্ এই বাগানটা সাফ্ কর।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সাতজনে কুড়ুল কোদাল নিয়ে বাগানের যত আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, ভাল ভাল ফুলের গাছ ছিল একেবারে কেটে চেঁচে গুলে সাফ্ করে রেখে দিলে। বামুন এসে দেখেই আছ্‌ড়ে পড়্‌লো। বেটারা সর্ব্বনাশ করেছে দেখ্‌চি! আর তো উপায় নাই, মনে মনে বল্লেন, বেটারা নেহাত বোকা!

দুদশ দিন বাদে, বল্লেন, বেটারা নেহাত বোকা, কাজকর্ম্ম দিলে সর্ব্বনাশ কর্‌বে। ঠাকুরের মায়ের অসুখ, ব্রাহ্মণকে ২৪ ঘণ্টার জন্য স্থানান্তরে যেতে হবে, কাজেই মায়ের কাছে কারও থাকা চাই। সাত জনকে ডেকে বল্লেন, দ্যাখ আমি বাড়ী হতে একবার স্থানান্তরে যাব, মার অসুখ, সাতজনে মার কাছে বসে থাক্, যেন গায়ে মাছি টাছি না বসে।

"যে আজ্ঞে, যদি মাছি আসে, তাহ'লে কি কর্‌বো?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মার্‌বিরে বেটারা।"

"যে আজ্ঞে। আর বল্‌তে হবে না, বুঝ্‌তে পেরেছি।"

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল। সাতজনে মাকে ঘেরে বসে আছে। মাছি এলেই মার্‌তে হবে।

একটু পরে একটা মাছি এসে বুড়ির কানের উপর বস্‌লো। আর যায় কোথা? সাত বেটা সেই বজ্রহাতে একেবারে বুড়ীর গালে সজোরে ঝড় কসিয়ে দিলে। মাছিত উড়ে পালাল। আহা বেচারা বুড়ী সঙ্গে সঙ্গেই অক্কা অর্থাৎ মরে গেল। একবার মা বাবাও বল্‌তে পায় নাই। সন্ধ্যাবেলায় ব্রাহ্মণ ফিরে এসে দেখ্‌লে, মার সাড়া শব্দ নাই; ব্যাপার খানা শুনে বল্লেন, বোকা ব্যাটারা, আমার মাকে মেরে ফেলেছিস্?

ঠাকে জলই বল্লে, কি করবো মশায়; আমাদের দোষ নাই। মাছি মারতে যদি মা মরে, তবে দোষ কার ?

ব্রাহ্মণ দেখ্লেন, বোকামি ত করেই ফেলেছি, আর গোলমালে কাজ নাই। বল্লেন, চল্ বেটারা, মাকে গঙ্গায় নিয়ে চল্। বান্ধা রোক্কা হলো, সাত বেটা কান্দে করে ছুটতে লাগ্লো। বামুন তাদের সঙ্গে দৌড়ুতে পারেন না, পিছিয়ে পড়ে গেলেন।

শ্মশান ঘাটে যেয়ে বান্ধন খুলে দেখে যে, বুড়ি ত নাই, কোথায় পড়ে গেছে! চল চল খুজে নিয়ে আসি। রাস্তায় খুঁজ্তে খুঁজ্তে যাচ্ছে, এমন সময় মাঠের মধ্যে দেখ্তে পেলে, একটা বুড়ী লাটী ধরে গুটী গুটী যাচ্চে। সাত বেটা যেয়ে প্যাঁক্ করে ধরে ফেল্লে। বেটী, তোমাকেই ত খুঁজ্চী, বান্ধন খুলে পালিয়েছ ? হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেয়ে শ্মশানে ফেলে আগুন লাগিয়ে দিলে। যখন আধপোড়া, তখন বামুন এসে দেখ্লেন, তারা প্রায় পুড়িয়ে শেষ করেছে। বল্লেন, বেটারা মুখাগ্নি মন্ত্র কিছু হলো না পুড়িয়ে ফেল্লি ? কি আর হবে, দাহ শেষ করে সকলে ফিরে আসচে, দেখে না—আল্ধারে ব্রাহ্মণের মা পড়ে রয়েছে। বামুন চম্কে উঠলো; বল্লেন, আরে বেটারা তবে কাকে পোড়ালী ? "আজ্ঞে—আপনার মা আমাদের কাঁধ হতে লাফিয়ে পড়ে পালাচ্ছিলেন, তাই—সেই ত পোড়াতেই হবে, আবার যদি পালান বলে আপনার আস্বার আগেই পোড়াতে আরম্ভ করেছিলাম।" "আরে সর্ব্বনাশ, সে যে আমার মা নয়!—"

"আজ্ঞে—তা—তাতে আমাদের দোষ কি—তিনিও বুড়ি, ইনিও বুড়ি—এতে আমাদের দোষ কি হলো—"

আরে বেটারা মরা মানুষ কি হেঁটে যেতে পারে ?"

"আজ্ঞে—বলচেন ভাল—তা মড়াতে হাঁটে, না বসে থাকে। আমরা ত জানি না।"

ব্রাহ্মণ দেখ্লেন, ঘোর বিপদ! বল্লেন বেরো বেটারা—আমি আর তোদিকে চাই না। আবার ধরাধরি করে মাকে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে বেটাদিকে সেইখান হতেই বিদায় করে দিলেন। সাত বোকার কাণ্ড—সব লণ্ডভণ্ড, যে দেশে বড় বেশী বোকা, সে দেশের কি অবস্থা। রামজী কহো।

বস্ত্রের হিসাব।

সরকারী সংবাদ।

ভারত গবর্ণমেণ্টের "কমার্স ও ইণ্ডাষ্ট্রী" বিভাগ হইতে এক কমিউনিক প্রচারিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম:—গত ৬ই জুলাই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দরে অর্থাৎ কলিকাতা, বোম্বাই, রেঙ্গুণ, মাদ্রাজ এবং করাচীতে বস্ত্রের সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ ভারত গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মফস্বলের প্রধান প্রধান কেন্দ্রও যাহাতে গণনা হয় তাহার কল্পনাও ভারত গবর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সেকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হয়।

ছোট ছোট দোকানদারগণের নিকট যে সকল কাপড় ছিল, তাহার গণনা করা হয় নাই, বলিয়া গণনা ঠিক হয় নাই। তাহার উপর এরূপ বিশ্বাস করিবারও কারণ আছে যে, কোন কোন স্থলে অনেক মজুদ কাপড় গোপন রহিয়াছে এবং তাহা রিটর্ণে উঠে নাই। যাহা হউক, সেইরূপ গণনার ফলাফলই গজের হিসাবে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা।—সাদা, থান কাপড় ইত্যাদি (কোরা) ৩৩৮,৪৪৯,০০০; ধোয়া কাপড় ১৪০,২৯২,০০০; এবং রংকরা ও ছাপানো কাপড় ও ছিটের কাপড় ৫৭,৬৮৫,৮৩০ গজ।

বোম্বাই—থান ইত্যাদি ১০৩,১৪৩,৫০০; ধোয়া কাপড় ৫২,৪৪৬,০০; রংকরা, ছাপানো ও ছিটের কাপড় ১৩৩,৩২৬,৫০০; অন্যান্য নানারকমের ফেল্ট কাপড় ২,৪১৬,৫০০।

রেঙ্গুণ—থান ইত্যাদি ৭,৪১৪,১৪২; ধোয়া কাপড় ২১,৯৪০,৮৬৬; রংকরা ইত্যাদি ২৭,৮৫৩,২৪৩; ফেল্ট ৫৭৭,৬০৯।

মাদ্রাজ। থান ইত্যাদি ২০,৯৮১,০০৯ ধোয়া কাপড় ১৬,৫৩৬৮০; রংকরা ইত্যাদি ২৩,০২৬,০০০; রংকরা ইত্যাদি ২৩,০,২৬,০০০ ফেল্ট ৪৩১,০০০।

করাচী। থান ইত্যাদি ১৭,০২৫,০০০; ধোয়া কাপড় ৭১,১৯২,৩০০; রংকরা ও ছাপানো, ছিট ইত্যাদি, ৩৭,৩৪৮,৫৫০; ফেল্ট ২৫৭০০০,।

দিল্লী:—থান ইত্যাদি ৫,০৪১, ৫০০০; ধোয়া ১৭,৭৪২ ৫০০০ রং করা ইত্যাদি ২৫, ০৪৬, ০০০, ফেল্ট ২, ছ ১২, ০০০।

অমৃত সহর:—থান ইত্যাদি ৫, ৮৩৮, ৭০৬, ধোয়া কাপড় ১৯, ২৮০, ৬০৫, রংকরা ইত্যাদি ১০, ৭৮৮, ২২৮।

উপরের হিসাব ছাড়া বোম্বাইয়ের পোর্ট ট্রাষ্ট গুদামে ১১৯, ৩১০,০০০ গজ এবং করাচীর পোর্টট্রাষ্ট গুদামে ১৩, ৪১৪,০০০ গজ কাপড় ছিল। ইহার পরবর্ত্তী অতিরিক্ত রিটর্ণে ৩২,০০০,০০০, গজ কাপড় মজুদের হিসাব পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

"উপরের সংখ্যা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দেশে মজুদ কাপড় খুব বেশী আছে; সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট অবস্থা ভাল রকম বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। কাপড় বাজারে না ছাড়িয়া মজুদ করিয়া নিয়মিত ভাবে গাদি করিয়া রাখা হয়। যাহাতে এই নিয়ম বন্ধ করা যায়, সেই সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

"এই সম্পর্কে জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে,—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে একটী নোটিস প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের উপর এইরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের ব্যবসায়ীদিগের লাইসেন্স দিবেন। ইহার উদ্দেশ্যে এই যে, তাহা হইলে বস্ত্রের দর আর কেহ ইচ্ছামত চড়াইতে বা কমাইতে পারিবে না। অন্যায় ভাবে দর বাড়ানও সম্ভবপর হইবে না।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত। কেমন করিয়া অল্প পুঁজিতে ঘরে বসিয়া অন্যান্য কাজ ও চাকরী থাকা স্বত্বেও উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই আছে, আরও অনেক গুঢ় রহস্য আছে যাহা কেহ কাহাকেও শিখায় না। পুস্তক আর নাই, পুনরায় ছাপা হইতেছে।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বান্ধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের কন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বাঙ্গালা ভাষায় সুযোগ্য চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত ও এক মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র মফঃস্বলের প্রত্যেক পল্লী চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ মাত্র।

ডাঃ ডি, এম, হালদার,
কার্য্যাধ্যক্ষ,
আ,ঝুলবেড়িয়া হাবড়া জেলা ন

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য		৬ মাসের জন্য		১২ মাসের জন্য	
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে		৭৲ টাকা প্রতি মাসে		৬৲ টাকা প্রতি মাসে	
½ ,,	৫৲	,,	৪৲	,,	৩৷৹	,,
¼ ,,	৩৲	,,	৩৷৹	,,	২৲	,,
১ কলম	৩৲	,,	২৷৹	,,	২৲	,,
½ ,,	১৷৵৹	,,	১৷৹	,,	১৷৹	,,

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৫ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতা, ... প্রেস, শ্রী... চট্টোপাধ্যায় ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। | New Series, November 1918. | নূতন সংস্করণ। নবেম্বর ১৯১৮। | Vol. XII. No 11.

কাজের লোক আফিস, ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২৷৷০ এবং মাত্র ৷৷০ অধিক দিলেই ১৯১২ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

স্বাস্থ্য-পুস্তক।

বিনামূল্যে বিতরণ।

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম যথাযথরূপে পালনের উপর নিশ্চয় নির্ভর করিতেছে। এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি ঐ প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে এবং এইরূপে তোমার শরীর সুস্থ ও তোমাকে দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী করিবে।

এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের যে কোন প্রকারেরই পীড়া হউক না কেন, উহা আরোগ্য করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকাই একমাত্র অমোঘ ও নির্দ্দোষ ঔষধ। এই বটিকা স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছায় শুক্রপাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা, বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যৌবন দীর্ঘকাল স্থায়ী করে, প্রমেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব আরোগ্য করে ও জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী করে। সংসার-সুখ-সম্ভোগ বৃদ্ধি করিতে আতঙ্ক-নিগ্রহ যথেষ্ট সহায়তা করে।

মূল্য ৩২ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

কাসান্তক

এই বটিকার নাম যেরূপ ইহার গুণও সেরূপ। ইহা যক্ষ্মা, ক্ষয়, হাঁপানী, স্বরভঙ্গ, গলা খুস্‌খুস্ প্রভৃতি ও ফুস্‌ফুসের ও শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। যখন ইহা ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের অন্তক স্বরূপ, তখন সামান্য সর্দ্দি কাসিতে ইহা যে বিশেষ উপকার করিবে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

মূল্য ৩০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা।

হাঁপানি নাশন

সকল প্রকার হাঁপানির ব্রহ্মাস্ত্র। যে কোন প্রকারের হাঁপানিই হউক না কেন, ইহা সেবনে অচিরেই আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,
২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা ঔষধালয় ঃ—১৯১।১ বড়বাজার, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ। New Series নব পর্য্যায়। Vol. XII

১১ শ সংখ্যা। November 1918. নবেম্বর ১৯১৮। No. 11

আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক অনুগ্রাহক সহযোগী, বিজ্ঞাপনদাতা এবং পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে আমরা বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, সকলে কুশলে আছেন।

বাঙ্গালায় প্রায় সর্ব্বত্রই জলাভাবে প্রস্তুত ফসল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। মালেরিয়ার প্রকোপে প্রত্যেক গৃহ হাঁসপাতালে পরিণত হইয়াছে। মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। পল্লীগ্রামে বহু স্থলেই চিকিৎসক অভাবে লোকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। প্রতিকারের কোন উপায় নাই, [illegible] পূজায় লোকের হাহাকারে দীগন্ত [illegible]ছিল। সমস্তই মহামায়ার ইচ্ছা— [illegible] প্রতি তাঁহার আর কৃপা কটাক্ষ [illegible] জাতির প্রতি বুঝি তাঁহার [illegible]।

আত্ম-প্রত্যয়।

আজ আমাদের এরূপ অবস্থা কেন? আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছি, কোন বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বন নাই, সেই জন্য আজ আমাদের এ দুরবস্থা। আত্ম-নির্ভরশীল জাতিরা উন্নতির পথে খরবেগে ধাবিত হইতেছে, আর আমরা সর্ব্ববিষয়ে পর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়া আছি। আমরা আজকাল আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছি কেন? ইহা আমাদের শিক্ষার দোষ, স্বামীজি বলেন, "আজ কালকার শিক্ষা পদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে। এইরূপ অনবস্থা মূলক বা অস্থিরতা বিধায়ক শিক্ষা কিম্বা যে শিক্ষা কেবল নৈতিকভাবই প্রবর্ত্তিত করায়, সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষা ও ভয়ঙ্কর। এরূপ অনবস্থা-মূলক শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই বলিয়া আমাদের এরূপ দুর্দশা [illegible] যে শিক্ষায় মনুষ্যের চরিত্র বল পরার্থ তৎপর[illegible] সিংহ সাহসিকতা আইসে, যে শিক্ষায় প্র[illegible] মনুষ্য নিজের উপর নির্ভর করিতে পা[illegible] যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণ [illegible] সংগ্রামে সমর্থ হইতে পারে, সেই শি[illegible] আমাদের এখন প্রয়োজন। পাশ্চা[illegible] জাতিরা এইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া আ[illegible] শক্তিতে প্রভূত বিশ্বাস স্থাপন করিতে শি[illegible] ছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বাবলম্বী [illegible] যাঁহাদের আত্মশক্তিতে অগাধ বিশ্বাস, তাঁ[illegible] দাসত্ব প্রথার বিলোপানুরাগী উদার [illegible] লিন্‌কলনের ন্যায় ব্যক্তি বলেন "I promi[illegible] I would do it." তাঁহারা যে কার্য্য ক[illegible] সঙ্কল্প করেন, তাহা উদ্যাপন করিবা[illegible] বন্ধুগণের উপহাস, শত্রুর আক্রোশ [illegible] সহস্র বাধা সহাস্য বদনে সহ্য [illegible]

গত বৎসরে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা ছিল, আর লইব না।

...অনুযোগ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

নেপোলিয়ন, বিসমার্ক প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণের আত্মশক্তিতে অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। আত্ম প্রত্যয়ের বলে, তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। সামান্যা গ্রাম্য-কৃষক বালিকা-জোয়ান-ডি-আর্ক আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবতী ছিলেন বলিয়াই সহস্র ফরাসী সৈন্যকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

উইলিয়ম পিট্‌কে যখন কর্ম্মচ্যুত করা হয়, তখন তিনি ডিউক-অফ-ডিভনশায়ারকে বলিয়াছিলেন "আমার বিশ্বাস, আমিই দেশকে রক্ষা করিব; অন্য কাহারও দ্বারা ইহা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

(Bancroft) ব্যানক্রফ্‌ট বলেন যে, ১৯ সপ্তাহ ইংলণ্ড মন্ত্রীহীন হইয়াছিল, অবশেষে ইংলণ্ডেশ্বর পিটের ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যভার দেন।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রোজে ভেল্টের উন্নতি তাঁহার আত্ম প্রত্যয়ের জন্য হইয়াছিল। নেপোলিয়ান যেরূপ নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতেন, তিনিও সেই-রূপ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান ছিলেন।

যাঁহারা দৃঢ়ব্রত, স্বাবলম্বী, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান, তাঁহাদের জন্য কিরূপ ভাবে সংসারে উচ্চস্থান নির্ণয় হয়, তাহা অবধান করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির পথের কণ্টক আপনিই অপসারিত হয়। দারিদ্র্যতা তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না, দুর্ভাগ্য তাঁহার সঙ্কল্পকে বিচ্যুত করিতে পারে না, দুঃখ কষ্ট তাঁহার উন্নতির পথে অন্তরায় হইতে পারে না; কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকই তাঁহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট করাইতে সক্ষম হয় না।

যদি কেহ ওকালতী পাশ করিয়া ব্যবহার শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসুক হন, তাহা হইলে তিনি জীবনে কখনও কি ব্যবহার জীবিদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন? কখনই না। এরূপ ব্যক্তির দ্বারা কোন কার্য্যই সুচারুরূপে হওয়া সম্ভব নহে। যে কোন কার্য্যই কর না কেন, উহা ভালভাবে একমনে করা উচিৎ; তাহা না হইলে সে কার্য্যে উন্নতি করিতে পারিবে না। যদি তুমি ভাল ব্যবহার জীবিদের সহিত আলাপ কর, তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ কর, আইনের 'আবহাওয়ার মধ্যে বাস কর, নিজেকে আইন বৃক্ষে কলম বাঁধিয়া দাও, তাহা হইলে অচিরেই ভালব্যবহারজীবি হইয়া উঠিবে।

আমাদের জনৈক ভগ্নস্বাস্থ্য উকীল বন্ধুকে দেখিয়াছি, তিনি এত বেশী অধ্যয়ন করেন যে আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই। বৎসরের অর্দ্ধেককাল স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাঁহাকে শৈলবাস করিতে হয়, তথাপি তিনি পরিশ্রম করিতে বিরত হন না। অবিভাবক শূন্য সামান্য অবস্থা হইতে নিজ পরিশ্রম ও কার্য্যতৎ পরতার গুণে তিনি কিরূপ ভাবে ব্যবহার-জীবিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা সকলের শিক্ষার বিষয়।

আশাহীন, উদ্যমবিহীন হইয়া নিরুৎসাহ ভাবে দিনযাপন করিলে, কেহ কখনও উন্নতি করিতে পারে না। অধিকাংশ ব্যক্তি সন্দেহ দোলায় সর্ব্বদা দুলিতে থাকেন, সাহস করিয়া স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নাই। এইজন্য ইহারা সকল কার্য্যে অকৃতকার্য্য হয়েন।

যতদিন তুমি অকৃতকার্য্যতার আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিবে এবং সন্দেহ ও উৎসাহ-হীনতার বায়ু সেবন করিবে, ততদিন তুমি কোন বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না।

অব্যবসায়িকতা ও অকৃতকার্য্যতা বিষয়ক চিন্তা সমূহ দূর কর। বীরপদে নির্ভীক হৃদয়ে নিজ গন্তব্যপথে অগ্রসর হও। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" জীবন যায় যাউক, কিন্তু কার্য্য উদ্ধার করিব, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কার্য্য করিলে দেখিবে, তোমার সমস্ত বাধা বিঘ্ন অপসারিত হইয়া যাইবে, তুমি নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিবে, যেখানে সফলতা সদাই বিরাজ করিতেছে।

প্রত্যেক বালককে শিখান উচিত যে, সে উন্নতি করিবে, তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইবে। সামান্য বটবীজ অঙ্কুরিত হইয়া যেরূপ বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ তাহাদের দ্বারা অশেষ প্রকার উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে।

কোমলমতি বালক বালিকাদিগকে 'মূর্খ' অপদার্থ' প্রভৃতি বলা উচিত নহে। "তোমাদের দ্বারা কিছু হইবে না, তোমরা কোন কর্ম্মের নও" এইরূপ নেতিমূলক শিক্ষা বালকগণ শিশুকাল হইতে পাইলে অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া যায়। ক্রমশঃ উহারা এরূপ অপদার্থ হইয়া যায় যে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কোন কার্য্য সাহস করিয়া করিতে পারে না। দুঃখ দারিদ্র্যতায় জীবন নৈরাশ্য-ময় হয়, ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। শারীরিক পরিশ্রম করিতে লজ্জা বোধ করে, পরিশ্রম-শীল কর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্য অনন্ত শক্তির আধার ইহা যেন ভুলিয়া যায়, ক্রমে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, উহার ফলে অলস, দীর্ঘসূত্রী, মূর্খ, উদ্ধত, শঠ অবিবেকী হইয়া পড়ে। পুনরায় সকলকে রজোগুনী হইতে হইবে। অজ্ঞানরূপী শত্রুকে জয় করিয়া সমৃদ্ধশালী হইতে হইবে, তবেই পাশ্চাত্য দেশবাসীর সমকক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা।

তোমরা স্বাবলম্বী ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-বান হও। তোমার শিরায় শিরায় ধমনীতে...

ধমনীতে আত্মনির্ভরশীলতা বিরাজ করুক্। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা, পুনরায় যতদিন না তোমরা সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবে, ততদিন কোন উন্নতি হইবে না।

প্রত্যেক আত্মাই নির্ম্মল, স্বচ্ছ জলের মত, উহাতে কোনরূপ অবিলতা নাই। উহাকে যেরূপ আবরণে আচ্ছাদিত করিবে সেইরূপ উহা প্রতিবিম্বিত হইবে। তুমি যদি নিজেকে সর্ব্বদা হীন মনে কর, তাহা হইলে বাস্তবিকই হীন হইয়া যাইবে এবং তোমার জীবন অন্ধকারময় ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় হইয়া পড়িবে।

নিগ্রো কর্ম্মবীর ওয়াশীংটনের ভাষায় সকলকে বুঝান উচিত, "তুমি মানুষ! তোমার নিজের মাথা ঘামাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, তোমার স্বাধীনভাবে কাজ করিবার শক্তি আছে, তুমি পরের সাহায্য না লইয়া কাজ ও চিন্তা করিতে থাক। তুমি কর্ত্তারূপে নানা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে লাগিয়া যাও। তুমি কি সর্ব্বদা অপর লোকের কেরাণী মাত্র থাকিবে? তুমি কি পরকীয় চিন্তায় অনুবাদক মাত্র রূপে জীবন কাটাইবে? না—তুমিও লোকজন খাটাইতে শিখ। তুমিও দশজনকে কাজে নামাইতে চেষ্টা কর। তুমি মানুষ, তুমি কর্ম্মকর্ত্তা হইবার আকাঙ্ক্ষা কর, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্যোগী হও।"

হায়! তোমরা রাজরাজেশ্বরী বিশ্বেশ্বরীর পুত্র হইয়া আজ ভিখারীর ন্যায় একমুঠা অন্নের জন্য, একচির বসনের জন্য লালায়িত। তোমাদের এরূপ ঘৃণ্য নিরাশাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে বাস করা সাজে না। "তোমরা অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী" অজ্ঞান আবরণে নিজকে ভুলিয়াছ। তোমাদের আত্মবোধ জাগরূক হউক্। তোমরা আবার আত্মনির্ভরশীল হও। সাধনা কর সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ হইলে দেখিবে, যেন তোমাদের অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।"

শ্রীরাধারমণ সেন।
গোরকপুর।

নূতন চড়কা।

দশবৎসর পূর্ব্বে আমি শ্রীরামপুরের সূতা ও কাপড়ের কল দেখিতে গিয়াছিলাম। এখন ঐ কলের নাম "বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল।" চড়কায় যে প্রণালীতে সূতা কাটা হয়, কলে অনেকটা তাহারই অনুকরণ করা হইয়াছে এবং অতি দ্রুতগতিতে সূতা হইতেছে। কলে তুলা উত্তম পেঁজা হয় বলিয়া সূতাও ভাল হয়। চড়কার সূতা কাটিতে তুলা হাতে করিয়া জড়াইয়া নিতে হয় এবং সূতা পাক হইলে হাত পুনরায় টাকুয়ার নিকট আনিয়া সূতা জড়াইয়া দিতে হয়। টাকুয়া হইতে নাটাইতে, নাটাই হইতে চড়কিতে ও চড়কি হইতে নলিতে সূতা নিতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন। সূতা প্রস্তুত সময়ে সূতা নলিতে অথবা চড়কিতে জড়াইয়া নেওয়ার কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে মনস্থ করি। তখন আমার মনে হয়, সূতার মাথায় পাক না দিয়া তুলা ঘুড়াইয়া সূতায় পাক দিলে এই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে এবং সূতাতে প্রস্তুত সময়েই পাক লাগান যাইতে পারে। প্রথমতঃ আমি একটা কাটাযুক্ত টাকুয়ার মাথায় তুলা বসাইয়া পাক দেই ও সূতা নলিতে জড়াইয়া দেই। দেখিতে পাইলাম, টাকুয়ার মাথায় বেশী তুলা আটকাইয়া রাখা যায় না, বেশী তুলা দিলে তুলা খসিয়া আসে। তৎপর একটী নলের ভিতর তুলা পুরিয়া ছিদ্র পথে সূতা বাহির করিবার চেষ্টা করি। ছিদ্রপথে সূতা বাহির হয় না; কেননা সূতা এদিক ওদিক হইতে আঁশ ধরিতে যায়, ছিদ্র পথে তাহা হয় না। তখন নলের মুখে একটী লম্বা অপরিসর কাটা দিয়া দেখিলাম, বেশ সূতা হয়। কিন্তু ঐ ফাঁকের কোনার মাঝে মাঝে সূতা আটকাইয়া যায় এবং সূতা ও ঘুড়িয়া ফিরিয়া নানা স্থান হইতে আঁশ সংগ্রহ করিতে পারে না। আমার মনে হইল, একটী ফাঁকের পরিবর্ত্তে যদি কোটার মুখে স্পাইরাস স্প্রিং বসাইয়া দেই, তবে তুলাও বেশী বাহির হইতে পারিবে না, সূতাও অনেক স্থান হইতে আঁশ সংগ্রহ করিতে পারিবে। এই স্পাইরস স্প্রিং দ্বারা আমি বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। সূক্ষ্ম সূতা করিতে স্পাইরস স্প্রিংটী সূক্ষ্ম তারের প্রস্তুত করিতে হয় ও স্পাইরাসের ফাঁক ও কমাইয়া দিতে হয়। বিষয়টী অতি সামান্য। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই উপায়টুকু লাভ করিতে অনেকটা সময় লাগিয়াছে। যদি আমার এই ক্ষুদ্র আবিষ্কার দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে দেশের কিছু উপকার হয়, তবে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

মহামান্য গভর্ণর সাহেবের আগমন উপলক্ষে ময়মনসিংহে একটী চড়কা প্রদর্শনী হইয়াছিল। আমি তাহাতে গভর্ণর সাহেবকে আমার চড়কার কার্য্য প্রণালী দেখাইয়া দিলাম। জেলার মাজিষ্ট্রেট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "It has great possibilities" এই চড়কা অতি সহজেই "automatic" করা যাইতে পারে অর্থাৎ একটী চাকা ঘুড়াইলেই সূতাও হইবে চড়কি অথবা নলিতে কলের দ্বারা হাতের সাহায্য ব্যতীত সূতা জড়াইয়া যাইবে। তাহার সহজ উপায় আমি উদ্ভাবন করিয়াছি। কিন্তু মফঃস্বলে ভাল কারখানার অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। স্পাইরাস স্প্রিংসহ কোটা যত দ্রুত ঘুরিবে ও যত দ্রুত সূতা টানিয়া লওয়া যাইবে, তত অধিক পরিমাণে সূতা হইবে। হাতায়

একপাকে যদি কোঠার ১৬ পাক হয়, তবে ৮ ইঞ্চি সূতা বাহির হয়। হাতার একপাকে কোটার অধিক পাক দিলে সর্ব্বদাই এই অনুপাত রক্ষিত হইবে। দাঁতযুক্ত বড় ও ছোট চাকা ব্যবহার করিলেই এই ফল পাওয়া যায়, তাহা অতি সহজসাধ্য। আমি কোটার সঙ্গে এক ইঞ্চি ব্যাসের রবারের চাকা লাগাইয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি আমি সাধারণতঃ কলে দুইটী বড় চাকা ব্যবহার করিয়া থাকি। একটী চাকা দিলে প্রতি সেকেণ্ডে হাতা অনেকবার ঘুড়াইতে হয়, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ পরিশ্রম হয় না। একটী চাকা ব্যবহার করিলে ৬ ঘণ্টায় ১ পোয়া সূতা কাটা যায়। ৪০নং এর অধিক সূক্ষ্ম সূতা কাটিতে সময় কিছু বেশী লাগে। সূতা যত সূক্ষ্ম হয়, পাকও তত বেশী লাগে। সূক্ষ্ম সূতা মোটা সূতা হইতে অনেকটা অপেক্ষাকৃত শক্ত। দুটী চাকা ব্যবহার করিলে ৬ ঘণ্টায় অর্দ্ধসের সূতা কাটা যায়।

এই কলে ইচ্ছামত কোটার সংযোগবৃদ্ধি করা যায়। তবে হাতের জোরে কল চালাইতে দশটী কোটার বেশী চালান সম্ভব হইবে না। এক যোগে ৫টী কৌটা চালাইলেও আমার বিশ্বাস, একজন লোকের দৈনিক পারিশ্রমিক বেশ পোষাইবে।

এই কল কাঠের, পিতলের ও লোহার চাকা দ্বারা প্রস্তুত করা যায়। সূতা প্রস্তুত করিতে জোড় অতি সামান্যই লাগে, সূতার কলে কাঠের চাকার দাঁত নষ্ট হয় না। অনেক দিন টিকিতে পারে। দামও অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং সর্ব্বত্র মেরামত করা যায়।

ইতি মধ্যে ঢাকার কৃষিবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাপড়ের দাম প্রতিজোড়া কত দিলে লোকে সূতা কাটা ছাড়িয়া দিবে। আমি বলিলাম, ৩৲ টাকায় এক জোড়া কাপড় পাইলে লোকে সূতা কাটিবে না। এই অনুমান ঠিক কিনা জানি না। প্রকৃতপক্ষে দেশে অনেক সংখ্যক সূতার কল প্রতিষ্ঠিত না হইলে দেশের দুর্গতি দূর হইবে না। তবে চড়কা দ্বারা সাময়িক অভাব কতকটা দূর হইতে পারে। উৎসাহের সঙ্গে ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল চালাইলেও সামান্য অর্থাগম হয় না। জাপান তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

উকিল, জজকোট, ময়মনসিং।

Household Informations.

গার্হস্থ্য-জ্ঞাতব্যবিষয়।

—:০:—

১। দুগ্ধের শত্রু আলোক, আলোক লাগিলে দুগ্ধের গুণ নষ্ট হয় এবং অপকারী হইয়া থাকে। কিন্তু রঙ্গীন বোতলে দুগ্ধ পুরিয়া রাখিলে অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

২। আঙ্গুল হাড়া রোগে যখন ভয়ানক দপ্‌দপানী যন্ত্রণা থাকে, তখন হিং মিশ্রিত গরম জলে আঙ্গুল ডুবাইয়া রাখিলে আশু যন্ত্রনার লাঘব হয়। তবে পুঁজ বাদ্ধিলে যে উপকার হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

৩। মধু এবং লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রনার উপশম হয়।

৪। আজমা রোগীর নিকট বসিলে বা তাহার তামাক খাওয়ার ধুম শ্বাস লইলেও এই রোগের আক্রমন হয়, সুতরাং হাঁপানী রোগীর নিকট হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়স্কর।

৫। সর্পাঘাতে তেলাকুচার পাতার রস ব্রহ্মতালু এবং ক্ষতস্থানে মাখাইলে এবং রোগীকে ঐ রস খাওয়াইলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

দয়ালু ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক। হাগা, লোকটী তোমার কে ?

স্ত্রী। আমার খোড়া স্বামী। চল্‌তে পারেন না, তাই গাড়ীতে করে টেনে টেনে ভিক্ষে করে বেড়াই।

ভদ্রঃ। তবে ত তোমার ভারি কষ্ট। তোমাকেই কি সারাদিন গাড়ী টান্‌তে হয় আর কেউ নাই ?

স্ত্রীলোক। আজ্ঞে কখন উনিও আমাকে টেনে নিয়ে যান, আবার কখনও আমিও টেনে নিয়ে যাই।

ভদ্রঃ। ও—হরি! তবে তোমরা কেউ খোড়া নও, খোঁড়া সেজে বেড়াও।

গাড়ী হতে পুরুষটী বল্লেন, বেটীর বুদ্ধি দেখ্‌লে, জেরায় ঠকে গেল।

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য কথা।

বস্ত্র সমস্যা।

অনুসন্ধানে গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন, কতকগুলি লোক যাহারা বস্ত্র-ব্যবসায়ী নহে, বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সুবিধা দেখিয়া অনেক বস্ত্র খরিদ করিয়া মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় মাল বদ্ধ করিয়া রাখে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির পূর্ব্ব হইতে যাহারা কলিকাতায় বস্ত্রের কারবার করিতেন কেবল তাহাদেরই বস্ত্র বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইবে, লাইসেন্স ব্যতীত কেহ বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। যাহারা বস্ত্র ব্যবসায়ী নহে, তাহারা বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় জন্য ২৫।১০।১৮র পর আর বস্ত্র খরিদ করিতে পাইবে না, এবং তাহাদের মজুদ মাল ৩১।১।১৯ মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহাতে চারিজন সাহেব, তিনজন মাড়োয়াড়ী এবং একজন বাঙ্গালী (রাজা হৃষীকেশ লাহা সি, আই-ই) আছেন, লাইসেন্স জন্য আবেদন অবিলম্বে গ্রহণ করা হইবে। নবেম্বরের শেষ সপ্তাহ হইতে প্রতি মাসে এক হাজার গাঁট সুলভ বস্ত্র বোম্বাই মিল সমূহ হইতে কলিকাতায় আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ষ্টাণ্ডার্ড বস্ত্রের কথা।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন 'বস্ত্র বিল' পাশ হইয়া পাকা আইনে পরিণত হইয়াছে। ষ্টাণ্ডার্ড অর্থাৎ "মার্কা মারা" কাপড় কিরূপ হইবে, তাহার একখানি নমুনা অনারেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখানো হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়া পছন্দ করিয়াছেন; বলিয়াছেন,—এই কাপড় বাঙ্গালা দেশে বেশ চলিবে। আমরা এই কাপড় দেখি নাই; সুতরাং কিছু বলিতে পারি না। তবে শুনিয়াছি, ইহা ২০ নম্বর সূতার কাপড়। বলা বাহুল্য, ২০ নম্বর সূতার মোটা কাপড়ই হয়। এই কাপড়ের প্রতি বর্গ-গজের খরচা পড়িবে সাড়ে পাঁচ আনা; ইহার উপর বোম্বাই হইতে বঙ্গদেশে আনিবার বহনী খরচা আছে এবং কলওয়ালাদের লাভ আছে। ফলে, একখানা আট হাত লম্বা দুই হাত চওড়া কাপড় তৈয়ারি করিতে শুধু খরচাই পড়িবে ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা; জোড়া ২৸০ এগার সিকা। ইহার উপর কলওয়ালার লাভ ও বহনী খরচা প্রভৃতি ধরিলে, এক জোড়া আট হাতী ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের দাম পড়িল তিন টাকা আন্দাজ। ঐ হিসাবে দশ হাত লম্বা আড়াই হাত চওড়া একখানা কাপড় তৈয়ারি করিতে খরচা পড়িবে ২৵০ দুই টাকা দুই আনা; অর্থাৎ প্রতি জোড়া ৪।০ চারি টাকা চারি আনা। ইহা হইল বোম্বাইর কলের পড়তা। তাহার পর বোম্বাই হইতে কলিকাতার আনিবার খরচ আছে। অবশ্য সে জোড়াপ্রতি তেমন কিছু বেশী নহে। ফলে, দেখা যাইতেছে, বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঐ কাপড় এক জোড়া ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকায় মিলিতে পারিবে। শুনা যায়, দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের জন্য দুই রকম কাপড় তৈয়ারি হইবে; এক রকম,—৯ হাত ৩৯ ইঞ্চি বহরের, আর এক রকম ৯ হাত, ৪২ ইঞ্চি বহরের। ইহার দামও যথাক্রমে জোড়া প্রতি ৩।০ তিন টাকা চারি আনা ও ৩৷০ তিন টাকা আট আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। দামটা টাকায় আনায় ঠিক এইরূপই না হউক, ইহার কাছাকাছি হইবার কথা। একটা সুবিধা এই হইবে যে, কোন বস্ত্রবিক্রেতাই বাঁধা দামের উপর একটি পয়সাও অধিক দাবী করিতে পারিবে না। কাপড়ের ভাগ্যে যাহাই হউক না কেন, কাপড় যেমন মোটা সোটা কিম্ভূত কিমাকার হউক না কেন,—দোকানদারেরা যে হাতে মাথা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এইবার তাহাদের সে গুড়ে বালি পড়িবে। বাঁধা দামের উপর একটা পয়সা বেশী লইলেই একেবারে ছয় মাস জেল। নবেম্বর মাসের প্রথমেই এক হাজার গাঁইট ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় বোম্বাই হইতে এদেশে আসিয়া পৌঁছিবার কথা। তখন হইতে প্রতি মাসে এক হাজার গাঁট করিয়া এই কাপড় গবরমেণ্ট আমদানী করাইয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করাইবেন। এই কাপড় আমদানি হইলে, অনেক দরিদ্রেরই সুবিধা হইবে, অনেকে কতকটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। ইহার প্রভাবটা যে কিছু পরিমাণে বিলাতী কাপড়ের উপরও পড়িবে না, এমন নহে। বাজার নরম হইলে বিলাতী কাপড়েরও দাম পড়িয়া যাইবে। তবে কথা এই, নবেম্বর মাসের পূর্ব্বে এই অল্প মূল্যের কাপড় কলিকাতার বাজারে আসিবে না, ততদিন উপায় কি?

বীমায় জুয়াচুরী।

কলিকাতার "ইউনিভার্সাল এন্সিওরেন্স কোম্পানী লেমিটেডে"র ডিরেক্টর জে সরকার, শ্যামাচরণ সরকার এবং উপেন্দ্রনাথ সেন বি-এ, এই তিন জনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা-চাঁদপুরের মহকুমা-মাজিষ্টরের এজলাসে যে জুয়াচুরির মোকদ্দমা চলিতেছিল, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তাহার রায় বাহির হইয়াছে। গত বৎসর আগষ্ট মাসে এই মোকদ্দমা দায়েরা হয়; প্রায় ১৬০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল এবং ২০০ দলিলাদি দাখিল হইয়াছিল। মহকুমা-মাজিষ্টর প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা ছিল, আর লইব না।

ব্যাপী রায় লিখিয়াছেন। প্রথম দুই জন আসামীকে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়া হাকিম প্রত্যেকের তিন দফায় যথাক্রমে তিন মাস, এক বৎসর এবং ছয় মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ড বিধান করেন। শুধু তাহাই নহে; ইহার উপর এক হাজার টাকা জরিমানা; টাকা না দিলে আরও ছয় মাস করিয়া সশ্রম জেল। তিন দণ্ডই এক সঙ্গে চলিবে। তৃতীয় আসামী উপেন্দ্রনাথ সেন খালাস পাইয়াছেন। বীমায় জুয়াচুরীটা এদেশে কত দিনে নিবৃত্তি পাইবে ?

পাথুরে কয়লার কথা।

কোল কন্ট্রোলার বা পাথুরে কয়লার মূল্য নিয়ামক মিঃ গডফ্রে সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা এবং সহরতলীর রেজেষ্টারী করা এবং লাইসেন লওয়া খুচরা নগদ পাথুরে কয়লা বিক্রেতারা কেহই দশ আনা মনের অধিক দরে কয়লা বিক্রয় করিতে পাইবে না;—ডিপোর দর পূর্ব্ববৎ আট আনাই আছে। গডফ্রে সাহেব আরও বিজ্ঞাপন দিয়াছেন,—শস্য এবং পশুর খাদ্যাদি প্রেরণের জন্য রেলগাড়ীর অত্যন্ত টানাটানির ফলে অভাবানুযায়ী সমস্ত পাথুরে কয়লার সরবরাহের গাড়ী যোগানো এক্ষণে অসম্ভব; সুতরাং ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে গুরুতর প্রয়োজনের বিবরণ না লিখিলে, কিজন্য ইটের প্রয়োজন তাহা না লিখিলে,—ইটের প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি না হইলে ইট পোড়াইবার কয়লার নিমিত্ত স্পেশাল ইণ্ডেণ্টের সরবরাহের জন্য গাড়ী মঞ্জুর করা হইবে না। ভেরিফায়িং অথরীটির নিকট ইণ্ডেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়তার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের বাটি, স্কুল, ষ্টাফ কোয়াটার্স বা অল্প প্রয়োজনীয় আফিস নির্ম্মাণের জন্য ইট তৈয়ারি বিশেষ ব্যবস্থার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

বঙ্গের স্বাস্থ্য সংবাদ।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য রিপোর্টে এই সুসংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে ১৯১৭ সালে বঙ্গের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। ১৯১৬ সালে জন্ম সংখ্যা হাজার করা ৩১·৮০ ছিল, গতবৎসর ৩৫·৯১ হইয়াছে। হাওড়া ও বাঁকুড়া ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই জন্ম সংখ্যা বেশী হইয়াছে। ১৯১৬ সালে মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ২৭·৩৭ ছিল, ১৯১৭ সালে ২৬·১৯ হইয়াছে। ১৯১৬ সাল অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা ১,৮২,২৮১ বেশী ও মৃত্যু সংখ্যা ২ লক্ষ কম হইয়াছে। বঙ্গের জেলা সমূহের মধ্যে দারজিলিং জেলা ও সহর সমূহের মধ্যে কারসিয়ং সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। তরাইর জঙ্গলই দারজিলিংএর অস্বাস্থ্যের কারণ, ঐ জেলার মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৩৮·৬। কারসিয়ং সহরের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৪৯·২। নর্দ্দমার দোষেই কারসিয়ং বড় অস্বাস্থ্যকর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, ইহা খুব আনন্দের সমাচার। গত বৎসর এক বৎসরের কম বয়স্ক শতকরা ১৮·৫ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা শিশুর পক্ষে যমের বাড়ী, এখানে শতকরা ২৩·৯২ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। সাধারণ মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ২৭·৩৭ কিন্তু বঙ্গের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ১৮৫। কি কি ভয়ঙ্কর কথা! কলিকাতায় হাজার শিশুর মধ্যে এক বৎসর পার না হইলেই ২৩৯ জন কালগ্রাসে পতিত হয়। বাল্য বিবাহ, সুতিকা ঘরের শোচনীয় অবস্থা, অশিক্ষিতা ধাত্রী ও নারীদের নির্ম্মল বায়ু ও ব্যায়ামের অভাবই শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ। জ্বরই বঙ্গদেশের সাংঘাতিক ব্যাধি। গত বৎসর ৮,৮২,৭৫৮ জন জ্বরে মরিয়াছে। বিগত ৩ বৎসরে ইউরোপের মহাসমরে ইংলণ্ডের যত লোক ক্ষয় হয় নাই, এক জ্বর রোগে তাহা অপেক্ষা বেশী লোক বঙ্গদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলীর মত এই, যে স্থান জলপ্লাবিত হয়, যেখানকার নদনদীতে বারমাস স্রোত থাকে, সেখানে ম্যালেরিয়া কম হয়। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখিয়াছেন, পূর্ব্ববাঙ্গালা বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়, নদী সকল বারমাস প্রবহমাণ থাকে সুতরাং ঢাকায় হাজার করা ১৩·৭৪, ত্রিপুরায় ১৩৫৪ জন ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে কিন্তু উত্তর বাঙ্গলায় নদী সকল মরিয়া যাইতেছে, সুতরাং দিনাজপুরে ম্যালেরিয়ার হাজার করা ৩৩·২৭, রাজসাহীতে ২৯·৯০, জলপাইগুড়িতে ২৯·২০ ও রঙ্গপুরে ২৭·০৬ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ডাক্তার বেণ্টলী জঙ্গীপুরের কতকটা স্থান জলে ডুবাইবার আয়োজন করিয়াছেন। মিনগ্রাস নামক স্থান হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য এখানকার ভুগর্ভে নর্দ্দমা তৈয়ার করিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের সিঙ্গারাম কয়লা খনির জল মাটির উপর দিয়া নর্দ্দামা কাটিয়া বাহির করিবার উদ্যোগ করা হইতেছে। বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী বাঁকা নদীর তীরে কতকগুলি গ্রাম জলে ধৌত করিবার কল্পনা হইয়াছে। ঐ সকল উপায়ে ম্যালেরিয়া কম হয় কিনা বর্ত্তমান বর্ষাকালের পর তাহা বুঝা যাইবে। ফলাফল নির্ণয় করিবার জন্য কয়েকজন সবআসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কুইনাইন যে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক, ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলায় দুয়ার অঞ্চলকে লোকে শ্মশান আখ্যা দিয়াছিল। ১৯০৬ সালে ২০০ ইংরেজের মধ্যে তথায় ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু যেদিন হইতে

আর তাঁহাদের কেহ ব্লাক ওয়াটার জ্বরে আক্রান্ত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে প্লীহা কমই দেখা যায়। ইংরেজেরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকেন। এখন ডুরায় অনেকটা স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে! স্বাস্থ্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের আজও তেমন মনোযোগ হয় নাই। মণ্টেগু রচিত ভারতশাসন সংস্কার প্রস্তাব যদি আইনে পরিণত হয়, তবে বাঙ্গলায় স্বাস্থ্যবিভাগ বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত হইবে। তখন বাঙ্গালীর প্রাণরক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। (সঞ্জীবনী)

বঙ্গে লবণ।

বঙ্গোপসাগরের লবণাম্বু হইতে পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত, সে লবণে বঙ্গের অভাব পূর্ণ হইতই, অধিকন্তু বিদেশেও সে লবণ রপ্তানি হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন বাঙ্গালীকে লবণের জন্য পরমুখপ্রেক্ষী হইতে হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে মেসার্স এণ্ড্রু ইউল কোম্পানি বঙ্গদেশে পুনরায় লবণ প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এজন্য ঐ কোম্পানি মেদিনীপুর জেলাতে, সমুদ্র তীরে পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং লবণ প্রস্তুত ও পরিষ্কার করিবার জন্য যন্ত্রাদিও আনাইয়াছেন। এই লবণের ব্যবসায়ে এণ্ড্রু ইউল কোম্পানি প্রচুর লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গে ধনবানের অভাব নাই, কিন্তু এইরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ও অর্থবৃদ্ধি করিয়া কয়জন বাঙ্গালী ধনকুবের হইতে পারেন? বঙ্গের ধনবানদিগের এইরূপ নিশ্চেষ্টতাই আমাদের দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ।

৺গোবিন্দচন্দ্র দাস।

আমরা অতীব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ১৪ই আশ্বিন সূর্য্যোদয় কালে তিনি তাঁহার পরিজনবর্গকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া, সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। বাণী-বরপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু বড়ই শোচনীয়। অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসা একপ্রকার হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; তারপর, আত্মীয় স্বজনাভাবে তাঁহার সেবাশুশ্রূষাও রীতিমত হয় নাই; অধিকন্তু, তাঁহার শবদেহ 'রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণ' কর্ত্তৃক শ্মশানে নীত ও ভস্মীভূত করা হইয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে ঢাকার সাহিত্যসেবীদিগের যে কোনই ত্রুটি বা অপরাধ নাই, এমন কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। কারণ, গোবিন্দ বাবুর পীড়া বা মৃত্যুসংবাদ তাঁহার বাসার লোকেরা যথাকালে কাহাকেও জ্ঞাপন করেন নাই।

মৃত্যুর মাত্র ১০।১২ দিন পূর্ব্বে গোবিন্দ বাবু তাঁহার ঋণপরিশোধ জন্য অর্থসংগ্রহোদ্দেশ্যে তাঁহার নাবালক জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে সঙ্গে করিয়া ঢাকায় আগমন করেন। গতপূর্ব্ব বুধবার দিন তিনি এই পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ে তাঁহার কোনও রোগ ছিল না। গত রবিবার দিন সন্ধ্যাকালে স্থানীয় 'উকিল লাইব্রেরী' গৃহে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের' গত অধিবেশনের হিসাব নিকাশের সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ যখন সম্মিলনের উদ্বৃত্ত অর্থদ্বারা গোবিন্দচন্দ্রের ঋণ পরিশোধ এবং তাহার ভাবী ভরণপোষণের জন্য "গোবিন্দচন্দ্র সাহায্য ভাণ্ডার' নামক একটী স্থায়ী তহবিল গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন উকিল শ্রীযুত কামিনীকুমার সেন মহাশয় বলেন যে, কবিবর গোবিন্দচন্দ্র আজ ৪।৫ দিন যাবত 'সমর জ্বরে' শয্যাশায়ী হইয়াছেন; অর্থাভাবে তাঁহার পথ্য-পাঁচন চলা কঠিন হইয়াছে।

কামিনীবাবুর নিকট গোবিন্দবাবুর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া কয়েকজন বন্ধু সোমবার দিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঢাকার সাহিত্যসেবীগণ যে তাঁহার ঋণ পরিশোধ জন্য সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বৃত্ত ১০০৲ টাকা তাহাকে দান করিয়াছেন, সে সংবাদে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন, এবং বলেন যে, এই শুভসংবাদে তিনি আন্তরিক আনন্দানুভব করিলেও শরীর বেদনার দরুণ শারীরিক আনন্দভোগ করিতে পারিতেছেন না। আমরা তাঁহার দুই একজন বন্ধুর নিকট ইহাও শুনিয়াছি যে, সোমবার সন্ধ্যার পরে তাঁহার শরীর বেদনা একটু বৃদ্ধি পাইলেও জ্বর খুবই কম ছিল, এবং সে সময় কেহই এরূপ অনুমান করিতে পারেন নাই যে, অল্প কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। মঙ্গলবার দিন বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হই এবং ইহাও জানিতে পারি যে, স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণই গোবিন্দচন্দ্রের শবদেহ সংকার করিবার জন্য শ্যামপুরের শ্মশান ঘাটে লইয়া গিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের জন্মস্থান ঢাকা জিলান্তর্গত ভাওয়াল পরগণাধীন জয়দেবপুর গ্রামে। গোবিন্দচন্দ্র শৈশবে পিতৃহীন হইলে, ভাওয়ালের তদানীন্তন জমিদার প্রাতঃস্মরণীয় রাজা ৺কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয় দয়া করিয়া নিঃস্ব গোবিন্দচন্দ্র, তাঁহার ভ্রাতা ও

মাতার প্রতিপালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। গোবিন্দচন্দ্রের ৬।৭ বৎসর বয়সের সময় তাহার বিদ্যারম্ভ হয়। তিনি প্রথমে তাঁহার দুর-সম্পর্কীয় এক পিতৃব্যের নিকট কলার পাতায় লিখিতে আরম্ভ করেন। একদিন রাজা বাহাদুর বালক গোবিন্দের অনন্যসাধারণ প্রতিভা দর্শন করিয়া তাঁহার শিক্ষার ভার রাজকুমারী শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেবীর গৃহ-শিক্ষকের উপর অর্পণ করেন। শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেবী ও গোবিন্দচন্দ্র প্রায় সমবয়স্ক। গোবিন্দচন্দ্রের মধুর আচরণে রাজকুমারী তাহাকে স্বীয় সহোদরের ন্যায় আদর করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার অনেক স্থানেই এ বিষয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় ১০।১১ বৎসর বয়সে রাজানুগ্রহে গোবিন্দচন্দ্র জয়দেবপুর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রবেশ করেন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে ভাওয়ালের 'প্রজা সভায়' গোবিন্দচন্দ্র স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতা শ্রবণে রাজা বাহাদুর বড়ই প্রীত হন এবং তিনি গোবিন্দচন্দ্রকে ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিবার জন্য মাসিক ৫৲ করিয়া বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। এই বৃত্তি লাভ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র দুই বৎসরকাল ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পরেই সাংসারিক নানা উপদ্রবে তাহাকে নর্ম্যাল স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়; কাজেই এখানেই তাহার শিক্ষালাভ শেষ হয়।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরে তিনি কয়েক বৎসর এক ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পণ্ডিতের কার্য্য করেন। তৎপরে অল্প কয়েকদিন তিনি ময়মনসিংহের এক জমিদার সরকারে নায়েবের কার্য্য করেন। কিন্তু নায়েবের কার্য্যে সময় সময় প্রজার উপর জোরজুলুম করিতে হয় বলিয়াই তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ বঙ্গবাণীর সেবায় মনোনিবেশ করেন।

কবি জীবনে গোবিন্দচন্দ্রকে যে সকল অসহনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, আমরা আজ তাহার উল্লেখ করিব না। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, তাঁহার অনন্য-সাধারণ কবিত্বের জন্যই তাহাকে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি ভাওয়াল পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে গিয়া আশ্রয় লইতে হয়। চরিত্রের হিসাবে গোবিন্দচন্দ্র সরল, উদার, সাহসী, নিরহঙ্কার সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কদাচ কোনও কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই। লোকের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তাহার হৃদয় গলিয়া যাইত। অত্যাচারীর অত্যাচার দমনকল্পে গোবিন্দচন্দ্র চিরদিনই নির্ভয়ে লেখনী সঞ্চালন করিতেন।

গোবিন্দচন্দ্র সামান্য মাত্র সংস্কৃত জানিলেও ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাই, আমরা তাঁহার কবিতাগুলিকে খাটি বাঙ্গালীর কবিতা বলিয়াই ধরিয়া লইব। মাত্র পঞ্চাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি 'প্রহন' নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রথমে আপনাকে কবি বলিয়া পরিচয় প্রদর্শন করেন। তৎবিরচিত 'কস্তুরী, কুঙ্কুম, প্রেম ও ফুল, চন্দন, ফুল ও রেণু এবং জয়ন্তী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কিম্বা তাঁহার শেষ জীবনে লিখিত নব্যভারত, প্রতিভা ও নারায়ণ প্রভৃতি মাসিক পত্রের সাময়িক কবিতাসমূহে বৈদেশিক হাবভাব আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। এক কথায় বলিতে গেলে, কবি গোবিন্দচন্দ্রই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাব-কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতারাজি কদাচ কষ্ট-কল্পনাপ্রসূত নহে। কবি গোবিন্দচন্দ্র মহেন্দ্রক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের,—বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গান্তর্গত ভাওয়াল ও বিক্রমপুরের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ আজ যে রত্নহারা হইলেন, বাঙ্গালার ভাগ্যে আর কখনও তেমনটী মিলিয়া উঠিবে কি না, বিধাতাই তাহা বলিতে পারেন।

শোক সভা।

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত গত বৃহস্পতি-বার সন্ধ্যার পরে স্থানীয় বার লাব্রেরী গৃহে 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদের' উদ্যোগে এক সভা-ধিবেশন হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আর, কে, দাস মহাশয় এই সভার সভাপতি হইয়া-ছিলেন। সভাপতির আসন গ্রহণের পর বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি-এল মহাশয় প্রায় একঘণ্টাকাল মৃত মহাত্মার জীবনী ও কাব্যসম্বন্ধে সুললিত সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তদন্তর ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল, মহোদয় মৃত কবিবর যে, পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, এবং তাঁহাকেই যে তিনি পরিষদের আগামী বার্ষিক অধি-বেশনের সভাপতি মনোনীত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং পরিষদের, ভাগ্য দোষেই যে, তাহা ঘটিতে পারিল না ইত্যাদি কথা শোকাবেগপূর্ণ ভাষায় নাতিদীর্ঘ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। এই সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মের প্রস্তাব কয়টী যথারীতি উপস্থাপিত, সমর্থিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়—(১) কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন, এবং মৃত মহাত্মার পরিজনবর্গকে তাঁহাদের এই সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। (২) উক্ত প্রস্তাবের এক-খণ্ড প্রতিলিপি মৃত কবিবরের জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট প্রেরণ করা হউক।

ঢাকা প্রকাশ।

বিবিধ তথ্য।

মান্দ্রাজে শিল্পোন্নতি।

গত বৎসরে মান্দ্রাজ প্রদেশে ৩৮টী নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ছয়টী কারখানা বন্ধ হইয়াছে। নব প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলির মধ্যে ১২টী ধানভানা কল, একটী কাপড়ের কল, দুইটী কাঠ চেরা কল, তিনটী টালি নির্ম্মাণের কারখানা, একটী চামড়ার কারখানা এবং নয়টী কার্পাস হইতে বীজ পৃথক করিবার কারখানা। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমে মান্দ্রাজ প্রদেশে মোটের উপরে ৪৬৮টী কারখানা ছিল। গত বৎসর বঙ্গদেশে কয়টী নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ভৈষজ্য।

গবর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে দারজিলিং জেলার মলসং ও মংগ নামক স্থানে সিন্‌কোনার চাষ করিতেছেন। গত বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ নূতন গাছ লাগান হইয়াছে। সিনকোনা ব্যতীত ইপিকাকোয়ানা, ডিজিটালিস, বেলাডোনার চাষ আরম্ভ করা হইয়াছে। হুকওয়ার্ম অর্থাৎ বক্রকীটের পীড়ার ঔষধ তৈয়ারের জন্য চেলোপাডিয়াম এর গাছও লাগান হইয়াছে।

ভারতে গিনি।

বোম্বায়ের নূতন টাকশালে গত ১৬ই নবেম্বর হইতে গিনি প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। এই গিনি ও বিলাতি গিনিতে কোন অংশে প্রভেদ নাই। রয়েল মিণ্ট ব্যতীত অন্য টাকশালে সভারিন বা গিনি প্রস্তুতের আইন নাই, সেইজন্য ভারতবর্ষে এক্ষণে রয়েল মিণ্টের এক শাখা মিণ্ট খোলা হইল।

শিক্ষার ব্যয়।

শিক্ষা কার্য্যে এই দেশে যত ব্যয় হইয়াছে তাহার মোট সমষ্টি দেখান যাইতেছে।

১৯১৬-১৭ সাল—১ হাজার ১১১ লক্ষ।
১৯১৫-১৬ „ ৭৮৮ „
১৯১১-১২ „ ৬১৫ „

আলোচ্য বর্ষে শিক্ষার জন্য সর্ব্ব সমষ্টি যাহা যাহা ব্যয় হইয়াছে, তাহার শতকরা ৫৫ অর্থাৎ ৬১৫ লক্ষ প্রাদেশিক রাজস্ব, স্থানীয় মিউনিশিপালিটি প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট শতকরা ১৭ অর্থাৎ ১২৫ লক্ষ মুদ্রা চাঁদা হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

পঞ্চ বার্ষিক হিসাব।—১৯১৬-১৭ সালে যে পঞ্চ বর্ষ শেষ হইল। ঐ সময়ে ভারতের শিক্ষার উন্নতি কিরূপ সাধিত হইল :—

বিদ্যালয় সংখ্যা।—কলেজ শতকরা ৪
উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয় „ ২০
পাঠশালা „ ১৫
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ছাত্র সংখ্যা।—কলেজ „ ৬১
উচ্চ ও মধ্য স্কুলে „ ২৮
পাঠশালায় „ ১৭
জন বাড়িয়াছে।

স্কুল।— সরকারী
বোর্ড স্কুল „ ১৭
সাহায্য প্রাপ্ত „ ৪০
বাড়িয়াছে।

কিন্তু বে-সরকারী স্কুল সংখ্যা শতকরা ২ কমিয়াছে। অনেক বেসরকারী স্কুল সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা কিরূপ প্রসারিত হইয়াছে তাহার হিসাব এই :—

বৌদ্ধ ... শতকরা ৩২
ইয়ুরোপীয় ইউরেশীয় ... „ ২২
মুসলমান ... „ ১৭
হিন্দু ... „ ১২

বাড়িয়াছে। কিন্তু পার্সীদের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়াছে।

ছাত্র প্রতি বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার হিসাব :—

১৯১১-১২ সালে—৯ টাকা ৪ আনা ১১ পাই।
১৯১৩-১৪ „ ১০ টাকা ২ আনা ৪ পাই।
১৯১৬-১৭ „ ১০ টাকা ৬ আনা ৮ পাই।

(সঞ্জীবনী)

পরমায়ুবৃদ্ধি ও নষ্টের উপকরণ।

বৃদ্ধির উপকরণ।—(১) সরল বিবেক। (২) মনের সহজ ও সরল অবস্থা এবং রিপু দমন। (৩) সদা সন্তুষ্ট হৃদয়। (৪) নির্ম্মল চরিত্র। (৫) সানন্দতা। (৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। (৭) সৎসঙ্গ। (৮) দৈনিক পরিশ্রমশীলতা। (৯) প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ। (১০) প্রতিদিন নিয়মিত ৮ হইতে ৯ ঘণ্টা সুনিদ্রা। (১১) সাময়িক ফল এবং শাক সব্জী ভোজন। (১২) স্বাস্থ্যকর জল বায়ু। (১৩) আশা। (১৪) বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ। (১৫) হাস্য। (১৬) আহার বিহারে মিতাচার। (১৭) উপযুক্ত বিশ্রাম। (১৮) বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। (১৯) সুচারুরূপে আহার্য্য চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া। (২০) সর্ব্ব বিষয়ে পরিমিতাচার। (২১) পুষ্টিকর সুপথ্য। (২২) আলোক এবং বায়ু সঞ্চালিত শয়নকক্ষ। (২৩) যথাযোগ্য আহার। (২৪) সর্ব্বাবস্থায় মনের প্রশান্ততা রক্ষা।

নষ্টের উপকরণ।—(১) ভেঁজাল খাদ্য। (২) বিলাসিতা ও ব্যভিচার। (৩) ক্রোধ। (৪) সর্ব্বদা কুটীল চিন্তা। (৫) বদমেজাজ। (৬) বাল্য বিবাহ ও অধিক বয়স্কা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ। (৭) সর্ব্ববিষয়ে অতি ব্যস্ত বা অতি ব্যগ্রতা। (৮) অতিশয় আমোদ প্রিয়তা। (৯) গুরু পরিশ্রম। (১০) বিষাদ। (১১) ঘৃণা। (১২) হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা। (১৩) অসূয়া অর্থাৎ পরের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া কাতরতা। (১৪) আলস্য এবং শ্রমকাতরতা। (১৫) অমিতাচার। (১৬) মাদকদ্রব্য সেবন। (১৭)

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা ছিল, আর লইব না।

লাম্পট্য। (১৮) নিদ্রাভাব বা রাত্রি জাগরণ। (১৯) অসময়ে এবং অধিক রাত্রে আহার। (২০) শারীরিক এবং মানসিক গুরু পরিশ্রম। (২১) মনের অশান্তি। (২২) শোক। (২৩) গুরু আহার। (২৪) স্বল্পাহার। (২৫) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব। (২৬) অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু। (২৭) অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে বাস। (২৮) অধিক বাচালতা। (২৯) অবরুদ্ধ অন্ধকার শয়ন গৃহ। (৩০) অতিরিক্ত ধনাকাঙ্ক্ষা। (আয়ুর্ব্বেদ)

Home Industries.

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

চীনের সাপ্ প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

সামান্য একটু শ্বেত বর্ণের চূর্ণে অগ্নি সংযোগ করিলে ঠিক সাপের মত এক প্রকার ভস্ম সর্পাকারে বাহির হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন, তাহাকে সকলে চীনের সাপ বলে। ইহা ছেলেদের খেলার জিনিস, বিলাত হইতেই এদেশে আইসে এবং বালক বালিকাগণ ইহার ক্রেতা। ইহা এক বাজী বিশেষ, বারুদ বলিলেও বলা যায়। এই দ্রব্যটী এদেশে প্রস্তুত করিয়া কেহ বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু ইহার মালমশলাগুলি বিষাক্ত, সেইজন্য সাবধান হইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে ইংরাজিতে বলে "Pharoas Serpent."

প্রস্তুত প্রণালী।

Sulpho-cyonide of Mercury	2 dr.
Prusian Blue ...	5 gr.
Compound Tragacanth Powder	15 gr.

উত্তমরূপে এইগুলিকে ঈষৎ তরল গঁদের জল দ্বারা মিশ্রিত করিয়া কর্দ্দমবৎ করিয়া লও, তাহার পর তাহাকে সরু সরু বাতির মত করিয়া একখানা সমতল কাচের প্লেটের উপর পাকাইয়া শুষ্ক করিয়া লওন এবং শুষ্ক হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া একটী ক্ষুদ্র কাগজের বাক্সের মধ্যে সামান্য তুলা দিয়া প্যাক কর। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে দেশালাই জ্বালিয়া অগ্নি সংযোগ করিবামাত্র ঠিক যেন গর্ত্ত হইতে সাপ বাহির হয়, সেইরূপ সর্পাকার বাহির হইবে। এই বাক্সের উপর লেবেলে "poison বা বিষাক্ত" লিখিয়া দেওয়া উচিত। প্রত্যেক বাক্স /০ হইতে ৵০ আনা মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইবে। ইহার ক্রেতা বালকবালিকা, ইহা বেশ আমোদ জনকও বটে। মালমশলাগুলি ভাল কেমিষ্টের দোকানে পাওয়া যায়।

রান্ধিবার মশলা চূর্ণ।
(CURRY POWDER)

এই কারি পাউডার বা মশলাচূর্ণ বিলাতি প্রথা। পথিক এবং পরিব্রাজকগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।

ধনে	⁄॥০ সের।
লবণ	।০ পোয়া।
মরিচ	।০ পোয়া।
সর্ষপ	৵০ পোয়া।
লঙ্কা	১ তোলা।
জিরে	৵০ পোয়া।
হরিদ্রা	১ তোলা।
মেথিচূর্ণ	অর্দ্ধ তোলা।
তেজপাতা	২ তোলা।
সা জীরা	অর্দ্ধ তোলা।
ছোট এলাচ	"
দারুচিনি	সিকি তোলা।
লবঙ্গ	"
জৈত্রি চূর্ণ	"

খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া বোতলে রাখিয়া লেবেলাদি দিয়া প্রত্যেক বোতল ॥০, বা ৸০ বিক্রয় হয়। ইহারই নাম কারি পাউডার। বেশী করিলে ঐ হারে মাল মসলা অধিক লইতে হইবে।

টাকের লোশন।

ইহা দ্বারা টাক পড়া, মাথায় চুল হয়, সুতরাং পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করিলে অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

টীংচার কাম্থারাইস	২ ড্রাম।
অডি কলম	২ আউন্স।
অয়েল ল্যাভেণ্ডার	১০ ফোঁটা।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দুই আউন্স শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া ॥০ হইতে ৸০ শিশি বিক্রয় করিতে হয়। ইহা প্রত্যহ ১ বা ২ বার মস্তকে মর্দ্দন করিতে হয়। নাসায় ক্ষত থাকিলে অধিক ব্যবহার করিবে না। দিবসে একবার ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হইবে। ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহারে চুল গজাইবে।

বিছার কামড়ানর ঔষধ।

বিছায় কামড়াইলে আপাং গাছের কচি পাতা ও শিস্ বাটিয়া প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

চয়ন।

সারগর্ভ-গবেষনা।

বৃত্তি।

বর্ত্তমানকালে জগতে ধনোৎপাদনের জন্য যে কয়টী বৃত্তি প্রধানতঃ অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষিই প্রধান। মানবের আদিম অবস্থায় পশু হনন বা স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফলমূল সংগ্রহই জীবন-

ধারণের উপায় ছিল। তখন প্রকৃতিদেবীর উদারতা এবং মানবের পশুবল (শারীরিক শ্রম) এই উভয়ে মিলিত হইয়া, তাহার জীবন-ধারণের উপায় করিয়া দিত। তখন মূল-ধনের উদ্ভব হয় নাই এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য মূলধন, শ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তির সন্নিবেশও হইত না। তাহার পর, কালক্রমে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য জীবিকানির্ব্বাহের প্রশস্ত উপায় বলিয়া মানব সমাজে পরিগণিত হয়। তখন জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সুগম হওয়াতে এবং উৎপাদিত ধনের পরিমাণ প্রয়োজনীয় ভোগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে মূলধন সঞ্চিত এবং বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবিকানির্ব্বাহে বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। কৃষি-যুগের প্রথম অবস্থায় বিনিময়ের প্রথা অপরিজ্ঞাত থাকিলেও অল্পকাল পরেই বিনিময় প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রথমে এই প্রথা স্বল্পপরিসরের মধ্যেই—এক পরিবার, সম্প্রদায় বা সমাজ, এক পল্লী বা গ্রামের মধ্যেই—আবদ্ধ থাকে। এখনকার মত সুদূরব্যাপী বাণিজ্য তখন নানা কারণে অসম্ভব থাকে। তাহার পরে যখন কৃষিযুগের সহিত শিল্পযুগ আসিয়া মিলিত হইল, যখন মানবের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা তাহাকে দেশমধ্য-প্রবাহিত নদীর উপর দিয়া বা দেশ-সীমান্তে আবদ্ধ অসীম সমুদ্রের বক্ষের উপর দিয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পোতের সাহায্যে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল, যখন তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বশীভূত অশ্বাদি তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া দুর্লঙ্ঘ্য পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া নবীন জনপদে তাহাকে লইয়া যাইতে লাগিল, যখন তাহার স্বদেশজাত দ্রব্যাদি অপরিচিত জনপদের লোকগুলি সাদরে এবং আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনিময়ে তাহার শূন্য ধনাধারগুলি উদারভাবে পূর্ণ করিয়া দিয়া বাণিজ্যের লাভজনকতা স্পষ্টভাবে তাহার বোধগম্য করিয়া দিতে লাগিল, তখন হইতেই বাণিজ্য যে ধনোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা সপ্রমাণ হইল।

এক্ষণে ধনোৎপাদনের যে কয়েকটি বৃত্তি প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাণিজ্যই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। আমাদের এই ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে বাণিজ্য দ্বারা কিরূপে ধনোৎপাদন হইতে পারে, তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজন। কেন-না, বাণিজ্য ধনের বিনিময়েই হইতে পারে, ইহাতে ধনের উৎপাদন বা বৃদ্ধি কিরূপে হইবে, এরূপ মনে করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব নহে।

বাণিজ্যে ধনের বৃদ্ধি যে হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বাণিজ্যের প্রধান কার্য্য—পণ্যকে স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত করা। এক ব্যক্তির কোনও দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে থাকিতে পারে যে, সে তাহা সম্যক্ ব্যবহার করিতে পারে না; সুতরাং তাহার পক্ষে সেই দ্রব্যের কতক অংশ অপ্রয়োজনীয় এবং মূল্যহীন। ধন বলিতে মূল্যবান পদার্থ বুঝায়। সুতরাং সেই দ্রব্যের প্রাচুর্য্যসত্ত্বেও তাহার অধিকারীর পক্ষে তাহার একাংশ অপ্রয়োজনীয় মূল্যহীন বলিয়া, তাহার সমস্তটাই ধন নহে। কিন্তু আর একজনের পক্ষে সেই দ্রব্য প্রয়োজনীয়—মূল্যবান হইতে পারে। এরূপ স্থলে যদি সেই দ্রব্যের কতকাংশ হস্তান্তরিত করিতে পারা যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির অধিকৃত এমন কোনও দ্রব্য প্রথম ব্যক্তিকে দিতে পারা যায়, যাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত কিন্তু প্রথম ব্যক্তির পক্ষে মূল্যবান, তাহা হইলে এই বিনিময়ের দ্বারা উভয়েরই অধিকৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সুতরাং দেশের ধনবাণিজ্য বাড়িয়া যায়। এইরূপে যে সকল দ্রব্য প্রাচুর্য্য-বশতঃ এবং লোকের অনভ্যাস-বশতঃ একস্থানে অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন, তাহা স্থানান্তরিত হইয়া মূল্যবান দ্রব্যরূপে পরিণত হইতে পারে। পল্লীগ্রামে যে সকল দ্রব্যের কোনই মূল্য নাই অথবা যাহা অত্যন্ত সুলভ, তাহা নগরে আনীত হইলে লাভজনক মূল্যে বিক্রীত হয়। যদি কোনও পণ্যের মূল্য পল্লীগ্রামে ১৲ টাকা হয় এবং তাহা বণিকের দ্বারা সহরে আনীত হইলে তাহার মূল্য ২৲ টাকা হয়; তাহা হইলে বাণিজ্যের দ্বারা যে দেশের ধনভাণ্ডারে ১৲ টাকা যোগ হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এইরূপে কোনও দেশে যে দ্রব্যের উৎপাদন সহজ কিন্তু ব্যবহার অধিক নহে, সে দেশে এমন কোনও দ্রব্য আমদানি করা যায়, যাহা প্রথম দেশে কষ্টে উৎপাদন করিতে পারা যায় এবং যাহা প্রথম দেশের লোকের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়; তাহা হইলে উভয় দেশের লোকেরই বিশেষ উপকার হয় এবং উভয় দেশেরই ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যখন বিনিময়ের উদ্ভব হয় নাই, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমস্ত অভাব নিজেই পরিপূরণ করিতে হইত। কিন্তু তথাপি এখনকার সহিত তখনকার যে এই বিষয়ে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল, তাহা বুঝা কঠিন নহে। তখন মানবকে তাহার অভাব-পূরণের জন্য বিভিন্নমুখী পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হইত। তাহার সময়ের এক অংশ আহার্য্যের জন্য ভূমিকর্ষণে বা শস্য সংগ্রহে, অপর এক অংশ পরিধেয়ের জন্য বস্ত্রবয়নে, অন্য এক অংশ আশ্রয়ের জন্য গৃহ-নির্ম্মাণে, অপর এক অংশ বিলাসের জন্য বিলাস-দ্রব্য অন্বেষণে এবং এক অংশ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঔষধ-সংগ্রহে ব্যয়িত হইত। এইরূপ নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, কোনও একটা বিশেষ

কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বহুদর্শিতা দ্বারা যে পারদর্শিতার উদ্ভব হয়, তখন তাহা দুর্ল্লভ ছিল। এক ব্যক্তি যদি একই কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে সে কার্য্য তাহার পক্ষে খুব সহজ হয় এবং ক্ষিপ্রকারিতা, দক্ষতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ তাহাতে বিশেষভাবে সঞ্জাত হয়। হয় তো বা প্রাকৃতিক বিধানে সে ব্যক্তি কোনও একটা বিশেষ কাজের বিশেষ উপযোগী; হয় তো তাহার শিল্পদক্ষতা এরূপ যে, একঘণ্টা শিল্পকার্য্য করিয়া সে ৫৲ টাকা মূল্যের ধনোপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু কৃষিকার্য্যে তাহার দক্ষতা অল্প বলিয়া এক ঘণ্টায় সে কৃষিকার্য্য দ্বারা ২৲ টাকার অধিক ধনোৎপাদনে সক্ষম নহে। এরূপ স্থলে সে তাহার সমস্ত দিনের পরিশ্রম—৮ ঘণ্টার কার্য্যকাল—যদি কেবলমাত্র শিল্প-কার্য্যেই নিয়োজিত রাখে, তাহা হইলে তাহার দৈনিক উৎপাদিত ধনের মূল্য হইবে—৪০৲ টাকা। কিন্তু শুধু শিল্পদ্রব্যের দ্বারা লোকের জীবনধারণ চলিতে পারে না। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যের অভাব নিরাকরণের জন্য তাহাকে কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করিতে হইবে। এইরূপে যদি সে ৪ ঘণ্টা শিল্প-কার্য্যে এবং ৪ ঘণ্টা কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করে, তাহা হইলে তাহার দৈনিক উপার্জ্জিত ধনের পরিমাণ হইবে ২৮৲ টাকা মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমস্ত অভাব স্বকীয় বিভিন্নমুখী শ্রমের দ্বারা নিরাকরণ করিতে হইত, তখন তাহার উৎপাদিত ধনের পরিমাণ, অপেক্ষা অনেক অল্প হইত। কিন্তু যতদিন না বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তত দিন বিভিন্নমুখী পরিশ্রম ব্যতীত মানবের জীবনধারণের গত্যন্তর ছিল না। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, বিনিময় কি প্রকারে দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করে।

যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য, তাহা সমাজের পক্ষে অনেক স্থলে সত্য। যেমন কোনও ব্যক্তির এমন বিশেষ গুণ থাকা সম্ভব, যাহাতে তাহাকে কোনও একটা বিশেষ কার্য্যে বিশেষ ভাবে পারদর্শী করে ও সেইরূপ কোনও জাতির সমাজের বা দেশকে কোনও এক প্রকার ধনপ্রসবের কার্য্যে—শিল্পে, কৃষিতে বা পশুপালনে, বিশেষভাবে উপযোগী করিয়া তুলে। এরূপ স্থলে সেই সমাজ জাতি বা দেশ যদি আপনার বিশেষ উপযোগী কার্য্যে তাহার সমস্ত শ্রম, কৌশল, মূলধন প্রভৃতি নিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক শক্তির উপযোগী ধন উপার্জ্জিত হইতে পারে। কিন্তু যেমন ব্যক্তির পক্ষে, তেমনি সমাজের পক্ষে যে সমস্ত দ্রব্যের অভাব হয়, তাহাদের সব গুলিরই সংগ্রহ প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের বা জাতীয় বিশেষত্বের পক্ষে সুবিধাজনক না হইতে পারে। এরূপ স্থলে যদি প্রত্যেক জাতিকেই আপনার সমস্ত অভাব পরিপূরণ করিতে হয়,—যদি ইংরাজকে তাহার সমস্ত আহার্য্য স্বদেশেই সংগ্রহ করিতে হয়, যদি ভারতবাসীকে তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পদ্রব্য স্বদেশেই প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ সমস্ত দেশকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ভরক্ষম (self-sufficient) হইতে হয়, তাহা হইলে জাতীয় শ্রমের একাংশ অপেক্ষাকৃত স্বল্প ধনোৎপাদনে ব্যয়িত হয় এবং তাহার ফলে দেশের ধনভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কৃষিকার্য্য ভারতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং শিল্পকার্য্য ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ভারতবাসী যদি কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যে এবং ইংরাজ যদি কেবলমাত্র শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে উভয় সমাজের বিশেষ আর্থিক কল্যাণ সংসাধিত হয় জীবন যাত্রা স্বল্পশ্রমে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

যদি মনে করা যায়,—ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা আছে, সেই জন্য ভারতের শ্রমশক্তি এবং সমগ্র মূলধন কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত থাকিলে ভারতের বার্ষিক আয় হইবে ৫ এবং ইংলণ্ডের শিল্প কার্য্যের বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়া সে দেশের সমস্ত শ্রমশক্তি এবং মূলধনশক্তি শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত হইলে সে দেশের আয় হইবে ৫; তাহা হইলে উভয় দেশের মধ্যে বিনিময়ের দ্বারা কৃষিকার্য্যের জাত ৫ সংখ্যা ধন ও শিল্পকার্য্য দ্বারা ৫ সংখ্যা ধন, মোট ১০ সংখ্যা ধন উভয় সমাজের ভোগায়ত্ত হইবে। কিন্তু যদি ভারত এবং ইংলণ্ডের মধ্যে পণ্য-বিনিময় দ্রব্য-বাণিজ্য না থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসীকে তাহার প্রয়োজনীয় কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উভয় প্রকার দ্রব্যই প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু শিল্পকার্য্য ভারতবর্ষে তত সুবিধাজনক নহে বলিয়া ভারতের শ্রম এবং কৃষিকার্য্যজাত ধনের পরিমাণ ৫ না হইয়া ৩ হইতে পারে। এইরূপ যদি ইংলণ্ডকেও স্ব-নির্ভরক্ষম হইতে হয়, তাহা হইলে সে স্থান কৃষিকার্য্যের পক্ষে তত উপযোগী নহে বলিয়া তাহার সমস্ত আয় ৫ হইতে কমিয়া গিয়া ৩ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এক্ষণে জগতের ধনভাণ্ডারে ভারতের উপার্জ্জিত ধন ৩ এবং ইংলণ্ডের উপার্জ্জিত অর্থ ৩, মোট ৬,—এই উভয় দেশের দ্বারা সঞ্চিত হইবে। অর্থাৎ, ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাণিজ্য-প্রথা প্রচলিত থাকিলে এই ৬, ১০ হইতে পারিত। সুতরাং এই বাণিজ্য দ্বারা শতকরা ৪০অংশ ধনবৃদ্ধি হইতে পারিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উত্তর যাহাই হউক না কেন, ধনবিজ্ঞান উপরের সমস্যাটির সম্বন্ধে বাণিজ্যের উপকারিতা বিষয়ে একটা মাত্রই মীমাংসা করে। সে মীমাংসাটি এই যে, বাণিজ্য ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রকৃষ্ট, হয় তো বা প্রকৃষ্টতম উপায়। (উপরে ভারতবর্ষ ও

ইংলণ্ড সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতের শিল্প-প্রসব ক্ষমতা বা ইংলণ্ডের কৃষি-কার্য্যের উপযোগিতা নিতান্ত অল্প। উপরের দৃষ্টান্তটি একটি কল্পনা মাত্র।

বাণিজ্য ধনপ্রসবের অন্যতম উপায় হইলেও বর্ত্তমান জগতে জাতীয়তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক জাতি স্বনির্ভরক্ষম হইতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ পরের দ্রব্যে নির্ভর করিলে শান্তির সময় কোনও সুবিধা থাকিলেও অশান্তির সময় বা বিরোধের সময় জাতীয় জীবনের ক্ষতি হইবার ভয়ে বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ জাতিই অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী, সংরক্ষণ-নীতির পক্ষপাতী। এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। তাহা "অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ নীতি" নামে অন্য প্রবন্ধে ব্যক্ত হইবে।

বাণিজ্য—ধন প্রসবের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের এই ভারতবর্ষের এই বাণিজ্য কার্য্য কিরূপে প্রচলিত হইতেছে এবং তাহা হইতে দেশের ধন কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ভারতবাণিজ্যের পরিমাণ তাহার ধনোপার্জ্জন-শক্তির পরিমাণ এবং তাহা হইতে ভারতের জাতিয় শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা প্রভৃতি বিনীময়ে আলোচনা করিতেছি।

বাণিজ্য দুই প্রকারের,—অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য। অন্তর্বাণিজ্য প্রথমে বিকশিত হয়; পরে তাহা বহির্বাণিজ্যে পরিণত হইয়া থাকে। যে সকল দেশ সভ্যতার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত, তাহাদের মধ্যেও কিছু না কিছু অন্তর্বাণিজ্য প্রচলিত থাকে। বহির্বাণিজ্যের সফলতার জন্য যে ধৈর্য্য, শিক্ষা, সাবধানতা, দূরদৃষ্টি ও উৎসাহের প্রয়োজন, তাহা সব জাতির থাকে না। আবার বহির্বাণিজ্য যখন ভূমিপথ পরিত্যাগ করিয়া জলপথে ধাবিত হয়, যখন স্বদেশের প্রান্তবর্ত্তী জনপদ অতিক্রম করিয়া বহুদূরস্থ সমুদ্রান্তরস্থ অপরিচিত দেশের আবশ্যকীয় দ্রব্য-সরবরাহে নিযুক্ত হয়; তখন তাহা কেবল বিশেষ বুদ্ধিমান, নির্ভীক, এবং উদ্যমশীল জাতির পক্ষেই সম্ভব হইয়া পড়ে।

অর্থ-বাণিজ্য প্রথমে সামান্য বিনিময় প্রথা-রূপে অল্পসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে জন্মলাভ করে। পরে ক্রমশঃ তাহা বিস্তৃতিলাভ করিয়া সমস্ত জনপদব্যাপী হইয়া পড়ে। তাহার পর এক জনপদের লোক অন্য দেশজাত এবং স্বদেশ-দুর্লভ পণ্যের জন্য স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্তবাণিজ্যই বহির্বাণিজ্যের শিক্ষাগুরু এবং অন্তর্বাণিজ্যের বিকাশের উপর বহির্বাণিজ্যের বিকাশ অনেকটা নির্ভর করে। এই প্রবন্ধের পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রেলপথ ইত্যাদির বিস্তৃতির সহিত আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশস্থ দ্রব্যাদি বিনিময়ের এবং পণ্যসমূহ একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের যেমন সুবিধা হইতেছে, ভারতের বহির্বাণিজ্যও তেমনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে।

আমরা আমাদের ইতিহাস-উপাখ্যানাদিতে দেখিতে পাই যে, অতি পুরাকালে এই দেশে অন্তর্বাণিজ্যের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছিল এবং জলপথে ও স্থলপথে বহির্বাণিজ্যও বহুদূরবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। কোনও জনপদের বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং গতি সেই দেশের প্রাকৃতিক বিশেষত্বের উপর ভৌগোলিক-সংস্থানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। চিরকালই ভারত-পণ্যের অধিকাংশ পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইয়া আসিতেছে। এরূপ হইবার কারণ বোধ হয় এ প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভূমিখণ্ডের ভৌগোলিক বিশেষত্ব। ইহার দক্ষিণে অপার জলধি। পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের পারে অসভ্য জাতি-অধ্যুষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উপদ্বীপ। উত্তরে দুর্লঙ্ঘ্য তুষারাচ্ছন্ন হিমাদ্রি। কেবল পশ্চিমেই অপেক্ষাকৃত সুগম জলপথ, ইহাকে প্রাচীন পারস্য, এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি সুসভ্য দেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চনদ-প্রদেশস্থ সুবিখ্যাত সিন্ধু-নদ দিয়া পারস্যোপসাগরে এবং তথা হইতে স্থলপথে কাম্পিয়ান অথবা কৃষ্ণসাগরে, ভারত-পণ্য অতি পুরাকালে নীত হইত। প্রথমে মূল্যবান দ্রব্যসমূহ ইউরোপের সুদূর দেশসমূহে প্রেরিত হইতে আরম্ভ হয়। সপ্তম পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পারস্যোপসাগর এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন—ঐ সময় চীনদেশের সহিতও পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণের বাণিজ্য-সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল। পারস্যোপসাগরের প্রান্ত হইতে স্থলপথে মেসোপটমিয়ার ভিতর দিয়া দলবদ্ধ পণ্য-বিক্রেতাগণ উষ্ট্রাদির সাহায্যে ভারতীয় দ্রব্য-সম্ভার সিরিয়া, এমন কি মিশরদেশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইত। প্রধানতঃ চাউল, চন্দনকাষ্ঠ এবং ময়ূরপক্ষ ভারত হইতে রপ্তানি হইত। লোহিত সাগর হইতে আরবসাগর দিয়া যে বাণিজ্যপথ ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষকে সংযুক্ত করিয়াছে, তাহা প্রথম খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। এই সময়ে মসলা, হীরকাদি মূল্যবান দ্রব্য, বিখ্যাত মলমল এবং অন্য নানাপ্রকার কার্পাস-বস্ত্র প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ভারতবাসিগণ পশ্চিম-দেশবাসিগণের নিকট হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, সীসক, প্রবালাদি গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে পশ্চিম ও পূর্ব্বের মধ্যে বার্ষিক কত মূল্যের পণ্য বিনিময় হইত, তাহা নির্ণীত হইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু এ বাণিজ্যের পরিমাণ যে বিপুল ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ না থাকিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লিনি দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর

ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রেরিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ভারতীয় রৌপ্য-মুদ্রার হিসাবে তাহার মূল্য সপ্ত-কোটীর উপর ছিল। বাণিজ্যের চির-প্রচলিত রীতি এই যে, যে সকল দেশ পরস্পরের সহিত পণ্য-বিনিময় করে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে পণ্যের দ্বারাই পরস্পরের দেনা পরিশোধের চেষ্টা হয়। অবশেষে, যে দেশ হইতে অধিক মূল্যের দ্রব্য আনীত হইয়াছে, তাহার যে অবশিষ্ট পাওনা রহিয়া যায়, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য আমদানিকারী দেশ অর্থ প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্লিনির উল্লিখিত সপ্ত কোটি মুদ্রা ভারত হইতে ইয়ুরোপে নীত পণ্যের কিয়দংশের মূল্য মাত্র। ইহার সহিত পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত পণ্য ও তদ্বিনিময়ে প্রেরিত ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য যোগ করিলে পুরাকালীন এই বাণিজ্যে যেবহু কোটি টাকার দ্রব্য বিনিময় হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না।

মধ্যযুগে ক্রুজেডের সময় সিরিয়া প্রদেশস্থ পথ বিপদ-সঙ্কুল হয়। সেই জন্য তৎকালে বণিকেরা চীনদেশের ভিতর দিয়া ভারতীয় দ্রব্যাদি ইউরোপে লইয়া যাইতেন। ইহার পূর্ব্বে এই পথ ভারত-বাণিজ্য-সম্পর্কে প্রসিদ্ধি-লাভ করিতে পারে নাই। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ নগরের পতনের পর সিরিয়া-প্রদেশস্থ বাণিজ্য-পথও অল্লাধিক পরিত্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়, ভিসিসিয়েরা কিছুদিনের জন্য ভূমধ্য-সাগরে প্রাধান্যলাভ করিয়া, ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক রক্ষা করে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহারা তুরস্ক-দেশবাসিদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, ভূমধ্য-সাগরের আধিপত্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ মিশরদেশ অধিকার করে। সুতরাং ভারত হইতে ইউরোপের বাণিজ্যপথ তাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগালের অধিবাসী ভাস্কোডিগামা কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে মালাবার উপকূলে অনেক-গুলি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। এই সমস্ত বন্দরে লঙ্কা মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে আগত বণিকগণ পারস্যোপসাগর বা লোহিতসাগর হইতে আগত পণ্যজীবিগণের সহিত বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই বাণিজ্যের এক প্রধানাংশ ভারতবাসীর হস্তে ছিল। কিন্তু পোর্টুগীজেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছলে বলে কৌশলে তাহাদের সরলচিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পরাস্ত করিয়া, আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করে। পারস্যোপসাগরের প্রান্তস্থিত অর্ম্মজ দ্বীপে তাহারা একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করে এবং গেরো ও অন্যান্য স্থানে কয়েকটী কুঠি স্থাপন করে।...এইরূপে মালাবার প্রদেশের সমস্ত বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে তাহাদের করতলগত হয়। তাহার পর মালাক্কা অধিকার করিয়া তাহারা মশলা ইত্যাদির বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপন স্থাপন করে। মশলা ব্যতীত নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন, ঔষধ, রং, সুগন্ধি-দ্রব্য, বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য তাহারা ইউরোপে লইয়া যাইত। এই সকল পদার্থের পরিবর্ত্তে রৌপ্য, পশমী বস্ত্র, ধাতব দ্রব্য, কাচ প্রভৃতিও ভারত-বর্ষে আনিত। পোর্টুগীজদিগের পর ডচ্, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। পর্টুগীজেরা রোমের পোপের প্রদত্ত সনন্দবলে ভারতের বাণিজ্যে একচেটিয়া দাবী করিত। কিন্তু তাহাদের এই দাবী অগ্রাহ্যকারী ইংরাজ প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে পর্টুগীজদিগের অবনতি হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহারা বণিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, দুর্দ্ধর্ষ জলদস্যুতে পরিণত হইয়া ভারতবাসীর অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। ইংরাজ ডচ্, ফরাসীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নানা কারণে ইংরাজই জয়লাভ করেন এবং ভারতীয় বাণিজ্য-পোতের কর্ণধার রূপে স্থানলাভ করেন। সেই পদে তাঁহারা এখনও বিরাজ করিতেছেন।

প্রথম প্রথম ভারতে ইউরোপীয়গণের ব্যবসায়ের পরিমাণ বর্ত্তমান কালের তুলনায় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। সুবিধাজনক রাজবর্ত্মের অভাবে এবং এদেশ-জাত বহুপ্রকার পদার্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান না থাকাতে বিদেশীয়েরা কেবলমাত্র সমুদ্রতীরস্থিত বা বৃহৎ নদীতীরস্থ স্থান সকল হইতে যে সকল ধান্য পাইত, তাহাই লইয়া যাইত। দেশের সুদূর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকল তাহাদের আয়ত্বের বহির্ভূত ছিল। সামুদ্রিক পোতের তখন এত উন্নতি হয় নাই এবং ভারত হইতে ইউ-রোপে যাইবার পথ তখন সুদীর্ঘ ছিল। এই সকল কারণে গুরুভার, বৃহদায়তন কিম্বা স্বল্প-মূল্যের দ্রব্য লইয়া গিয়া তখন লাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তখন অল্পায়তন কিন্তু বহুমূল্য দ্রব্যই প্রধানতঃ রপ্তানি হইত।

১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রেরিত পণ্যের মূল্য ৬৪ লক্ষ মুদ্রা মাত্র ছিল এবং তাহাদের দ্বারা আনীত দ্রব্যগুলি ১৩০ লক্ষ টাকায় পরিমিত হইতে পারিত। অথচ ইংরাজেরাই তখন ভারতের বহির্বাণিজ্যের অর্দ্ধেকাংশ দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য সর্ব্বসমেত ১৪ কোটী টাকা মাত্র ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত হইতে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হইত, তাহাদের মধ্যে রেশমী বস্ত্র, মসলা, নীল, চিনি প্রভৃতির স্থান প্রথমতঃ প্রধান ছিল। পুরাকালে বাণিজ্য-প্রসারের পথে যে সকল অন্তরায় ছিল, তাহা এই সময়ে ক্রমশঃ অপনোদিত হইতে আরম্ভ

হয়। রেলপথ সকল প্রস্তুত হওয়াতে শস্যাদি ইউরোপে রপ্তানি হইতে লাগিল। ১৮৬৯ অব্দে সুয়েজ খাল খনিত হওয়াতে ভারত হইতে বিলাত যাইবার পথ ১০০ দিনের পরিবর্ত্তে ২০।২৫ দিবস মাত্রে পরিণত হয় এবং ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসারও প্রবলভাবে হইতে থাকে। মোটের উপর সুয়েজ খাল খনন এবং ভারতের অভ্যন্তরে রেলপথের বিস্তার, এই দুইটি বর্ত্তমান বিপুল ভারতীয় বাণিজ্যের মূল কারণ। ১৮৭০—৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে বার্ষিক আমদানী দ্রব্যের মূল্য ৪১ কোটি টাকার কিঞ্চিৎ অধিক, এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ৫৮ কোটি টাকা ছিল। ১৯০০—৪ অব্দ পর্য্যন্ত বার্ষিক আমদানী দ্রব্যের মূল্য গড়ে ১১০ কোটি টাকার উপর এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য গড়ে ১৩৬ কোটি টাকার উপর উঠিয়াছিল।

এক্ষণে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ যে কেবল বাড়িয়াছে, তাহা নহে; তাহাদের মূল্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেশম, হস্তিদন্ত মসলা প্রভৃতি পূর্ব্ব প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। এক্ষণে রপ্তানির প্রধান দ্রব্য—চাউল, গম প্রভৃতি শস্য, তুলা, পাট প্রভৃতি। আনীত পণ্যের মধ্যে পশমী বস্ত্রাদির পূর্ব্ব প্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডের কার্পাস বস্ত্রই আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তন্নিম্নে লৌহাদি নির্ম্মিত যন্ত্রাদি, চিনি, লবণ প্রভৃতির স্থান। স্বর্ণ রৌপ্যও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থানের যে বিশেষত্ব, তাহা নৌ-বাণিজ্যের পক্ষে তত উপযোগী নহে। উত্তরের দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় অতিক্রম জন্য, স্থলে বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি তাহার পরিমাণ যে নিতান্ত নগণ্য তাহা নহে।

"সাহিত্য-সংবাদে"
শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, এম-এ।

স্বাস্থ্যোপায়।

আহারান্তে কিছুতেই কুলি করিয়া ঐ জল ফেলিবে না, গিলিয়া ফেলিবে, কেননা আহারান্তে কুলি করিলে অতিরিক্ত লালা ক্ষয় হয় কাজেই উহা ফেলিলে পরিপাক কার্য্যে ব্যাঘাত হয়। পাককরা জিনিষ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতেই আহার করা উচিত, শীতল হইলে উহাতে কীট জন্মে। মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে আহার্য্য জিনিস পাক করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যকর হয়। শূন্য উদরে কখনও কাঁচা ফল খাওয়া উচিত নহে কেননা শূন্য উদরে এসিড (অম্ল) বেশী থাকে। উহাতে কাঁচা ফল খাইলে উহা আচারের ন্যায় শক্ত হয়। ধাতুবিশেষে মধ্যে মধ্যে উপবাস পূর্ণিমা অমাবস্যার নিশিপালন উপকারী। পিত্ত প্রধান ধাতে এবং সুস্থ দেহে উপবাস বিশেষ অনিষ্টকারক। ঘৃতের একটী নাম পরমায়ু। ইহার ন্যায় উপকারী খাদ্য জগতে আর নাই, এবং ইহাই একমাত্র পবিত্র খাদ্য কিন্তু হজম না হইলে অমৃত হইয়াও বিষবৎ কার্য্য করিবে। কাঁচা ঘৃত খাওয়া অনুচিত, ঘৃত গরম করিয়া খাইবে, গরম দুগ্ধে গরম ঘৃত দিয়া আহার করিলে তাহার ফল অশেষ। পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি ঘৃত বিষবৎ বোধ করিবে। পানটী পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবে এবং পরিষ্কার বস্ত্রাদি দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে পরে বোটার নিকটে শিরাগুলি সন্ধিস্থান সহিত মধ্যস্থানের বড় শিরাটী ফেলিয়া দিবে, পরে পানের ভিতর দিকে চুণ জড়াইয়া দুই খণ্ড পানই হাতে লইয়া একটা দ্বারা অপরটা ঘর্ষণ করিয়া রাখিবে; সুপারি ভিজাইয়া তাহার বিষাক্ত কষ ফেলিয়া দিবে, চুণ ছাকিয়া লইবে, কখনও উহা অনাবৃত রাখিবে না। (পাথর চুণ বিষবৎ ত্যাগ করিবে, শম্বুক ও ঝিনুকের চুণ ব্যবহার্য্য) কাল খয়ের (সাদা খণ্ডাকৃতি খয়ের বিষবৎ ত্যজ্য) পান সুপারি চুণ একত্র করিয়া মুখে দিয়া চিবাইবে। প্রথম যে রস বাহির হইবে, তাহা বিষজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে তৎপর যে রস বাহির হইবে, তাহাই পরম উপকারী। পরে ছিবড়া ফেলিয়া মুখ ধৌত করিবে। আয়ুর্ব্বেদ

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

ঘাস ও আগাছা নষ্ট করিবার উপায়।

বাগান মধ্যস্থিত প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত পথে দুইটি ইষ্টকের মধ্যস্থলে প্রায়ই ঘাস জন্মিয়া পথের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। বাগানের পথে এরূপ ঘাস আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। বাজারে যে অতি সুলভ ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড বা ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়, তাহারই ৫ ভাগ ১০০ ভাগ জলে দ্রবীভূত করিয়া আগাছা তৃণাদির উপর ঢালিয়া দিলে গাছ নষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে বার্ণিস করিবার উপায়।—

মাছের আঁইশ বা ঝিনুকের খোলাকে প্রথমে চূর্ণ ধুলিবৎ করিতে হইবে। একটি পাত্রে এসিটোএমিলএল্‌কোহলে কলোডিয়ন

[illegible] সেললইড দ্রবীভূত করিতে হইবে। এই [illegible]কে উক্ত চূর্ণ মিশাইয়া ক্রমাগত ঘুঁটিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে চূর্ণগুলি এলকোহলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতঃপর ইহার ভিতরে ফ্লেক জিলাটিন ঢালিয়া দিতে হইবে। এবং এই জিলাটিন ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ চূর্ণে যে স্বাভাবিক জল ভাগ ছিল তাহা এলকোহল সাহায্যে পৃথক হইয়া যাইল। সেই জলযোগে জিলাটিন কঠিন হইয়া চূর্ণ ও এলকোহলকে সম্পূর্ণরূপে জল শূন্য করিল এই বার্ণিশ লাগাইলে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

কৃত্রিম স্বর্ণ।—

বিশুদ্ধ তামা ১০০ ভাগ; দস্তা ১৭ ভাগ (টিন হইলেই ভাল হয়); ম্যাগনেসিয়া ৬ ভাগ স্যালআমেনিয়াক ৩৬ ভাগ; পাথুরে চূর্ণ শুষ্ক ১৮ ভাগ; টারটার ৯ ভাগ। প্রথম তামা গলাইতে হইবে। পরে অল্পে অল্পে সামান্য সামান্য এবং ধীরে ধীরে, ম্যাগনেসিয়া, স্যালআমেনিয়াক, চূর্ণ এবং টারটার পৃথক পৃথক ভাবে পরে পরে মিলাইতে হইবে। মিশাইবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে ধূলিবৎ গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে। মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া রীতিমত নাড়িতে হইবে। তৎপরে দস্তা বা টীন টুকরা টুকরা করিয়া মিলাইতে হইবে (এক টুকরা [illegible] মিলাইতে হইবে)। যে মুচিতে কার্য্য হইতেছিল, অতঃপর সেই মুচী ঢাকা দিয়া ৩৫ মিনিট আগুণে রাখিয়া দিতে হইবে, যেন ভিতরের মাল দ্রবীভূত থাকে। অতঃপর ইহাকে ঢালিলেই উৎকৃষ্ট নকল সোনা তৈয়ার হইবে। ইহাতে উৎকৃষ্ট পালিশ হয়। ময়লা হইলে সামান্য এসিড দিলেই পুনরায় চকচকে হইয়া উঠে।

কৃষি যন্ত্রে প্রলেপ দিবার উপযোগী রং।—

কৃষি যন্ত্র বৎসরের এক সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য মরিচা ধরিয়া প্রায়ই নষ্ট হয়। এমন কি ব্যবহারের সময়ও যদি মরিচার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় তাহা হইলে যন্ত্রাদি বহুকাল ব্যবহার্য্য থাকে। কেবলমাত্র ধার বাদ দিয়া অন্যাংশে রং দিলে যন্ত্রাদিতে মরিচা পড়ে না। রংটি এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন তাহা লোহার গাত্রে এনামেলের ন্যায় ধরিয়া থাকে, সহসা নষ্ট না হয়। জনৈক কৃষিতত্ত্ববিৎ এইরূপ রংএর মশলা আবিষ্কার করিয়াছেন -১২০ ভাগ উৎকৃষ্ট সুরাসারে (৯৫°) ৮০ ভাগ ম্যানিলা কোপাল, ৪০ ভাগ বেনজিন দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে ৩ ভাগ রেড়ীর তৈল [illegible] ইহাতে [illegible] রং (৪ হইতে ৭ ভাগ মিশাইয়া) [illegible] গাত্র ঘষিয়া মাজিয়া রং লাগাইয়া দিতে হইবে। শুকাইলে যন্ত্রের গাত্রে ইহা এনামেলের ন্যায় দৃঢ় হইয়া লাগিয়া যায়।

দুইখণ্ড পার্চ্চমেণ্ট জুড়িবার উপায়।

খণ্ড খণ্ড পার্চ্চমেণ্ট কাগজ জুড়িতে হইলে খণ্ডদ্বয়ের যে যে অংশ জুড়িতে হইবে সেই সেই অংশে সুরাসার লাগাইয়া দাও, পার্চ্চমেণ্ট বেশ ভিজিয়া উঠিলে দুই খণ্ড পার্চ্চমেণ্ট সংলগ্ন করিয়া দাও। এই জোড় কিছুতেই খুলিয়া যায় না।

ট্রেস করিবার উপযোগী কাগজ তৈয়ারি করিবার উপায়।—

ঘুড়ির কাগজ এক দিস্তা বেশ উপরি উপরি সাজাইয়া লও। একটি পাত্রে ম্যাষ্টিক বার্ণিশ ও তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া রাখ অতঃপর একটি কোমল বুরুশে করিয়া কাগজের বাণ্ডিলের সর্ব্বোপরি কাগজে ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র সমান ভাবে ঐ বার্ণিশ লাগাইয়া এক একখানি করিয়া দড়িতে শুষ্ক করিতে দাও। শুষ্ক হইলে উৎকৃষ্ট ট্রেসিং কাগজ হইবে।

কাজের লোক আফিস।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩৷০ "
¼ "	৩৲ "	৩৷০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২৷০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১৷০ "	১।০ "

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৪ নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সীলেট চুণের
গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের
ন্যায় পরিণত হয়।
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তাবন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।
কিলবরণ এণ্ড কোং,
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার।৶০; ১—১২ প্রতি ড্রাম।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০; ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট সংলগ্ন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রত্যেক কাজের লোকেরই সাইকেল আবশ্যক। যেহেতুক অল্প সময়ে অধিক কাজ করার দরকার। কাজেরলোক মাত্রেরই যে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নিকট সকল রকম সাইকেল উহার সরঞ্জাম সর্ব্বদা পাওয়া যায়। দুই পয়সার টিকিটসহ, পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান যায়।

স্যাণ্ডোর

স্প্রিং ডাম্বেল

টেরিস্ গ্রিপ, ও চেষ্ট-এক্সপাণ্ডার দ্বারা নিয়ম মত ব্যায়াম করিলে সুস্থ, সবল ও নীরোগ হওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। ফুটবল খেলার আমোদ কাহাকেও বলিতে হইবে না। ফুটবল ক্রিকেট, টেনিস, হকি ইত্যাদি খেলার যাবতীয় জিনিষ সুলভে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা প্রচুর পাইবেন মূল্য তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠান যায়।

যদি ঘরে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদিগের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চান, তবে একটী কলের গান রাখুন, ১২ খানা উৎকৃষ্ট গানসহ একটী উৎকৃষ্ট কলের দাম ৬০৲ টাকা মাত্র। যাঁহাদের প্রয়োজন আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া নিজ নাম ও ঠিকানা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান, তবে আমরা প্রতি মাসে নূতন রেকর্ডের তালিকা যথাসময়ে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারি।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১২শ বর্ষ। | New Series নব পর্য্যায়। | Vol. X[illegible]

১২ শ সংখ্যা। | December 1918. ডিসেম্বর ১৯১৮। | No. 12

প্রিয় গ্রাহকগণ! আমি অক্টোবর মাস হইতে ভীষণ ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী আছি। এইজন্য "কাজের লোক" ডিসেম্বর সংখ্যা বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছে। নিজগুণে এই ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। আমি এখনও দুর্ব্বল, কাজে সম্পূর্ণ অক্ষম। সেই জন্যই এত বিলম্ব।

আমার সংকলিত "কাজের লোকের" দ্বাদশ বর্ষ এই সংখ্যার সহিত সম্পূর্ণ করিলাম। সর্ব্ব কাজের নিয়ন্তা যিনি, যাঁহার আদেশে যাঁহার ইচ্ছায় আমি দ্বাদশ বর্ষকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া, একনিষ্ঠ হইয়া "কাজের লোক" পরিচালনায় ব্রতী ছিলাম যদি আবার তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পুনরায় এই কার্য্যেই আমি ব্রতী থাকিব ও আপনাদের সেবা করিব। সমস্তই সেই [illegible]ময়ের ইচ্ছা।

দ্বাদশবর্ষের "কাজের লোক" আমি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ করিয়াছি। সাধারণের উৎসাহে আমার আকাঙ্ক্ষিত আশা অনেকটা পূর্ণই হইয়াছে। এক্ষণে সেই সকল পন্থা সাধারণে কাজে লাগাইয়া দেশের ও দশের হিত সাধন করিলেই আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে।

"কাজের লোক" প্রথম হইতে দ্বাদশবর্ষ কাল একই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া পরিচালিত হইয়াছে। "কাজের লোকের" একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে স্বাধীন জীবিকার বিবিধ পন্থা প্রদর্শন। আমার "কাজের লোক" সে লক্ষ্য কখন ভ্রষ্ট করে নাই। মনে হয়, যদি কেহ দ্বাদশ বর্ষের "কাজের লোক" মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করেন, তাহা হইলেই এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমি আমার রুগ্নশয্যা হইতে সকল[illegible] অভিবাদন করিতেছি। যদি পরমেশ্বর আ[illegible] করেন, তাহা হইলে অবিলম্বেই আবার আপ[illegible]দের সেবায় ব্রতী হইব। দ্বাদশবর্ষ [illegible] মধ্যে হয়ত আমার কত ত্রুটীই ঘটিয়া [illegible] পারে, আপনারা নিজগুণে সে সকল [illegible] করিবেন। ইতিমধ্যেই আমার গ্রাহক[illegible] অনেকেই আমার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অনুসন্ধান [illegible] অনেক পত্র লিখিয়াছেন, সকলকে পৃথক[illegible] উত্তর দিবার আমার শক্তি নাই। [illegible] তাঁহাদের এই সহানুভূতি এবং অনুগ্[illegible] জন্য ধন্যবাদ এবং চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন[illegible]তেছি। দ্বাদশবর্ষের ঘনিষ্ঠতা আমি [illegible] বিস্মৃত হই নাই।

কাজের লোকের নিকট সময়।

———•॰———

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

"To the businessman, time is money, he who robs him of it, makes him as great an injury so far as loss of a property concerned."

যাঁহারা ব্যবসায়ী, কাজের লোক, সময় তাঁহাদের পক্ষে অতি মূল্যবান্ উপকরণ। যদি কেহ তাঁহার সহিত অযথা বাক্‌বিতণ্ডায় বা গল্প গুজবে তাহার সেই সময় নষ্ট করিয়া দেয়, বা অবহরণ করে, তাহা হইলে সেই ক্ষতি একটা সম্পত্তি নষ্টের ক্ষতি অপেক্ষা কম নহে।

পাশ্চাত্য দেশে সামান্য কুলী মজুর হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা অধঃপতিত বাঙ্গালী সময়ের মিতব্যয়িতার প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখি না, তাই আমাদের কারবার, আমাদের সংকল্পিত কোন কার্য্যই সফলতা লাভ করিতে পারে না। সময় মনুষ্যত্বের একটি অতি আবশ্যকীয় উপকরণ। যাঁহারা সময়ের অপব্যয় না করেন—তাঁহারা মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয়েন। সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন যে—"Puncuality should be made not only a point of courtsey, but a point of conscience অর্থাৎ যথাসময়ে করণীয় কার্য্য সম্পাদন করা শুদ্ধ ভদ্রতা রক্ষারই উপকরণ হওয়া উচিত নহে, পরন্তু ইহা মানব বিবেকের একটী অতি আবশ্যকীয় উপকরণ বা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সম্রাট্ একদিন তাঁহার সেনানীগণকে তাঁহার সহিত আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনানীগণ ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সম্রাট্ নেপোলিয়ন ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেনানীগণ যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার আহারে বসিয়া পড়িলেন এবং যথাসময়ে আহার শেষ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের ম্যাপ লইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। একটু পরেই সেনানীগণ সম্রাটের শিবিরে আহারের জন্য উপস্থিত হইলেন, সম্রাট্ ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের ম্যাপ দেখাইয়া অবিলম্বে কোন বিশেষঃ স্থানে শত্রুগণের সম্মুখীন হইতে আদেশ করিলেন। আরও বিশেষ দুঃখের সহিত বলিলেন, মহাশয়গণ—"Puncuality should be made not only a point of courtsey but a point of conscience."

ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছিলেন, যদি তুমি নিজেকে ভালবাস, তবে বৃথা সময় নষ্ট করিও না, কারণ এই সময়ের মিতব্যয়িতা দ্বারা প্রকৃত জীবন গঠিত হয়, মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভ করা যায়। কারণ যাহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তাহাই দেবত্ব।

তাই বলি হে ধীমান, সময় নষ্ট করিও না। ক্ষুদ্র সময় বলিয়া উপেক্ষা করিও না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে প্রত্যেক পলকে কার্য্যে নিয়োজিত কর, তবে জীবনের উন্নতি হইবে মানুষ হইবে—দেবতার ন্যায় পূজ্য হইয়া অমর নাম রাখিয়া যাইতে পারিবে।

কবি young বলিয়াছেন :—

"Think nought trifle though
small it appear,
Sands the Mountain,
Moment make the year."

ক্ষুদ্র সময়কে ক্ষুদ্র বোধ হইলেও তাহা উপেক্ষার সামগ্রী নহে। কারণ ক্ষুদ্র বালুকাকণা [illegible] দ্বারা কত বর্ষ হইয়া যায়।

হায় হায়! বাঙ্গালী আমরা, আমাদের সেই অমূল্য সময়ের মূল্য জ্ঞান নাই। বাঙ্গালী বৃথা সময় নষ্ট করিয়া আজীবনেও কিছু ভাল করিবার সময় পায় না। আজীবন সময়ের অপব্যয় করিয়া দরিদ্রতার পেষণে জীবন বিসর্জ্জন করে। যতদিন বাঙ্গালীর সময়ের মূল্য জ্ঞান না হইবে, তত দিন সে মানুষ হইবে না।

———

সিমলা যাত্রীর পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেলা প্রায় ৬টা বাজে। এখনও সন্ধ্যা সমাগমের কিছু বিলম্ব আছে; আমি সবে মাত্র আফিস হইতে আসিয়া আমাদের বাসার সম্মুখের বারান্দার মুক্ত বাতায়নে একখানি চৌকিতে বসিয়া এখানকার প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতেছিলাম। ভাদ্র মাস কিন্তু আকাশ বেশ পরিষ্কার। এ সময় এখানে অধিক বৃষ্টি হয় না। সম্মুখে অসংখ্য পাহাড় লক্ষিত হইতেছে; তন্মধ্যে ২টী পাহাড় খুব বৃহৎ এবং উচ্চতায় অন্যান্য পাহাড় অপেক্ষা অনেক অধিক বিবেচনা হইল; শুনিলাম ইহার একটীর নাম 'কমলা দেবী' অপরটীর নাম তারাদেবী; এই পাহাড় দুইটী দেখিলে মনে হয়, আমাদের এখান হইতে খুব সন্নিকট, বোধ হয় যেন ৫।৬ মিনিটের রাস্তা হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানকার লোকে বলে পদব্রজে যাইলে অত্যন্তঃ ২।৩ ঘণ্টার কম ঐ স্থানে পৌছান যায় না। যাহাহউক, এখানকার সকলই অদ্ভুত। এদিকে তপনদেব সমগ্র আকাশ পরিভ্রমণ করিয়া এই সিমলার পশ্চিম গগণের প্রান্তসীমায় আসিয়া উপনীত হইয়া-

ছেন এবং ধীরে ধীরে তাম্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে অবতরণ করিতেছেন। বাস্তবিক এই দৃশ্য বড়ই মনোহর, বড়ই হৃদয় গ্রাহী। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তমসা দেবীর প্রভাবে সমস্তই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পথে পথে আলো জ্বলিল, আকাশে অগণন নক্ষত্র দেখা দিল, সিমলার প্রতি ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিল আমার ভৃত্য আসিয়া আমার ঘরের সরকারী আলোটী জ্বালিয়া দিল। দূর পাহাড়ের শৃঙ্গ সমুহে খদ্যোৎবৃন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল। নিশাগমে এই সিমলা পাহাড়ের বেশ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিলে আকাশের অসংখ্য তারকামালার সহিত সিমলা বাসীর গৃহালোক মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; আর নিম্নদিকে চাহিলে রাস্তার সরকারী আলোক মালা আর সিমলার বিপনী শ্রেণীর অসংখ্য আলোক রশ্মি একত্রিত হইয়া কেমন সোপানাকারে নিম্নদিকে চলিয়া গিয়াছে; ইহাও এক অপরূপ শোভা।

কমলা দেবী।

পরদিন উষার কিছু প্রাক্কালে আমি গাত্রোত্থান করিলাম; আমার পুত্রটী কিন্তু তখনও নিদ্রা যাইতেছিল। আমি প্রথমে সম্মুখের বারান্দার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলাম, চারিদিক নিস্তব্ধ, আকাশে তখনও কয়েকটী নক্ষত্র মিটি মিটি হাসিতেছে, তখনও শশাঙ্ক কিরণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই; রাস্তার ক্বচিৎ দুই একজন লোক চলিতেছে। ঠিক এই সময় আমার পুত্রটাকে উঠাইলাম এবং উহাকে উত্তমরূপে গরম পরিচ্ছদে আবৃত করিলাম, এবং আমিও সময়োচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পিতাপুত্রে যাত্রা করিলাম। আমরা আমাদের বাসায় সোপান অতিক্রম করিয়া পথে নামিলাম এবং দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া (এই পথে আমি প্রত্যহ আফিসে যাই) বরাবর চলিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটী ছোট চড়াই ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলাম এবং আমাদের পূর্ব্ব কথিত কালী বাড়ির ঠিক পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এপথটী মল রোডের সংলগ্ন। অতঃপর আমরা বরাবর সেই পথ ধরিয়া একেবারে 'চওড়া ময়দানে আসিয়া পৌছিলাম, সিমলার মধ্যে যতগুলি পথ আছে, তন্মধ্যে এই পথটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, সেইজন্য ইহার নাম চওড়া ময়দান হয়েছে। এখানে কয়েকটী সরকারী আফিস, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এবং একটী ডাকঘর দেখা গেল, তাহা ছাড়া ২।৪ টা সাহেবদের হোটেল, বড় বড় সাহেব দিগের বাংলা এবং তাঁহাদের ফুটবল, টেনিস্ প্রভৃতির ক্রীড়া ভূমি দেখিলাম। এই জমি গুলির চতুঃপার্শ্ব নীল বর্ণের বস্ত্রদ্বারা পরীখা দেওয়া, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, ভিতরে যাত্রা, থিয়েটার নৃত্য গীত কিম্বা কোন সমারোহ কাণ্ড হইতেছে। আমরা এইরূপে এ রাস্তাটীর প্রান্ত সীমায় আসিয়া উপনীত হইলাম। এবং সম্মুখেই লাট ভবনের এক প্রকাণ্ড তোরণ দ্বার দেখিতে পাইলাম। অনূ্যন ২০ জন সশস্ত্র গুর্খা প্রহরী এই তোরণ দ্বার রক্ষা করিতেছে। দেখিলে মনে হয়, ধর্ম্মরাজ যমের ও যেন এখানে প্রবেশাধিকার নাই। প্রহরী দিগের উলঙ্গ তরবারী যেন অস্ফুট স্বরে ঘোষণা করিতেছে, ভিতরে প্রবেশ করিও না, বিপদে পড়িবে।" সেই তোরণ দ্বারের অনতি দূরে বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তাহার সৌধ চূড়ায় এক বৃহৎ পতাকা পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া লাট মহোদয়ের অবস্থান জ্ঞাপন করিতেছে। আমরা সেই তোরণ দ্বারের বাহির হইতেই এই লাট ভবনের বাহ্য দৃশ্য দেখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন, মৎ সদৃশ অবস্থাপন্ন লোকের এ লাট ভবনের ভিতর দৃশ্য দর্শনেচ্ছা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই তোরণ দ্বারের দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আমরা বাম পার্শ্বের রাস্তাটী ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম; এ রাস্তাটীকে বালুগঞ্জ বলে। কিছুদূর আসিয়া আমরা সেই কমলা দেবী নামক পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া পৌছিলাম। অতঃপর আমরা সেই পাহাড়ে চড়াই করিতে লাগিলাম; যতই উপরে উঠিতেছি, ততই অসংখ্য অজানা বিটপী শ্রেণী ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান দেখা যাইতে লাগিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন আমরা এক নিবিড় অরণ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে বউ কথা কও, পিক বধূ, ঘু ঘু প্রভৃতি বন বিহঙ্গগণের কলরবে অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মনে বেশ একটা আনন্দ দিতেছিল, আমরা নিম্ন হইতে প্রায় ১ মাইল উপরে উঠিয়া যখন পাহাড়টীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে উপনীত হইলাম, তখন চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বত মালা আমাদের অতি নিম্ন ভাগে দৃষ্ট হইতে লাগিল, সুদূরবর্ত্তী তুষার ধবল পর্ব্বত শ্রেণী এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এখানে একটী ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে এক পাষাণময়ী দেবী মূর্ত্তি বিরাজমান। ইনি এখানে "কমলা দেবী" নামে প্রসিদ্ধ। জনরব এই যে, এখানে যিনি যাহা কামনা করিয়া আসেন, ইনি নাকি অচিরে তাঁহার কামনা পূর্ণ করেন। আমিও কমলা দেবীর চরণে প্রণিপাত করিলাম, এবং মনে মনে বলিলাম, মা, আমার যে কামনা তুমিত সবই জান, আমি আর তোমার নিকট কি নূতন কামনা করিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

কবিগীতির সৃষ্টি বিবরণ।

কবিগীতির সৃষ্টিকর্ত্তা রাম, নৃসিংহ, মালু নন্দলাল ও রঘুনাথ দাস এবং গোঁজলা গুই। ইহাদের মধ্যে রঘুনাথ দাসের রচিত গান হরু ঠাকুর স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে শ্রবণ করাইয়া তাঁহার চিত্ত রঞ্জন করেন। রাজা শ্রবণমধুর সংগীত শ্রবণে বিমোহিত হইয়া ঠাকুরকে এক জোড়া শাল পুরস্কার করিলেন। ঠাকুর উক্ত শাল ঢুলিকে অর্পণ করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, মহারাজ! বিরক্ত হইবেন না। আমি ব্যবসায়ী গায়ক নহি: সুতরাং আমি মহারাজের প্রদত্ত পুরস্কার স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া ঢুলিকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতি সহকারে হরু ঠাকুরকে দল করিতে আদেশ করিলেন এবং সেই দলের ব্যয় ও ঠাকুরের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ঠাকুর স্বরচিত নব নব সঙ্গীত দ্বারা অসামান্য রচনা শক্তির পরিচয় প্রদানে রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানিচরণ বণিক ও ভীমদাস মালাকার প্রভৃতি কতিপয় কবিগান গায়কেরা হরু ঠাকুরের প্রতিপক্ষে দল করিলেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী স্বয়ং গান রচনা করিতে পারিতেন না। গৌর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর নিত্যানন্দের দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। তৎকালে রঙ্গভূমিতে একদলের কৃত প্রশ্নে অন্য দলের আসরে উত্তর প্রস্তুত করার পদ্ধতি ছিল না।

প্রতি পক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বেই উত্তর প্রস্তুত করা হইত। রামবসু আসরে উত্তর রচনা করিয়া গান করিবার প্রথা সৃষ্টি করেন। কলিকাতাস্থ মৃত রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনেই প্রথম কবিগানের নূতন আবির্ভাব। রাজা অতিশয় সঙ্গীতগুণগ্রাহী ও বিলক্ষণ উদারচেতা ছিলেন। একমাত্র তাঁহার উৎসাহে তৎকালে কবিগানের এতদূর সমাদর হইয়াছিল। উক্ত রাজার পরলোক গমনে হরু ঠাকুর বিষাদকাতরতা প্রযুক্ত কবির দল পরিত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কিছুকাল নিজ দল রাখিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন, পরে হরুঠাকুরের আদেশানুসারে তাঁহার শিষ্য নীলুঠাকুর রামপ্রসাদ ঠাকুর ও ভোলানাথ ময়রা দল করিলেন। নীলু ও রামপ্রসাদ দুই সহোদরের একটী দল আর ভোলা ময়রার একটী দল। ইহারা সকলে হরু ঠাকুরের রচিত গান গাইতেন! হরুঠাকুরের সহিত নীলু রামপ্রসাদের কিঞ্চিৎ মনান্তর হওয়ায় নীলু রামপ্রসাদ অন্যের রচিত গান শ্রবণ করাইয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি পরিশেষে নীলু রামপ্রসাদের যত্নেই প্রসিদ্ধ ওস্তাদী দল বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ভোলানাথ ময়রা কিছুকাল হরুঠাকুরের রচিত গান গাইতেন, রামসুন্দর রায় প্রভৃতি এই দলের গান রচনা করিতে লাগিলেন। এই দলটীও ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট ওস্তাদী দল বলিয়া পরিগণিত লইল। এই সময়ে মোহন সরকার, লক্ষ্মী নারায়ণ যোগী, নীলমণি পাটুনি, রামসুন্দর স্বর্ণকার আন্তনি সাহেব, গুরোদুম্বো ও সৃষ্টিধর ছুতার প্রভৃতি কবির দল করিয়া সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গদাধর মুখোপাধ্যায় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, রামসুন্দর রায় গোরক্ষনাথ যোগী ও রাম বসু প্রভৃতি এই সকল দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। ইহাদের মধ্যে রাম বসুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি রঙ্গভূমিতে প্রশ্নোত্তরের রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে নীলু রামপ্রসাদের সহিত ভোলানাথ ময়রার প্রথম সংগীত সমর হয়। এই সংগীত সমরে যে সকল প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর রচিত হইয়াছিল তাহাও পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রোক্ত কবিগীতি রচয়িতাগণের জীবন বৃত্তান্তের বিষয় যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশিত করিলাম।

হরঠাকুর—ইনি বাঙ্গলা ১১৪৫ সালে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, কবিওয়ালার মধ্যে ইনি ব্রাহ্মণ বলিয়া ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ দাস ইহার রচিত গান সকল সংশোধন করিয়া দিতেন। ইনি প্রথমতঃ একটী সখের দল করিয়া রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে গান করেন। পরে রাজার আদেশে বৈতনিক দল করিয়া লোকরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। রাজার লোকান্তর গমনে শোকবিভ্রান্তচিত্ত হইয়া একবারে কবি গাহনা পরিত্যাগ করিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে হরুঠাকুর মানব লীলা সম্বরণ করেন।

নিত্যানন্দ বৈরাগী—ইহার জন্মস্থান চন্দ্র নগর। ১২৪০ বা ১২৪২ সালে ইহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০।৬৫ বৎসর হইয়াছিল। পুত্র সন্ততি ছিল না, দৌহিত্র উদয় চাঁদ কিছুকাল ইহার দল রাখিয়াছিল।

ভবানী চরণ বণিক—ইহার বাসস্থান কলিকাতা জোড়াসাঁকো। ইনি বাণিজ্য কার্য্য করিতেন। প্রায় ৭০। ৭৫ বৎসর বয়সে কাল গ্রাসে পতিত হন। উহার বংশাবলি কেহই নাই।

বলরাম বৈষ্ণব—ফরাসিডাঙ্গায় ইহার বাস ছিল। উক্ত রামের পুত্র পৌত্রাদি

না থাকায় দৌহিত্র কৃষ্ণদাস ঐ দল চালাইয়া ছিলেন।

ভীমদাস মালাকার—ইহার জন্মস্থানাদি ও বংশে কেহ আছে কিনা, তাহার নির্ণয় নাই।

নীলুরামপ্রসাদ—কলিকাতা হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকট নীলুরামপ্রসাদের বাটী ছিল। উঁহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে নীলু ঠাকুরের মৃত্যু হয়। পরে ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামপ্রসাদ ঠাকুর ৮০।৮২ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করেন। নীলু রাম প্রসাদের দৌহিত্র বংশীয়েরা কবির দল চালাইয়া আসিতেছিল।

ভোলানাথ ময়রা—কলিকাতা সিমলা ইহার বাসস্থান। ৭২।৭৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার সন্ততিগণ অদ্যাপি কবির দল চালাইতেছিলেন।

রামচন্দ্র বসু—ইহার বাসস্থান সালিখা, জয়নারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ৫০।৫২ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ইনি কখনই বিষয় কর্ম্ম করেন নাই। কেবল কবি গাওনা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

রামসুন্দর স্বর্ণকার—কলিকাতা হাড়কাটা গলি ইহার জন্মস্থান। ইনি পূর্ব্বে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন। পরে কবির দল করিয়া উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকরঞ্জন ও অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। ৮২ কিম্বা ৮৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

উল্লিখিত ওস্তাদগণ পরলোক গমন করিলে ওস্তাদী কবির গৌরব ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। পরে বাগবাজার নিবাসী মোহনচাঁদ বসু পদ্ধতি মতে প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাফ আকড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন। যোড়াসাকো নিবাসী সংগীতরসজ্ঞ রামলোচন বসাক বসু মহাশয়ের প্রতিপক্ষে একটী দল করেন। গদাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ দলের রচনাকার ছিলেন। কখন কখন রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ঐ দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। কি হাফ আকড়াই, কি সখের দাঁড়া কবি সকলই মোহন চাঁদের সুরে গীত হইত।

যোড়াসাকোর দলে রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুর প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এখনও যোড়াসাকোস্থ সকল দলেই ঐ সুরে গান করা হয়। মোহনচাঁদ প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি কখন কাহার চাকরি করেন নাই। ইহার পিতামহ রামচরণ বসু দেওয়ান ছিলেন। ইহার পিতার নাম জয়নারায়ণ বসু। ইনি পৈতৃক বিষয় হইতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণ গুলি আমরা ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "প্রাচীন কবি সংগ্রহ" পুস্তকের ভূমিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া ছিলাম। উহা ১২৮৪ সালে প্রকাশিত হইয়া ছিল। এখন বাঙ্গালার কবি গানের যথেষ্ট সমাদর আছে। সম্প্রতিই কলিকাতায় বহুকাল পরে হাফ্ আখ্ড়াই সঙ্গীত সমর হইয়া গিয়াছে।

কাঃ সঃ।

বাঙ্গালার অরণ্য।

সরকারী বিবরণ।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালা দেশের বন জঙ্গলে কেমন কার্য্য হইয়াছে, জঙ্গল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার এক বিবরণী বাহির করিয়াছেন। সেই বিবরণীতে প্রধানতঃ এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে :—

(১) কারসিয়ং অঞ্চলের ১৯১৯ হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে; এই বৎসরের শেষে সে কার্য্যপদ্ধতি গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন। উত্তর বঙ্গের অরণ্য সমূহের উন্নতি-সাধন গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। কৃত্রিম শাল বৃক্ষের উৎপাদনই গবর্ণমেণ্টের মনোযোগের বিষয় হইয়াছে।

(২) চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য সমূহে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়তাকারী কোনও বৃক্ষ বা বৃক্ষজাত সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

অরণ্যজাত সামগ্রী।

বন জঙ্গল হইতে যে সকল সামান্য সামান্য জিনিষ উৎপন্ন হয়, সেগুলি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ বাঁধা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

বাঁশ ও বেত।

বাঁশ ও বেত খুব জন্মিয়াছে। চা বাগিচায় বাঁশ বেতের বিক্রয় বাড়িয়াছে।

কাঠ।

বড় বড় কাঠের "স্লীপার" কাটা হইয়া মিউনিসন বোর্ড বা গবর্ণমেণ্টের গোলাগুলি তৈয়ারী বিভাগে সরবরাহ হওয়ায় জঙ্গল বিভাগের কাজ খুবই বাড়িয়াছিল। 'স্লীপার' ছাড়া বড় কাঠের আস্ত গুঁড়ি ও কাটা গুঁড়ি ও উক্ত বিভাগে সরবরাহ হইয়াছিল। গতবর্ষে ৬১, ৮৭,০০ ঘন ফিট কাষ্ঠ সরবরাহ হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ৭৬, ৪৫,০০০ ঘন ফিট কাষ্ঠ সরবরাহ হইয়াছে।

হাতী।

গত বার জঙ্গল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বক্সা জঙ্গল হইতে ৩৩টা হাতী ধরিয়াছিলেন। একটা পলাইয়াছিল। খেদা হইতে বাহির হইবার সময়ে একটার মৃত্যু হইয়াছিল। দুইটা বৃদ্ধা হস্তিনী বাজারে বিক্রয় হইবে না বলিয়া মুক্তি পাইয়াছিল। বাকী ২৯টা হাতীর ভিতরে ২৪টা বিক্রয় হইয়াছে এবং পাঁচটা জঙ্গল বিভাগে রাখিয়া দিয়াছেন।

চট্টগ্রামের জঙ্গল হইতে আলোচ্যবর্ষে ৪৩টা হাতী ধরা পড়িয়াছিল। সকলগুলিই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

সুন্দরবনে বাঘ।

আলোচ্যবর্ষে সুন্দরবনে ১৪জন লোককে বাঘে মারিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে ৮৬ জন লোক বাঘের হাতে মারা পড়িয়াছে।

এই বর্ষে ৮৬টা বাঘ শিকারীদের হাতে মরিয়াছে।

আয় ব্যয়।

আলোচ্য বৎসরের আয়—১৫,০১, ৬৭৲ টাকা ও ব্যয়—৭,৭১,১২৪ উদ্বৃত্ত—৭,৩০, ৪৬৲ টাকা।

সংক্রামক "ইনফ্লুয়েঞ্জা" জ্বরে

আর্য্য মুষ্টিযোগ।

মহামারী "ইনফ্লুয়েঞ্জা" জ্বরে অনেক লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এ সময়ে জ্ঞানচক্ষু আর্য্যঋষির প্রকল্পিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি মুষ্টিযোগের উল্লেখ করা যাইতেছে, গৃহলব্ধ সামান্য বস্তু বলিয়া তুচ্ছ বোধে উপেক্ষা না করিয়া এই ভীষণ ব্যাধির উপক্রম বুঝিতে পারা মাত্রই এই যোগগুলি ব্যবহার করিলে অনেকের জীবন রক্ষিত হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত মাহাত্ম্যও সাধারণ্যে প্রকটিত হইতে পারে।

রোগের উপক্রমে—

আদা ও বেলপাতা একত্র কুটিয়া লইয়া, তাহার রস এক তোলা মাত্রায় দুই রতি সৈন্ধব লবণের সহিত প্রতি দিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ স্বর্ণসিন্দুর ঔষধ এক রতি সহ এই রস সেবন করিলে, অধিকতর উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি স্বর্ণ সিন্দুর না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কেবল ঐরূপ রস সেবন করিলেই নিশ্চয় উপকার হইবে। এমন কি, যদি জ্বর, সর্দ্দি, কাস, গা বেদনা ও গা ভার প্রভৃতি উপসর্গ প্রবলরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে কেবল এই সামান্য যোগটিই অবস্থা বুঝিয়া ৩,৪,৬ বা ৮ বার ও প্রত্যহ তিন ঘণ্টা অন্তর দিনে ও রাত্রিতে সেবন করাইলে, এই ঔষধ হইতে মনুষ্য জীবনের উপকার ভিন্ন কোনরূপ অপকার হইতে পারিবে না।

পথ্যের সহিত সেবনীয় বিধি।

শরীর ভার বা বেদনাযুক্ত হইলে; সর্দ্দির উপক্রম হইলে অথবা প্রবল সর্দ্দি বা কাস জন্মিলে,— কালজীরা সিকি তোলা এক আনা সৈন্ধব সহ বাটিয়া লইয়া, যাহা পথ্য করিবে, তাহার সামান্য অংশের সহিত (৩।৪ গ্রাস মাত্র) মিশাইয়া লইয়া দিনে ও রাত্রিতে দুই বেলাই সেবন করিবে। ইহাতে সর্দ্দি ও কাসের সহিত অতি তীব্র জ্বর থাকিলেও তাহার প্রকোপ নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে এবং শরীর হালকা ও চনচনে হইবে।

কবল।

গোল মরিচ গুড়া করিয়া অথবা ঐ গোটা মরিচ মুখে লইয়া চিবাইয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলায় দুই বেলায় 'কবল' করিতে হইবে। ইহাতে শ্লেষ্মার প্রকোপ দুর হইবে, জ্বরের বেগও কমিবে এবং মুখের স্বাভাবিক আস্বাদ লাভ হইবে।

স্বেদ।

যদি শরীরে বিশেষতঃ মাথায় অত্যন্ত ভার ও কামড়ানি থাকে, তাহা হইলে ধুতুরার পাতা তামাকের মত কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া লইয়া শুকনো খোলাতে ঐ কুচানো পাতাগুলি অল্প ভাজিয়া লইয়া, উহা দ্বারা দুইটী পুটুলি বাধিয়া লইতে হইবে। পরে একটা খোলাতে আগুন রাখিয়া একটার পরে একটী ঐ পুটুলি পর্য্যায় ক্রমে সেই খোলার আগুনে গরম করিয়া ক্লেশ বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গেই তাহার তাপ দিতে হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্যরূপেই শরীরের সকল প্রকার গ্লানি দুর হইবে।

রোগের আতিশয্যে বিধি।

রোগের অতিশয় আধিক্য ঘটিয়া পড়িলে, পূর্ব্বোক্ত আদা ও বেল পাতার রস ও সৈন্ধব সহ স্বর্ণসিন্দুর সেবন এবং উল্লিখিত অন্যান্য প্রয়োগগুলিও যথা বিধানে ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত যোগটীও প্রস্তুত করিয়া লইয়া আদার রসের সহিত তাহা বারংবার প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহার ব্যবহারে রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবে।

যোগটি এই,—

কটছাল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও কালজীরা এই আটটী দ্রব্যের কাপড় ছাঁকা গুড়া বেশ ভাল করিয়া একত্র মিশাইয়া লইতে হইবে। এই চুর্ণ ঔষধ আদার রসের সহিত রোগীকে পুনঃপুনঃ সেবন করাইলে কখনও তাহার প্রাণ হন্তারক আকস্মিক 'হার্ট ফেল' ঘটিতে পারিবে না, অধিকন্তু নিশ্চয়ই কাস, শ্বাস, অথবা যে উপদ্রব ঘটুক না কেন, সেই সকল সহ অতি প্রবল জ্বরের শান্তি হইয়া মনুষ্যের জীবন রক্ষা হইবে।

অবকাশের অভাবে ঐ সকল দ্রব্যের চুর্ণ করিবার সুযোগ ঘটিয়া না উঠিলে পাচনের নিয়মে উক্ত দ্রব্য আটটির প্রত্যেকের চারি আনা মাত্রায় লইয়া, ঐ মিলিত দ্রব্যগুলি বেশ ভাল করিয়া কুটিয়া লইয়া, আধসের জলের সহিত নুতন হাঁড়ীতে তাহা আগুনে চাপাইয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে

খাওয়াইতে হইবে। কাপড় ছাকা এই আধ-পোয়া ঔষধের কাথ অল্প অল্প মাত্রায় রোগীকে পুনঃপুনঃ সেবন করাইতে হইবে। আর এইরূপ কাথটীও দিবাভাগে ও রাত্রিতে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়াই আবশ্যক।

সকল রোগ হইতে জ্বরই প্রধান মারাত্মক। চরক বলিয়াছেন,—

দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী।
জ্বরঃ প্রধানং রোগাণাং"

জ্বর যে সকল ব্যাধি হইতেই প্রধান ও বলবান্ তাহার কারণ এই যে, জ্বরের ন্যায় অপর কোন রোগের আক্রমণ শরীর, ইন্দ্রিয় সকল ও মনকে অভিভূত করিয়া সংঘটিত হয় না। কিন্তু জ্বর শরীর সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনঃ;— এই সকলের কোনটিকেই ছাড়িয়া প্রাণীকে আক্রমণ করে না; এই জন্যই জ্বর সকল রোগ হইতে প্রধান ও বলবান হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এই জন্যই আরও বলিয়া গিয়াছেন, প্রাণিসমূহের মধ্যে কেবল দেবতারা ও মনুষ্যেরাই জ্বরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, অন্য কোন জন্তু, পশু বা পক্ষী কেহই জ্বরের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না—সকলকেই জ্বরাক্রান্ত হইলে অবিলম্বে মৃত্যুর গ্রাসে নিপতিত হইতে হয়।

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ
কাব্যতীর্থ কবি চিন্তামনি।
২১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তুলসী।

তুলসী হিন্দুর একটি প্রধান অর্চ্চনার বৃক্ষ। যে হিন্দুর প্রাঙ্গনে যত্ন রক্ষিত তুলসী বৃক্ষ নাই হিন্দুর চক্ষে সে কখন হিন্দু নহে। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু অপেক্ষা বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীর অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। যদি প্রত্যহ তুলসী বৃক্ষে জল দান, তুলসী প্রদক্ষিণ, তুলসী তলে প্রণাম না করেন তিনি কখন বৈষ্ণব নহেন। তুলসী কাহারও নিকট অনাদৃত নহেন। পঞ্চ উপাসক সমান ভাবে তুলসীর আদর করিয়া থাকেন।

তুলসী বৃক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি বড়ই প্রবল ভাবে নিহিত আছে। ইহার কাষ্ঠের মাল্য ধারণ করিলে মনুষ্য শরীরে বিদ্যুৎ বেগ স্থিরভাবে রক্ষিত হয় সুতরাং উহাতে অনেক ব্যাধি আরোগ্য হয়। সহসা শরীরে কোন ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। অন্ততঃ রোগ প্রতিষেধের জন্য আমি সকলকেই তুলসী মাল্য ধারণ করিতে অনুরোধ করি। তুলসী কাষ্ঠ-ধারী ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘজীবি ও সৎপথাবলম্বী হয়। যাহারা মাল্য ধারণে অনিচ্ছুক, তাহারা ইহার কাষ্ঠ কোমরে অথবা বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারেন।

তুলসীর রস জ্বর ও সর্দ্দি নাশক। প্রবল সর্দ্দিযুক্ত জ্বরে তুলসীর রস সহ মকরধ্বজ সেবন করাইয়া আমি অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। দুইবেলা খাইতে হয়। কৃষ্ণ তুলসী সিউলিপাতা ও উচ্ছেপাতার মিলিত রস ১ তোলা গরম করিয়া মধু ও পিপুল চূর্ণ সহযোগে সেবনে কফ জ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

তুলসী পাতার রস শরীরের দূষিত রক্ত ও গলিত কুষ্ঠ নাশক। কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্থের সুস্থ থাকিতে হইলে তুলসী তাহার একমাত্র অবলম্বন। প্রত্যহ তুলসীর রস দুই বেলা সেবন ও গাত্রে মর্দ্দন করিলে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া গোমূত্র পান করিলে অনেক স্থলে কুষ্ঠ ব্যাধি যাপ্য হইয়া থাকে। তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে, ইহার গুণে কোন রোগ বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে তাহার গাত্রে কদাপি মশক দংশন করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে, মশকগণ তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। মশক ম্যালেরিয়া বাহী বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা প্রত্যহ তুলসী পাতা ভক্ষণ ও তুলসীর রস অঙ্গে মর্দ্দন করুন—মশক নিকটে যাইবে না।

যাহাদের শরীরে নানাবিধ চর্ম্মরোগ আছে, তাঁহারা তুলসী রস ভক্ষণ ও গাত্রে মর্দ্দন করুন। বজ্রঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্বর তুলসীর রস ভক্ষণ করাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার করে।

যিনি প্রত্যহ দুই বেলা তুলসী পত্র ভক্ষণ করেন, তাহার শরীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইতে থাকে। ইহা একটি কম রসায়ন নহে।

বীর্য্যস্তম্ভনে তুলসীর শক্তি অসীম। অল্প পরিমাণ তুলসীর মূল পানের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্য স্তম্ভ হয়। আয়ুর্ব্বেদ কি বলিতেছে শুনুন,—

শূরনং তুলসী মূলং তাম্বুলৈঃ সহভক্ষয়েৎ
ন মুঞ্চন্তি নরোবীর্য্য মে কৈকেন ন সংশয়।

যাহাদের স্বপ্নদোষে মধ্যে মধ্যে শুক্র ক্ষয় হয়, তাহারা সপ্তাহে ২ দিন অল্প মাত্রায় তুলসী মূল সেবন করিবেন, দেহস্থ বিদ্যুৎ সংরক্ষিত হইয়া আর অযথা তাহার শুক্র ক্ষয় হইবে না। মনুষ্য দেহে বিদ্যুৎ অবিচলিত রাখিতে তুলসীর মত শক্তি আর বুঝি কাহারও নাই।

তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিলে তাহার বজ্রঘাতের ভয় থাকে না। অনেক চতুর গৃহস্থ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ কালে মটকার কাঠে হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বাধিয়া দেন—সে গৃহে কখন বজ্রঘাতের ভয় থাকে না। ইহা বজ্ররোধক দণ্ড অপেক্ষাও গুণশালী। শাস্ত্রকার বলেন, যাহার গৃহে সতেজ তুলসী বৃক্ষ থাকে তথায় কি বজ্রপাত হয়?

রক্তপিত্ত রোগীকে তুলসী ও কামিনী পাতার রস খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বমন বন্ধ হয়। তুলসী তলের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত তুলসীর গুণ প্রাপ্ত হয়, তুলসীতলের কেবল মৃত্তিকা খাইয়া অনেকে যে রোগ মুক্ত হন, ইহাই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ।

শ্বাস যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও তুলসীর রসপান করিলে উপকার হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগী ঘৃতের সহিত প্রত্যহ দুইখান তুলসী মূল ভক্ষণ করিলে শরীরে আবার বৈদ্যুতিক ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, রোগও আরোগ্য হইবে। সম্মিলনী। *

* কবিরাজ শ্রীবঙ্কুবিহারী সেন গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ লিখিত।

চয়ন।

গো-চিকিৎসা।

শ্রীদিবাকর দে, জি, বি, ভি, সি, (লেকচারার ভেটারিনারি কলেজ) কর্ত্তৃক লিখিত। ইহা শ্রীযুক্ত কর্ণেল, জে, এইচ, বি হ্যালেন সাহেবের রচিত "Manual of the more deadly forms of Cattle Disease in India" নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

আমাদের দেশে গবাদির এমন কি মানুষের যাবতীয় রোগ হইতে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই উপযুক্ত আহারের অভাবেই হইয়া থাকে। সবল ও সুস্থ দেহে রোগাক্রমণ কম হয়। অনশনক্লিষ্ট মানব ও পশ্বাদি প্রাকৃতিক ধ্বংশের হাত কিছুতেই এড়াইতে পারে না। তুমি বাঁচিবার উপযুক্ত হইলে তবে বাঁচিতে পাইবে, নতুবা প্রাকৃতিক সংগ্রামে তোমার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। নানা কারণে আমাদের গৃহপালিত গবাদির স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতেছে এবং তাহারা নানারোগে আক্রান্ত হইতেছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় গ্রন্থকার তাহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই—যতদিন গোজাতি রীতিমত যত্ন ও আহার পায়, ততদিন প্রায় তাহাদিগকে রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। অতিরিক্ত কিম্বা অনুপযুক্ত আহার, অর্দ্ধাশন অথবা উপবাসাদি দ্বারা তাহারা ক্রমশঃ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে সকল রোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রতিকার-যোগ্য। ইহাতে যে সকল ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিলে লোকে সম্পূর্ণরূপে না হউক, বহুপরিমাণে অকাল মৃত্যু হইতে গোজাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

গোজাতীর কতকগুলি রোগ সংক্রামক; অবশিষ্ট সমস্তই অযত্ন ও আহারের ত্রুটিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যখন অধিকাংশ রোগের কারণ বিশদরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ইচ্ছা করিলেই লোকে যখন তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে, তখন কতক পরিমাণে গৃহস্থের নিজের দোষেই যে পালিত পশু রোগাক্রান্ত হয়,—এরূপ বিবেচনা অন্যায় নহে।

অনাবৃষ্টি, বন্যা অথবা দৈব-দুর্ব্বিপাকে সময়ে সময়ে গবাদির মড়ক উপস্থিত হয়, এই জন্য পূর্ব্ব হইতেই শুষ্ক ঘাস ও বিচালি সংগ্রহ করিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যে কোন কারণে মড়কের সম্ভবনা উপস্থিত হইলেই, লোকে যদি আবশ্যকমত অথবা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে, ও গবাদিকে উত্তম গোয়ালঘরে রাখিয়া তথায় নিয়মিতরূপে আহারাদি দেয়, তাহা হইলে তাহাদের পীড়া নিবারিত হইবার সম্ভবনা।

বৎসরের অনেক সময় গবাদি পশুদিগকে গোয়ালঘরে আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। যাহাতে তাহারা গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার অজস্র বারি বর্ষণ, এবং দারুণ শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

অত্যন্ত বৃষ্টির সময় অনাবৃত স্থানে, জলমগ্ন স্থানে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণতলে অথবা শীতকালের রাত্রির দারুণ শীতে ও হিমে গোজাতিকে রাখিলে তাহারা কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না।

চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ক্ষেত্র হইতে উচ্চ স্থানে গোশালা নির্ম্মাণ করা উচিত। তাহাতে মূত্রাদি নির্গমনের জন্য রীতিমত পয়ঃপ্রণালী, এবং বৃষ্টি ও রৌদ্র নিবারণের জন্য যথোপযুক্ত গৃহের ছাদ থাকা আবশ্যক; রাত্রির হিম ও শীতল বায়ু যাহাতে তাহাদের গায়ে না লাগিতে পারে তদুপযুক্ত গৃহের বেষ্টনি দেওয়াও একান্ত আবশ্যক। যাহাতে গোশালায় প্রচুর পরিমাণে আলোক প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ভাবে জানালা রাখিতে হইবে, এবং অক্লেশে যাতায়াতের জন্য দ্বার রাখা উচিত। এতদ্ব্যতীত নীচে দিয়া বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের জন্য ও উপর দিয়া দূষিত বায়ু বহির্গমনের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

গোশালা ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, এবং মূত্র ও গোময় প্রভৃতি যথা নিয়মে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য।

এ দেশে গোজাতিকে সর্ব্বদা দূষিত জল পান করিতে হয়, যেহেতু এখানে বিশুদ্ধ জলের নিতান্ত অভাব। এই সকল বিশৃঙ্খলা হইতে যে নানাবিধ রোগ সমুৎপন্ন হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? *

* গো-বিজ্ঞান নামক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইতেছে। কঃ সঃ।

গো-মেষাদির সংক্রামক রোগ।

ভারতবর্ষে গরু ভেড়ার সাধারণতঃ সংক্রামক রোগ সকলের বিবরণ ও তত্তৎ রোগের প্রতিবিধানের তালিকা।

প্রধান প্রধান সংক্রামক রোগগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

১। গোবসন্ত বা পশ্চিমা।

২। এঁশো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ।

৩। গলা ফুলো।

৪। তড়্কা।

৫। বাদ্‌লা।

৬। ফুস্‌ফুস্‌ ও তাহার আবরণ ঝিল্লির প্রদাহ।

৭। ভেড়ার বসন্ত।

গলা ফুলো, তড়কা ও বাদলা রোগের মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণে পরস্পর মিল আছে। এই ত্রিবিধ রোগই অল্পকাল স্থায়ী; সচরাচর ২৪ ঘণ্টা হইতে চারি দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ইহার প্রত্যেকটিতেই মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, খুব কম হইলেও প্রায় শতকরা ৮০টীর মৃত্যু ঘটে, আক্রান্ত পশুমাত্রেরই মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য্য নয়।

এঁসো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ অত্যন্ত সংক্রামক, কিন্তু ইহা প্রায়ই মারাত্মক হয় না। যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে আক্রান্ত পশুদিগের মধ্যে শতকরা ২।১ টীর অধিক মারা যায় না।

ফুস্‌ফুস্‌ ও তাহার আবরণ ঝিল্লীর প্রদাহ অত্যন্ত সংক্রামক রোগ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশীয় লোকের ইহা সংক্রামক বলিয়া ধারণা নাই। ইহা অজ্ঞাতসারে পশুদিগের শরীরে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। এই রোগাক্রান্ত হইয়া পশুগুলি শীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় এক মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত বা তাহারও অধিক কাল জীবিত থাকে।

ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই সকল রোগ যে কেবল স্বজাতীয় পশুর মধ্যে একটী হইতে অন্যটিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এমন নহে, যে সকল লোক এই সকল সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুদিগের সেবা শুশ্রূষা করে তাহাদিগের সংস্পর্শ হইতে সুস্থকায় অন্য জাতীয় পশুদিগেরও রোগ জন্মিতে পারে। অথবা এই সকল রোগাক্রান্ত পশুদ্বারা ব্যবহৃত খাদ্য বা জলের সহিত এই রোগের বীজ এক স্থান বা এক পশু হইতে অন্য পশুতে বা অন্য স্থানে সংক্রামিত হইতে পারে।

অধিকন্তু এই সকল রোগাক্রান্ত পশু যে গোয়াল বা যে স্থানে থাকে, সেই স্থান পীড়িত চক্ষু, মুখ ও নাক হইতে নির্গত ক্লেদ ও মল মূত্রাদি দ্বারা দূষিত হইয়া যায় এবং এঁসো রোগে পা ও মুখ হইতে নির্গত ক্লেদও পূর্ব্ববৎ বিষাক্ত।

গৃহপালিতই হউক আর বন্যই হউক রোমন্থনকারী পশুগণের মধ্যেই বসন্ত রোগ হইয়া থাকে; কিন্তু গোজাতীয় পশুরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

ছাগলদিগের বসন্ত হইলে প্রায় বাঁচে না। মেষেরা কথনও কথনও ইহাতে আক্রান্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগের এই রোগ প্রায়ই সামান্যরূপ হইয়া থাকে; তথাপি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, একটী পীড়িত মেষ সমস্ত পালকে রোগাক্রান্ত করিয়া ফেলিতে পারে।

মহিষদিগের মধ্যেই সচরাচর গলা ফুলা রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু গো-মেষাদিও অনেক সময় ইহাতে আক্রান্ত হয়।

এঁসো রোগ গৃহ পালিত পশু পক্ষীর অধিকাংশরই এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া লোকের মুখে স্ফোটক হইয়াছে এরূপ অনেক ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে।

তড়কা রোগ জন্তুমাত্রকেই আক্রমণ করে, মানুষও এই রোগের হাত হইতে মুক্তি পায় না। এই রোগে মৃত জীবের দেহ স্পর্শ করা অতিশয় বিপজ্জনক, সেই হেতু বিশেষরূপ সতর্ক থাকা আবশ্যক।

এই সকল রোগ বিশেষতঃ গোবসন্ত ও এঁসো রোগ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সকল সময় অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, উপস্থিত না থাকিলেও যে কোন সময়ে ইহা প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। সেই হেতু এই সকল রোগ নিবারণের জন্য বা যদি এই সকল রোগ পশুদিগের মধ্যে সহসা আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ যাহাতে তাহা বিস্তৃত হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বদা বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

রোগাক্রমণ নিবারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা।

(১) যখন গরু ও ভেড়ার মধ্যে কোন সংক্রামক রোগ হয় বা কোন প্রকার সংক্রামক রোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে ঐ পীড়িত পশুকে সুস্থ পশুগণ হইতে পৃথক করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(২) সকল পশুকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং পীড়ার অল্প মাত্র লক্ষণ দেখিলেই পশু চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিবে।

(৩) নিরোগ পশুগুলিকে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করিবে, ও স্থান সংকুলান অনুযায়ী যতদূর সম্ভব হয়, তত কম করিয়া প্রত্যেক দল গঠিত করিতে হইবে। এই প্রকার ভাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট স্থান ব্যবধান

রাখিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিবে এবং পীড়িত পশুর বাতাস যেন তাহাদের গায়ে না লাগে এরূপ স্থানে তাহাদিগকে স্থাপন করিবে। প্রত্যেক দলটীকে সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং কোনও পশু অল্পমাত্র পীড়িত হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানান্তরিত করিবে। সাধ্যমত এই উপায় অবলম্বন করিলে অল্প দিনের মধ্যে এই পীড়া হয় ত কেবল দুই একটী দলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং তৎক্ষণাৎ পীড়িত পশুকে পশু চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিলে পালের মধ্যে এই রোগের বিস্তার হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রত্যেক দল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিবার পর কিম্বা রোগাক্রান্ত দলের সর্ব্বশেষ পশুটীকে স্থানান্তরিত করিবার পর তিন মাস কাল অবধি প্রত্যেক দলকে অন্যান্য পশু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

(৪) পীড়িত পশু ও তাহাদের পরিচারকগণের নিমিত্ত খাদ্য ও পানীয় লইয়া যাওয়ায় ক্ষতি নাই, কিন্তু এই চিকিৎসালয় হইতে কোনও খাদ্য, পানীয়, খড়কুটা প্রভৃতি আবর্জ্জনা, বা কোনও কাপড় অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। এই চিকিৎসালয়ে কুকুরাদির যাইতে আসিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহারা সুস্থ পশু রাখিবার স্থানে সংক্রামক রোগের বীজ লইয়া যাইতে পারে।

(৫) চিকিৎসালয়ের খড়কুটা প্রভৃতি শুষ্ক আবর্জ্জনা ইহার সীমার মধ্যেই পুড়াইয়া ফেলা আবশ্যক, এবং মল মূত্রাদি ও অন্যান্য আর্দ্র আবর্জ্জনা গোয়াল ঘর হইতে সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া চিকিৎসালয়ের জমির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া প্রোথিত করিবে। গর্ত্তগুলি চারি হাত বা তাহার অধিক পরিমাণে গভীর করিতে হইবে এবং তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ সমতল ভূমির উপরি ভাগ হইতে দুই ফুট বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ চিকিৎসালয়ের আর্দ্র খড়কুটা প্রভৃতি আবর্জ্জনা ও মল মূত্রাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর চূণ ও উত্তম নূতন মৃত্তিকা দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিবে।

(৬) চিকিৎসালয়ের গোয়ালঘর, প্রাচীর ও দেয়াল প্রভৃতি সর্ব্বদা ঝাট দিয়া ও ধৌত করিয়া অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে, এবং প্রতিবার পরিষ্কার করিবার পর পীড়া নাশক গুঁড়া বা রোগের বীজ নাশক ঐ প্রকার অন্য কোন ঔষধ কিম্বা চূণ, ভস্ম অথবা শুষ্ক মৃত্তিকা মেজে ও জমির উপর প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া দিবে; এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও প্রাচীর সকল প্রথমে ধৌত করিয়া পরে কলিচূণ দ্বারা লিপ্ত করিবে।

পুস্তকে লিখিত বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে পুস্তকখানি কৃষক ও গৃহস্থ মাত্রেই প্রয়োজন, দাম ।০ চারি আনা মাত্র।

(৭) চিকিৎসালয়ে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালন আবশ্যক। চিকিৎসালয়ের গৃহে প্রত্যহ একঘণ্টা কাল গন্ধকের ধূম দেওয়া আবশ্যক। এই সময় দ্বার ও গবাক্ষসমূহ বন্ধ করিয়া রাখিবে কিন্তু বায়ু সঞ্চালনের পথ মুক্ত রাখিবে।

(৮) বৎসরের যে সময় মশক ও মাছির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল হয় এবং পশুগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, সেই সময় গৃহের যে দিক হইতে বায়ু সঞ্চালন হইতে থাকে, সেই দিকের দ্বারের সম্মুখে সর্ব্বদা শুষ্ক খড় ঘুঁটে প্রভৃতি প্রজ্জ্বলিত করা উত্তম পরামর্শ। মশক মক্ষিকা প্রভৃতি প্রায়ই রোগ বিস্তার করিবার প্রধান কারণ।

(৯) পীড়িত পশুদিগকে বিশেষরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং ভাতের পাতলা মাড় ও সবুজ তাজা ঘাস খাইতে দিবে। আর সুস্থ পশুদিগকে কোমল ও রেচক খাদ্য খাইতে দিবে। যেহেতু কঠিন শুষ্ক খাদ্য খাইলে পশুদিগের রোগ অতি কঠিন হয় এবং রেচক খাদ্য খাইলে তাহাদের পীড়া অপেক্ষাকৃত কম কঠিন হইয়া থাকে।

(১০) যখন গো মেষাদির মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ আবির্ভূত হয়, তখন রোগাক্রান্ত দলের পশুদিগের মধ্যে সর্ব্ব শেষ রোগ ঘটনার পর তিন মাস কাল অতীত হইবার পূর্ব্বে সুস্থ পশুদিগের সহিত তাহাদিগকে একত্র বিচরণ করিতে দিবে না।

(১১) যে সকল পশু আরোগ্য হয়, তাহাদিগকে চিকিৎসালয় হইতে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে গরম জল ও সাবান দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিবে। যদি কার্ব্বলিক্ এসিড পাওয়া যায়, তাহা হইলে গরম জলের প্রতি গালনে (৫ সের) এক মস্ত গ্লাস পরিমাণ উক্ত এসিড মিশাইয়া লইবে।

(১২) যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে সকল পশু সংক্রামক রোগে মরিয়া যায়, তাহাদিগের মৃতদেহ যেখানে মৃত্যু ঘটে, সেখানে সম্পূর্ণরূপে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। উপকরণের অভাবে যদ্যপি ইহা সম্ভবপর হইয়া না উঠে, তাহা হইলে তাহাদের মৃত দেহ অন্ততঃ দুইহাত মাটীর নিম্নে প্রোথিত করিবে।

(১৩) যে সমস্ত পশু সংক্রামক রোগে মারা যায়, তাহাদের চর্ম্ম ঐ মৃত দেহের সহিত নষ্ট করিবে। যদি মৃতদেহ প্রোথিত করিতে হয়, তাহা হইলে ছুরিকা দ্বারা ঐ চর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মৃত দেহের সহিত মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করা উত্তম পরামর্শ।

(১৪) সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুদিগকে যে গোয়ালে বা যে জমিতে রাখা হইয়াছিল, তাহার মাটী তুলিয়া ফেলিয়া অন্যস্থানে প্রোথিত করিবে এবং তথাকার নিম্নস্থ মৃত্তিকা উত্তম-

রূপে খনন করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিবে; এবং নূতন মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় মেজে প্রস্তুত করিবে। যদ্যপি গোয়াল ঘর ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত হয়, তাহা উত্তম রূপে চাঁচিয়া ধুইয়া ফেলিবে এবং গুড়া চূণ বা কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা তাহার সংক্রামক দোষ বিনষ্ট করিবে।

(১৫) সংক্রামক পশু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর জোয়াল ও অন্যান্য বংশাদি ও তাহাদের সাজসজ্জা, জীন, লাগাম, রশ্মি প্রভৃতি সংক্রামক দোষ নাশক পদার্থ দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। জীনের ভিতরকার পুরাতন আবরণ ও গদি পুড়াইয়া ফেলিবে।

(১৬) গোবসন্ত, গলাফুলো, তড়্কা, বাদ্‌লা ও এঁসো রোগের সংক্রামক বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শরীরের মধ্যে রোগ যে অবস্থায় ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তাহার স্থিতিকাল ২৮ দিনের মধ্যে। অতএব যে পশুর শরীরে এই সকল রোগের সংক্রামক বীজ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে একমাস কাল সম্পূর্ণ পৃথক না করিয়া রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

(১৭) ফুসফুস্ যন্ত্র ও তাহার আবরক চর্ম্মের সংক্রামক পীড়ার বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে এই রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শরীরের মধ্যে ইহার ক্রমশঃ বৃদ্ধির কাল দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে; কিন্তু সচরাচর সকল স্থানে ১০ দিন হইতে তিনমাস বা তদূর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব যে সকল পশু এই রোগের সংস্পর্শে আসে, তাহাদিকে অন্ততঃ তিনমাস কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য—সংক্রামক রোগ হইলে সকল স্থানেই উপরোক্ত নিয়মগুলি প্রতিপালন করা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু রোগ নিবারণের জন্য যে টিকা দিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সকল স্থানেই উহাদিগের লক্ষণ পরিবর্ত্তন করিয়া অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক করা যাইতে পারে। সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারে রোগের বিষদোষ বিনাশ করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু যদি কোন রোগের আক্রমণ হইতে পশুদিগের নিষ্কৃতি পাইবার উপায় পূর্ব্ব হইতেই অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পৃথক্ করণের নিয়ম প্রণালী স্থলবিশেষে শিথিল করা যাইতে পারে।

পশু চিকিৎসককের পরামর্শ পাওয়া সম্ভব হইলে সর্ব্বদা তাহা লইতে হইবে এবং রোগ নিবারক টিকা দিতে হইবে। এই বিষয়ে অধিক জানিতে হইলে এই সকল পীড়া যে যে অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য!

The Causes of Merchantile Failures

ব্যবসাদারের ধ্বংসের কারণ।

কি কারণে ব্যবসাদার অকৃতকার্য্য হয়, সংক্ষেপে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমেরিকায় একবার এই সম্বন্ধে বিশেষ রূপ অনুসন্ধান হইয়াছিল। মিঃ বোভার বলেন, "কারবারের সংকল্পের অপূর্ণতাই অকৃতকার্য্যতার মূলকারণ। আমেরিকায় দেউলিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান হইয়াছিল। সেই অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে, শতকরা ৩ জন মাত্র ব্যবসায়ীর ব্যবসা স্থায়ী হইতে দেখা যায়। জনৈক ভদ্রলোক এ কথার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার জনৈক ব্যবসায়-তত্ত্ববিদ্ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে শতকরা ৫ জন মাত্র লোকের ব্যবসায় স্থায়ী হইয়াছে দেখা যায়। কোন ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর বলিয়াছিলেন—"Bankruptcy is as certain as death, they fall single and alone and are thus forgotten"—অর্থাৎ "দেউলিয়া হওয়া মৃত্যুর ন্যায় সুনিশ্চিত; তবে ইহা একাকী এবং সর্ব্বদাই এক জনের উপর পতিত হইয়া তাহাকেই ধ্বংস করে, কাজেই মানুষ চক্ষে দেখিয়াও নিজে সতর্ক হইতে ভুলিয়া যায়।" গবর্ণর ব্রিগ্ এবং তাঁহার সেক্রেটারী পরিষ্কার রূপে তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে, পল্লীগ্রাম হইতে যে সকল ব্যক্তি রাজধানীতে সৌভাগ্য লাভের আশায় আসে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হয়। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। প্রায় শতকরা ৯০ জন ব্যবসায়ীর পতন ঘটিয়া থাকে, কৈ ৪০ বৎসর একটা বাঙ্গালীর ব্যবসা সমান চলিয়াছে, এরূপ আদর্শ দেখাও দেখি? নিশ্চয়ই তাহা দেখাইতে পারিবে না। যত দিন যায়, ব্যবসা ততই খারাপ হয়—ক্রমে লোপ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? সেইটীই এখন আলোচ্য বিষয়।

বাঙ্গালার লোক এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নারাজ। অতি অল্প পরিশ্রমে—লঘু কাজ করিয়া রোজগার করিতে চায়—এই কারণেই আমেরিকার যুবকগণের অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উদ্যমশীল,

অকস্মাৎ দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই রক্ষা। আমাদের অতি অদ্ভুত দেশ, সর্ব্বদাই তন্দ্রাগত—আত্মহারা—নির্জ্জীব,কে তাহাদিগকে জাগাইয়া চৈতন্য-সম্পাদনে তৎপর হইবে? ব্যবসায়ে অবনতির প্রথম কারণ ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব। আমাদের ব্যবসায়ের মাথা নাই। উইলিয়ম ম্যাথিউ নামক জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন—No man can succeed in his calling for which his providence did not intend him." সকলেই চিত্রকর, সকলেই গায়ক, সকলেই বীর, সকলেই সাহসী হওয়া সম্ভবপর নয়। ভগবান যাহাকে যেমন বুদ্ধি দিয়াছেন, সে সেইরূপ কার্য্যে প্রবেশ করিলে পারদর্শিতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাহার যে বিষয়ে বুদ্ধি নাই, সে সেকাজে অকৃতকার্য্য হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। তেমনি সকলের ব্যবসাদার হওয়া সম্ভব নয়। ব্যবসায়-বুদ্ধিও ঈশ্বর দত্ত। সকলের সে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু অনেকেই অপরের অনুকরণে ব্যবসায় করে, ফল অকৃতকার্য্যতা। পণ্ডিতবর বলিয়াছেন—"The first and most obvious cause of failure is the lack of Business Talent." বাঙ্গালী ভাবে ব্যবসায় যে সে করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইবার নয়। যাহার যাহাতে আন্তরিক রুচি, সে যদি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। মৌলিক ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের নাই, আমরা সেজন্য ভাবিয়াও দেখি না—অনুকরণ করাই আমাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় কারণ—রাতারাতি বড়লোক হইবার ইচ্ছা, "an excessive haste to be rich"। এই দোষেই আমাদের দেশের ব্যবসায়ী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, দারুণ অর্থ পিপাসায় ক্রেতার শোণিত শোষণ করে, ফলে অচিরে কারবার ধ্বংস মুখে পতিত হয়। ব্যবসায়ের স্থায়িত্বের ভিত্তি লোকের বিশ্বাসে। অর্থ-পিপাসায় যখন ব্যবসায়ী উন্মাদ হয়, ক্রেতার প্রতি তখন মনোযোগ থাকে না, সেই কারণে ফল বিষময় হয়। ২।৪ বৎসর বেশ চলে, কিন্তু ক্রমে কারবার অচল হয়।

৩য় কারণ—"Speculation" একপ্রকার জুয়াখেলার মত ব্যবসা। একটা ব্যবসায়ে যখন দু পয়সা লাভ হয়, তখন সেই পয়সা লইয়া অন্যে এইরূপ হঠাৎ ধনী হইবার কারবার করিতে ধাবমান হয়। কাজেই আদি ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, এদিকে নূতন স্পেকুলেশণের শোচনীয় অবস্থা ঘটিলে তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল দুই যায়। তখন সর্ব্বনাশ হয়,যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া অকুল পাথারে ভাসিতে থাকে।

চতুর্থ কারণ—সর্ব্বদাই ব্যবসায় পরিবর্ত্তন। আজ একটা কারবার করিতেছি, কাল অন্যটা ধরিলাম, এইরূপে প্রত্যেক বার নূতন কাজ আর তাহার পরিবর্ত্তন, এই করিতে করিতে কোনটার সফলতা হয় না, ব্যবসায়ে বহুদর্শিতা লাভ হইতে পায় না, সুতরাং ব্যবসায়ী কারবারের ভাল মন্দ বুঝিতেও পারে না। এই প্রকারের লোক শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হয়, একটা বিষয়ে ঐকান্তিকতার সহিত লাগিয়া না থাকিলে সে কার্য্য কদাচ সফল হয় না।

পঞ্চম দোষ—ঘোর স্বার্থজ্ঞান। এইটাই বড় সাংঘাতিক। ইহা দ্বারা শত্রু বৃদ্ধি হয়। "Selfishness is Self-defeating" স্বার্থপরতাই আত্ম-পরাজয়। এই স্বার্থপরতায়, ব্যবসায়ের কর্ম্মচারী শত্রু হয়, প্রতিবাসী ব্যবসায়ী শত্রু হয়; অচিরে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইয়া অপযশের ভার মস্তকে লইতে বাধ্য হয়, সেই সঙ্গে সাধারণের সহানুভূতি না পাইয়া কারবার নষ্ট হইয়া যায়।

ষষ্ঠ কারণ—নীচতা—meaness. ইহা স্বার্থপরতার সহচর। ইহাও কারবার নষ্টের একটী বিশেষ কারণ ব্যবসায়ীর এই স্বভাব থাকিলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। কারবারও সাধারণের ঘৃণার জিনিস হইয়া দাঁড়ায়।

সপ্তম কারণ—বিলাসিতা Extravagant living." পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই জাঁকজমকশূন্য—অপব্যয়শূন্য; কিন্তু এদেশীয় ব্যবসায়ী, বাবুর একশেষ—কার্য্যস্থলে গদিয়ান হইয়া সুখে নল লাগাইয়া তামাক খান। বাগান-বিহার, থিয়েটার, নাচ-গানে, অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, গাড়ী-ঘোড়া, চাকর-নফর, কাপড়-চোপড়ে—যাহা কিছু লাভ হয়,—দু' দিনে উড়িয়া যায়। তার পরে শুনা যায়, হাজার হাজার টাকা দেনা—এত বড় লোক দেউলিয়ার আসামী!

সিগারেট সেবনের অপকারিতা।

কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সিগারেট সেবনের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বর্ষেই এই ঘোর অনিষ্টকারী দ্রব্যের লক্ষ লক্ষ টাকার কাটতি হইতেছে। সুকুমার মতি বালকেরাই ইহার সেবক, ইহাই অধিক

পরিত্যাগের কথা। এই মহা অনিষ্টকারী দ্রব্য বালকের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকারী বলিয়া জাপান গবর্ণমেণ্ট অহিফেনের ন্যায়, নাবালকগণের তাম্রকূট সেবনও নিষিদ্ধ বলিয়া আইন করিয়াছেন। জাপানে ২০ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক কোন বালক সিগারেট বা চুরুট ব্যবহার করিতেছে, এরূপ অবস্থায় তাহাকে ধরিতে পারিলে, তাহার সিগারেট এবং চুরুট সেবনের যন্ত্রাদি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাহার কর্ত্তৃপক্ষের অর্থদণ্ড করা হয়। যে সকল ব্যবসায়ী এই প্রকার নাবালকদিগকে সিগারেট প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহাদিগকেও দণ্ডিত করা হইয়া থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও কয়েকটী প্রদেশে ১৮ বৎসরের বালককে সিগারেট বিক্রয় করাও অপরাধ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। কেপকলোনী, অণ্টারিও, বৃটিশ কলম্বিয়া প্রভৃতি স্থানে ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালককে সিগারেট বিক্রয় করিলে আইন অনুসারে দণ্ডিত হইতে হয়। আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেট রাজ্যে ২১ বৎসরের নিম্নে কোন বালককে সিগারেট সেবন করিতে দেখিলে বা সিগারেট বিক্রয় করিলে দণ্ডিত হইতে হয়। এই সমস্ত প্রমাণ দেখিলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সিগারেট সর্ব্ববাদী সম্মত অনিষ্টকারী বিষ, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ সকল দেশের রাজা সিগারেট বিক্রয়ের শত্রু, সেই জন্য সেখানে সিগারেট বিক্রয়ের সুবিধা হয় না, তাই ভারতবর্ষের পিতৃমাতৃহীন, দায়ফরিদহীন—দীনহীন সুকুমার মতি শিশুগণের জীবনবিনিময়ে ঐ সমস্ত রাজ্য হইতে সেই দেশের সিগারেট ব্যবসায়ীগণ ঘোর অনিষ্টকারী এত সিগারেট ভারতবর্ষে রপ্তানী করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের কি অবিলম্বে আইন করিয়া এই বিষ বিক্রয় বন্ধ করা রাজকীয় কর্ত্তব্য নহে? আবকারীর অবাধ কাটতি প্রজার অনিষ্টকারী, ঘোর সমাজবিপ্লবকারী, এবং সুশাসক সুসভ্য ইংরাজের কলঙ্ককালিমা;—অবিলম্বে এ কলঙ্ক কালিমা মোচন করা তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

আমরা এবার Evils of Cigarette Smoking" নামক ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে সিগারেট সেবনের কয়েকটী অনিষ্টকারিতা গুণ দেখাইতেছি। যথা—কিছুদিন হইল, ইংলণ্ডের ওকওয়ার্ক গ্রামে বালকগণের মধ্যে সিগারেট সেবনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আরও একটী দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। উক্ত গ্রামের পার্শী গ্রীণ নামক একটী ১৩ বৎসর বয়স্ক বালক সিগারেট সেবন করিয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। করোনারের নিকট এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিবার সময় প্রকাশ পায় যে, সিগারেট সেবনই তাহার মৃত্যুর কারণ, নিম্নে করোনার এবং জুরীর রায়ের অবিকল নকল দেওয়া হইল। যথা—

"At an inquest on Parcy Green aged 13, the evidence showed that the lad was an habitual Cigarette Smoker and inhaled Cigarette Smoke. A delicate youth, his vitality had been lowered and chronic poisoning had been set up. One of the symptoms was that he did not relish substantial food, prefering bread and butter. He died in a state of coma following violent convulsion. Jury found that death was due to natural causes accelerated by Cigarette smoking."

সিগারেট সেবন করিতে করিতে ক্রমে বিষ ক্রিয়া হইয়া আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আমরা সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য নিম্নে ইহার মর্ম্মার্থ দিলাম। যথাঃ—

"ইংলণ্ডের ওকওয়ার্থ গ্রামের পারসী গ্রীণ নামক একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। করোনারের নিকট যখন এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা হয়, তখন করোনারের সুবিজ্ঞ চিকিৎসক প্রকাশ করেন যে, সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বালক অত্যন্ত সিগারেট সেবী—সর্ব্বদাই সিগারেটের ধূম গ্রহণ করিত। এই কারণে তাহার সুকুমার শরীরের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমে ক্রমে শরীরে বিষ সংগৃহীত হইয়া এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। লক্ষণসমূহের মধ্যে একটী বিশেষ লক্ষণ—সে রুটি এবং মাখম ব্যতীত আর কোন পুষ্টিকর খাদ্য খাইত না। মৃত্যুর পূর্ব্বে অজ্ঞান হইয়া পরে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, [illegible]ই তাহার মৃত্যু হয়। জুরিগণ সিগা[illegible]সেবনজনিত বিষক্রিয়ায় স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা সিগারেট সেবনকারী তাঁহাদের চৈতন্য হইবে কি?

যদি প্রকৃত Businessman বা কাজের লোক হইতে হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার মাদক দ্রব্যই সেবন করা উচিত নহে। মাদক দ্রব্য মাত্রেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের ঘোর অনিষ্টকারী এবং উন্নতির বিশেষ অন্তরায়। মাদক দ্রব্য মাত্রেই স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজক; উত্তেজক অবস্থার পরেই অবসন্নতা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শরীরস্থ সমগ্র যন্ত্রের মুহুর্মুহু এইরূপ পরিবর্ত্তনের একটা সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই জন্য উদ্যোগিতা, সাহসিকতা স্মৃতিশক্তি, বিবেকশক্তি, কথাবার্ত্তার মাধুর্য্য, প্রভৃতি প্রকৃত কাজের লোকের যাহা সদ্গুণ,

দেহগুলি [illegible] হইয়া যায়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, জীবন বিপন্ন হয়, এবং অকাল মৃত্যুর আধিক্য হইতে থাকে। সিগারেটে ভারতের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। এই নেশায় এ দেশের বালকগণ এত বশবর্ত্তী হইয়াছে যে, আমাদের বোধ হয়, শতকরা ৮০ জন বালক সিগারেট সেবন করিয়া থাকে। ভিক্ষুক ভিক্ষালব্ধ চাউল বিক্রয় করিয়া সিগারেট ক্রয় করিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্তও শতাধিক বার আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে! সমাজ এবং গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ইহার আশু প্রতিকার হওয়ার আবশ্যক হইয়াছে।

রন্ধন।

মাংসের চপ্।—মাংসগুলি কুচি কুচি করিয়া কুটিতে হইবে। হাড় বাছিয়া ফেলিয়া চিক কাটার স্থায় নির্ম্মলভাবে কুটিবে, পরে ধনে, গোলমরিচ বাঁটা, পিঁয়াজ, আদা বাঁটা প্রভৃতি ও লবণ, হলুদ দ্বারা বেশ করিয়া মাখিবে, এখন কড়াতে ঘি চড়াইয়া সেই মাখা মাংসগুলি দিয়া, নাড়িতে হইবে, অল্প জ্বালের পর দেখা যাইবে, মাংসগুলি দলাভাবে অল্প ভাজা হইয়াছে এই সময় নামাও, তারপর নির্ম্মল আতপ চালের গুঁড়া ও একটু সরিষা বাঁটা ও হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়া একত্র বেশ ফেনাইয়া উক্ত মাংসগুলি একটু চাপড়ার মত প্রস্তুত করতঃ ঐ মিশ্রিত গোলায় ডুবাইয়া ঘি দ্বারা ভাজিয়া লইলেই চপ্ প্রস্তুত হইল।

মরিচের ঘণ্ট।—অনেকেই মরিচের ঘণ্ট খাইতে ভালবাসেন, যাহারা অত্যন্ত ঝালের পক্ষপাতী, এ জিনিসটী তাঁহাদেরই প্রিয়। কাঁচা, ফুলা মরিচ চিড়িয়া লইতে হইবে, মটরের ডাল ভিজাইয়া সেই ডাল বাঁটিয়া ঐ বাঁটা ডাল ফেনাইয়া কড়া তেলে ভাজিবে, এইক্ষণ কিঞ্চিৎ তেল কড়াতে দিয়া তেজপত্র, জিরা পোড়াইয়া মরিচগুলি দিবে, একটু নাড়াচাড়ার পর আন্দাজ মত লবণ ও কিঞ্চিৎ জল দিবে, জলটা অর্দ্ধেক শুকাইলে ভাজা বড়াগুলা ভাঙ্গিয়া ঐ মরিচের ভিতর দিয়া খুব নাড়িবে, জলটা শুকাইলে একটু চাউলের গুঁড়া জলে গুলিয়া ঐ ঘণ্টে দিয়া ঘি দিবে, এখন নামাইলেই মরিচের ঘণ্ট রান্না হইয়া গেল।

অন্তঃপুর।

সন [illegible]৮ সালের বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় গুলির—

সূচীপত্র।

এখন আর অর্দ্ধেক মূল্য লইব না, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মুল্য ১।৷০ টাকা ছিল, আর লইব না।

কাজের লোক অফিস।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।